منة الباري شرح صحيح البخاري

মিন্নাতুল বারী

(ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা)

১ম খন্ড (ভূমিকা)

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

منة الباري

شرح صحيح البخاري

মিন্নাতুল বারী
শারহু ছহীহিল বুখারী

ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা

১ম খন্ড

(ভূমিকা)

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

নিবরাস প্রকাশনী

منة الباري

شرح صحيح البخاري

মিন্নাতুল বারী
শারহু ছহীহিল বুখারী

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

প্রকাশক

নিবরাস প্রকাশনী

নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৯৬২-৬২২৫০৭

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

ছফর ১৪৩৯ হিজরী

অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

মুদ্রণে

ছিরাত প্রিন্টিং প্রেস

নির্ধারিত মূল্য

২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

Minnatul Bari ; Sharhu soheehil Bukhari by Abdullah Bin Abdur Razzak & Published by Nibras Prokashoni, Nawdapara, Sopura, Rajshahi. Mobile : 01962-622507, Fixed price :

প্রকাশকের নিবেদন :

আসমানের নীচে যমিনের উপরে পবিত্র কুরআনের পর সর্ব বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে 'ছহীহ বুখারী'। গ্রন্থটির লেখক হাদীছের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীছ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী। ইখলাছের সাথে দীর্ঘ ১৬ বছর ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থটি ছহীহ হাদীছের ভিত্তিপ্রস্তর ও মাইলফলক। মুসলিম উম্মাহের মুহাদ্দিছগণ যুগে যুগে এই বইয়ের খিদমত করেছেন। কেউ ব্যাখ্যা করেছেন কেউ সংক্ষিপ্ত করেছেন। তাঁদের খিদমাতের ফলে ছহীহ হাদীছ বুঝা ও তার উপর আমল করা মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত সহজ হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিমের জন্য হাদীছের এই মহান গ্রন্থের কোন ব্যাখ্যা ছিলনা। ফলত ছহীহ হাদীছ বুঝতে ও তদনুযায়ী আমল করতে সাধারণ জনগণ অনেক কষ্ট ও সমস্যার সম্মুখীন হতেন। আল-হামদুলিল্লাহ সম্মানিত লেখক 'আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক' প্রণীত 'মিন্নাতুল বারী' বহুদিনের এই প্রতীক্ষার অবসান ঘটাবে। আমরা আশা করি এই গ্রন্থের মাধ্যমে তৃষ্ণার্ত হৃদয় সিক্ত হবে পানির পবিত্র সুধায়। বিভিন্ন সমস্যার যুগোপযোগী উত্তরে প্রশান্তি পাবে অন্তর। ইলমের পিপাসীগণ পাবে গবেষণার খোরাক। সাধারণ জনগণ পাবেন ছহীহ হাদীছ সঠিকভাবে অনুধাবন করে তদনুযায়ী আমল করার সহজ-সরল পথ।

আমরা এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে যার পর নাই আনন্দিত। মহান আল্লাহ সম্মানিত লেখককে এই গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে পূর্ণ করার তাওফীক্ব দান করুন! তার এই গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজের মাঝে উপকারী ও গ্রহণীয় করে দিন- আমীন!

সূচীপত্র

--০--

ভূমিকা :

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি আমার প্রতিপালক। আমি তারই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তিনি ব্যতীত আমার কোন সাহায্যকারী ও অভিভাবক নাই। আমি তার নিকট আমার সকল মন্দ আমলের খারাপ প্রতিক্রিয়া থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার উপর শত কোটি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হোক!

পরকথা এই যে, ছহীহ বুখারী পবিত্র কুরআন মাজীদের পর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববিশুদ্ধ গ্রন্থ। আরবী ও উর্দু ভাষায় এই গ্রন্থটির অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাংলা ভাষায় ছহীহ বুখারীর স্বতন্ত্র কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থ নাই। আমি দারুল উলূম দেওবান্দে দাওরায়ে হাদীছের বছর যখন ছহীহ বুখারী পড়ি তখনই মনের মধ্যে বাংলা ভাষায় ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার সংকল্প করেছিলাম। মনের ক্যাম্পাসে আঁকা সে ছবিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে দেরি করিনি। দাওরায়ে হাদীছ শেষ করে বাড়ীতে ফিরে রামাযান মাসে আমাদের এলাকার মসজিদে বুখারীর দারস দেয়া শুরু করি। পাশাপাশি ব্যাখ্যা লেখার কাজেও হাত দিই। রামাযান মাস পার হলে কারণবশত ইচ্ছা করেই ছহীহ বুখারীর কাজ বন্ধ রাখি। ইলমে হাদীছে নিজের জ্ঞানকে শানিত করার জন্য এবং উলূমুল হাদীছের প্রেক্টিসের জন্য আলবানী (রহঃ)-এর মত পরিবর্তন নিয়ে ১০০ হাদীছ সম্বলিত একটি বই লিখি।

উল্লেখ্য যে, উলূমুল হাদীছ চর্চার জন্য আমি দারুল উলূম দেওবান্দে মিশকাতের বছর মিশকাতুল মাছাবীহের দুই-তৃতীয়াংশ তাহক্বীক করি এবং দাওরায়ে হাদীছের বছর তাক্বরীবুত তাহযীবের উপর কাজ করি। সেই চর্চাকে ধরে রাখার জন্যই মূলত আলবানী (রহঃ)-এর মত পরিবর্তন নিয়ে লেখা। প্রথম খণ্ড প্রকাশ হতে হতে মদীনায় যাওয়ার ডাক এল। মদীনা গিয়ে আবার একাডেমিকাল পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। মদীনায় যাওয়ার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা লেখার আগে সাধারণ জনগণকে ইলমে হাদীছের কিছু মৌলিক বিষয়ে ধারণা দেয়া প্রয়োজন। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে নতুন দু'টি বই লিখি- 'মুছত্বলাহুল হাদীছ শিক্ষায় মণি-মুক্তা উপহার' ও 'আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য'। প্রথমটি উছূলে হাদীছ বিষয়ে দ্বিতীয়টি হুজ্জিয়াতে হাদীছ বিষয়ে। এগুলো লিখতে লিখতেই মদীনাতে তৃতীয় সেমিস্টারে পুনরায় ছহীহ বুখারী পড়ার সুযোগ হয়। অতঃপর ভাগ্যক্রমে আগস্ট ২০১৬ থেকে প্রায় দেড় মাস ব্যাপী 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'তে ছহীহ বুখারীর দারস দেয়ার সুযোগ হয়। দুইবার ছহীহ বুখারী পড়ার ফলে এবং দুইবার বিভিন্ন সময় দারস দেয়ার ফলে ছহীহ বুখারী বিষয়ে হালকা হলেও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। যা ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা লেখার কাজে আমাকে আরো সাহসের যোগান দেয়। চতুর্থ সেমিস্টার শেষে মূল ব্যাখ্যার কাজে আবার নতুন করে হাত দিই। ব্যাখ্যা লেখা অবস্থাতেই মদীনাতে শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ হাফিযাহুল্লাহ 'ছহীহ মুসলিম' শেষ করে ছহীহ বুখারীর দারস শুরু করেন। আল-হামদুলিল্লাহ তার দারসেও কয়েকদিন বসার সুযোগ হয়েছে। ২০১৪ সালে দেখা সেই স্বপ্ন আজ পূরণ হয়ে আপনাদের হাতে। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

বইয়ে যা আছে

বইটির আলোচনাকে আমরা তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করতে পারি।

প্রথম অধ্যায় : ইমাম বুখারীর জীবনী।

এই অধ্যায়ের উৎস হিসাবে আমি ফাৎহুল বারী সহ বিভিন্ন প্রচলিত ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোর উপর নির্ভর করিনি। বরং তারা যে উৎসগুলোর উপর নির্ভর করেছেন, আমি সেই উৎসগুলোর উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। ইমাম বুখারীর উপর লিখিত অন্যান্য জীবনীর সাথে এই অধ্যায়ের অন্যতম পার্থক্য হচ্ছে, আমি ইমাম বুখারীর জীবনী সংক্রান্ত প্রতিটি ঘটনার তাহক্বীক্ব পেশ করার চেষ্টা করেছি, যা অদ্যাবধি ছহীহ বুখারীর কোন ব্যাখ্যায় বা ইমাম বুখারীর জীবনীমূলক কোন গ্রন্থে আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

দ্বিতীয় অধ্যায় : ছহীহ বুখারীর পরিচয়।

এই অধ্যায়ে ছহীহ বুখারীর সার্বিক পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করেছি। ছহীহ বুখারীর নামকরণ থেকে শুরু করে রচনাপদ্ধতি, ছহীহ বুখারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মাসায়েল যেমন, ছহীহ বুখারীর টীকা, বারংবার উল্লেখিত হাদীছ, ইমাম বুখারীর শর্ত, ছহীহ বুখারীর হাদীছ সংখ্যা, ছহীহ বুখারীর সাথে ছহীহ মুসলিমের তুলনা, ইমাম মুসলিমের সাথে ইমাম বুখারীর মতভেদ, ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত গ্রন্থসমূহ ইত্যাদীর আলোচনা এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ছহীহ বুখারীর যে হাদীছগুলোকে আলবানী (রহঃ) যঈফ বলেছেন, সেগুলোর বিস্তর বিশ্লেষণ এবং ছহীহ বুখারীর রিওয়ায়েত, নুসখা ও প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায় : ছাত্র ও সাধারণ জনগণের জন্য যরূরী কিছু জ্ঞাতব্য।

এই অধ্যায়ে ছাত্রদের জন্য উলূমুল হাদীছ ও জারাহ-তা'দীলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়েছে। একজন হাদীছের ছাত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম-পরিচয় সহ বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে ভারত উপমহাদেশে ওলামায়ে আহলেহাদীছের খিদমত বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়েছে।

সাধারণ জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসীহত পেশ করা হয়েছে। বিশেষ করে ফিরক্বা নাজিয়া বিষয়ে প্রচলিত ভুল ধারণার খণ্ডন করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইমাম বুখারী ও ইমাম আলবানী (রহঃ) সহ মুহাদ্দিছগণকে যারা ফক্বীহ মনে করেন না, তাদের অত্যন্ত মযবূত দলীলের মাধ্যমে জবাব দেয়া হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

পরিশেষে পাঠকের নিকট দু'আ চাই, আপনারা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অবশ্যই দু'আ করবেন যেন, মহান আল্লাহ আমাকে এই ব্যাখ্যা লেখার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়ার তাওফীক্ব দান করেন। এই গ্রন্থ যেন বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের বিন্দুমাত্র হলেও উপকারে আসে। গ্রন্থটিকে যেন মহান আল্লাহ কবুল করেন। এই গ্রন্থ লিখতে যাদের সহযোগিতা চির স্মরণীয় বিশেষ করে,

পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সহধর্মিনী সকলকেই মহান আল্লাহ উত্তম জাযা দান করুন- আমীন! আরো কয়েকজনের কথা না বললেই নয়, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আব্দুল আলীম মাদানী, বড় ভাই মিযানুর রহমান মাদানী, বড় ভাই বজলুর রহমান ও বন্ধুবর আকরাম হোসেন। তাদের সকলের সহযোগিতাকে মহান আল্লাহ কবুল করে নিন! তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন! উল্লেখ্য যে, বড় ভাই আব্দুল আলীম মাদানী আমার 'মুছত্বলাহুল হাদীছ' এবং 'আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য' বই দু'টিও দেখে দিয়েছিলেন। জাযাহুল্লাহু খায়রান।

ছহীহ বুখারীর সনদ

সনদ কী?

হাদীছের যেমন সনদ থাকে তেমনি বইয়েরও সনদ থাকে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারী তার জীবদ্দশাতেই প্রায় ৯০ হাজার ছাত্রকে পড়িয়েছেন।[১] তার ছাত্রগণ ছহীহ বুখারী নিয়ে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েন। তারাও বহু ছাত্রকে ছহীহ বুখারীর দারস দেন। এভাবে পৃথিবীর কোণায় কোণায় ছাত্র-শিক্ষক পরম্পরায় ছহীহ বুখারীর দারস চলতে থাকে। যা অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে। আমাদের পর্যন্ত পৌছতে শিক্ষকগণের এই ধারাকে বইয়ের সনদ বলা হয়।

আগের যুগে 'ইজাযাত' বলে একটি পরিভাষা মুহাদ্দিছগণের মাঝে বহুল প্রচলিত ছিল। তারা সকল ছাত্রকেই তাদের থেকে হাদীছ বর্ণনার অনুমতি দিতেন না বরং বাছাইকৃত পসন্দের ছাত্রকেই হাদীছ বর্ণনার অনুমতি দিতেন। এই অনুমতিকেই আরবীতে ইজাযাত বলা হয়। ৫ম শতাব্দী হতে হতে সকল হাদীছ লিপিবদ্ধ হয়ে গেলে এবং রিওয়ায়েতের যুগ বন্ধ হয়ে গেলে হাদীছের ক্ষেত্রে ইজাযাতের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তখন মুহাদ্দিছগণের সংকলিত বই পড়ানোর জন্য উস্তাদ থেকে প্রাপ্ত অনুমতির ক্ষেত্রে 'ইজাযাত' শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। যা অদ্যাবধি জারী আছে।

আল-হামদুলিল্লাহ! আমি ছহীহ বুখারী পড়ানোর এই অনুমতিপত্র ইমাম বুখারীর সনদে দুইজন উস্তাদের নিকট থেকে পেয়েছি আবারো আল-হামদুলিল্লাহ। মুহাদ্দিছগণের নীতিকে বজায় রেখে অত্র বইয়ের শুরুতে আমার সনদ দু'টি উল্লেখ করে দেয়া সমীচীন মনে করছি। তবে তারপূর্বে ভারত উপমহাদেশে হাদীছের সনদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ না করলেই নয়।

সারমর্ম :

তিনশ' শতাব্দী থেকেই হাদীছ চর্চার নযীর ভারত উপমহাদেশে পাওয়া যায়, যা আমরা বিস্তারিত বইয়ের শেষের দিকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। ভারত উপমহাদেশে ইসলাম আসার শুরুর দিকে সিন্ধু ও তার আশপাশে যে সঠিক ও অবিকৃত ইসলাম বিরাজ করছিল তা শী'আ প্রভাবিত বিভিন্ন শাসকদের মাধ্যমে সরকারী দমনের শিকার হয়। যার ফলশ্রুতিতে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতন হয়। এই পতনের সময়ই জন্মগ্রহণ করেন শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ

---

১. তারীখে বাগদাদ ২/১০।

দেহলভী (রহঃ)। তিনি মুসলিমদের সার্বিক অবস্থা আবলোকন করত সমাধান স্বরূপ কুরআন ও হাদীছের চর্চার নতুন যুগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনকে মানুষের নাগালের মধ্যে আনার জন্য ফারসী ভাষায় কুরআনের তরজমা করেন। অতঃপর মুওয়াত্তা মালেকের মত মহান হাদীছ গ্রন্থের ফারসী ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি কুতুবে সিত্তাহ সহ বিভিন্ন গ্রন্থের দারস দিতে থাকেন। তার দারস থেকে মহান আল্লাহ অনেক মহান ছাত্র ও দ্বীনের খাদেম তৈরি করে দেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার সুযোগ্য সন্তান ও ছাত্র শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ), তিনিও দারস-তাদরীস ও লেখালেখির মাধ্যমে খিদমত জারী রাখেন। তিনি তাফসীরে আযীযী নামে ফারসী ভাষায় কুরআনের তাফসীর লেখেন। তেমনি বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন নামে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছগণের জীবনী ও তাদের লিখিত কিতাবের উপর তথ্যবহুল একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যা মুহাদ্দিছগণ ও তাদের লিখিত গ্রন্থগুলোর সাথে ভারতবাসীকে পরিচিত করে তুলে। তার মৃত্যুর পর তার ছাত্র শাহ ইসহাক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভী দিল্লির দারসে হাদীছের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মক্কায় হিজরত করে চলে যান। তারপর তার জায়গায় শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (রহঃ)-কে লিখিত অনুমতির মাধ্যমে দিল্লির ঐতিহ্যবাহী দারসে হাদীছের মসনদের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যান। যদিও তার সমকালীন কট্টর হানাফী আলেম আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী আলাদাভাবে দারস দেয়া শুরু করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) এমন অনেক কিছুই তার বইয়ে বিশেষ করে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'তে লিখে গেছেন কিন্তু নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তার পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) শিরক-বিদ'আত বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে তা বাস্তবে রূপদান করেন। যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তার লিখিত দু'টি গ্রন্থ 'তাক্বিয়াতুল ঈমান' ও 'তাযকীরুল ইখওয়ান'। তাওহীদের পক্ষে ও শিরক-বিদা'আতের বিরুদ্ধে পাক ভারতের প্রথম নাঙ্গা তলোয়ার বলা যায় বই দু'টিকে। অন্যদিকে তার জিহাদ আন্দোলনের উত্তরসূরীগণ শিরক-বিদ'আত বিরোধী এই আন্দোলনের মূল রূহকে ধরে রাখেন। তাদের এই আন্দোলনের মূল রূহ দিল্লীর দারসে পূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন হয় মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) দারস কালে। হাদীছের উপর আমল করার ও হাদীছ চর্চার এক বিপ্লব শুরু হয়। তার নিকট পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দেড় লক্ষাধিক ছাত্র কুরআন ও হাদীছের ইলম হাছিল করেন। সুনানে তিরমিযীর শ্রেষ্ঠ ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযীর সম্মানিত লেখক আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ), সুনানে আবি দাউদের শ্রেষ্ঠ ও কালজয়ী ব্যাখ্যা গ্রন্থ গয়াতুল মাক্বসূদ ও আউনুল মাবুদের সম্মানিত লেখক শামসুল হক্ব আজিমাবাদী (রহঃ), এবং যাবতীয় বাতিল ফের্কার মূর্তিমান আতঙ্ক সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) এই তিনজন মহান পুরুষের সম্মানিত উস্তাদ ছিলেন মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)। তাদের হাত ধরেই ভারত উপমহাদেশে হাদীছের আন্দোলনের এক নতুন যুগ শুরু হয়। জামি'আহ রাহমানিয়া দিল্লী ও জামি'আহ সালাফিয়্যা বানারাসের মত প্রতিষ্ঠানগুলো অস্তিত্বে আসে। তাদের উত্তরসূরী হিসাবে আবির্ভূত হন সফীউর রহমান মুবারকপুরী, ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, ইহসান ইলাহী যহির সহ অগণিত মর্দে মুজাহিদ ও ইলমের সাগর।

অন্যদিকে আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী (রহঃ) যিনি শায়খুল কুল ফিল কুলের সাথে চরম শত্রুতা রাখতেন, তার আলাদা দারস থেকে ভারতে আরেক নতুন ধারা জন্ম লাভ করে। তার অন্যতম ছাত্র মাওলানা কাসেম নানুতুবী ও রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী (রহঃ)। তারা দুইজন মিলে দিল্লীর অদূরে দারুল উলূম দেওবান্দ প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তাদের হাতে গড়ে উঠেন 'শায়খুল হিন্দ' নামে খ্যাত মাহমূদুল হাসান দেওবান্দী (রহঃ)। মাহমূদুল হাসান দেওবান্দী (রহঃ)-এর সুদীর্ঘ দারসী জীবনে অনেক ছাত্র তৈরি হয় তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী ও সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ)। এইভাবে দারুল উলূম দেওবান্দ সহ পাক-ভারতে এই ধারার দারস-তাদরীস চলতে থাকে।

আমার নিকটে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-এর সনদে এবং তার বিপরীতে আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী (রহঃ) উভয় সনদেই ছহীহ বুখারীর ইজাযাত আছে। নিম্নে সনদ দু'টি উল্লেখ করা হল।

রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত আমার সনদ :

আমি ছহীহ বুখারী পড়েছি মুফতী সাঈদ আহমাদ পালানপুরী হাফিযাহুল্লাহ ও আব্দুল হক্ব আজমী হাফিযাহুল্লাহর নিকটে। এছাড়া শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আব্দুল খালেক্ব সালাফী উস্তাদজী ও পাকিস্তানের খ্যাতনামা হানাফী আলেম আব্দুর রাযযাক ইস্কান্দার হাফিযাহুল্লাহ আমাকে ছহীহ বুখারীর ইজাযাত দিয়েছেন। নিম্নে উপরের তিন জন উস্তাদ যাদের নিকট আমি সত্যিকার অর্থে বিভিন্ন হাদীছের বই পড়েছি ও ইলম হাছিল করেছি তাদের ইমাম বুখারী (রহঃ) পর্যন্ত সনদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি।

১. সাঈদ আহমাদ পালানপুরী উস্তাদজী ছহীহ বুখারী পড়েছেন ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেউবন্দীর নিকট।

২. আব্দুল হক্ব আজমী উস্তাদজী ছহীহ বুখারী পড়েছেন হুসাইন আহমাদ মাদানীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন মাহমূদুল হাসান দেউবন্দীর নিকট।

৩. মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী ছহীহ বুখারী পড়েছেন মাওলানা ক্বাসেম নানুতুবী ও রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর নিকট। তারা ছহীহ বুখারী পড়েছেন মাওলানা আব্দুল গণী মুজাদ্দেদীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন শাহ ইসহাক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিকট।

৪. আব্দুল খালেক্ব সালাফী উস্তাদজী ছহীহ বুখারী পড়েছেন শায়খ আব্দুল্লাহ বুধিমালিবীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন আব্দুল মান্নান মুহাদ্দিছে পাঞ্জাব ও আব্দুল জাব্বার গযনভীর নিকট। তারা ছহীহ বুখারী পড়েছেন শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন শাহ ইসহাক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিকট।

সবচেয়ে উঁচু সনদ :

৫. আমাকে ছহীহ বুখারীর ইজাযাত দিয়েছেন আব্দুল খালেক্ব সালাফী উস্তাদজী। তাকে ছহীহ বুখারীর ইজাযাত দিয়েছেন হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন আব্দুল মান্নান মুহাদ্দিছে পাঞ্জাব ও আব্দুল জাব্বার গযনভীর নিকট। তারা ছহীহ বুখারী পড়েছেন শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন শাহ ইসহাক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিকট।

এই সনদে আমার এবং শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর মাঝে মাত্র তিনজন মাধ্যম রয়েছেন।

উপরের সকল সনদ শাহ ইসহাক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভীর এখানে এসে একত্রিত হয়েছে। শাহ ইসহাক্ব দেহলভী থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত বাকী সনদ নিম্নরূপ ।

শাহ ইসহাক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভী ছহীহ বুখারী পড়েছেন শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন

১. শায়খ আবু তাহের কুরদীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
২. শায়খ ইবরাহীম কুরদীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
৩. ইমাম আহমাদ কুশাশীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
৪. ইমাম শামসুদ্দীন আহমাদ শান্নাবীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
৫. ইমাম মুহাম্মাদ রামাল্লীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
৬. শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আল-আনছারীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
৭. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
৮. ইমাম ইবরাহীম তান্নুখীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
৯. শিহাবুদ্দীন আহমাদ সলিহীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
১০. আবু আলী হুসাইন যাবিদীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
১১. আব্দুল আউয়াল সিজযীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
১২. আব্দুর রহমান দাউদীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
১৩. ইমাম আব্দুল্লাহ বিন হাম্মুওয়াহ-এর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
১৪. মুহাম্মাদ ফিরাবরীর নিকট। তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন
১৫. ইমাম বুখারীর নিকট। তিনি বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন মাক্কী বিন ইবরাহীম। তিনি বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন ইয়াযীদ বিন আবি উবাইদ। তিনি বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন সালামা বিন আকওয়া (রাঃ)। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

'যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলল, যা আমি বলিনি, সে তার থাকার জায়গা জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।

এই হাদীছটি বর্ণনায় আমার এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মাঝে মাত্র ২৫ জন মাধ্যম রয়েছেন। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

জ্ঞাতব্য : ছহীহ বুখারীর এই একটিই সনদ তা কিন্তু নয়। যেমন শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট ইমাম শাওকানীর সনদে ইজাযাত ছিল। তেমনি হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর নিকটে ১৪টি সনদে ছহীহ বুখারীর ইজাযা ছিল। এইভাবে প্রতি স্তরে উল্লেখিত উস্তাদগণের নিকট বিভিন্ন সনদে ইজাযাত ছিল। যেমন আমি নিজেই তিনজন উস্তাদের নিকট থেকে ইজাযাতের কথা প্রথমে উল্লেখ করেছি। ঠিক তেমনি প্রতিটি উস্তাদের এই রকম কয়েকজন উস্তাদ থেকে ইজাযাত ছিল। এইভাবে মুতাওয়াতির সূত্রে ছহীহ বুখারী আমাদের নিকটে পৌছেছে। তন্মধ্যে ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সনদটি উপরে উল্লেখ করা হল। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

একটি ভুল ধারণা :

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাঠিয়েছেন। হাদীছ হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেয়া কুরআনের সেই ব্যাখ্যা। তাই বলা হয়, ইসলামী শরী'আতের দু'টি মৌলিক স্তম্ভ। কুরআন এবং হাদীছ। এই জন্য মহান আল্লাহ যেমন কুরআন সংরক্ষণ করেছেন তেমনি হাদীছ সংরক্ষণ করেছেন। হাদীছ সংরক্ষণের অন্যতম নিদর্শন ছহীহ বুখারী। দুনিয়ার সকল আলেম এই বিষয়ে একমত যে, ছহীহ বুখারীর প্রতিটি হাদীছ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাদীছ। এই জন্য একজন মুসলিমের পবিত্র কুরআন পড়ার পাশাপাশি অন্ততপক্ষে ছহীহ বুখারী অধ্যায়ন করা যরূরী। আমাদের দেশে প্রচলিত ভয়ঙ্কর একটি ভুল ধারণা হচ্ছে, ছহীহ বুখারী অনেক বড় কিতাব। এই বই বুঝার ক্ষমতা আমাদের নাই। এমনকি ছাত্রদেরকেও একদম শেষ বছরে ছহীহ বুখারী পড়ানো হয়। অথচ কুরআন যেমন একজন ছাত্র জীবনের শুরুতে শিখেছে তেমনি ছহীহ বুখারী শুরুতেই পড়া উচিত। বর্তমান আরব বিশ্বে একজন ছাত্র কুরআন হিফয করার পর সর্বপ্রথম ছহীহ বুখারী অথবা ছহীহ বুখারী এবং ছহীহ মুসলিমে যে হাদীছগুলো এসেছে সেগুলো মুখস্থ করে। এই জন্য আলেম সমাজের প্রতি আমার করজোড়ে অনুরোধ, আপনারা সিলেবাস পরিবর্তন করুন! ছাত্রদের জন্য কুরআনের পরপরই ছহীহ বুখারী পড়ার ব্যবস্থা করুন। বর্তমান যুগে এমন অনেক গ্রন্থ আছে যেগুলোতে ছহীহ বুখারীর হাদীছগুলোর সনদ এবং বারংবার উল্লেখিত হাদীছ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র হাদীছের মূল মতন উল্লেখ করা হয়েছে। ছাত্রদের জন্য যা বুলূগুল মারাম ও মিশকাতুল মাছাবীহের মত সহজ হবে। ফলত তারা জীবনের প্রথমেই জাল ও যঈফ হাদীছের ছোঁয়া থেকে মুক্ত থাকবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ বুখারীর মত সর্ব বিশুদ্ধ দু'টি গ্রন্থের ছোঁয়ায় তাদের জীবন আলোকিত হয়ে উঠবে।

অনেকেই অভিযোগ করেন বাংলা বুখারী পড়ে নিজে থেকে বুঝতে গিয়ে অনেক মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তাই সাধারণ জনগণের ছহীহ বুখারী পড়া উচিত নয়। তাদের অভিযোগ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্যই ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা বাংলায় লেখা শুরু করেছি। *আলহামদুলিল্লাহ।* সাধারণ জনগণ চাইলে এই ব্যাখ্যা গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে ছহীহ বুখারী পড়তে ও বুঝতে পারবেন। যা তাদের জন্য হেদায়াতের আলোকবর্তিকা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অধ্যায় : ইমাম বুখারীর জীবনী

ইমাম বুখারীর জীবনী :

ইমাম বুখারীর জীবনী বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আমরা ইমাম বুখারী সংক্রান্ত তথ্যের প্রধান উৎসগুলোর তাহক্বীক্ব পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

ইমাম বুখারীর জীবনী সংক্রান্ত তথ্যের উৎস ও তাহক্বীক্ব :

১. মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম। যিনি ওয়াররাক্ব আল-বুখারী (وراق البخاري) নামে প্রসিদ্ধ। ওয়াররাক (وراق) শব্দটি আরবী। আগের যুগে আমাদের মত কলম-কালি, ল্যাপটপ-কম্পিউটার, টাইপরাইটার ছিল না। তখন দোয়াত ও কালির মাধ্যমে অনেক কষ্ট করে লিখতে হত। এই জন্য সেই যুগে বই ক্রয়-বিক্রয়ের ধরন আজকের মত ছিল না। বই ক্রয় করার জন্য হয় বইয়ের লেখক থেকে অনুমতি নিতে হত অথবা বাজারে পাওয়া গেলে অর্ডার দিয়ে সেটা কপি করিয়ে নিতে হত। লেখক অনুমতি দিলে তার মূল পাণ্ডুলিপি দেখে কাগজে লিখে নেয়ার মাধ্যমে কপি করা হত। এই কঠিন কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেত। এই জন্য অনেক ওলামায়ে কেরাম তার সাথে একজন লেখক বা কপিকারক রাখতেন। যে শহরে যেতেন সেই শহরের কিতাবগুলো তাকে দিয়ে লিখিয়ে সাথে নিয়ে নিতেন। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অনুরূপ একজন লেখক ছিলেন। যিনি ওয়াররাক আল-বুখারী নামে বিখ্যাত। তিনি শুধু লেখক বা কপিকারক ছিলেন। হাদীছের বর্ণনাকারী ছিলেন না। হাদীছের ভাণ্ডারে তার থেকে একটিও হাদীছ পাওয়া যায় না। তিনি তার লিখিত একটি কিতাবের মাধ্যমেই আলোচিত হয়ে আছেন।'শামায়েলে বুখারী'। এই বইয়ে তিনি ইমাম বুখারীর জীবনী সংক্রান্ত যা জানতেন, তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে এই গ্রন্থে বিভিন্ন ঘটনা লিখতে গিয়ে তার সাথে ইমাম বুখারীর সম্পর্ক এবং তার মূল কাজ কী ছিল তা ফুটে উঠেছে। একটি ঘটনায় স্পষ্ট বুঝা যায়, ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারী তাকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছিলেন।[২] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার তাগলীকুত তা'লীক্বে বলেন,

ووراقة الإِمَام الْجَلِيل أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أبي حَاتِم الْوراق وَهُوَ النَّاسِخ وَكَانَ ملازمه سفرا وحضرا فَكتب كتبه.

'আর ইমাম বুখারীর ওয়াররাক্ব মহান ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম। তিনি মূলত নাসিখ বা লেখক, কপিকারক ছিলেন। তিনি সফরে ও বাড়ীতে ইমাম বুখারীর সাথেই থাকতেন। ইমাম বুখারীর বইগুলো তিনিই লিখেছেন'।[৩]

তার লিখিত 'শামায়েলে বুখারী' গ্রন্থ থেকেই হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইমাম যাহাবী (রহঃ) সহ ইমাম বুখারীর সকল জীবনীকারক ও ছহীহ বুখারীর সকল ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন ঘটনা নিজ নিজ বইয়ে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমানে গ্রন্থটির কোন হদিস নাই। মুসলিম বিশ্বের বা ইউরোপের কোন পুরাতন লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি আকারে থাকতে

---

২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৫১।
৩. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৪৩৭।

পারে। ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার সিয়ারে এবং হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার তাগলীকুত তা'লীক্বে ওররাক্ব আল-বুখারী থেকে তাদের পর্যন্ত শামায়েলে বুখারী গ্রন্থটির সনদ উল্লেখ করেছেন। 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'তে উল্লেখিত সনদটি নিম্নরূপ :

أَنْبَأَنِي بِهِ أَحْمَدُ بنُ أَبِي الخَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ الطَّرَسُوْسِيِّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ طاهر الحافظ أَجَازَ لَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ خَلَفٍ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مِهْرَوَيْهِ الفَارِسِيُّ المُؤَدِّبُ، قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ مَرْو لزِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ، بنِ مَطَرٍ الفِرَبْرِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ أَبِي حَاتِمٍ فَذَكَرَ الكِتَابَ فَمَا أَنْقُلُهُ عَنْهُ فَبِهَذَا السَّندِ.

তাহক্বীক্ব : রাবীগণের তাহক্বীক্ব নীচে দেয়া হল:

এই সনদে মোট সাতজন রাবী রয়েছে। নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল:

(ক) আহমাদ বিন আবিল খায়র। তার বিষয়ে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন,

كان إنسانًا خيّرًا متواضعًا.

'সে ভাল ও নম্র মানুষ ছিল'।[৪]

(খ) মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আত-তরসুসী। ইমাম যাহাবী তার বিষয়ে বলেন,

من كبار شيوخ عصره.

'নিজের সময়ের অনেক বড় শায়খ ছিলেন'।[৫]

(গ) মুহাম্মাদ বিন তহির। তিনি হাফেয আবুল ফাযল আল-মাক্বদেসী নামে প্রসিদ্ধ। অনেক বড় শায়খ। মযবূত ও গ্রহণযোগ্য।[৬]

(ঘ) আহমাদ বিন আলী বিন খালফ। আবু বকর আশ-শিরাযী। ইমাম হাকিমের বইগুলোর বর্ণনাকারী।[৭] ইনি নাহুবিদ ও সাহিত্যিকও ছিলেন।[৮]

(ঙ) আবু ত্বহের আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ। গ্রহণযোগ্য ও সত্যবাদী।[৯]

(চ) আবু মুহাম্মাদ আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ। ইমাম ফিরাবরীর পৌত্র। তার বিষয়ে ইমাম সাম'আনী বলেন,

---

৪. তারীখুল ইসলাম ১৫/৩৫৭।
৫. তারীখুল ইসলাম ১২/১০৪১; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২১/২৪৫।
৬. যিরিকলি, আ'লাম, ৬/১৭১; তারীখুল ইসলাম ১১/৯২
৭. মুক্ববিল বিন হাদী, রিজালুল হাকিম, ১/২০।
৮. তারিখ রিজাল আহলিল-আন্দালুস, পৃঃ ১৯৯; মুক্ববিল বিন হাদী, রিজালুল হাকিম, ১/২০।
৯. নায়িফ আল-মানছূরী, আস-সালসাবিল আন-নাক্বী ফী তারাজিম শুয়ূখ বায়হাক্বী, পৃঃ ১৯৯; মাহমূদ, ইত্তিহাফুল মুরতাক্বী, পৃঃ ৬৭।

وحفيده أبو محمد أحمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف الفربري، يروى عن جده كتاب الجامع الصحيح، روى عنه غنجار.

ইমাম ফিরাবরীর পৌত্র আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ তার থেকে ছহীহ বুখারী বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে গুঞ্জার বর্ণনা করেছেন।[১০] ইমাম ফিরাবরীর এই পৌত্র ৩৭১ হিজরীতে মারা গেছেন।[১১] তার বিষয়ে এর বেশী কিছু জানা আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি। তবে আমার ধারণা ইমাম গুঞ্জার তার 'তারীখে বোখারা'তে অবশ্যই তার বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু 'তারীখে বোখারা' আমাদের মাঝে না থাকায় আমরা কিছু জানতেও অক্ষম। *ওয়াল্লাহুল মুয়াফফিক্ব।*

(ছ) মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন মাতার আল-ফিরাবরী। ইমাম বুখারীর ছাত্র। ছহীহ বুখারীর যে কপিটা তার নিকট ছিল সেটাই পৃথিবী ব্যাপী প্রসিদ্ধি পায়।[১২]

(জ) মুহাম্মাদ ইবনে আবি হাতিম। ইনিই মূল রাবী এবং ইমাম বুখারীর জীবনীর তথ্যগুলোর মূল ভিত্তি যে বই, সেই বইয়ের লেখক। যার বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

সুতরাং সারমর্ম হচ্ছে, সনদটির প্রায় সকল রাবী পরিচিত ও ছুদূক্ব। শুধুমাত্র মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন মাতার আল-ফিরাবরী (রহঃ)-এর পৌত্র আবু মুহাম্মাদ আহমাদ বিন আব্দুল্লাহর বিষয়ে আমরা বিস্তারিত কিছু জানতে পারিনি। আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আব্দুল বারী বিন হাম্মাদ আল-আনছারীকে আমি এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ও ইমাম ফিরাবরীর পৌত্রের বিষয়ে বেশী কিছু জানা যায় না এ কথাই সঠিক। তবে তাদের থেকে বর্ণিত যে ঘটনাগুলো মহান ইমামেরা নিজ নিজ বইয়ে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আমরাও উল্লেখ করতে পারি। *ওয়াল্লাহু আ'লাম।*

অত্র বই থেকেই হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইমাম যাহাবী, ইমাম খত্বীব বাগদাদী তার তারীখে বাগদাদে, ইবনু আসাকির তার তারীখে দিমাশক্বে এবং ইমাম মিযযী তার তাহযীবুল কামালে, ইমাম নববী তার তাহযীবুল আসমা ও ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারীর অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[১৩]

ইমাম যাহাবী, ইমাম আসক্বালানী, ইমাম মিযযি, ইমাম খত্বীব বাগদাদী, ইমাম নববী, ইবনু আসাকির রহিমাহুমুল্লাহগণ এই গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করলেও বইটির উপর বা বইটির লেখক ওয়াররাক্ব আল-বুখারী ও ইমাম ফিরাবরীর পৌত্রের উপর কোনরূপ মন্তব্য করেননি। তাদের এই চুপ থাকাকে বইটির বিষয়ে তাদের মৌন সম্মতি হিসাবে গ্রহণ করা যায়। ওয়াল্লাহু আ'লাম মিন্না।

২. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ গুনজারের লিখিত বিখ্যাত 'তারীখে বোখারা' গ্রন্থ। ইমাম বুখারীর জীবনীর ২য় উৎস এই বইটি। ইমাম যাহাবী ইমাম আসক্বালানী (রহঃ) সহ অনেকেই

১০ . সাম'আনী, আনসাব ১০/১৭১।
১১. সাম'আনী, আনসাব ১০/১৭১।
১২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৫/১০; যিরিকলী, আ'লাম, ৭/১৪৮।
১৩. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৩৮৬; তারীখে বাগদাদ ২/৭; তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৩৯।

গ্রন্থটির নাম তাদের বইয়ে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থ থেকেও অনেক ঘটনা তারা তাদের বইয়ে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমানে গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। হয় তাতারদের হামলার সময় হারিয়ে গেছে অথবা ক্রুসেডাররা ইউরোপে নিয়ে গেছে। ইউরোপের কোন দেশের লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি থাকতে পারে। আল্লাহ ভাল জানেন। যেহেতু বইটি পাওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু এই বইয়ে বর্ণিত সনদগুলো সম্পর্কেও জানা যাচ্ছে না।

৩. ইমাম ইবনু আদীর লিখিত আছামী। এই গ্রন্থটি মূলত ছহীহ বুখারীর রাবীগণের উপর লিখিত। কিন্তু গ্রন্থের শুরুতে ইমাম ইবনু আদী ভূমিকা স্বরূপ ইমাম বুখারীর জীবনী লিখেছেন। অধমের দৃষ্টিতে বর্তমানে ইমাম বুখারীর জীবনী সংক্রান্ত যত উৎস রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে এই ভূমিকা। কেননা, প্রথমত ইমাম ইবনু আদী একজন মহান মাপের হাদীছ শাস্ত্রের ইমাম। তার লিখিত আল-কামিল গ্রন্থটি আজ অবধি যঈফ রাবীগণের পরিচয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য একটি গ্রন্থ। দ্বিতীয়ত তিনি ৩৬৫ হিজরীতে মারা গেছেন। সেই হিসাবে ইমাম বুখারীর যুগ এবং তার যুগের মাঝে পার্থক্য অল্প। এই জন্য অধিকাংশ বর্ণনায় তার মাঝে এবং ইমাম বুখারীর মাঝে মাত্র একজন রাবী থাকে। তৃতীয়ত সনদ লম্বা না হওয়ায় অধিকাংশ রাবী পরিচিত এবং ইমাম ইবনু আদীর শায়খগণের অন্তর্ভুক্ত। এই কয়েকটি কারণে ইমাম ইবনু আদীর লেখা ইমাম বুখারীর জীবনী সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনী।

৪. ইমাম খত্বীব বাগদাদীর লেখা 'তারীখে বাগদাদ' ও ইবনু আসাকিরের লেখা 'তারীখে দিমাশক্ব' এই গ্রন্থ দু'টির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গ্রন্থ দু'টির লেখক পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হাদীছ শাস্ত্রের মহান দুইজন ইমাম। দ্বিতীয়ত গ্রন্থ দু'টিতে প্রতিটি ঘটনা ও বর্ণনা সনদসহ রয়েছে। তৃতীয়ত গ্রন্থ দু'টি বর্তমানে প্রকাশিত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তারা উভয়ে ৫ম শতাব্দী হিজরীর মানুষ হওয়ায় সনদ অনেক লম্বা। সেই হিসাবে সনদের প্রতিটি রাবীর পরিচয় খুঁজে বের করা অত্যন্ত মুশকিল ও কঠিনতর কাজ। এছাড়া গ্রন্থ দু'টির সেই রকম কোন তাহক্বীক্ব অদ্যাবধি হয়নি যেখানে সকল বর্ণনার তাহক্বীক্ব থাকবে বা অদ্যাবধি এমন গ্রন্থ লেখা হয়নি যেখানে এই গ্রন্থ দু'টিতে যত রাবী আছে সকল রাবীর জীবনী আলাদা করে থাকবে। এই কারণে প্রতিটি বর্ণনা তাহক্বীক্ব করতে অনেক হিমশিম খেতে হয়েছে। রাবীগণের পরিচয় জানার জন্য একমাত্র ভরসা স্বয়ং লেখকদ্বয়ের লেখা এই গ্রন্থদ্বয় এবং ইমাম যাহাবীর লিখিত সিয়ার ও তারীখসহ কিছু বই। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি প্রতিটি ঘটনার তাহক্বীক্ব পেশ করতে। তারপরেও কোথাও কোন কমতি থেকে গেলে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

সারর্মম : মোট ৫টি বই ইমাম বুখারীর জীবনী সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য মূল ভিত্তি। তন্মধ্যে 'শামায়েলে বুখারী' ও 'তারীখে বোখারা' এই দু'টি বই বর্তমানে পাওয়া যায় না। ইমাম যাহাবী, ইমাম আসক্বালানী, ইমাম বাগদাদীসহ অন্যান্য ব্যাখ্যাকার এই বই দু'টির অধিকাংশ বর্ণনা নিজ নিজ বইয়ে নকল করে বই দু'টির অধিকাংশ তথ্য সংরক্ষণ করেছেন। *ফালিল্লাহিল হামদ।* 'তারীখে বাগদাদ', 'তারীখে দিমাশক্ব' বর্তমানে পাওয়া যায়, কিন্তু সনদ লম্বা হওয়ায় প্রতিটি বর্ণনার তাহক্বীক্ব করা কষ্টকর। আর ইমাম ইবনু আদীর 'আছামী' প্রকাশিত এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।

•

ইমাম বুখারীর জীবনীর উপর লিখিত আলাদা গ্রন্থ

ইমাম বুখারীর জীবনী সংক্রান্ত তথ্যের মূল উৎসের আলোচনা ও তাহক্বীক্ব শেষে এবার আমরা দেখব ইমাম বুখারীর জীবনীর উপর লিখিত আলাদা কিছু গ্রন্থের নাম।

১. তুহফাতুল আখবারী- ইমাম ইবনু নাছিরুদ্দীন (৮৪২হিঃ)।
২. ফাওয়ায়েদ আদ-দারারী- ইমাম আজুলুনী (১১৬২ হিঃ)।
৩. হায়াতুল বুখারী- জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (১৩৩২ হিঃ)।
৪. সিরাতুল বুখারী- আব্দুস সালাম মুবারকপুরী (১৩৪২হিঃ)।

ইমাম বুখারীর নাম ও বংশধারাঃ

নামঃ মুহাম্মাদ। উপনামঃ আবু আব্দুল্লাহ। উপাধীঃ আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ। বংশধারাঃ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরা বিন বারদিযবা। নিসবাতঃ আল জু'ফী আল ইয়ামানী আল-বুখারী।

ইমাম বুখারীর নাম, উপনাম, উপাধী, নিসবাত ও বংশধারা বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হল।

'মুহাম্মাদ' নাম সংশ্লিষ্ট মাসায়েল :

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নাম নিয়ে কোন ইখতিলাফ নাই। সকল ঐতিহাসিকগণ তার নাম 'মুহাম্মাদ' লিখেছেন। এই নামে দুনিয়াতে আরো অনেক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যেমন ইমাম জুহরী, ইবনু সিরীন, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাজাহ, ইমাম আবু হাতেম, ইমাম ত্বাবারী, ইবনু খুযায়মা, ইবুন হিব্বান, ইমাম কুরতুবী, ইমাম যাহাবী, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইমাম সাখাবী, ইমাম শাওকানী প্রমুখগণের নাম মুহাম্মাদ। মহান আল্লাহ সকলের উপর রহমত বর্ষিত করুন!

রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্বে কি কারো নাম মুহাম্মাদ ছিল?

বিভিন্ন বইয়ে লিখিত রয়েছে, সর্বপ্রথম আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর নাম মুহাম্মাদ রাখা হয়েছিল। ইতিপূর্বে দুনিয়াতে কারো নাম মুহাম্মাদ রাখা হয়নি। এমনকি আরবগণ এই নামের সাথে পরিচিত ছিল না। কিন্তু বিষয়টি ঠিক নয়। বরং জাহেলী যুগেও কারো কারো নাম মুহাম্মাদ পাওয়া যেত। আরবগণ এই নামের সাথে পরিচিতও ছিল। কেননা ধর্মীয় কিতাবগুলোতে এই নামে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণী ছিল। তবে জাহেলী যুগের পূর্বে কারো নাম মুহাম্মাদ ছিল কিনা তার কোন নথি খুঁজে পাওয়া যায় না। জাহেলী যুগে কতজনের নাম মুহাম্মাদ ছিল, এ নিয়ে ইখতিলাফ আছে। কেউ লিখেছেন ২০ জন, কেউ ১৪ জন। তন্মধ্যে বিদায়া ও নিহায়া এবং লিসানুল আরাব গ্রন্থে প্রায় সাতজনের নাম দেয়া হয়েছে, যাদের নাম জাহেলী যুগে মুহাম্মাদ ছিল। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন আদী। তার থেকে তার নাম বিষয়ে বর্ণিত একটি হাদীছও পাওয়া যায়, হাদীছটি নিম্নে পেশ করা হল, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন,

خَرَجْتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَنَا أَحَدُهُمْ وَسُفْيَانُ بْنُ مُجَاشِعٍ وَيَزِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الْعَنْبَرِ نُرِيدُ بن جَفْنَةَ الْغَسَّانِيَّ بِالشَّامِ فَنَزَلْنَا عَلَى غَدِيرٍ عِنْدَ دَيْرٍ فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا الدَّيْرَانِيُّ فَقَالَ لَنَا إِنَّهُ يُبْعَثُ مِنْكُمْ وَشِيكًا نَبِيٌّ فَسَارِعُوا إِلَيْهِ فَقُلْنَا مَا اسْمُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا وُلِدَ لِكُلٍّ مِنَّا وَلَدٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا لِذَلِكَ.

'আমরা বানু তামীম গোত্রের চারজন, আমি, সুফিয়ান, ইয়াযীদ ও উসামা সফরে বের হলাম। সিরিয়ার ইবনে জাফনা আল-গাস্সানী আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা একটি গীর্জার পাশে একটি পুকুরপাড়ে নামলাম। গীর্জার পাদ্রী আমাদের নিকট আসল এবং বলল, তোমাদের মধ্যে খুব শীঘ্রই একজন নবী প্রেরিত হবেন। অতএব, তোমরা দ্রুত তার দিকেই ধাবিত হও! আমরা বললাম, তার নাম কী হবে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। অতঃপর আমরা সবাই যখন সফর থেকে ফিরলাম, তখন আমাদের সকলের একটি করে সন্তান হল এবং আমরা তাদের নাম 'মুহাম্মাদ' রাখলাম'।[১৪]

তাহক্বীক : অত্র হাদীছের সনদ সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

'হাদীছটি ত্বাবারাণী বর্ণনা করেছেন। আর এতে এমন ক'জন রাবী রয়েছেন, যাদের সম্পর্কে আমি জানি না'।[১৫]

হাদীছে বর্ণিত ঘটনা দুর্বল হলেও মুহাম্মাদ বিন আদীর নাম যে মুহাম্মাদ এতে কোন সন্দেহ নাই।[১৬] আর বাস্তবতা এটাই যে, রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্বেও মুহাম্মাদ নামের অস্তিত্ব ছিল। যেমন ইমাম ক্বাযী ইয়ায বলেন,

وَإِنَّمَا تَسَمَّى بَعْضُ الْعَرَبِ مُحَمَّدًا قُرْبَ مِيلَادِهِ لِمَا سَمِعُوا مِنَ الْكُهَّانِ وَالْأَحْبَارِ أَنَّ نَبِيًّا سَيُبْعَثُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يُسَمَّى مُحَمَّدًا فَرَجَوْا أَنْ يَكُونُوا هُمْ فَسَمَّوْا أَبْنَاءَهُمْ بِذَلِكَ.

'আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্মের ক্ষণকাল পূর্বে কিছু আরবের নাম 'মুহাম্মাদ' রাখা হয়েছিল। কেননা আরবরা গণক ও পাদ্রীদের ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করেছিল যে, তাদের যামানায় খুব শীঘ্রই একজন নবীর আগমন ঘটবে, যার নাম হবে 'মুহাম্মাদ'। এজন্য তাদের আশা ছিল, তাদের সন্তানদেরই কেউ হবেন সেই নবী। তাই তারা তাদের সন্তানদের নাম রাখে মুহাম্মাদ'।[১৭]

মোট কতজনের নাম মুহাম্মাদ ছিল এই বিষয়ে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

---

১৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ইমাম হায়ছামী হা/১৩৮৮৮।
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. আল-ইছাবা, আসক্বালানী ৬/২১ পৃঃ।
১৭. শারহুয যারক্বানী ৪/৬৯৪।

وَقَدْ جَمَعْتُ أَسْمَاءَ مَنْ تَسَمَّى بِذَلِكَ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ فَبَلَغُوا نَحْوَ الْعِشْرِينَ لَكِنْ مَعَ تَكَرُّرٍ فِي بَعْضِهِمْ وَوَهْمٍ فِي بَعْضٍ فَيَتَلَخَّصُ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ نَفْسًا.

'আমি ঐ সমস্ত ব্যক্তির নাম পৃথক একটি ছোট্ট পুস্তিকায় সংকলন করেছি, যাদের নাম 'মুহাম্মাদ' ছিল। তাদের সংখ্যা প্রায় বিশ। কিন্তু তাদের কিছু নামের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, আবার কিছু নামে সন্দেহ রয়েছে। সেজন্য সেগুলো বাদ দিলে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ জনে'।[১৮]

ছাহাবীগণের মধ্যে কারো নাম কি মুহাম্মাদ ছিল?

অনেকের মাঝে এই ধারণা আছে যে, ছাহাবীগণের কারো নাম মুহাম্মাদ ছিল না। এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার 'ইসাবা' গ্রন্থে প্রায় ৬০ জনের মত ছাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের নাম মুহাম্মাদ ছিল।[১৯] যেমন- মুহাম্মাদ বিন আদী, মুহাম্মদ বিন মাসলামা, মুহাম্মাদ বিন আবি সুফিয়ান, মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আস, মুহাম্মাদ বিন ক্বায়স আল-আশ'আরী।

মুহাম্মাদ নামের কি কোন ফযীলত আছে?

অনেক মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নামটিকে সম্মান করতেন। এই জন্য তারা তাদের জীবনীমূলক গ্রন্থগুলোতে ব্যক্তিদের নাম আরবী অক্ষর ক্রম অনুযায়ী সাজালেও মুহাম্মাদ নামটির মহত্বের কারণে অক্ষরের সিরিয়াল ভেঙ্গে মুহাম্মাদ নামের রাবীগণের জীবনী বইয়ের শুরুতে পেশ করেছেন। যেমন- ইমাম বুখারী তার 'তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে এই রূপ করেছেন। তবে এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, যা মুহাম্মাদ নামের ফযীলতকে ছাবিত করে। তবে এ বিষয়ে কিছু মাওযূ' ও যঈফ হাদীছ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ দু'টি হাদীছ তাহক্বীক্ব সহ পেশ করা হল-

১.

من ولد له مولود فسماه محمداً تبرّكًا به كان هو ومولودُهُ في الجنة.

'কারো সন্তান জন্ম নিলে বরকতের আশায় সে যদি তার নাম মুহাম্মাদ রাখে, তাহলে পিতা-পুত্র উভয়ই জান্নাতে যাবে'।

তাখরীজ : এই হাদীছ সনদ সহ বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনু বুকায়র আল-বাগদাদী তার ফাযায়িলুত তাসমিয়া গ্রন্থে।[২০]

তাহক্বীক্ব : এই হাদীছকে ইমাম সুয়ূতী হাসান বলেছেন।[২১] কিন্তু ইমাম সুয়ূতীকে মহান আল্লাহ মাফ করুন! তার এই মন্তব্য বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি শুধু সনদের শেষ অংশ দেখেছেন,

---

১৮. ফাৎহুল বারী, আসক্বালানী ৬/৫৫৬ পৃঃ।
১৯. আসক্বালানী, ইসাবা, ৭৭৭১ নং থেকে ৭৮৩৪ নং পর্যন্ত।
২০. ফাযায়িলুত তাসমিয়া বি আহমাদ, ইবনু বুকায়র হা/৩০।

কিন্তু সনদের প্রথম অংশের দিকে খিয়াল করেননি। সমস্যা সনদের প্রথম অংশে। এই সনদের একজন রাবী হামিদ বিন হাম্মাদ আল-আসকারী। যার বিষয়ে ইমাম যাহাবী বলেন,

عن اسحاق بن سيار النصيبي بموضوع فهو المتهم به.

'সে ইসহাক্ব ইবনে সাইয়ার থেকে মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করে। সুতরাং সে 'মুত্তাহাম বিহি' বা 'মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত'।[২২] সুতরাং হাদীছটি হাসান হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

২. মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন বলবেন,

أَلَّا يَدْخُلَ النَّارَ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ.

'যাদের নাম আহমাদ ও মুহাম্মাদ, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না'।[২৩]

তাহক্বীক্ব : এই হাদীছের একজন রাবী আহমাদ বিন নাছর। তার বিষয়ে খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন,

وفي حَدِيثه نكرة تدل عَلَى أنه ليس بثقة.

'তার হাদীছে অপসন্দীয় বিষয় রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, সে 'ছেক্বা' বা 'নির্ভরযোগ্য' নয়'।[২৪]
ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, সে মুত্তাহাম তথা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত।[২৫]
এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলোর উপর ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন,

هذه الأحاديث كلها ليس فيها ما يصح عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم.

'এসব হাদীছের একটিও রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়'।[২৬]

ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাঈল :

ইমাম বুখারীর পিতার নাম ইসমাইল। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার লিখিত 'আত-তারীখুল কাবীর'[২৭] গ্রন্থে তার পিতার জীবনী সংকলন করেছেন। ইবুন হিব্বান (রহঃ) তার 'কিতাবুছ ছিক্বাত' গ্রন্থে ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাঈলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২৮] কোন রাবীকে কিতাবুছ ছিক্বাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ হচ্ছে রাবী ইমাম ইবুন হিব্বানের নিকট মযবূত। ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাঈল (রহঃ) ইমাম মালেক, হাম্মাদ বিন যায়দ ও আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।[২৯]

তার পিতা অনেক পরহেযগার ও মুত্তাক্বী ছিলেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় বুঝা যায়। যেমন- আহমাদ বিন হাফছ বর্ণনা করেন,

---

২১. আল-লায়ালি আল মাসনুয়া, ইমাম সুয়ূতী ১/৯৭ পৃঃ।
২২. আল-মুগনী, ইমাম যাহাবী, রাবী নং ১২৭২; মীযানুল ই'তিদাল, ইমাম যাহাবী, রাবী নং ১৬৭২।
২৩. ফাযায়িলুত তাসমিয়া বি আহমাদ, ইবনু বুকায়র হা/১।
২৪. তারীখে বাগদাদ ৬/২১২ পৃঃ, রাবী নং ২৯০২।
২৫. তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৮/২৩৭ পৃঃ।
২৬. আল-মাওযু'আত, ইবনুল জাওযী ১/১৫৮ পৃঃ।
২৭. আত-তারীখুল কাবীর, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী ১/৩৪২; রাবী নং ১০৮৪।
২৮. আছ-ছিক্বাত, আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান ৮/৯৮; রাবী নং ১২৪১৭।
২৯. আত তারীখুল কাবীর, প্রাগুক্ত; কিতাবুছ ছিক্বাত, প্রাগুক্ত।

دخلت على إِسْمَاعِيل وَالِد أَبِي عبد الله عِنْد مَوته فَقَالَ لَا أعلم من مَالِي درهما من حرَام وَلَا درهما من شُبْهَة.

'আমি আবু আব্দিল্লাহ (ইমাম বুখারী)-এর পিতা ইসমাঈলের মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, আমি আমার সম্পদের মধ্যে একটি দিরহামও হারাম ও সন্দেহপূর্ণ আছে বলে জানি না'।[৩০]

তাহক্বীক্ব :

মুহাম্মাদ বিন হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী থেকে ঘটনাটি বর্ণিত। মুহাম্মাদ বিন হাতিম থেকে সনদে দুই জন রাবী রয়েছে। যথা-

ক. আহমাদ বিন হাফছ। তিনি গ্রহণযোগ্য রাবী। ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন,

الفَقِيْهُ، العَلاَّمَةُ، شَيْخُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ.

'তিনি একজন ফক্বীহ, আল্লামা এবং শিরদরিয়া অববাহিকা অঞ্চলের শায়খ'।[৩১] তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বিখ্যাত ছাত্র মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বানী (রহঃ)-এর নিকট ফিক্বহ-এর জ্ঞান অর্জন করেন।[৩২]

খ. মুহাম্মাদ বিন খিরাশ। অপরিচিত।[৩৩]

অবশ্য বর্ণনায় এমন একটা অংশ আছে, যা প্রমাণ করে অত্র ঘটনা সঠিক। ওররাক্ব বুখারী এই ঘটনা ইমাম বুখারীর সামনে বললে তিনি বলেন,

أَصْدَقُ مَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ عِنْدَ المَوْتِ.

'মানুষ মৃত্যুর সময় সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী হয়ে থাকে'।[৩৪] ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর এই মন্তব্য প্রমাণ করে ইমাম বুখারী তার পিতার এই ঘটনা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। *ওয়াল্লাহু আ'লাম।*

ইমাম বুখারীর পিতা যে একজন মুহাদ্দিছ ও আলিম ছিলেন, সে বিষয়ে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন,

وكان أَبُوهُ مِنَ العلماء الورعين.

'তার (ইমাম বুখারীর) পিতা একজন পরহেযগার আলেম ছিলেন'।[৩৫] ইমাম বুখারীর পিতার ইলমের বিষয়ে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

---

৩০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী ১০/১০৭।
৩১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী ১০/১৫৭।
৩২. তারিখুত তারাজিম, ইবন কুতলুবুগা ১/৯৪।
৩৩. নুরুদ্দীন ইবনু ইরাক্ব, তানযীহুশ শারীয়া ২/৩৩৯।
৩৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী ১০/১০৭।

كنت عند أبي حفص أحمد بن حفص أسمع كتاب «الجامع» - جامع سفيان- في كتاب والدي.

'আমি একদা আহমাদ ইবনে হাফছের দারসে 'জামে' সুফিয়ান' কিতাবটি আমার পিতার বই থেকে শুনছিলাম'।[৩৬]

জামে' সুফিয়ান একটি হাদীছের গ্রন্থ। ইমাম বুখারীর এই মন্তব্য প্রমাণ করে তিনি যে বইটি পড়ছিলেন সেটি মূলত তার পিতার বই। তথা জামে' সুফিয়ান ইমাম বুখারীর পিতার নিকট ছিল। আর একজন আলেমের নিকটে হাদীছের গ্রন্থ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পিতা স্বপ্নের তা'বীরে পারদর্শী ছিলেন মর্মে একটি রিওয়ায়েত সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে এসেছে।[৩৭]

ইবরাহীম ও মুগীরা :

ইবরাহীম ও মুগীরা বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মুগীরা বিষয়ে শুধু এতটুকু পাওয়া যায় তিনি অগ্নিপূজক ছিলেন এবং মহান আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৩৮]

বারদিযবা :

ইমাম বুখারীর দাদার দাদার নাম বারদিযবা। আব্দুস সালাম মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, 'এই নাম থেকে বুঝা যায় ইমাম বুখারীর পূর্বপুরুষ অনারব ছিলেন'।[৩৯] বারদিযবা নাম নিয়ে মুহাদ্দিছগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলঃ

১. বারদিযবা (بردزبه)। ইমাম নববী তার তাহযীব গ্রন্থে[৪০], হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী তার ফাৎহুল বারীর ভূমিকায়[৪১] আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী তার তা'দীল ও তাজরীহ গ্রন্থে[৪২] এই নামটিকেই প্রণিধানযোগ্য বলেছেন। তাদের এই প্রাধান্য দেয়ার কারণ হচ্ছে ইবনু মাকুলা তার 'ইকমাল' কিতাবে নামটি এই ভাবেই উল্লেখ করেছেন। এছাড়া খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার তারীখে সনদসহ এই নামটিই নকল করেছেন।[৪৩] ইবনু মাকুলা বলেন, বারদিযবা শব্দের অর্থ কৃষক।[৪৪]

---

৩৫. তারীখুল ইসলাম ১৯/২৩৯।
৩৬. খত্বীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ ২/১১।
৩৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/১৫৭।
৩৮. আত-তা'দীল ওয়াত তাজরীহ ১/৩০৭; আছামী, ইবনু আদী, তাহক্বীক্ব, বদর, পৃঃ ৫৯।
৩৯. সিরাতুল বুখারী, আব্দুস সালাম মুবারকপুরী ১/৫১।
৪০. তাহযীবুল আসমায়ে ওয়াল লুগাত ১/৬৭।
৪১. আল ইকমাল, ইবন মাকুলা ১/২৫৮।
৪২. আত-তা'দীল ওয়াত তাজরীহ ১/৩০৭।
৪৩. খত্বীব বাগদাদী, তাহক্বীক্ব: বাশশার আওয়াদ মারূফ ২/৩২৩।
৪৪. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৩৮৪।

২. বাযদিযবা (بذدزبة)। ইমাম মিযযি তাহযিবুল কামালে[৪৫] এবং ইবনু নাছিরুদ্দীন তার তুহফাতুল আখবারী গ্রন্থে এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪৬]

৩. ইয়াযদিযবা (يذدزبة)। ইবনু খাল্লিখান (রহঃ) তার ওয়াফায়াতুল আয়ান গ্রন্থে ইবনু মাকুলা (রহঃ) থেকে এইভাবেই নকল করেছেন।[৪৭] হয় এটা তার ভুল অথবা পাণ্ডুলিপি লিখতে গিয়ে কোন লেখকের নিকট থেকে তাসহীফ হয়ে গেছে। কেননা আমরা দেখেছি ইবনু মাকুলা (রহঃ) তার 'ইকমাল' গ্রন্থে ইয়াযদিযবা বলেননি বরং বারদিযবা বলেছেন।

৪. বাযদিবা (بزدبه)। ইবনু আদী তার আছামী গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করেছেন।[৪৮]

বারদিযবার পিতার নাম কি?

যারা ইমাম বুখারীর জীবনী লিখেছেন তাদের অধিকাংশই তার বংশধারা বারদিযবা পর্যন্তই উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বারদিযবার পরের বংশধারা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার ফাৎহুল বারীতে বারদিযবা পর্যন্তই উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার তাগলীকুত তা'লীক গ্রন্থে বারদিযবা বিন আহনাফ উল্লেখ করেছেন।[৪৯] তথা বারদিযবার পিতার নাম আহনাফ। ইমাম সুবকী উল্লেখ করেন বারদিযবা বিন বাযিযবা।

আল-জু'ফী আল-ইয়ামানী : ইমাম বুখারীর বংশধররা সকলেই মাজূসী তথা অগ্নিপূজক ছিলেন। ইমাম বুখারীর দাদার পিতা মুগীরা (রহঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইয়ামান আল-জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়ামান আল-জু'ফীর বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মন্তব্য হচ্ছে, ইমাম বুখারীর সম্মানিত শায়খ বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ মুসনাদীর দাদার দাদা হচ্ছেন ইয়ামান আল-জু'ফী (রহঃ)।

তাহক্বীক্ব :

১. ইয়ামান আল-জু'ফীকে ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন তার ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ মুসনাদীর দাদার পিতা বলেছেন।[৫০] কিন্তু ইমাম যাহাবী তার সিয়ারে ও ইমাম খত্বীব বাগদাদী তার তারীখে আব্দুল্লাহ মুসনাদীর যে বংশধারা উল্লেখ করেছেন, তাতে স্পষ্ট হয় আব্দুল্লাহ মুসনাদীর দাদার পিতা ইয়ামান আল-জু'ফী নয় বরং দাদার দাদা ইয়ামান আল-জু'ফী। তার পূর্ণ বংশ ধারা হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর বিন ইয়ামান আল-জু'ফী।[৫১]

৪৫. তাহযীবুল কামাল, মিযযি ২৪/৪৩১।
৪৬. তুহফাতুল আখবারী, ইবনু নাছিরুদ্দীন ১/৮-৯।
৪৭. ওফায়াতুল আয়ান ৪/১৯০।
৪৮. আছামী, ইবনু আদী, তাহক্বীক্ব, বদর, পৃঃ ৫৯।
৪৯. আল ইকমাল, ইবন মাকুলা ১/২৫৮।
৫০. আত-তাওযীহ, ইবনুল মুলাক্কিন ২/৪৬।
৫১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৬৫৯, তারীখে বাগদাদ ১১/২৫৭।

২. ইমাম ইবনু খাল্লিকান বলেন, ইমাম বুখারীর দাদার পিতা মুগীরা যার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তার নাম সাঈদ বিন জাফর আল-জু'ফী। সে খোরাসানের গর্ভনর ছিল।[৫২] এই মতটি অধিকাংশ ওলামার বিরোধী।

সঠিক মন্তব্য যেটাই হোক, ইয়ামান আল-জু'ফীর দিকে সম্পৃক্ত করেই ইমাম বুখারীকে আল-জু'ফী আল-ইয়ামানী বলা হয়। তৎকালীন যুগে যে ব্যক্তি যার হাত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত, সে নিজেকে তার সাথেই সম্পৃক্ত করত। এটাকে বলা হয় 'ওয়ালা'। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ওয়ালা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে, যা আমরা ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় যখন এ বিষয়ক হাদীছ আসবে তখন বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আল বোখারী :

বোখারা মুসলিম বিশ্বের এক অন্যতম শহর। খ্রীস্টাব্দ ৮ম শতকে কুতায়বা বিন মুসলিম (রহঃ)-এর হাতে এই শহর বিজিত হয়। ১২২৯ সালে চেঙ্গিস খান এই শহরটি ধূলায় মিশিয়ে দেয়। বর্তমানে এটি উজবেকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তারপর থেকে অদ্যাবধি মুসলিমদের অধীনেই রয়েছে। বোখারা থেকে অনেক মহান মনীষীর অবির্ভাব হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইবুন সীনা ও ইমাম যামাখশারী।

বোখারার ফযীলত ও মা ওরায়িন নাহার :

একদা রাসূল (ছাঃ) সালমান ফারসী (রাঃ)-এর উপর হাত রেখে বললেন,

«لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ - أَوْ رَجُلٌ - مِنْ هَؤُلاَءِ»

'ঈমান যদি ছুরাইয়া তারকার কাছেও থাকে, তবুও সালমান ফারেসীদের লোকেরা ঈমানকে সেখান থেকে নিয়ে আসবে'।[৫৩] অন্য বর্ণনায় ঈমানের জায়গায় দ্বীনের কথা বলা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় ঈমানের জায়গায় ইলমের কথা বলা হয়েছে।[৫৪]

ফারেসগণ হচ্ছে নূহ (আঃ)-এর ছেলে সামের বংশধর। যাদেরকে আজম বা অনারব বলা হয়। ইমাম বুখারীর বংশধর যে ফারসী ছিলেন তা বংশধারায় বারদিযবার নাম দেখেই বুঝা যায়। উল্লেখ্য যে, অনেকেই এই হাদীছ দ্বারা শুধু নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যা ভুল ধারণা। অধিকাংশ বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) রিজাল, নাস ইত্যাদী শব্দ ব্যবহার করেছেন যা সংখ্যাধিক্যের প্রমাণ বহন করে। সুতরাং অনারবগণের মধ্যে অনেকেই বের হবেন যাদের হাত দিয়ে মহান আল্লাহ তার দ্বীনকে পূণরায় জীবিত করবেন। আমরা ফারেস বলতে 'বিলাদ মা ওরায়িন নাহার'ও বলতে পারি। কেননা ক্বিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে ইমাম মাহদীকে সহযোগিতা করার জন্য একদল মানুষ 'মা ওরায়িন নাহার' থেকে বের হবে মর্মে কিছু রিওয়ায়েত পাওয়া

---

৫২. ওফায়াতুল আয়ান ৪/১৯১ পৃঃ।
৫৩. ছহীহ বুখারী হা/৪৮৯৭।
৫৪. ফাৎহুল বারী ৮/৬৪২।

যায়।[৫৫] যদিও এই বিষয়ে বর্ণিত প্রায় বর্ণনা মারফূ' সূত্রে দুর্বল হলেও ইমাম যুহরী থেকে মুরসাল সূত্রে হাসান।[৫৬] ইমাম ইয়াকুত আল-হামাবী (রহঃ) তার মুজামুল বুলদান গ্রন্থে 'মা ওরায়িন নাহার' বিষয়ে বলেন,

يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان

'এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, খোরাসানের জায়হূন নদীর পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চল'।[৫৭] জায়হুন নদীকে স্থানীয় ভাষায় বর্তমানে 'আমু দরিয়া' বলা হয়। আমু দরিয়া উজবেকিস্তানের উত্তর সীমান্ত ও কাজাখাস্তানের পশ্চিম সীমান্ত থেকে শুরু হয়ে উজবেকিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আফগানিস্তানের কান্দাহারের নিকটে পাঞ্জ নদীতে এসে মিলিত হয়েছে। সেই হিসাবে সম্পূর্ণ উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান, কাজাখাস্তানের অধিকাংশ এলাকা, আফগানিস্তানের কিছু অংশ ও চীনের উরুমচী 'মা ওরায়িন নাহার'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যুগে যুগে এই এলাকায় অনেক মহান মুহাদ্দিছ জন্মগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবুদাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনু মাজাহ, ইমাম দারেমী, ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম ইবনু খুযায়মা (রহঃ)। যা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ডঃ রমযানের লিখিত আয়িম্মাতু ইলমিল হাদীছ ফী বিলাদ মা ওরায়িন নাহার।

আবু আব্দুল্লাহ :

আরব বিশ্বে সরাসরি কারো নাম ধরে সম্বোধন করাকে অভদ্রতা মনে করা হয়। এই জন্য প্রায় সকল মানুষের উপনাম থাকে। নিজের সন্তানাদির দিকে সম্পৃক্ত করে যে নাম রাখা হয় তাই উপনাম। যেমন আমাদের প্রচলিত বাংলা ভাষায় উমুকের মা, উমুকের বাবা বলে পরিচয় দেয়া হয় এটাই মূলত উপনাম। 'আবু আব্দুল্লাহ' বা 'আব্দুল্লাহর পিতা' হচ্ছে ইমাম বুখারীর উপনাম। ইমাম বুখারী নিজেই এই উপনামটি তার জন্য ব্যবহার করেছেন। তিনি যখনি নিজস্ব কোন মন্তব্য পেশ করতে চান, তখনি বলেন,

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

'আবু আব্দিল্লাহ বলেছেন' ছহীহ বুখারীতে ১৫০-এর অধিক জায়গায় তিনি নিজেকে আবু আব্দুল্লাহ বলে উল্লেখ করেছেন। দুনিয়াতে আরো অনেক মুহাদ্দিছের উপনাম আবু আব্দুল্লাহ ছিল। যেমন- ইমাম আহমাদ (মৃ. ২৪১ হিঃ), ইমাম হাকেম (৪০৫ হিঃ), ইমাম যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হিঃ)।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারীর কি আব্দুল্লাহ নামে কোন ছেলে ছিল? তিনি কি বিয়ে করেছিলেন? এ বিষয়ে আমরা ইমাম বুখারীর জীবনীতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

---

৫৫. আবুদাউদ হা/৪২৯০; ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ হা/৯১৩; ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৪ ও ৪০৮২।
৫৬. ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ হা/৫৪৫, পৃঃ ২০৯-৩০০।
৫৭. মুজামুল বুলদান ৫/৪৫ পৃঃ।

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ :

হাদীছ শাস্ত্রে মুমিনগণের আমীর। একটি মহান লক্বব। রাষ্ট্রের আমীর যেমন রাষ্ট্রীয় সকল কাজের মূল হর্তা-কর্তা। যে সমস্যাগুলোর সমাধান ছোট-খাট নেতারা করতে পারে না সেগুলো রাষ্ট্রের আমীর সমাধান করে দেন। তেমনি হাদীছ শাস্ত্রে যারা মুসলমানদের মূল ভরসাস্থল, হাদীছ শাস্ত্রের কঠিন থেকে কঠিন সমস্যার সমাধান যাদের নিকট পাওয়া যায় এবং নিজের যোগ্যতাবলে হাদীছ শাস্ত্রে যারা নেতার স্থান অধিকার করেছেন, তাদেরকেই মূলত 'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ' বলা হয়।

সর্বপ্রথম কাকে এবং কতজনকে এই উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে?

ছাত্রদের মাঝে প্রসিদ্ধ আছে সর্বপ্রথম ইমাম শু'বাকে এই উপাধীতে ভূষিত করা হয়। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ বিন যাকওয়ানকে এই উপাধী প্রদান করা হয়েছিল। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) তাকে 'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।[৫৮]

আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহঃ) 'আমিরুল মুমীনীন ফিল হাদীছ' নামে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ রচনা করেন। যেখানে তিনি প্রায় ২৬ জন মুহাদ্দিছের নাম জমা করেছেন, যাদেরকে বিভিন্ন সময় এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তার প্রবন্ধটি 'জওয়াবুল হাফেয মুনযিরী আন আসয়িলাতিল জারহি ওয়াত-তা'দীল'

(جواب الحافظ المنذري عن أسئلة الجرح والتعديل) বইয়ের শেষে সংযুক্ত আকারে প্রকাশিত।

ইমাম বুখারীর জন্ম :

ইমাম বুখারীর জন্ম তারিখ বিষয়ে ইমাম ইবনু আদী (রহঃ) হাসান বিন হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন,

ولد محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ رحمه الله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، لثلاث عشرة خلت من شوال، سنة أربع وتسعين ومئة

'মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল শুক্রবারের দিন জুম'আর ছালাতের পর জন্মগ্রহণ করেন'।[৫৯]

ইমাম বুখারীর এই জন্ম তারিখ তার পিতা নিজে হাতে লিখে রেখেছিলেন মর্মে একটি বর্ণনা তারীখে দিমাশক্বে আছে।[৬০] রিওয়ায়েতটির বর্ণনাকারী আবু আমর মুস্তানীর বিন আতীক্বের বিষয়ে তাওযীহ গ্রন্থে ইবনু নাছিরুদ্দীন দিমাশক্বী বলেন, 'ইমাম বুখারী তার সমস্ত বই আবু আমর

---

৫৮. মীযানুল ই'তিদাল, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আয-যাহাবী, দারুল কিতাব ৪/৯৪, রাবী নং ৪৩০৬।
৫৯. আছামী, ইবনু আদী, তাহক্বীক্ব, বদর ৫৯-৬০ পৃঃ।
৬০. ইবুন আসাকির, তারীখে দিমাশক, ৫২/৫৫ পৃঃ।

মুস্তানীর বিন আতীকের নিকটে অছিয়ত করে গেছিলেন এবং সে অনেক পরহেযগার ব্যক্তি'।[৬১] তার থেকে মুহাম্মাদ বিন হাতিম ছাড়া আর কারো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ইমাম বুখারীর এই জন্ম তারিখের উপর সকলের ঐকমত্য রয়েছে মর্মে ইমাম নববী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেছেন।[৬২]

ইমাম বুখারীর মা ও তার অন্ধ হওয়ার ঘটনার তাহক্বীক্ব

দুনিয়ার মুখ দেখার কিছু দিন পরেই ইমাম বুখারী (রহঃ) তার পিতাকে হারান। তাই মায়ের কোলেই তার বেড়ে উঠা। তার মাতা সর্ম্পকে প্রায় প্রতিটি জীবনীকার লিখেছেন, তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও ধর্মপরায়ণ মহিলা ছিলেন। যার প্রমাণ হিসাবে ইমাম বুখারীর অন্ধ হওয়ার প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা পেশ করা হয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অন্ধ হওয়ার ঘটনা বিভিন্ন সনদে মোট তিনভাবে বর্ণিত। যথা-

১.

ذهبت عينا محمَّد بن إسماعيل _ يعني البخاري _ في صغره، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل صلَّى الله عليه وسلَّم [٢] فقال لها: يا هذه، قد ردَّ اللهُ عزَّ وجلَّ على ابنك بصره لكثرة بكائك. أو: كثرة دعائك.

'মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহঃ)-এর শৈশবকালে তার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল। একদিন তার মাতা স্বপ্নে দেখলেন যে, নবী ইবরাহীম (আঃ) তাকে বলছেন, 'ওহে! মহান আল্লাহ তোমার অত্যধিক ক্রন্দনের বা দু'আর কারণে তোমার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন'।[৬৩]

সনদের তাহক্বীক : ঘটনাটি সনদসহ খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার তারীখে বাগদাদে ও লালাকায়ী (রহঃ) তার কারামাতুল আওলিয়া গন্থে বর্ণনা করেছেন।

ঘটনাটি দু'টি ভিন্ন সনদে আমাদের নিকট পৌঁছেছে।[৬৪]

ইমাম খত্বীব বাগদাদী তার তারীখে বাগদাদে নিজস্ব সনদে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।[৬৫] খত্বীব বাগদাদীর সনদে মুবহাম রাবী রয়েছে। ইমাম লালাকায়ীর সনদের সকল রাবী পরিচিত। শুধুমাত্র খালফ বিন মুহাম্মাদ বিন ফাযল আল-বালখী ও তার পিতা মুহাম্মাদ বিন ফাযলের পরিচয় আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি।

---

৬১. তাওযীহুল মুশতাবিহ ৮/২৮৩।
৬২. আল-ফাওয়ায়েদুদ দারারী, আজলুনী, ৩৭ পৃঃ।
৬৩. কারামাতে আওলিয়া, আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ লালাকায়ী ৯/২৯০।
৬৪. তুহফাতুল আখবারী ১/১০-১১।
৬৫. তারীখে বাগদাদ ২/১০।

এই দুই সনদে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মা স্বপ্নে ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখেছেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন ইমাম বুখারী নিজেই স্বপ্নে ইবরাহীম (আঃ) দেখেছেন। ইবনু হাজার হায়ছামী (৯৭৪হিঃ) এই মন্তব্য কোন সনদ ছাড়াই নকল করেছেন।[৬৬]

২. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার তাগলীকুত তা'লীক গ্রন্থে নিজের সনদে এবং ইবনু আসাকির (রহঃ) তার তারীখে দিমাশক্বে নিজের সনদে উল্লেখ করেছেন। বর্ণনা নিম্নরূপ-

أَحْمد بن يُوسُف السّلمِيّ قَالَ رَأَيْت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فِي مجْلِس مَالك بن إِسْمَاعِيل وَهُوَ يبكي فَقلت لَهُ مَا يبكيك قَالَ لَا يمكنني أَن أكتب وَلَا أَن أضبط

'আহমাদ ইবনে ইউসুফ আস-সুলামী বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারীকে মালেক ইবনে ইসমাঈল-এর মজলিসে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাকে বললাম, কেন তুমি কাঁদছো? তিনি বললেন, আমার দ্বারা লেখা ও স্মরণ রাখা সম্ভব হচ্ছে না'।[৬৭] অর্থাৎ অন্ধ হয়ে গেছি।

তাহক্বীক : এই সনদের সকল রাবীর তাহক্বীক্ব নীচে পেশ করা হল-

১. আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন বিন আব্দুল মালিক। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন,

وكان ثقة صدوقًا

'তিনি বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ছিলেন'।[৬৮]

২. আবু ত্বহের আহমাদ বিন মাহমূদ আছ্বীব। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন,

وهو شيخٌ صالح ثقة، واسع الرِّواية، صاحب أصول، حسن الخط، مقبول، متعصِّب لأهل السُّنَّة

'তিনি সৎ ও বিশ্বস্ত শায়খ। অনেক বর্ণনার বর্ণনাকারী, উছূলধারী। তার হাতের লেখা অনেক সুন্দর। তিনি গ্রহণযোগ্য এবং আহলুস-সুন্নাহর পক্ষে অনেক কঠোর'।[৬৯]

৩. আবুবকর ইবনুল মুক্বরী। তার নাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম। আবু নুয়াইম ও ইবনু মারদোয়াহ তাকে মযবূত বলেছেন।[৭০] ইমাম ইবনু আসাকির তাকে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছগণের একজন বলেছেন।[৭১]

৪. আবু আহমাদ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব আন-নিশাপুরী। ইমাম খত্বীব বাগদাদী তার পরিচয় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার সম্পর্কে জারাহ ও তা'দীল কিছুই উল্লেখ করেননি।[৭২]

---

৬৬. ইবনু হাজার হায়ছামী, আল-ফাতহুল মুবিন, দার মিনহাজ, জেদ্দা, পৃঃ ১৩৫।
৬৭. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৩৮৮।
৬৮. তারীখুল ইসলাম ১১/৫৬৮।
৬৯. তারীখুল ইসলাম ১০/৫৬।
৭০. তারীখুল ইসলাম ৮/৫২৪।
৭১. ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক্ব ৫১/২২০।

৫. আহমাদ বিন ইউসুফ আস-সুলামী। ইবনু আসাকির (রহঃ) তাকে মযবূত বলেছেন।[৭৩] অতএব সনদের সকল রাবীই প্রায় মযবূত ও পরিচিত।

জ্ঞাতব্য : যার মজলিশে এই ঘটনা ঘটেছিল তার নাম মালেক বিন ইসমাঈল। তিনি কূফার অধিবাসী এবং কূফাতেই দারস দিতেন।[৭৪] যা থেকে অনুমিত হয় ইমাম বুখারী যখন অন্ধ হন, তখন তিনি কূফায়। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি যখন অন্ধ হন তখন তিনি বড়।

৩. ইমাম সুবক্বী 'তারীখে বোখারা' থেকে উল্লেখ করেছেন,

لما بلغت خراسان أصبت ببصرى فعلمنى رجل أن أحلق رأسى وأغلفه بالخطمى ففعلت فرد الله على بصرى

'যখন আমি খোরাসান পৌছলাম, তখন আমার চোখ আক্রান্ত হল। ফলে আমাকে এক ব্যক্তি মাথা মুণ্ডন করার এবং তাতে খাত্বমী লাগানোর পরামর্শ দিলেন। আমি তাই করলাম; এতে মহান আল্লাহ আমার চক্ষু ফিরিয়ে দিলেন'।[৭৫] উল্লেখ্য যে খাত্বমী এক প্রকার ঔষধী গাছ।

তাহক্বীক্ব : ইমাম সুবক্বী যে গ্রন্থের হাওয়ালা দিয়েছেন, তা ইমাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ গুনজারের লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারীখে বোখারা'। যার বিষয়ে আমরা শুরুতেই আলোচনা করেছি।

সারমর্ম : উপরের তিনটি বর্ণনাই যদি সঠিক হয়, তাহলে ইমাম বুখারী তিনবার অন্ধ হয়েছিলেন। প্রথমবার ছোট বেলায় যা তার মায়ের দু'আয় মহান আল্লাহ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে একবার কূফাতে এবং একবার খোরাসানে। তবে তিনটি বর্ণনার সমষ্টিতে এতটুকু নিশ্চিত প্রমাণিত হয়, ইমাম বুখারী অন্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু কখন, কোথায় এবং কতবার অন্ধ হয়েছিলেন, তা স্পষ্ট নয়।

তবে আমাদের ধারণা তিনি চাঁদের আলোতে লিখতেন ও পড়তেন।[৭৬] যার কারণে তার চোখে প্রেসার পড়ত এবং তিনি মাঝে মধ্যেই চোখের সমস্যায় পড়তে থাকেন। আর মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

শৈশব কাল :

ইমাম বুখারীর শৈশবকাল ইলমী পরিবেশেই অতিবাহিত হয়েছে। তার পিতা ও মাতা সর্ম্পকে আমরা জেনেছি। এই রকম পিতা-মাতার সন্তান হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ইলমের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। যেমন ওররাক্ব আল-বুখারী বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন,

---

৭২. খত্বীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ ২/৬৩।
৭৩. ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক্ব ৬/১০৬।
৭৪. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৩৮৮।
৭৫. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৩৮৮।
৭৬. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৩৮৮ ।

أُلهمتُ حفظ الحديث وأنا في الكُتَّاب. قلتُ: كم كان سنُّك ؟ قال: عشر سنين أو أقل

'আমি মক্তবে থাকাবস্থায় আমার অন্তরে হাদীছ মুখস্থ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। আমি (ওয়াররাক্ব) তাকে বললাম, তখন আপনার বয়স কত ছিল? জবাবে তিনি বললেন, দশ বছর বা তার চেয়েও কম'।[৭৭]

তিনি আরো বলেন,

فلمَّا طعنتُ في ستَّ عشرةَ سنة كنتُ قد حفظتُ كتب ابن المبارك ووكيع وعرفتُ كلام هؤلاء،

'যখন আমি ১৬ বছরে উপনীত হই, তখন আমি ইবনুল মুবারক ও ওকী' (রহঃ)-এর বই মুখস্থ করে ফেলি। আর আমি এদের মতবাদ সম্পর্কেও সম্যক অবগত হই'।[৭৮]

তাহক্বীক্ব : উপরের দু'টি মন্তব্যই মুহাম্মাদ বিন হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী থেকে বিভিন্ন সনদে খত্বীব বাগদাদী, ইবনু আসাকির, যাহাবী ও আসক্বালানী (রহঃ) তাদের গ্রন্থে নকল করেছেন। আর এই সনদ বিষয়ে আমরা শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শৈশবের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার তাহক্বীক্ব :

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শৈশবের একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে, তিনি ১১-১২ বছরে তার শায়খের হাদীছ বর্ণনায় ভুল ধরেছিলেন। ঘটনা নিম্নরূপ- ইমাম বুখারী বলেন,

قال يومًا فيما يقرأ على الناس: سُفْيَان عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ إِبْرَاهِيم. فقلت لَهُ: إِنّ أبا الزُّبَيْر لم يَرْوِ عَنْ إِبْرَاهِيم. فانتهرني، فقلت لَهُ: ارجع إِلى الأصل. فدخل ثمّ خرج، فقال لي: كيف هُوَ يا غلَام؟ قلت: هو الزُّبَيْر بْن عديّ، عَنْ إِبْرَاهِيم. فأخذ القلم منّي وأصلحه، وقال: صدقت. فقال للبخاريّ بعض أصحابه: ابن كم كنت؟ قَالَ: ابن إحدى عشرة سنة.

একদিন তিনি (শায়খ দাখিলী) (রহঃ) জনগণের সামনে পড়াতে গিয়ে বললেন, সুফিয়ান আবুয-যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম থেকে। তখন আমি তাকে বললাম, আবুয-যুবায়ের ইবরাহীম থেকে হাদীছ বর্ণনা করেননি। তখন তিনি আমাকে ধমক দিলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি মূল পাণ্ডুলিপি দেখুন! তিনি ঘরে প্রবেশ করে আবার বের হয়ে আসলেন এবং আমাকে বললেন, সনদটা কেমন হবে? আমি বললাম, যুবায়ের ইবনে আদী ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট থেকে কলম নিলেন এবং নিজের বইয়ে সংশোধন করলেন আর বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কিছু ছাত্র তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন আপনার বয়স কত ছিল? জবাবে ইমাম বুখারী বললেন, ১১ বছর'।[৭৯]

---

৭৭. তুহফাতুল আখবারী ১/১২; ফাৎহুল বারী ১/৪৭৮; ইরশাদুস সারী, ক্বাসতালানী ১/৩২; তারীখ বাগদাদ ২/৭।
৭৮. তুহফাতুল আখবারী ১/১২-১৩।
৭৯. ফাৎহুল বারী ১/৪৭৮; ইরশাদুস সারী, ক্বাসতাল্লানী ১/৩২, তারীখ বাগদাদ ২/৭; তুহফাতুল আখবারী ১/১২।

তাহক্বীক্ব :

১. এই মন্তব্য মুহাম্মাদ বিন হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী থেকে বিভিন্ন সনদে খত্বীব বাগদাদী, ইবনু আসাকির, যাহাবী ও আসক্বালানী (রহঃ) তাদের গ্রন্থে নকল করেছেন। আর এই সনদ বিষয়ে আমরা শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
২. দাখিলী নামে কোন মুহদ্দিছের কথা রিজাল শাস্ত্রের বইগুলোতে পাওয়া যায় না। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

الداخلي الْمَذْكُور لم أَقف على اسْمه وَلم يذكر ابْن السَّمْعَانِيّ وَلَا الرشاطي هَذِه النِّسْبَة وأظن أَنَّهَا نِسْبَة إِلَى الْمَدِينَة الدَّاخِلَة بنيسابور

'উল্লেখিত দাখিলীর নামের বিষয়ে আমি কিছুই জানতে পারিনি। ইবনুস সাম'আনী ও রুশাতীও 'দাখিলী' নিসবাত বা সম্বন্ধের বিষয়ে কোন আলোচনা করেননি। তবে আমি ধারণা করছি, এটা নিশাপুরের অন্তর্গত কোন শহরের দিকে সম্বন্ধিত হবে'।[৮০]

শৈশবের আরো কিছু ঘটনা

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শৈশবের আরো কিছু ঘটনা পাওয়া যায়, যা তার স্মৃতিশক্তি এবং হাদীছের ইলমে তার পরিপক্কতার প্রমাণ বহন করে। নিম্নে তাহক্বীক্ব সহ পেশ করা হল:

প্রথম ঘটনা :

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَلاَمٍ: كُلَّمَا دَخَلَ عليَّ هَذَا الصَّبِيُّ تحَيَّرْتُ، وَأُلبِسَ عليَّ أَمر الحَدِيْثِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ أَزَالُ خَائِفاً مَا لَمْ يَخْرُجْ (١).

'মুহাম্মাদ ইবনে সালাম আল-বায়কান্দী (রহঃ) বলেন, যখনই এই ছেলে আমার নিকট আসে, তখনই আমি দিশেহারা হয়ে যাই। আমার কাছে হাদীছ ও অন্যান্য বিষয় উল্টা-পাল্টা হয়ে যায়। আর সে বের না হওয়া পর্যন্ত আমি ভয় পেতে থাকি'।[৮১]

আসক্বালানী (রহঃ) তার এই মন্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেন,

يَعْنِي يَخْشَى أَن يُخطئ بِحَضْرَتِهِ

'অর্থাৎ তিনি ইমাম বুখারীর উপস্থিতিতে ভুল করার ভয় পান'।[৮২]

দ্বিতীয় ঘটনা :

سليم بن مجاهد يقول: كنت عند محمد بن سلام البيكندي، فقال لي: لو جئت قبل لرايت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث. قَالَ: فخرجت في طلبه حتى لقيته. فقلت: أنت الذي تقول أنا أحفظ

---

৮০. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৩৮৭।
৮১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪১৭; ত্বাবাকাতুশ শাফেঈ ২/২২২।
৮২. ফাৎহুল বারী ১/৪৮৩।

سبعين ألف حديث؟ قَالَ: نعم، وأكثر منه، ولا أجيئك بحديث من الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم

'সুলাইম ইবনে মুজাহিদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে সালাম আল-বায়কান্দীর নিকট ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি যদি কিছু পূর্বে আসতে, তাহলে একজন ছোট বালককে পেতে, যে সত্তর হাজার হাদীছ মুখস্থ করেছে। আমি তখন তার অনুসন্ধানে বের হয়ে তাকে পেয়ে গেলাম। আমি তাকে বললাম, তুমিই কি সেই ছেলে, যে বলে, আমি সত্তর হাজার হাদীছ মুখস্থ করেছি। সে বলল, হ্যাঁ, বরং তার চেয়েও বেশী। আর আমি যেসব ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে তোমাকে হাদীছ বর্ণনা করব, তাদের অধিকাংশের জন্ম, মৃত্যু ও বাসস্থান সম্পর্কে আমি জানি'।[৮৩]

তৃতীয় ঘটনা :

قَالَ محمد بن أبي حاتم: سمعت محمد بن إسماعيل يقول قَالَ لي محمد بن سلام: انظر في كتبي، فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عَلَيْهِ كي لا أرويه، ففعلت ذلك، وكان محمد ابن سلام كتب عند الأحاديث التي أحكمها مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل: رضي الفتى، وفي الأحاديث الضعيفة: لم يرض الفتى. فقال له بعض أصحابه: من هذا الفتى؟ فقال: هو الذي ليس مثله، محمد بن إسماعيل

'মুহাম্মাদ ইবনে আবি হাতিম বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে সালাম আল-বায়কান্দী একদা বললেন, আমার বইগুলো দেখো! তাতে যা ভুল পাও, তা সংশোধন করে দাও- যেন আমি তা বর্ণনা না করি। আমি তাই করলাম। ইমাম বুখারী যে হাদীছগুলোর উপর হুকুম লাগিয়েছিলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সালাম আল-বায়কান্দী সেই হাদীছগুলোতে লিখে রেখেছিলেন 'ছেলেটি (এই হাদীছ বিষয়ে) সন্তুষ্ট'। আর যঈফ হাদীছগুলোতে লিখে রেখেছিলেন 'ছেলেটি (এই হাদীছ বিষয়ে) অসন্তুষ্ট'। তখন তার ছাত্ররা জিজ্ঞেস করল, কে সেই ছেলে? জবাবে তিনি বলেন, সে এমন ছেলে, যার মত কেউ নেই। সে হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল'।[৮৪]

সন্তুষ্ট তথা ইমাম বুখারীর নিকট হাদীছটি ছহীহ। আর অসন্তুষ্ট অর্থ ইমাম বুখারীর নিকট হাদীছটি ছহীহ নয়।

তাহক্বীক্ব :

১. উপরের তিনটি ঘটনাই মুহাম্মাদ বিন হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী থেকে বিভিন্ন সনদে খত্বীব বাগদাদী, যাহাবী ও আসক্বালানী (রহঃ) তাদের গ্রন্থে নকল করেছেন। প্রথম ঘটনা ওররাক্ব আল-বুখারী স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। ২য় ঘটনা তিনি সুলাইম বিন মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। সুলাইম বিন মুজাহিদ হাদীছের একজন রাবী। ইমাম যাহাবী

---

৮৩. ইরশাদুস সারী, কাসতাল্লানী ১/৩৪

৮৪. তারীখে বাগদাদ ২/২৪; তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৫৯; ফাৎহুল বারী ১/৪৮৩।

তারীখে তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তার বিষয়ে জারাহ ও তা'দীলের কোন মন্তব্য নকল করেননি।[৮৫] তার বিষয়ে অন্য কোন মুহাদ্দিছও কিছু বলেননি। আর তৃতীয় ঘটনাটি ওররাক্ব আল-বুখারী তার কিছু সাথী থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু তিনি সেই সাথীদের নাম বলেননি।

২. উপরের তিনটি ঘটনাই ইমাম বুখারীর শিক্ষক মুহাম্মাদ বিন সালাম আল-বায়কান্দী বিষয়ক। মুহাম্মাদ বিন সালাম আল-বায়কান্দী ইমাম বুখারীর শিক্ষকগণের একজন। ইমাম বুখারী তার হাদীছ ছহীহ বুখারীতে গ্রহণ করেছেন। তিনি হাফেয, সত্যবাদী এবং মযবূত একজন মুহাদ্দিছ।[৮৬]

ইলমের জন্য সফর :

ইমাম বুখারী (রহঃ) ১৬ বছর বয়সে তার মা ও ভাইয়ের সাথে হজ্জ সফরের জন্য বের হন। হজ্জ সম্পন্ন করে তার মা ও ভাই দেশে ফিরে চলে আসে, তিনি মক্কায় থেকে ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে ইলম হাছিল করা শুরু করেন। মক্কা থেকে মদীনায় আসেন। সেখানেও ইলম হাছিল করেন। ইমাম বুখারী বলেন,

ثُمَّ خرجْتُ مَعَ أُمِّي وَأَخِي أَحْمَدَ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا حَجَجْتُ رَجَعَ أَخِي بِهَا! وَتخَلَّفْتُ فِي طلبِ الحَدِيْثِ

'আমার মা, আমার ভাই আহমাদ এবং আমি এক সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। যখন আমরা হজ্জ সম্পন্ন করলাম, তখন আমার মাকে নিয়ে আমার ভাই ফিরে আসল। আর আমি ইলম হাছিলের উদ্দেশ্যে মক্কাতে থেকে গেলাম'।[৮৭] ইমাম বুখারীর ভাষ্য অনুযায়ী তখন তিনি ১৬ বছরের ছিলেন।[৮৮]

তাহক্বীক্ব : এই বর্ণনাটিও ওররাক্ব আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। যার বিষয়ে বিস্তারিত তাহক্বীক্ব আমরা পেশ করেছি।

ইমাম বুখারী (রহঃ) আরো বলেন,

لقِيْتُ أَكْثَرَ مِنْ أَلفِ رَجُلٍ أَهْلِ الحِجَازِ وَالعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ، لَقِيتُهُم كَرَّاتٍ، أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالجَزِيْرَةِ مرَّتينِ، وَأَهْلِ البَصْرَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَبَالحِجَازِ سِتَّة أَعْوَامٍ، وَلاَ أُحْصِي كم دَخَلْتُ الكُوْفَةَ وَبَغْدَادَ

'আমি মক্কা, মদীনা, ইরাক্ব, সিরিয়া ও মিশরের এক হাজারেরও বেশী শায়খের সাথে বহুবার সাক্ষাৎ করেছি। আমি সিরিয়া, মিশর ও আল-জাযীরার শায়খগণের সাথে ২ বার এবং বাছরার

৮৫. তারীখুল ইসলাম ৬/৯৫।
৮৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৬২৮।
৮৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৩৯৩; তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৩৯; তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।
৮৮. প্রাগুক্ত।

শায়খগণের সাথে ৪ বার মুলাকাত করেছি। মক্কা-মদীনায় ছয় বছর অবস্থান করেছি। আর আমি কত বার যে কূফা ও বাগদাদে প্রবেশ করেছি, তার হিসাবই রাখি না'।[৮৯]

ইমাম বুখারীর এই মন্তব্য প্রমাণ করে তিনি তৎকালীন বিশ্বের ইলমের সকল কেন্দ্রে গমন করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ছয় বছর মক্কা-মদীনায় অবস্থান করেছেন এর অর্থ এই নয় যে, তিনি এক সফরেই ছয় বছর ছিলেন। বরং তার থেকে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে তিনি কয়েকবার মক্কা-মদীনা এসেছেন।[৯০] তবে তিনি ইয়ামান সফর করেননি। যদি ইয়ামানে সফর করতেন তাহলে মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক-এর লেখক আব্দুর রাযযাক আস-সানআনী (রহঃ)-এর সাথেও তার সাক্ষাৎ হত।

ইমাম বুখারীর শিক্ষকগণ

ইমাম বুখারী প্রায় এক হাজার উস্তাদের নিকট ইলম হাছিল করেছেন।[৯১] ইমাম বুখারী সকল উস্তাদ থেকে ইলম গ্রহণ করতেন না। বরং উস্তাদগণের আক্বীদা কী, সেই বিষয়েও দৃষ্টি দিতেন। তিনি বলেন,

كتبتُ عن ألف نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلَّا عن مَن قال للإيمان: قول وعمل

'আমি প্রায় এক হাজারের বেশী ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি। আর আমি শুধু তাদের হাদীছ লিখেছি, যারা কথা ও কাজকে ঈমান বলেন'।[৯২]

তাহক্বীক্ব : এই মন্তব্যটি মুহাম্মাদ বিন আহমাদ গুঞ্জার তার তারীখে বোখারাতে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে বিভিন্ন মুহাদ্দিছ নিজ নিজ বইয়ে বর্ণনা করেছেন। 'তারীখে বোখারা' গ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া যায় না। তারীখে বোখারার লেখক মুহাম্মাদ গুঞ্জার থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত সনদে দুইজন রাবী রয়েছে।

ক. খলফ বিন মুহাম্মাদ আবু সলিহ। তার বিষয়ে তারীখে বোখারার লেখক গুঞ্জার বলেন,

كان بندار الحديث ببخارى

'তিনি বোখারায় হাদীছের ভাণ্ডার ছিলেন'।[৯৩]

খ. হুসাইন বিন হাসান বিন ওয়াযযাহ। তিনি আমার নিকটে অপরিচিত।

ইমাম বুখারী থেকে অনুরূপ মন্তব্য ইমাম লালাকায়ী তার শারহু ই'তিক্বাদ বইয়ে অন্য সানাদে উল্লেখ করেছেন,

لَقِيتُ أَكْثَرَ مِنَ أَلْفِ رَجُلٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْأَمْصَارِ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ

---

৮৯. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৫৮ পৃঃ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪০৭, তাগলীকুত তা'লীক ৫/৩৮৮।
৯০. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৩৮৮।
৯১. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৫৮ পৃঃ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪০৭, তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৩৮৮।
৯২. ইমাম লালাকায়ী, শারহু উছূলি ই'তিকাদ হা/১৫৯৭।
৯৩. লিসানুল মীযান, রাবী নং ২৯৬৮।

'আমি বিভিন্ন শহরে এক হাজারের অধিক ওলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু আমি তাদের কাউকে এই বিষয়ে মতভেদ করতে দেখিনি যে, ঈমান, কথা ও কাজের নাম এবং ঈমান বাড়ে ও কমে'।[৯৪]

এই সনদকে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ছহীহ বলেছেন।[৯৫]

এছাড়া ইমাম বুখারীর এই মন্তব্য ইমাম যাহাবী তার সিয়ারে ওররাক্ব আল-বুখারী থেকেও বর্ণনা করেছেন। যা মন্তব্যটির সত্যতাকে আরো শক্তিশালী করে তুলে।

ব্যাখ্যা : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট ঈমান হচ্ছে, কথা, কাজ ও বিশ্বাসের সমষ্টি। অন্যদিকে মুরজিয়াদের নিকট ঈমান হচ্ছে, শুধু বিশ্বাসের নাম। ইমাম বুখারী তার এই মন্তব্যের দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছেন, যারা ঈমানের সংজ্ঞায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত পোষণ করত না, আমি তাদের নিকট থেকে হাদীছ লিখতাম না। আমরা ঈমান বিষয়ে মিন্নাতুল বারীতে বিস্তারতি আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বিভিন্ন শহরে যে সমস্ত মহান মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে তিনি ইলম হাছিল করেছেন, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম নিম্নে পেশ করা হল:

বোখারা : মুহাম্মাদ বিন সালাম আল-বায়কান্দী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মুসনাদী।

মক্কা : আবুল ওয়ালিদ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আযরাকী, আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-মুকরী, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র আল-হুমাইদী।

মদীনা : ইবরাহীম বিন মুনযির, মুতররিফ বিন শিখখীর, আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আল-উওয়াসী।

বাছরা : আবু আসিম আন-নাবিল, সুলায়মান বিন হারব, আবুল ওয়ালিদ আত-তৃয়ালিসী।

কূফা: ইসমাঈল বিন আবান, খালিদ বিন মাখলাদ, ওবাইদুল্লাহ বিন মূসা।

বাগদাদ : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, মু'আবিয়া বিন আমর আল-আযদী।

বালখ : মাক্কি বিন ইবরাহীম, কুতায়বা বিন সাঈদ আল-বাগলানী।

মরো : আলী বিন হাসান, সাদাকা বিন ফাযল।

নিশাপুর : ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া, ইসহাক্ব, বিশর বিন হাকাম।

মিসর : সাঈদ বিন আবু মারইয়াম, আব্দুল্লাহ বিন সলিহ।

সিরিয়া : আবুন নাযর আল-ফারাদিসি, আবু মুসহির।[৯৬]

---

৯৪. ইমাম লালাকায়ী, শারহু উছূলি ই'তিক্বাদ ১/১৯৩ পৃঃ, হা/৩২০।
৯৫. ফাৎহুল বারী ১/৪৭।
৯৬. তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত ১/৮৯-৯০।

শিক্ষকগণের স্তর :

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শিক্ষকগণকে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) সহ অনেকেই ৫টি স্তরে বিভক্ত করেছেন।[৯৭] যথা-

১. ইমাম বুখারীর যে শিক্ষকগণ তাবেঈদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। যেমন- মাক্কি বিন ইবরাহীম, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আনছারী।
২. যারা প্রথম স্তরের সমকালীন কিন্তু তাবেঈগণ থেকে শ্রবণ করেননি। আদাম বিন আবি ইয়াস, সাঈদ বিন আবি মারইয়াম।
৩. যারা তাবেঈ থেকে শ্রবণ করেননি, কিন্তু মহান তাবে-তাবেঈন থেকে শুনেছেন। যেমন- আলী বিন মাদীনী, সুলায়মান বিন হারব, আহমাদ বিন হাম্বাল।
৪. যারা ইমাম বুখারীর সমকালনী। যেমন- মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আয-যুহালী, আবু হাতিম রাযী।
৫. যারা ইমাম বুখারীর ছাত্র ও ছোট। যেমন- আব্দুল্লাহ বিন হাম্মাদ আল-আমুলী, আব্দুল্লাহ বিন আবিল আস আল-খাওয়ারেযমী। ইমাম বুখারী এতটা নম্র ও নিরহংকারী ছিলেন যে, নিজের ছোট ও ছাত্রদের থেকেও কোন নতুন জিনিস জানতে পারলে সেটা শ্রবণ করতেন এবং লিখতেন। তাইতো ইমাম বুখারী ও ইমাম ওকী যথার্থ বলেছেন,

لا يكون المحدّث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه

'ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি পূর্ণ মুহাদ্দিছ হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের চেয়ে বড়, নিজের সমপর্যায়ের ও নিজের চেয়ে ছোট ব্যক্তির কাছ থেকে হাদীছ লিখে'।[৯৮]

শিক্ষকগণের সাথে ইমাম বুখারীর সম্পর্ক :

নিজ শহর বোখারায় ইমাম বুখারীর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মুহাম্মাদ বিন সালাম আল-বায়কান্দীর সাথে তার কেমন সম্পর্ক ছিল তা আমরা তার শৈশবের কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে দেখেছি। পরবর্তী জীবনে তিনি দুইজন শিক্ষক দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হন।

১. **ইমাম আহমাদ**। আমরা দেখেছি ইমাম বুখারী বলেছেন, তিনি কতবার বাগদাদ গেছেন তা তিনি নিজেও জানেন না। যদিও অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, আমি আটবার বাগদাদ গেছি।[৯৯] তার এতবার বাগদাদ যাওয়ার মূল কারণ ছিল, তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইমাম আহমাদ। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বাগদাদে থাকতেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) ওররাক্ব আল-বুখারী থেকে এবং খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) ইমাম ফিরাবরী (রহঃ) থেকে নকল করেন, ইমাম বুখারী বলেন,

---

৯৭. ফাৎহুল বারী ১/৪৭৯।
৯৮. ইউসুফ নাজদী, সুয়ালাত তিরমিযী ১/২০৬; তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৩৯৪।
৯৯. তারীখে বাগদাদ ২/২২; তারীখুল ইসলাম ১৯/১৭১।

كل ذَلِكَ أجالس أَحْمَد بْن حنبل: فقال لي آخر ما ودّعته: يا أَبَا عَبْد الله تترك العِلم والنّاس وتصير إلى خُراسان؟

'(আমি যতবার বাগদাদ গেছি,) ততবার ইমাম আহমাদের সাথে একত্রে বসেছি। শেষবার যখন তিনি আমাকে বিদায় দেন, তখন আমাকে বলেন, হে আবু আব্দিল্লাহ! তুমি ইলম ও ওলামাদের ছেড়ে খোরাসান যাচ্ছ?'[১০০]

ব্যাখ্যা : ইমাম আহমাদের মন্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করা যায়।

ক. ইমাম আহমাদ হয়তো ইমাম বুখারীকে বাগদাদে স্থায়ীভাবে থাকার পরামর্শ দিচ্ছিলেন, কিন্তু ইমাম বুখারী নিজ দেশে ফিরে যাওয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বিদায়ের সময় এই মন্তব্য করেন।

খ. অথবা এটাও হতে পারে, ইমাম আহমাদ তাকে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার আদেশ প্রদান করত তাকে এই মর্মে সতর্ক করছিলেন যে, বাগদাদ ইসলামী খিলাফাতের রাজধানী হওয়ায় ইলম ওলামাগণের শহর। তুমি সেই শহর ছেড়ে নিজ এলাকায় ফিরে যাচ্ছ। তোমার এলাকায় বাগদাদের তুলনায় ইলম ও ওলামাগণের কমতি রয়েছে। সুতরাং দাওয়াতী কাজে তুমি অনেক বাধার সম্মুখীন হতে পার। তাই সাবধান থাকিও!

২. **আলী বিন মাদীনী**। ইমাম বুখারী (রহঃ) আলী বিন মাদীনী (রহঃ)-এর বিষয়ে বলেন,

ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند عليّ بن المديني.

'আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) ছাড়া আমি কোন সময় কারো সামনে নিজেকে ছোট মনে করিনি'।[১০১]

তাহক্বীক্ব : ইমাম ইবনু আদী এই মন্তব্য বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত দুইজন রাবী রয়েছে, তাদের পরিচয় নিম্নে পেশ করা হল:

১. হাসান বিন হুসাইন আল-বাযযায আল-বুখারী। ইমাম ইবনু আদীর শিক্ষক। তিনি তার আল-কামিল এবং আছামী গ্রন্থে কয়েক জায়গায় তার মন্তব্য নকল করেছেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করার পরেও তার বিষয়ে আমি কিছুই জানতে পারিনি।

২. ইবরাহীম বিন মাকিল আন-নাসাফী। তিনি নাসাফ অঞ্চলের ক্বাযী ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার বিষয়ে বলেন,

وكان فقيه النّفس، عارفًا باختلاف العلماء.

'তিনি ফক্বীহ ছিলেন এবং ওলামায়ে কেরামের মতভেদ বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন'।[১০২]

---

১০০. তারীখে বাগদাদ ২/২২; তারীখুল ইসলাম ১৯/১৭১।
১০১. ইবুন আদী, আল-কামিল ১/২১৩ পৃঃ।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারীর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি তার উস্তাদ আলী বিন মাদীনী দ্বারা কতটা প্রভাবিত ছিলেন এবং তাকে কতটা সম্মান করতেন। বর্ণিত আছে, যখন ইমাম বুখারীর এই মন্তব্য ইমাম আলী বিন মাদীনীকে জানানো হয় তখন তিনি বলেন,

دعُوا هَذَا، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ لَمْ يَرَ مِثْلَ نَفْسِهِ .

'তার কথা ছাড়ো! সে তার নিজের মত কাউকে দেখেনি। (অর্থাৎ তার কোন তুলনা হয় না)'।[১০৩]

ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের সম্পর্কের আরো নিদর্শন হচ্ছে, ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারী প্রণয়নের পর আলী বিন মাদীনী (রহঃ)-কে দেখার জন্য দিয়েছিলেন।

ছহীহ বুখারীতে কতজন শায়খের হাদীছ গ্রহণ করেছেন?

আমরা দেখেছি ইমাম বুখারীর মোট শায়খ প্রায় এক হাজার জন। তন্মধ্যে তিনি বাছাই করে নির্দিষ্ট সংখ্যক শায়খের হাদীছ তার ছহীহ বুখারীতে গ্রহণ করেছেন। ছহীহ বুখারীতে যে সমস্ত শায়খের হাদীছ গ্রহণ করেছেন, তাদের সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ হয়ে গেছে। যথা-

ইমাম সগানীর গণনা অনুযায়ী ২৩১ জন।[১০৪]

ইবনু আদী (রহঃ)-এর গণনা অনুযায়ী ২৯৬ জন।[১০৫]

ইবনু মান্দা (রহঃ)-এর গণনা অনুযায়ী ৩০৬ জন।[১০৬]

ইমাম বুখারীর ছাত্রগণ

সন্তানের উপর যেমন পিতা-মাতার প্রভাব পড়ে, তেমনি ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব পড়ে। ইমাম বুখারী যেমন আলী বিন মাদীনী, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)গণের মত মহান মুহাদ্দিছের সহচর্য পেয়েছিলেন। তেমনি তার সহচর্য পেয়ে অনেক ছাত্র মহান মুহাদ্দিছে পরিণত হয়েছে। তার ছাত্রগণের সংখ্যা কত ছিল সে বিষয়ে একটি রিওয়ায়েত পাওয়া যায়।

عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ الفِرَبْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: سَمِعَ كِتَابَ (الصَّحِيْحِ) لِمُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ تِسْعُوْنَ أَلفَ رَجُلٍ.

'মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরাবরী বলেন, ইমাম বুখারীর নিকট থেকে ছহীহ বুখারী শ্রবণ করেছেন ৯০ হাজার ছাত্র'।[১০৭]

---

১০২. তারীখুল ইসলাম ৬/৯১৪; তক্বীউদ্দীন আত-তামিমী, আত-তবাক্বাত আস-সানিয়্যাহ, পৃঃ ৭২; সিদ্দীক হাসান খান, আত-তাজ আল-মুকাল্লাল, পৃঃ ৩৮৩।

১০৩. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৮৩।

১০৪. ডঃ আনিস তৃহির, বায়ান ওয়াত তাফসীল ১/৩৪১-৩৪২।

১০৫. প্রাগুক্ত।

১০৬. ইবনু মান্দা, শুয়ূখুল বুখারী দ্রষ্টব্য।

নিম্নে তার প্রসিদ্ধ কিছু ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হল।

১. **ইমাম মুসলিম**। তার পূর্ণ নাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (রহঃ)। তার বিষয়ে মুহাম্মাদ বিন বাশশার বলেন,

حُفَّاظ الدُّنْيَا أَرْبَعَة: أَبُو زُرْعَة بِالرَّيِّ، وَمُسْلِم بِنَيْسَابُوْر، وَعَبْدَ اللهِ الدَّارِمِيّ بِسَمَرْقَنْد، وَمُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْلَ بِبُخَارَى

'দুনিয়ার হাফেয চারজন। রায় শহরে আবু যুর'আ আর-রাযী, নিশাপুরে ইমাম মুসলিম, সমরকন্দে ইমাম দারেমী আর বুখারায় ইমাম বুখারী'। [১০৮]

তার বিষয়ে আহমাদ বিন সালামা বলেন,

رَأَيْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَأَبَا حَاتِم يقدِّمَان مسلماً فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيْح عَلَى مَشَايِخ عَصْرهمَا

'আমি আবু যুর'আ এবং আবু হাতেমকে দেখেছি, তারা ছহীহ হাদীছের ক্ষেত্রে তাদের যুগের মাশায়েখের উপরে ইমাম মুসলিমকে প্রাধান্য দিতেন'। [১০৯]

ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে ইমাম মুসলিম (রহঃ) কত বেশী ইলমী উপকার গ্রহণ করেছেন, সেই বিষয়ে ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ)-এর একটি মন্তব্যই যথেষ্ট। তিনি বলেন,

لولا البخاري ما راح مسلم وما جاء

'যদি ইমাম বুখারী না থাকতেন, তাহলে ইমাম মুসলিমের আবির্ভাবই হত না'। [১১০]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইমাম বুখারীকে

سَيِّدَ الْمُحَدِّثِيْنَ، وَطبيبَ الحَدِيْثِ فِي عِلَلِه.

'মুহাদ্দিছগণের সরদার ও ইলালে হাদীছের ডাক্তার' [১১১] বলে সম্বোধন করেছেন।

আর ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারীকে কতটা ভালবাসতেন, তা আমরা পরবর্তীতে ইমাম বুখারীর সাথে ইমাম যুহালীর যে ঘটনা ঘটেছিল সেটার আলোচনায় দেখব ইনশাআল্লাহ।

২. **ইমাম তিরমিযী**। তার পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সাওরাত আত-তিরমিযী। তার ইলমের বিষয়ে এবং তার সাথে ইমাম বুখারীর কেমন সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে একটি মন্তব্যই যথেষ্ট। ইমাম আবু আহমাদ হাকেম বর্ণনা করেন,

---

১০৭. তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত ১/৭৩।
১০৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৫৫৭-৫৬৫।
১০৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৫৫৭-৫৬৫।
১১০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৫৫৭-৫৬৫।
১১১. ফাৎহুল বারী ১/৪৮৮; শামসুল হক্ব আজিমাবাদি, দারুল কুতুব, আওনুল মা'বূদ, ১৩/১৪০; ইবনু রজব হাম্বলী, শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৩৩; তারীখে বাগদাদ ১৫/১২২।

مات محمد بن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ ولم يُخلف بخُراسان مثل ابنِ عِيسَى فِي العلمِ والحفظ والزُّهْد والورع، بكى حَتَّى عَمِي.

'ইমাম বুখারী তার মৃত্যুর পরে ইলম, হিফয ও পরহেযগারিতার দিক দিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে ইমাম তিরমিযীর চেয়ে যোগ্য কাউকে ছেড়ে যাননি। ইমাম তিরমিযী তার মৃত্যু শোকে এতটাই কেঁদেছেন যে, কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেছেন'।[১১২]

ইমাম তিরমিযী তার সুনানে তিরমিযীর প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিভিন্ন রাবীর বিষয়ে ইমাম বুখারীর মন্তব্য নকল করেছেন। যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইমাম তিরমিযী ইলালে হাদীছ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান ইমাম বুখারী থেকে গ্রহণ করেছেন।

৩. **ইমাম ইবনু খুযায়মা**। তার পূর্ণ নাম আবুবকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব বিন খুযায়মা। তিনি ইমাম বুখারীর অন্যতম একজন ছাত্র। তার লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ ছহীহ ইবনু খুযায়মা। তার বিষয়ে ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন,

ما رأيت على وجه الأرض مَن يحفظ صناعة السُّنن، ويحفظ ألفاظها الصحاح، وزياداتها، حتى كأنّ السنن كلها بين عينيه إلاّ ابن خزيمة فقط

'আমি দুনিয়ার বুকে হাদীছ শাস্ত্র, হাদীছের সঠিক শব্দ ও অতিরিক্ত অংশ মুখস্থ রাখতে ইবনু খুযায়মার চেয়ে পারদর্শী কাউকে দেখিনি। পুরো হাদীছ শাস্ত্র যেন তার চোখের সামনে'।[১১৩]
ইমাম ইবনু খুযায়মা বহু গ্রন্থের প্রণেতা তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছহীহ ইবনু খুযায়মা ও কিতাবুত তাওহীদ।

৪. **আবু হাতিম আর-রাযী**। ইমাম আবু হাতিম (রহঃ) ইলমে হাদীছের অনেক উঁচু মাপের একজন ইমাম। তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সমকালীন হলেও তার নিকট থেকে অনেক ইলম হাছিল করেছেন। ইমাম হাতিমের ছেলে আব্দুর রহমান বিন আবি হাতিম বলেন,

قَدِمَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّيَّ سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَمائَتَيْنِ، وَسَمِعَ مِنْهُ أَبِي وَأَبُو زُرْعَةَ،

'মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল 'রায়ে' আসেন ২৫০ হিজরীতে। তার নিকটে আমার পিতা ও আবু যুর'আ হাদীছ শ্রবণ করেছেন'।[১১৪]
শুধু তাই নয়; তারা ইমাম বুখারীর ইলমকে শ্রদ্ধাও করতেন। যেমন-

وَقَالَ مُحَمَّد بن حُرَيْث سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن أبي لَهِيعَة فَقَالَ لي تَركه أَبُو عبد الله يَعْنِي البُخَارِيّ

---

১১২. তারীখুল ইসলাম ৬/৬১৭।
১১৩. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ২/২০৯।
১১৪. ইবনু আবি হাতিম, দায়িরাতুল মা'আরিফ, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ৭/১৯১।

'মুহাম্মাদ ইবনে হুরাইছ বলেন, আমি আবু যুর'আ আর-রাযীকে ইবনু লাহী'আ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাবে আমাকে বলেন, ইমাম বুখারী তাকে পরিত্যাগ করেছেন'।[১১৫]
এখানে ইমাম আবু যুর'আ (রহঃ) একজন রাবীর বিষয়ে ইমাম বুখারীর মন্তব্য উল্লেখ করাকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন।

৫. **আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া।** তিনশ' হিজরীর পূর্বে যদি কেউ সবচেয়ে বেশী সংখ্যক গ্রন্থ লিখে থাকেন, তাহলে তিনি ইবনু আবিদ দুনিয়া। তার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দুইশ'-এর কাছাকাছি। এই মহান ইমামও ইমাম বুখারীর ছাত্র।
৬. ইমাম বুখারী শিক্ষক হিসাবে কেমন ছিলেন, তা অনুধাবন করার জন্য উপরের কয়েকজন ছাত্রই যথেষ্ট।

আঠারো বছর বয়সে লিখিত 'তারীখ' ও ইমাম বুখারী

ইমাম বুখারীর স্মৃতিশক্তি, মেধা ও যোগ্যতার এই একটি প্রমাণই যথেষ্ট। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি এমন একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, যা আজ অবধি ইলমে হাদীছের মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অত্র বই বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها، وتخلفت في طلب الحديث، فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أصنف فضائل الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وصنفت «كتاب التاريخ» إذ ذاك عند قبر الرسول صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الليالي المقمرة.

'আমার মা, আমার ভাই আহমাদ এবং আমি এক সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। যখন আমরা হজ্জ সম্পন্ন করলাম, তখন আমার মাকে নিয়ে আমার ভাই ফিরে আসল। আর আমি ইলম হাছিলের উদ্দেশ্যে মক্কাতে থেকে গেলাম। যখন আমি আঠারো বছরে উপনীত হলাম, তখন ছাহাবী ও তাবেঈগণের ফযীলত এবং তাদের ফৎওয়ার উপর লিখতে শুরু করলাম। আর আমি চাঁদনী রাতে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের পাশে 'তারীখ' গ্রন্থটি লিখেছি'।[১১৬]

ইমাম বুখারীর লিপিবদ্ধ এই তারীখের মহত্ত্ব বুঝার জন্য একটি মন্তব্যই যথেষ্ট। ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ যখন গ্রন্থটি দেখলেন, তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে গ্রন্থটি সাথে করে নিয়ে আমীর ইবনু ত্বহেরের নিকটে গেলেন এবং বললেন,

أيها الأمير ألا أريك سحرا؟ قَالَ فنظر فيه عبد الله بن طاهر فتعجب منه

'হে আমীর! আমি কি আপনাকে যাদু দেখাব? তখন আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে ত্বহির ইমাম বুখারীর লিখিত 'তারীখ' দেখে আশ্চর্য হলেন'। [১১৭]

---

১১৫. আবু যুর'আ আর-রাযী, তাহক্বীক্ব: সা'দী হাশমী, আয-যু'আফা ৩/১০০০।
১১৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৩৯৩; তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৩৯; তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।
১১৭. তারীখে বাগদাদ ২/৩২২, তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৭৫।

তাহক্বীক্ব : ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (রহঃ)-এর এই মন্তব্যটি মুহাম্মাদ বিন হাতিম আল-ওররাক্ব থেকে অভিন্ন সনদে ইমাম বাগদাদী ও ইমাম ইবনু আসাকির নিজ নিজ গ্রন্থে নকল করেছেন।[১১৮] সনদের সকল রাবী পরিচিত হলেও মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আল-ওররাক্ব বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। তবে ইমাম বুখারীর 'তারীখ' গ্রন্থ বিষয়ে এই জাতীয় আরো মন্তব্য রয়েছে, যা প্রমাণ করে ইমাম ইসহাক্বের মন্তব্য অতিরঞ্জিত নয়। যেমন-

১. আবু সাহল মাহমূদ আশ-শাফেঈ বলেন,

(وقال أبو جعفر أيضًا: سمعت محمود الشافعي أبا سهل يقول: سمعتُ أكثر من ثلاثين عالمًا من علماء مصر يقولون: حاجتنا من الدنيا النَّظر في تاريخ محمَّد بن إسماعيل.

'আমি মিশরের ত্রিশের অধিক ওলামায়ে কেরামকে বলতে শুনেছি, দুনিয়ায় আমাদের প্রয়োজনই হচ্ছে ইমাম বুখারীর 'তারীখ' গ্রন্থটি দেখা'।[১১৯]

এই মন্তব্যটি মাহমূদ আশ-শাফেঈ থেকে মুহাম্মাদ বিন হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মাহমূদ আশ-শাফেঈর পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। যদি তিনি মাহমূদ আল-উকবারী হন তাহলে সমস্যা হচ্ছে মাহমূদ আল-উকবারী ৪১৩ হিজরীতে মারা গেছেন। সেই হিসাবে তিনি ওররাক্ব আল-বুখারীর পরবর্তী যুগের মানুষ এবং দেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

২. হাফেয আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন উক্বদা বলেন,

لو أنَّ رجلًا كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن كتاب تاريخ محمَّد بن إسماعيل البخاري

'কোন ব্যক্তি যদি ত্রিশ হাজার হাদীছ লিখে, তবুও সে ইমাম বুখারীর 'তারীখ' থেকে অমুখাপেক্ষী নয়'।[১২০]

তাহক্বীক্ব : ইমাম খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার তারীখে এই মন্তব্যটি সনদসহ নকল করেছেন। সনদের সকল রাবী পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য।[১২১]

ইমাম বুখারীর লিখিত তারীখ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা ইমাম বুখারীর লিখিত অন্যান্য বইয়ের সাথে করব ইনশাআল্লাহ।

---

১১৮. তারীখে বাগদাদ ২/৩২২, তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৭৫।

১১৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪২৬।

১২০. মুহাম্মাদ আশ-শানকিতী, কাওছারুল মা'আনী ১/৯৮; খত্বীব বাগদাদী, তাহক্বীক্ব বাশশার, তারীখে বাগদাদ ২/৩২২; তাহযীবুত তাহযীব ৯/৪৮।

১২১. মুহাম্মাদ আশ-শানকিতী, কাওছারুল মা'আনী ১/৯৮; খত্বীব বাগদাদী, তাহক্বীক্ব বাশশার, তারীখে বাগদাদ ২/৩২২; তাহযীবুত তাহযীব ৯/৪৮।

ইমাম বুখারীর স্মৃতিশক্তি ও কিছু ঘটনা :

১৬ দিনের হাদীছ মুখস্থ বলে দেওয়া : ইমাম বুখারীর স্মৃতিশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, তিনি দারসে-বসে উস্তাদগণের হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন না। শ্রবণ মাত্রই তার মুখস্থ হয়ে যেত। এই বিষয়ে তার সহপাঠী হাশিদ বিন ইসমাঈল বলেন,

كَانَ الْبُخَارِيّ يختلف معنا إلى السَّماع وهو غلَامِ، فلَا يكتب، حتّى أتى عَلَى ذَلِكَ أيّام. فكنّا نقول لَهُ، فقال: إنّكما قد أكثرتما عليّ، فاعرضا عَلِيّ ما كتبتما.

فأخرجنا إِلَيْهِ ما كَانَ عندنا، فزاد عَلَى خمسة عشر ألف حديث، فقرأها كلّها عَنْ ظهر قلب حتى جعلنا نُحكِم كُتُبَنا من حِفْظِه.

'বাল্যাবস্থায় ইমাম বুখারী হাদীছ শ্রবণের ক্ষেত্রে আমাদের থেকে ভিন্ন ছিল। আমরা লিখতাম কিন্তু সে লিখত না। এভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আমরা এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতাম। সে বলল, তোমরা বিষয়টি নিয়ে খুব বেশী জিজ্ঞেস করছ। তোমরা যা লিখেছ, তা বের কর! আমরা ১৫ হাজারের বেশী হাদীছ তার উদ্দেশ্যে বের করলাম। তখন সকল হাদীছ সে আমাদের মুখস্থ শুনাল, এমনকি আমরা তার মুখস্থ থেকে আমাদের লেখার ভুল-ত্রুটিগুলো ঠিক করতে লাগলাম'।[১২২]

তাহক্বীক্ব : অত্র ঘটনা ওররাক্ব আল-বুখারীর সূত্রে খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার তারীখে বাগদাদে উল্লেখ করেছেন। এই সনদের মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আত-তাজির অপরিচিত। তবে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফাৎহুল বারীর ভূমিকায় অত্র ঘটনার পর অনুরূপ আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[১২৩] ঘটনাটি হল, মুহাম্মাদ বিন আযহার আস-সিজিস্তানী বলেন,

كنت فِي مجْلِس سُلَيْمَان بن حَرْب وَالْبُخَارِيّ مَعنا يسمع وَلَا يكْتب فَقيل لبَعْضهم مَاله لَا يكْتب فَقَالَ يرجع إِلَى بخاري وَيكْتب من حفظه

'আমরা সুলায়মান ইবনে হারবের দারসে ছিলাম এবং ইমাম বুখারীও আমাদের সাথে ছিলেন। ইমাম বুখারী শুধু শ্রবণ করতেন, কিন্তু কিছুই লিখতেন না। কোন একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হল, কেন সে লিখছে না? সে জবাবে বলল, তিনি বোখারায় ফিরে গিয়ে তার মুখস্থ থেকে লিখবেন'।[১২৪]

তাহক্বীক্ব : এই ঘটনার সকল বর্ণনাকারী মযবূত ও পরিচিত। তবে মুহাম্মাদ বিন আযহার আস-সিজিস্তানীর সর্ম্পকে মতভেদ রয়েছে। ইমাম ইবনু খুযায়মা (রহঃ) তার সর্ম্পকে ভাল দৃষ্টিভঙ্গি

---

১২২. তারীখে বাগদাদ ২/১৫; তাযকিরাতুল হুফফায ২/১০৪; তারীখুল ইসলাম ১৯/২৪৪।
১২৩. হাদইউস সারী, ফাৎহুল বারী ১/৪৭৮।
১২৪. হাদইউস সারী, ফাৎহুল বারী ১/৪৭৮।

রাখলেও[১২৫] ইমাম দারাকুৎনী সহ কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলেছেন।[১২৬] তবে ইমাম বুখারীর স্মৃতিশক্তি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য একটি ঘটনা এই ঘটনাগুলোর সম্ভাবনাকে সত্যায়িত করে। নিম্নে ঘটনাটি বিস্তারিত আসছে।

বাগদাদে আগমন ও তাঁর স্মরণশক্তির পরীক্ষা :

ইমাম বুখারীর স্মৃতিশক্তি কতটা প্রখর ছিল, তা জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঘটনা এটি। ইমাম ইবনু আদী (রহঃ) (৩৬২হিঃ) তার 'আছামী' গ্রন্থে বলেন,

سمعت عدة مشايخ يحكون، أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقبلوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه.

فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم، ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري: لا أعرفه فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه، فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد آخر حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه، ثم انتدب له الثالث، والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه.

فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم، فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى

---

১২৫. মাওসুয়া আক্বওয়াল দারাকুৎনী, রাবী নং ৩০২।

১২৬. যাহাবী, দিওয়ানু যু'আফা, রাবী নং ৯৫, লিসানুল মীযান, রাবী নং ৭৩০।

إسناده، وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها، وأسانيدها إلى متونها. فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل.

'ইমাম বুখারী যখন বাগদাদে গমন করলেন, তখন বাগদাদের মুহাদ্দিছগণ একত্রিত হয়ে ১০০টি ছহীহ হাদীছ নির্বাচন করে তার সনদ ও মতন ওলট-পালট করে দিলেন। এক হাদীছের সনদ আরেক হাদীছের মূল টেক্সটের সাথে যুক্ত করলেন। আর এক হাদীছের মূল টেক্সটকে অন্য হাদীছের সনদের সাথে যুক্ত করলেন। অতঃপর তারা দশজন মুহাদ্দিছ ঠিক করে তাদের প্রত্যেককে দশটি করে হাদীছ ভাগ করে দিলেন। ইমাম বুখারীর জন্য হাদীছের মজলিস স্থাপন করা হল। তিনি যখন উপস্থিত হলেন, তখন প্রথমে একজন মুহাদ্দিছ ১০টি হাদীছ নিয়ে ইমাম বুখারীর সামনে একটি একটি করে সবগুলো হাদীছ পাঠ করলেন। প্রতিটি হাদীছ পাঠ শেষে ইমাম বুখারী বললেন, لاأعرفه 'এ ধরনের কোন হাদীছ আমার জানা নেই'। এমনিভাবে ১০ জন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ১০০টি হাদীছ তাঁর সামনে পাঠ করলেন। সকল হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি বার বার একই কথা বললেন। সকলের হাদীছ শুনানো শেষ হওয়ার পর ইমাম বুখারী প্রথমজনকে ডাকলেন। তিনি যেভাবে হাদীছ শুনিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে তাকে শুনালেন এবং সেই হাদীছের সঠিক রূপটিও শুনালেন। এভাবে প্রত্যেককে তার হাদীছের ভুল সংশোধন করে দিলেন। অতঃপর বাগদাদবাসী ইমাম বুখারীর জ্ঞান ও সম্মানের স্বীকৃতি দিল'।[১২৭]

এই ঘটনা বর্ণনা করারপর হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

فَمَا الْعجب من رده الْخَطَأ إِلَى الصَّوَاب فَإِنَّهُ كَانَ حَافِظًا بل الْعجب من حفظه للخطأ على تَرْتِيب مَا ألقوه عَلَيْهِ من مرّة وَاحِدَة

'আশ্চর্য এটা নয় যে, ইমাম বুখারী ভুলগুলো সংশোধন করে দিলেন; বরং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তাদের বর্ণিত ১০০টি ভুল বর্ণনা একবার শুনেই ইমাম বুখারী সেভাবে মুখস্থ করলেন, ঠিক যেভাবে এবং যে সিরিয়ালে তারা শুনিয়েছিল'।[১২৮]

সমরকন্দবাসীর পরীক্ষা :

বাগদাদবাসীর মত সমরকন্দবাসীও ইমাম বুখারীর পরীক্ষা নিয়েছিল মর্মে একটি রিওয়ায়েত পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০ জন মুহাদ্দিছ একত্রিত হয়ে ৭ দিন যাবত ইমাম বুখারীর ভুল ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা সনদে এবং মতনে কোথাও ইমাম বুখারীর একটি ভুলও ধরতে পারেনি।[১২৯]

---

১২৭. ইবনু আদী, আছামী, পৃঃ ৬২।
১২৮. ফাৎহুল বারী ১/৪৮৬।
১২৯. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২৪০; ইবনুল মুলাক্কিন, আত-তাওযীহ ১/৬২।

ইলম হাছিলে কষ্ট সহ্য করা :

ইলম হাছিলের জন্য ইমাম বুখারী সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেছেন। এ বিষয়ে কিছু বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হল-

১.

حكى أَبُو الْحسن يُوسُف بن أبي ذَر البُخَارِيّ أَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل مرض فعرضوا مَاءَهُ على الْأَطِبَّاء فَقَالُوا إِن هَذَا المَاء يشبه مَاء بعض أساقفة النَّصَارَى فَإِنَّهُم لَا يأتدمون فَصَدَّقَهُمْ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل وَقَالَ لم آتدم مُنْذُ أَرْبَعِينَ سنة فسألوا عَن علاجه فَقَالُوا علاجه الآدم فَامْتنعَ حَتَّى ألح عَلَيْهِ الْمَشَايِخ وَأهل الْعلم فأجابهم إِلَى أَن يَأْكُل مَعَ الْخبز سكرة

‘ইমাম বুখারী (রহঃ) একদা অসুস্থ হলে ডাক্তার তার মূত্রের পরীক্ষা করে জানান, এই মূত্র নাছারাদের গুরু-সন্ন্যাসীদের মূত্রের মত। কারণ, তারা সবজি বা তরকারী খান না। তখন ইমাম বুখারী (রহঃ) তাদের কথার সত্যায়ন করে বললেন, আমি গত চল্লিশ বছরে কোন দিন তরকারী খাইনি। লোকেরা তার চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে ডাক্তারগণ তাকে সবজি-তরকারী খাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি সবজি খেতে রাজী হলেন না ; কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শিক্ষক-ছাত্রগণ রুটির সাথে তরকারী খাওয়ার জন্য খুব চাপাচাপি করলেন। ফলে, তিনি রুটির সাথে হালকা চিনি খেতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন’।[১৩০]

তাহক্বীক্ব : ইমাম ইবনু আসাকির এই ঘটনা সনদসহ তার বইয়ে বর্ণনা করেছেন। সনদের সকল রাবী পরিচিত। যথা-

ক. আবুল মাহাসিন আব্দুর রাযযাক্ব বিন মুহাম্মাদ। ইমাম হাকেম তার প্রশংসা করেছেন।[১৩১]

খ. ফাযলুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ। তিনি এবং তার পিতা উভয়েই মুহাদ্দিছ।[১৩২]

গ. আহমাদ বিন হাসান আবুবকর আন-নিশাপুরী। তিনি বিচারক ও আলেম ছিলেন। ইমাম ইবনু কাছীর তাকে ন্যায়পরায়ণ বলেছেন।[১৩৩]

ঘ. আবুল হাসান ইউসুফ বিন আবি যার। ইমাম ইবনু কাছীর তাকে সৎ শায়খ বলেছেন।[১৩৪]

অতএব, সনদ ছহীহ। আর ঘটনার সাথে বাস্তবতার মিল রয়েছে। যেমন-

---

১৩০. তারীখে দিমাশক্ব, পৃঃ ৫২/৮০।

১৩১. তক্বিউদ্দিন আল-ইরাক্বী, তাহক্বীক্ব খালিদ হায়দার, মুন্তাখাব তারীখ নিশাপুর, পৃঃ ৩৯২।

১৩২. তারীখুল ইসলাম ১১/৮১।

১৩৩. ত্ববাকাত আশ-শাফিঈন ১/৩৮৪।

১৩৪. ত্ববাক্বাত আশ-শাফিঈন ১/২৩৪।

২. হাসান আল-বাযযায বলেন,

رأيت محمد بن إسماعيل شيخا نحيف الجسم، ليس بالطويل، ولا بالقصير

'আমি ইমাম বুখারীকে দেখেছি, তিনি ছিলেন পাতলা ও চিকন গড়নের। অত্যধিক লম্বাও নন, আবার খাটও নন'।[১৩৫]

তাহক্বীক্ব : ইমাম বুখারীর শারিরীক গঠন বিষয়ে এই একটি বর্ণনাই পাওয়া যায়। বর্ণনাটি ইমাম ইবনু আদী তার 'আছামী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী রাবী হাসান আল-বাযযায ইবনু আদী (রহঃ)-এর উস্তাদগণের একজন। তিনি তার আল-কামিল ও আছামী গ্রন্থে কয়েক জায়গায় হাসান আল-বাযযাযের বর্ণনা এনেছেন। কিন্তু তার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

৩. মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বলেন,

وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ رُبَّمَا يَأْتِي عَلَيْهِ النَّهَارُ فَلاَ يَأْكُلُ فِيْهِ رُقَاقَةً، إِنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ أَحْيَاناً لوزتين أَوْ ثَلاَثاً وَكَانَ يجتنِبُ تَوابِلَ القُدورِ

'ইমাম বুখারী দিনে খুব কম সময়ই পূর্ণ একটি রুটি খেতেন। তিনি কখনো কখনো দুই-তিনটি বাদাম খেতেন। আর তিনি মশলা জাতীয় খাবার পরিহার করতেন'।[১৩৬]

অত্যধিক খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর। আজ মানুষ না খেয়ে থাকার জন্য যতটা মৃত্যু বরণ করে, তারচেয়ে বেশী মৃত্যু বরণ করে অত্যধিক খাওয়ার কারণে। বেশী খাবার খেলে ঘুম বেশী ধরে। ইবাদত যেমন করা যায় না, তেমনি ইলমের জন্য পরিশ্রম করা যায় না। ইমাম বুখারী (রহঃ) এজন্য অত্যধিক খাবার ও মশলা জাতীয় খাবার পরিহার করে চলতেন। শুধু রুটি ও হালকা বাদাম ছিল তার একমাত্র খাবার।

৪. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরাবরী বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوْسُفَ البُخَارِيُّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ بِمَنْزِلِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَحصيتُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَامَ وَأَسْرَجَ يَسْتَذكرُ أَشْيَاءَ يُعَلِّقُهَا فِي لَيْلَةٍ ثَمَانِ عَشْرَةَ مرَّة

'একদা এক রাতে আমি ইমাম বুখারীর সাথে তার বাড়ীতে ছিলাম। আমি দেখলাম, রাতে যখন তার কোন কিছু স্মরণ হচ্ছিল, তখন তিনি উঠে বাতি জ্বালিয়ে তা লিখছিলেন। আমি গণনা করলাম, তিনি এভাবে সারা রাতে প্রায় ১৮ বার উঠেছেন'।[১৩৭]

তাহক্বীক্ব : এই ঘটনাটি ইমাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-গাসসানী তার লিখিত 'মু'জামুশ শুয়ূখ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিখ্যাত ইমাম আবু আলী আল-গাসসানীর পিতা। এই

---

১৩৫. আছামী ১/৫।

১৩৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/১০৯।

১৩৭. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-গসসানী, ডঃ ওমর আব্দুস সালাম, মু'জামুশ শুয়ূখ, পৃঃ ১৭৯; তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৪৮।

ঘটনার মূল রাবী মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরাবরী। তিনি ইমাম বুখারীর ছাত্র এবং ছহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী। এই বর্ণনার সকল রাবী পরিচিত হলেও মুহাম্মাদ আল-গাসসানীর উস্তাদ আবু সাঈদ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আদাম অপরিচিত। তার বিষয়ে আমি কিছু জানতে পারিনি।

তবে এই বর্ণনার অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যা এই বর্ণনাকে মযবূত করে। মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম বলেন,

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حَاتِمٍ الوَرَّاقُ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ، إِذَا كُنْتُ مَعَهُ فِي سفرٍ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يقومُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مرَّةً إِلَى عِشْرِيْنَ مرَّةً، فِي كُلِّ ذَلِكَ يَأْخُذُ القَدَّاحَةَ، فيُورِي نَاراً، وَيُسْرِجُ، ثُمَّ يُخرجُ أَحَادِيْثَ، فيُعلِّق عَلَيْهَا

'একদা আমি ইমাম বুখারীর সাথে সফরে ছিলাম। আমি তাকে দেখছিলাম, তিনি রাত্রে প্রায় ১৫ থেকে ২০ বার উঠছেন। প্রত্যেকবার বাতি জ্বালিয়ে হাদীছ বের করছেন এবং তার উপর টীকা লিখছেন'।[১৩৮]

ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার

যুগে যুগে যারাই দ্বীনে হক্বের দাওয়াত দিয়েছেন তাদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়েছে। নবী-রাসূলগণের উপরও অত্যাচার করা হয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর উপর করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরী ওলামায়ে কেরামের উপরও এই সিলসিলা অব্যাহত থেকেছে। ইমাম বুখারীও এই ধারা থেকে ব্যতিক্রম নন। তার উপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছে। তন্মধ্যে অপবাদ ও দেশান্তর অন্যতম। নিম্নে তার উপর চালানো অত্যাচারের কিছু নমুনা পেশ করা হল-

১. **নিশাপুর থেকে বহিষ্কার :** ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বয়ং ওলামাগণের জন্য সতর্ক করে বলেছেন,

وابتلي بأربع: بشماتة الأعداء، وملامة الأصدقاء، وطعن الجهلاء، وحسد العلماء.

'তুমি যখন আলেম হবে, তখন চারটি বিপদের সম্মুখীন হবে, শত্রুর হাসি, বন্ধু-বান্ধবের তিরস্কার, গণ্ড-মূর্খদের গালি ও ওলামায়ে কেরামের হিংসা'।[১৩৯]

ইমাম বুখারী স্বয়ং এইগুলোর শিকার হয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে ইমাম যুহালীর সাথে সংঘটিত ঘটনা।

মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আয-যুহালী (রহঃ) নিশাপুরের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। তার দাওয়াতেই ইমাম বুখারী (রহঃ) নিশাপুরে আগমন করেন। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকিম (রহঃ)

---

১৩৮. ইমাম সুবকী, ত্বাবাক্বাত আশ-শাফিয়্যাহ ২/২২০; তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।
১৩৯. ক্বাযী ইয়ায, শুয়ূখ ক্বাযী ইয়ায ১/৭১।

তার 'তারীখে নিশাপুর' গ্রন্থে বলেন, ইমাম বুখারী ২৫০ হিজরীতে নিশাপুরে আগমন করেন।[১৪০] উল্লেখ্য যে, ইমাম যুহালীর সাথে ইমাম বুখারীর ঘটে যাওয়া ঘটনার বিষয়ে জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে দু'টি। ইমাম হাকিমের লেখা 'তারীখে নিশাপুর'। গ্রন্থটি বর্তমানে প্রকাশিত হয়নি। ২য় উৎস ইমাম ইবনু আদীর লেখা 'আছামী'। ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন নিশাপুরে প্রবেশ করেন, তখন তাকে ব্যতিক্রমভাবে স্বাগত জানানো হয়। নিশাপুরের ইতিহাসে কোন খলীফাকেও এভাবে স্বাগত জানানো হয়নি। যেমন ইমাম সুবকী 'তাবাক্বাত শাফেঈ' গ্রন্থে নকল করেছেন,

لما قدم البخاري نيسابور استقبله أربعة آلاف رجل على الخيل سوى من ركب بغلا أو حمارا وسوى الرجالة

'যখন ইমাম বুখারী নিশাপুরে আগমন করলেন, তখন চার হাজার মানুষ ঘোড়ায় আরোহন করে তাকে স্বাগত জানালেন। আর কত মানুষ খচ্চর ও গাধায় আরোহন করে এসেছিল এবং কত মানুষ পায়ে হেঁটে এসেছিল, তার কোন ইয়ত্তা নাই'।[১৪১]

নিশাপুর যাওয়ার পর ইমাম বুখারী (রহঃ) দারস প্রদান শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার দারসে ছাত্র বাড়তে থাকে, অন্যদিকে ইমাম যুহালীর দারসে ছাত্র কমতে থাকে। একদা ইমাম বুখারীকে কোন ছাত্র 'লাফযী বিল কুরআন মাখলূক্ব' মর্মে জিজ্ঞেস করে। ইমাম বুখারী তার প্রশ্নের উত্তর দেন। তার জবাবকে বিকৃত করে নিশাপুরে প্রচার করা হয়। ফলশ্রুতিতে ইমাম যুহালী ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে ফৎওয়া প্রদান করেন এবং তার দারসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তিনি ঘোষণা প্রদান করেন, যারা ইমাম বুখারীর দারসে যাবে, তারা যেন তার দারসে না বসে।

আবু হামিদ আশ-শারক্বী বলেন, ইমাম যুহালী বলেন,

ومَن زعم أنّ لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مبتدِع لَا يُجالس ولا يُكَلَّم. ومَن ذهبَ بعد هذا إلى محمد بْن إِسْمَاعِيل فاتَّهِمُوه، فإنّه لَا يحضر مجلسَه إلَا مًن كَانَ عَلي مذهبه.

'যে ব্যক্তি বলবে 'লাফযী বিল কুরআন মাখলূক্ব' বা 'আমার মুখ থেকে উচ্চারিত কুরআন সৃষ্ট', সে বিদ'আতী। তার সাথে বসা যাবে না ও কথা বলা চলবে না। এরপরেও যে ব্যক্তি ইমাম বুখারীর দারসে যাবে, তাকে তোমরা ভ্রান্ত আক্বীদার অভিযোগে অভিযুক্ত কর! কেননা তার মজলিসে তারাই উপস্থিত হয়, যারা তার মতকে বিশ্বাস করে'।[১৪২]

তাহক্বীক্ব :

এই মন্তব্যের সনদে তিনজন রাবী রয়েছে।

---

১৪০. ক্বাযী ইয়ায, শুয়ূখ ক্বাযী ইয়ায ১/৭১।

১৪১. তাজুদ্দীন সুবকী, আত-তাবাক্বাত আশ-শাফিয়িয়্যাহ ২/২২৫।

১৪২. তাজুদ্দীন সুবকী, আত-তাবাক্বাত আশ-শাফিয়িয়্যাহ ২/২২৯; তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৯৪; তারীখে বাগদাদ ২/৩৪০।

ক. আবু সাঈদ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম। খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তাকে মযবূত বলেছেন।[১৪৩]

খ. আবু সাঈদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। ইমাম যাহাবী তাকে পরহেযগার বলেছেন। ইমাম হাকিম তাকে সৎ বলেছেন।[১৪৪]

গ. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান আবু হামিদ আশ-শারক্বী। ইমাম দারাকুৎনী তার সর্ম্পকে বলেন, ثقةٌ مأمونٌ إمامٌ 'মযবূত, বিশ্বস্ত ও ইমাম'।[১৪৫]

খত্বীব বাগদাদী ও ইমাম যাহাবীও তাকে ইমাম ও হাফেয বলেছেন।[১৪৬] সুতরাং সনদ ছহীহ।

ইমাম যুহালীর এই মন্তব্যের পর সকল ছাত্র ইমাম বুখারীকে পরিত্যাগ করে দেয়। কিন্তু ইমাম মুসলিম পরিত্যাগ করেননি। বিষয়টি ইমাম যুহালীর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলেন,

ألا من قَالَ باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا، فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رءوس الناس وخرج من مجلسه، وجمع كل ما كان كتب منه وبعث به على ظهر حمال إلى باب محمد بن يحيي

'যে ব্যক্তি 'লাফযী বিল কুরআন মাখলূক্ব' বলবে, তার জন্য আমাদের দারসে বসা নিষিদ্ধ। তার এই মন্তব্য শুনে ইমাম মুসলিম তার চাদরকে পাগড়ীর উপর উঠিয়ে সবার সামনে মজলিস থেকে বের হয়ে গেলেন। আর ইমাম যুহালী থেকে যত হাদীছ তিনি লিখেছিলেন, সব পাণ্ডুলিপি ইমাম যুহালীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন'।[১৪৭]

তাহক্বীক্ব : এই মন্তব্য ইমাম হাকিম তার 'তারীখে নিশাপুর' গ্রন্থে নকল করেছেন। ইমাম হাকিমের সূত্রে পরবর্তীতে সকলেই এই ঘটনা নিজ নিজ বইয়ে উল্লেখ করেন। ইমাম হাকেম যার থেকে এই ঘটনা শুনেছেন তথা ঘটনার বর্ণনাকারী মূল রাবী হচ্ছে, মুহাম্মাদ বিন ইয়াকূব আল-হাফিয। তিনি আবু আব্দুল্লাহ বিন আখরাম নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম হাকিম তার বিষয়ে বলেন,

كَانَ أبو عبد الله صدر أهل الحديث ببلدنا

'আবু আব্দিল্লাহ আমাদের নিশাপুরের আহলেহাদীছগণের নেতা ছিলেন'।[১৪৮] সুতরাং সনদ ছহীহ।

ইমাম বুখারী বিরূপ পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে নিশাপুর ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিশাপুর ছেড়ে নিজ শহর বোখারায় চলে আসেন। যেমন ইমাম হাকেম বলেন, আবু আব্দুল্লাহ বিন আখরাম বলেছেন,

---

১৪৩. তারীখে বাগদাদ ৩/১২১।
১৪৪. আবুল ফিদা ইবনু কাছীর, ত্বাবাক্বাত আশ-শাফেঈন ১/৩৩২; তারীখুল ইসলাম ৮/৬৬৮।
১৪৫. মীযানুল ই'তিদাল ১/১৫৬।
১৪৬. তারীখুল ইসলাম ৭/৫০৪।
১৪৭. তারীখুল ইসলাম ৭/৫০৪।
১৪৮. ইবনু কাছীর, ত্বাবাক্বাত আশ-শাফেঈন ১/২৭৩।

لما قَامَ مُسلم بن الْحَجَّاج وَأحمد بن سَلمَة من مجْلِس مُحَمَّد بن يحي بِسَبَب البُخَارِيّ قَالَ الذهلي لَا يساكنني هَذَا الرجل فِي الْبَلَد فخشي البُخَارِيّ وسافر

'ইমাম যুহালীর মজলিস থেকে যখন ইমাম মুসলিম ও আহমাদ ইবনে সালামা সবার সামনে দিয়ে শুধু ইমাম বুখারীর জন্য বের হয়ে গেলেন, তখন ইমাম যুহালী বললেন, এই ব্যক্তি (ইমাম বুখারী) আমার সাথে এই শহরে অবস্থান করতে পারবে না। তার এই মন্তব্যে ইমাম বুখারী ভয় পেয়ে যান এবং নিশাপুর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন'।[১৪৯]

এই ঘটনার বর্ণনাকারী আবু আব্দুল্লাহ বিন আখরাম বিষয়ে আমরা আগেই জেনেছি সুতরাং সনদ ছহীহ।

লাফযী বিল কুরআন মাখলূক্ব ও ইমাম বুখারী

পূর্বে আলোচিত ইমাম বুখারীর সাথে ইমাম যুহালীর ঘটে যাওয়া ঘটনার মূল বিষয় ছিল 'লাফযী বিল কুরআন মাখলূক্ব'। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হল-

মু'তাযিলা ফিরক্বার কারণে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের সময়ে একটি ফিৎনা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কুরআন মহান আল্লাহ্‌র বাণী না মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি? যদি তার বাণী হয় তাহলে এটা মহান আল্লাহ্‌র ছিফাত। আর মহান আল্লাহ যেমন সৃষ্ট নন, তেমনি তার বাণীও সৃষ্ট নয়। তিনি যেমন অনন্তকাল থেকে আছেন এবং অনন্তকাল যাবত থাকবেন তেমনি তার বাণী। তিনি যেমন চিরন্তন ও চিরস্থায়ী, তেমনি তার বাণীও চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। কিন্তু মু'তাযিলা ফিরক্বার মতে পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্‌র অন্যান্য সৃষ্টির মত একটি সৃষ্টি, মহান আল্লাহ্‌র কালাম বা বাণী নয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল অত্র ফিরক্বার বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তে অনড় থাকেন। বড় বড় মুহাদ্দিছ ও ওলামায়ে কেরাম সরকারী অত্যাচারের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হন। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহঃ) যাবতীয় অত্যাচার-অনাচার সহ্য করে তার অবস্থানে পাহাড়ের মত অটল থাকেন। এইজন্য তাকে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম' বলা হয়।

অন্যদিক আরেকটি মাসআলাও সেই যুগে আলোচনার কেন্দ্রস্থলে ছিল তা হচ্ছে, মানুষের কর্মকাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা কে? ক্বাদারিয়া ফিরক্বার অনুসারীগণ মনে করে, মানুষ নিজের কাজের সৃষ্টিকর্তা নিজেই। মানুষের কর্মকাণ্ডে মহান আল্লাহ্‌র কোন হস্তক্ষেপ নাই। তাদের এই আক্বীদা ভ্রান্ত, বরং মহান আল্লাহই যাবতীয় কিছুর সৃষ্টিকর্তা। ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় যখন এই আলোচনা আসবে তখন আমরা বিস্তারিত দলীলসহ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

এখন সমস্যা হচ্ছে আমরা যখন কুরআন তেলাওয়াত করি তখন দুইটা মাসআলা পরস্পর মুখোমুখি হয়। একদিকে পড়া বা তেলাওয়াত করা কাজটা মানুষের। আর মানুষের কাজ মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। অন্যদিকে আমরা মহান আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন পড়ছি। আর কুরআন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নয় বরং তার বাণী বা তার কালাম। তাহলে আমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত কুরআনকে

---

১৪৯. ক্বাসত্বল্লানী, ইরশাদুস সারী ১/৩৮।

আমরা কি বলব? আল্লাহ্র সৃষ্টি না আল্লাহ্র বাণী? ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম যুহালী সহ তৎকালীন যুগের বড় বড় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের মতে, 'আমাদের মুখ থেকে উচ্চারিত কুরআনকে সৃষ্ট' বলা বিদ'আত ও ভ্রান্ত। অন্যদিকে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নামে প্রচার করা হয়, তিনি বলেছেন, 'আমাদের মুখ থেকে উচ্চারিত কুরআন সৃষ্ট'। এই কারণে ইমাম যুহালী তার বিরুদ্ধে ফৎওয়া ও তার দারসে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। নিম্নে এই বিষয়ে ইমাম বুখারীর মন্তব্য ছহীহ সূত্রে পেশ করা হল-

১. মুহাম্মান বিন নাছর আল-মারওয়াযী বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন,

مَنْ زَعَمَ أَنِّي قُلْتُ: لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ , فَهُوَ كَذَّابٌ , فَإِنِّي لَمْ أَقُلْهُ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ خَاضَ النَّاسُ فِي هَذَا وَأَكْثَرُوا فِيهِ. فَقَالَ: لَيْسَ إِلَّا مَا أَقُولُ وَأَحْكِي لَكَ عَنْهُ.

'যে ব্যক্তি বলে, আমি বলেছি, 'আমার মুখ থেকে উচ্চারিত কুরআন সৃষ্ট', সে মিথ্যুক। আমি এ কথা বলিনি। আমি (মুহাম্মান ইবনে নাছর আল-মারওয়াযী) ইমাম বুখারীকে বললাম, মানুষ এ বিষয়ে খুব আলোচনা-সমালোচনা করছে। ইমাম বুখারী বললেন, আমি তোমাকে যা বললাম, সেটাই সত্য (আমি এই ধরনের কথা বলিনি)'।[১৫০]

২. আবু আমর আল-খফফাফ বলেন,

فَأَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَنَاظَرْتُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ حَتَّى طَابَتْ نَفْسُهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَاهُنَا رَجُلٌ يَحْكِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. فَقَالَ لِي: يَا أَبَا عَمْرٍو احْفَظْ مَا أَقُولُ: مَنْ زَعَمَ مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ وَقُومَسَ وَالرَّيِّ وَهَمَذَانَ وَحُلْوَانَ وَبَغْدَادَ وَالْكُوفَةِ وَالْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَالْبَصْرَةِ أَنِّي قُلْتُ: لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ , فَهُوَ كَذَّابٌ , فَإِنِّي لَمْ أَقُلْ هَذِهِ [ص:٣٩٧] الْمَقَالَةَ , إِلَّا أَنِّي قُلْتُ: أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ.

'একদা আমি ইমাম বুখারীর সাথে হাদীছের একটি বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করলাম। আমি তার মনোভাব ভাল দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আব্দিল্লাহ! এখানকার একজন মানুষ বলছে, আপনি না-কি কুরআন সম্পর্কে এরূপ বলেছেন। ইমাম বুখারী জবাবে বললেন, হে আবু আমর! আমি যা বলছি, তা মুখস্থ করে নাও! নিশ্চয় নিশাপুর, কুমাস, রায়, হামাযান, হুলওয়ান, বাগদাদ, কূফা, মদীনা, মক্কা ও বাছরার যে ব্যক্তি বলবে যে, আমি বলেছি 'আমার মুখ থেকে উচ্চারিত কুরআন সৃষ্ট', সে মিথ্যুক। কারণ আমি এই মন্তব্য করিনি; বরং আমি বলেছি, 'মানুষের কাজ সৃষ্ট'।[১৫১]

১৫০. ইমাম লালাকায়ী, শারহু ই'তিক্বাদ ২/৩৯৬; ইবনু রজব হাম্বালী, শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৪৯৬; তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৯৫-৯৬; তারীখে বাগদাদ ২/৩৪০।

১৫১. ইমাম লালাকায়ী, শারহু ই'তিক্বাদ ২/৩৯৬; ইবনু রজব হাম্বালী, শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৪৯৬; তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৯৫-৯৬; তারীখে বাগদাদ ২/৩৪০।

তাহক্বীক্ব : উপরের দু'টি মন্তব্যই মুহাম্মাদ গুঞ্জার তার তারীখে বোখারায়, ইমাম খত্বীব বাগদাদী তার তারীখে বাগদাদে এবং ইমাম লালাকায়ী তার শারহু উছূলি ই'তিক্বাদ আহলিস সুন্নাহ গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন। সকলের সনদ যেখানে এসে একত্রিত হয়েছে, সেখান থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত রাবীর সংখ্যা তিনজন।

১. আবু ছালেহ খলফ বিন মুহাম্মাদ। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন,

الشيخ المحدث الكبير، كان بندار الحديث بما وراء النهر

'তিনি বড় মুহাদ্দিছ ও শায়খ। খুরাসান-বোখারা অঞ্চলের হাদীছের খনি'।[১৫২] তার সম্পর্কে কিছু দুর্বলতা সূচক মন্তব্য পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে, তিনি বোখারা ছাড়া বাইরে সফর করেননি।[১৫৩] এই জন্য বোখারার হাদীছ বিষয়ে ভাল অভিজ্ঞ হলেও অন্য শহরের হাদীছ বর্ণনা করলে ভুল করেন। আর আমাদের আলোচিত অত্র বর্ণনাটি তার নিজ শহরের মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী বিষয়ক। সুতরাং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম ।

২. আবু আমর আল-খফফাফ আহমাদ বিন নাছর। তার সম্পর্কে ইমাম হাকেম বলেন,

هو نسيج وحده جلالةً ورياسة وَزُهْدًا وعبادةً وسخاء.

'তিনি সম্মান, মর্যাদা, নেতৃত্ব, পরহেযগারিতা, ইবাদত-বন্দেগী ও দান-ছাদাক্বায় নিজের উদাহরণ নিজেই'।[১৫৪]

ইমাম ইবনু খুযায়মা তার সম্পর্কে বলেন,

لم يكن بخراسان أحفظ منه للحديث.

'খুরাসানে তার চেয়ে বড় হাদীছের হাফেয আর কেউ ছিলেন না'।[১৫৫]

৩. মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মারওয়াযী। ইমাম হাকেম তার বিষয়ে বলেন,

هو إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة.

'তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নিজ যুগের আহলেহাদীছদের ইমাম'।[১৫৬]

সুতরাং সনদ নিঃসন্দেহে ছহীহ। অতএব ইমাম বুখারীর পূর্বের মন্তব্যগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, ইমাম বুখারী কখনোই বলেননি যে, 'আমাদের মুখ থেকে উচ্চারিত কুরআন সৃষ্ট'। বরং এটা তার নামে মিথ্যা অপবাদ। মানুষ তার কথার উদ্দেশ্য বিকৃত করেছে।

---

১৫২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৬/২০৪।
১৫৩. নায়িফ আল-মানছূরী, আর-রওযুল বাসিম ১/৪৮৩।
১৫৪. তারীখুল ইসলাম ৬/৮৯৮।
১৫৫. তারীখুল ইসলাম ৬/৮৯৮।
১৫৬. ইবনু কাছীর, তবাক্বাত আশ-শাফিঈন ১/১৮৪।

সংশয় নিরসন

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, ইমাম বুখারীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আমাদের মুখ থেকে উচ্চারিত কুরআন কি সৃষ্ট? তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'মানুষের কাজ সৃষ্ট'। তার এই কথাকে বিকৃত করে মানুষ প্রচার করে, ইমাম বুখারী বলেছেন, 'কুরআন সৃষ্ট'। *(নাউজুবিল্লাহ!)*। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তিনি এমন সংশয়পূর্ণ জবাব দিলেন? আর এই মাসআলার সমাধানই বা কী? তার জবাবে আমরা বলতে চাই, ইমাম বুখারী এক সাথে ক্বাদারিয়া ও মু'তাযিলা উভয় ফিরক্বার রাদ্দ করতে চেয়েছেন। উদাহরণসহ বুঝি, বর্তমানে কুরআন লিখিত আকারে আমাদের হাতে রয়েছে। এই কুরআন হাত দিয়ে লেখা, কম্পোজ করা, প্রিন্ট করা, বাইন্ডিং করা সহ প্রতিটি কাজ মহান আল্লাহ্র সৃষ্ট। কিন্তু যা লেখা হচ্ছে, তা মহান আল্লাহ্র বাণী। তেমনি কুরআন যার উপর লেখা হচ্ছে যেমন পাথর ও কাগজ- এই পাথর ও কাগজ সৃষ্ট, কিন্তু পাথরে ও কাগজে যা লেখা হচ্ছে, তা মহান আল্লাহ্র বাণী। তেমনিভাবে আমাদের পড়া বা তেলাওয়াত করা কাজটা সৃষ্ট, কিন্তু আমরা মুখ দ্বারা যা তেলাওয়াত করছি তা মহান আল্লাহ্র বাণী। ইমাম বুখারী মূলত এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। কেননা অন্যত্র ইমাম বুখারী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন নাঈম বলেন,

مُحَمَّد بن نعيم يَقُول سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل لما وَقع فِي شَأْنه مَا وَقع عَن الْإِيمَان فَقَالَ قَول وَعمل وَيزِيد وَينْقص وَالْقُرْآن كَلَام الله غير مَخْلُوق

'যখন ইমাম বুখারীর ব্যাপারে ঈমান বিষয়ক যা ঘটার ঘটল, তখন আমি ইমাম বুখারীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাবে বললেন, নিশ্চয় ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজের সমষ্টি। ঈমান বাড়ে ও কমে। আর কুরআন মহান আল্লাহ্র বাণী, তা সৃষ্ট নয়'।[১৫৭]

তাহক্বীক্ব : মন্তব্যটি ইমাম হাকেম বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার ফাৎহুল বারীতে নিয়ে এসেছেন। এই সনদে দুইজন রাবী রয়েছে।

১. আবুল ওয়ালিদ হাসসান বিন মুহাম্মাদ। তার সম্পর্কে ইমাম হাকেম বলেন,

إمام أهل الحديث بِخُراسان. وأَزْهد مَن رَأَيْت من العلماء وأَعْبَدهم.

'তিনি খুরাসানের আহলেহাদীছগণের ইমাম। আমার দেখা ওলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনি সবচেয়ে পরহেযগার ও সবচেয়ে ইবাদতগুজার'।[১৫৮]

ইমাম খলীলী (৪৪৬হিঃ) তার সম্পর্কে বলেন,

الْفَقِيهُ ثِقَةٌ، إِمَامٌ

'ফক্বীহ, বিশ্বস্ত ও ইমাম'।[১৫৯]

---

১৫৭. ইবনু কাছীর, তবাক্বাত আশ-শাফিঈন ১/১৮৪।
১৫৮. তারীখুল ইসলাম ৭/৮৭৪।

২. মুহাম্মাদ বিন নাঈম। নিশাপুরের মুহাদ্দিছ। ইমাম হাকেম তার বিষয়ে বলেন,

من أعيان المحدثين الثقات الأثبات

'মযবূত ও গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিছগণের একজন'।[১৬০]

সুতরাং সনদ নিঃসন্দেহে ছহীহ। ইমাম বুখারী থেকে একই মন্তব্য অন্য আরেক সনদে ইমাম লালাকায়ী (রহঃ) তার শারহু উছূল ই'তিক্বাদ আহলিস সুন্নাহ বইয়ে উল্লেখ করেছেন,

الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَقُولُ لَيْسَ فِي الْمُصْحَفِ قُرْآنٌ وَلَا فِي صُدُورِ النَّاسِ. فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَنْ تَشْهَدَ عَلَيَّ بِمَا لَمْ تَسْمَعْهُ مِنِّي , إِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ اللَّهُ: {وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور: ٢]

[ص:٣٩٦] أَقُولُ: فِي الْمَصَاحِفِ قُرْآنٌ , وَفِي صُدُورِ الرِّجَالِ قُرْآنٌ , فَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ هَذَا يُسْتَتَابُ , فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا سَبِيلُهُ سَبِيلُ الْكُفْرِ

'কুরআন মহান আল্লাহ্র বাণী; তা সৃষ্ট নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে বললাম, মানুষ বলে, আপনি না-কি বলেছেন, লিখিত আকারে যে কুরআন রয়েছে এবং মানুষের অন্তরে যে কুরআন রয়েছে, তা কুরআন নয়। তখন ইমাম বুখারী বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ! তুমি আমার থেকে যা শ্রবণ করনি, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছ?! নিশ্চয় আমি তাই বলি, মহান আল্লাহ যা বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তূর পাহাড়ের কসম! লিখিত কিতাবের কসম!' তাই আমিও বলি, যা লিখিত আছে, তা কুরআন। যা মানুষের অন্তরে মুখস্থ আছে, তা কুরআন। যে ব্যক্তি এর বিপরীত মত পোষণ করবে, তার উপর তওবা করা যরূরী, অন্যথা সে কাফের'।[১৬১] উল্লেখ্য যে, এই সনদের মূল বর্ণনাকারী রাবী অপরিচিত। কিন্তু উপরের ছহীহ সনদের বর্ণনার কারণে বলা যায়, ইমাম বুখারীর পক্ষ থেকে এই ধরনের মন্তব্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এছাড়া ইমাম ইবনু আদী ছহীহ সনদে ইমাম বুখারী থেকে নকল করেছেন ইমাম বুখারীকে যখন এই প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেন,

القران كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة

'কুরআন সৃষ্ট নয়, বরং মহান আল্লাহ্র বাণী। কিন্তু মানুষের কাজ সৃষ্ট'।[১৬২]

ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বয়ং তার লিখিত 'খলকু আফ'আলিল ইবাদ' গ্রন্থে বলেছেন,

১৫৯. আবু ইয়ালা আল-খলীলী, আল-ইরশাদ ফী মা'রিফাতি ওলামায়েল হাদীছ ৩/৮৪২।
১৬০. ইমাম হাকেম, তালখীস: খলীফা আন-নিশাপুরী, পৃঃ ৫৮, রাবী নং ১১৩৭।
১৬১. শারহু উছূল ই'তিক্বাদ আহলিস সুন্নাহ, পৃঃ ২/৩৫ হা/৬১০।
১৬২. ইবনু আদী, আছামী, পৃঃ ৬৪।

قَالَ البُخَارِيُّ: حَرَكَاتُهُم وَأَصْوَاتُهُم وَاكتِسَابُهُم وَكِتَابَتُهُم مَخْلُوْقَةٌ. فَأَمَّا القُرْآنُ المَتْلُوُّ المُبَيَّنُ المُثْبَتُ فِي المَصَاحِفِ، المسطورُ المَكْتُوْبُ المُوعَى فِي القُلُوْبِ، فَهُوَ كَلَامُ اللهِ لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ (٢) قَالَ اللهُ تَعَالَى: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُوْرِ الَّذِيْنَ أُوْتُوا العِلْمَ} [الْعَنْكَبُوت:٤٩].

'মানুষের কার্যক্রম, তাদের আওয়াজ, তাদের অর্জন, তাদের লেখালেখি সবই সৃষ্ট। কিন্তু যে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং লিখিত আকারে সংরক্ষিত রয়েছে, অন্তরসমূহে মুখস্থ রয়েছে, তা মহান আল্লাহ্র বাণী। তা সৃষ্ট নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'বরং কুরআন হচ্ছে স্পষ্ট আয়াতসমূহ যা জ্ঞানীদের অন্তরে রয়েছে'।[১৬৩]

অতএব প্রমাণিত হল যে, আমাদের মুখ থেকে উচ্চারিত কুরআন সৃষ্ট নয় বরং মহান আল্লাহ্র বাণী। কিন্তু আমাদের উচ্চারণ করা কাজটা সৃষ্ট। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই কথার মাধ্যমে এক সাথে মু'তাযিলা ও ক্বাদারিয়া ফিরক্বার মতবাদকে খণ্ডন করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভুল বুঝে তার নামে অপপ্রচার চালিয়েছে। মহান আল্লাহ সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন!

ইমাম যুহালীর সাথে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের ইনছাফ :

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সাথে ইমাম যুহালীর এত কিছু হওয়ার পরেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারীতে ইমাম যুহালীর হাদীছ গ্রহণ করেছেন। যা ইমাম বুখারীর ইনছাফের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যদিও ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারীতে ইমাম যুহালীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। কখনো কোন প্রকার নিসবাত ছাড়াই শুধু মুহাম্মাদ, কখনো তার দাদার দিকে নিসবাত করে, ইত্যাদীভাবে ইশারায় তার নাম উল্লেখ করে তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন। ধারণা করা হয়, স্পষ্টভাবে ইমাম যুহালীর নাম উল্লেখ না করে আবার তার হাদীছ গ্রহণ করে ইমাম বুখারী দু'টি বিষয়ের দিকে ইশারা করেছেন ।

ক. তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন যেন মানুষ অবগত হয়, এই ধরনের মনোমালিন্যের কারণে কারো হাদীছ অগ্রহণযোগ্য হয় না। আর এটি ইমাম বুখারীর মানসিক উদারতা ও ইনছাফের পরিচয় বহন করে।

খ. তার নাম পূর্ণভাবে উল্লেখ করেননি যাতে মানুষ বুঝে, তাদের মাঝে যা ঘটেছিল তাতে হক্ব বা সত্যের পক্ষে ছিলেন ইমাম বুখারী। তথা তিনি মাযলূম।

অন্যদিকে ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইমাম যুহালীর মজলিশ থেকে তাৎক্ষণিক রাগ করে চলে গেলেও তিনি ইমাম যুহালী এবং ইমাম বুখারী কারো হাদীছ ছহীহ মুসলিমে গ্রহণ করেননি। এর মাধ্যমে হয়তো তিনি উভয়ের সাথে ইনছাফ করতে চেয়েছেন। যাতে ইতিহাসের পাতায় তাকে ইমাম যুহালীর বিরুদ্ধে ও ইমাম বুখারীর পক্ষে এক পেশে মনোভাবের অভিযোগে অভিযুক্ত না করা হয়। *ওয়াল্লাহু আ'লাম।*

---

১৬৩. ইমাম বুখারী, তাহক্বীক্ব: আব্দুর রহমান, খলকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃঃ ৪৭।

২. **মিথ্যা অপবাদ** : হানাফী ফিক্বহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মানার'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'কাশফুল আসরার'-এর ভূমিকায় এবং হানাফী ত্বাবাক্বার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়া, আত-ত্বাবাকাতিস আস-সানিয়্যাহ ও আল-ফাওয়াদুল বাহিয়্যাহ, গ্রন্থে বলা হয়েছে- 'ইমাম বুখারী (রহঃ) ফৎওয়া দিয়েছেন,

سُئِلَ عَن صبيين شربا من لبن شَاة أَو بقرة فَأفْتى بِثُبُوت الْحُرْمَة فَاجْتمع النَّاس عَلَيْهِ وأخرجوه من بُخَارى.

'যখন ইমাম বুখারীকে একজন ছেলে ও একজন মেয়ের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, যারা একই বকরীর দুধ পান করেছে। তিনি জবাবে বলেন, তারা দুধ ভাই-বোন বলে গণ্য হবে। তাদের বিবাহ হারাম। তখন মানুষ একত্রিত হয়ে তাকে বোখারা থেকে বহিষ্কার করে দেয়'।[১৬৪]

তাহক্বীক্ব : এই ঘটনাটি আহলুর রায় বা হানাফীগণ ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি। ঘটনাটি যে ইমাম বুখারীর উপর মিথ্যা অপবাদ তার প্রমাণ ফৎওয়াটিই। যেখানে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ফিক্বহের সূক্ষ্মতা বুঝতে যুগে যুগে ওলামায়ে কেরাম হিমশিম খেয়েছেন সেখানে তিনি এই রকম একটি ভ্রান্ত ফৎওয়া দিবেন তা স্বাভাবিকভাবেই বিবেক সম্মত নয়। স্বয়ং বিখ্যাত হানাফী আলেম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) এই ঘটনাটি উল্লেখ করার পর ঘটনাটি যে মিথ্যা তা তিনভাবে প্রমাণ করেছেন-

هذه القصة تعرف في كتب الحنفية فقط ولم ينقلها أحد من المؤرخين مع أن تراجم الإمام البخاري قد وردت في أكثر من مائة كتاب. أستبعد وقوعها بالنسبة الي جلالة قدر البخاري ودقة فهمه مما لا يخفي علي من انتفع بصحيحه. حتي لو سلمنا أنه أفتي بهذا فمن الذي لم يخطئ من المجتهدين المجتهد يخطئ ويصيب.

'হানাফী মাযহাবের কিতাবাদি ছাড়া অত্র ঘটনার অস্তিত্ব অন্য কোথাও নাই। অথচ ইমাম বুখারীর জীবনী একশ'রও বেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইমাম বুখারীর ফিক্বহী সূক্ষ্মতা, মাসআলা উদ্ঘাটনের দক্ষতার সাথে অত্র ঘটনা অবিশ্বাস্য, যা ছহীহ বুখারী থেকে ফায়দা গ্রহণকারীদের নিকট গোপন নয়। যদি আমরা মেনেও নিই যে, তিনি এরকম ফৎওয়া দিয়েছেন, তাহলে বলব, দুনিয়াতে এমন কোন মুজতাহিদ আছে কি যিনি ভুল করেননি? প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক ফৎওয়াও দেয়, আবার ভুলও করে'।[১৬৫]

---

১৬৪. আব্দুল কাদির আল-ক্বারশী, আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়া ফী তাবাক্বাতিল হানাফিয়্যাহ ১/৬৭, জীবনী নং ১০৫; 'আত- ত্বাবাকাতিস সানিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ ১/৩৯৫, জীবনী নং ১৮৯; 'আল-ফাওয়াদুল বাহিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, পৃঃ ১৮।

১৬৫. আল-ফাওয়ায়িদ আল-বাহিয়্যা, পৃঃ ১৩।

ঘটনাটি যে মিথ্যা তার প্রমাণে আরো দু'টি দলীলের সংযোজন করা হল:

ক. ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারীতে বিবাহের অধ্যায়ে প্রায় তিন অনুচ্ছেদ ব্যাপী ৫টি হাদীছ[১৬৬] শুধু দুধ ভাই-বোন বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। যেখানে দুধ ভাই-বোন বিষয়ে তার ধারণা স্পষ্ট। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, উপরের ফৎওয়াটি তার উপর মিথ্যা অপবাদ।

খ. ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে বোখারা থেকে বের করে দেওয়ার কাহিনীতে কেউই এই ফৎওয়ার কথা উল্লেখ করেননি। বরং সকলেই অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী সহ সকল মুহাদ্দিছ যে ফক্বীহ ছিলেন, তা আমরা বিস্তারিত দলীল সহ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

৩. **বোখারা থেকে বহিষ্কারের মূল কারণ :** ইমাম বুখারী (রহঃ) যেখানেই যেতেন সেখানেই মানুষ তাকে অন্তর থেকে স্বাগত জানাত। যেমন ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) (৮০৪হিঃ) বলেন,

كان الإمام البخاري كلما حلَّ مدينةً أو نزل أرضا يزدحم النَّاسُ حوله أزدحامًا يفوق الوصف، وكان الناس يتطلعون الى رؤيته

'ইমাম বুখারী যখনই কোন শহরে যাত্রা বিরতি করতেন বা কোন শহরে যেতেন, তখনই মানুষ তার আশেপাশে নযীরবিহীন ভিড় করত, যা বর্ণনীয় নয়। আর মানুষ তাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত'।[১৬৭]

যখন তিনি নিশাপুর থেকে ফিরে বোখারায় আসলেন, তখন একই অবস্থা ধারণ করল। যেমন হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) (৮৫২হিঃ) আহমাদ বিন মানছূর আশ-শিরাযী থেকে নকল করেন,

ولما رجع إلى بخارى نصبت له القباب على فرسخ من البلد واستقبله عامّة أهلها حتى لم يبق مذكور، ونثر عليه الدراهم والدنانير

'যখন তিনি বোখারায় ফিরে আসলেন, তখন তাকে স্বাগত জানানোর জন্য শহরের বাইরে তাঁবু স্থাপন করা হল। আপামর জনসাধারণ তাকে অভ্যর্থনা জানাল। আর তার উপর দীনার ও দিরহামের বৃষ্টি বর্ষণ করা হল'।[১৬৮]

তাহক্বীক্ব : এই মন্তব্যটি হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার তাগলীকুত তা'লীক্বে আহমাদ বিন মানছূর আশ-শিরাযী থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আহমাদ বিন মানছূর আশ-শিরাযীর এই মন্তব্য কোন বইয়ে আছে বা কি সনদ তা তিনি উল্লেখ করেননি। আর আমরা সাধ্যমত খুঁজার পরেও কোন সনদ পাইনি।

---

১৬৬. ছহীহ বুখারী হা/৫০৯৯-৫১০৪।
১৬৭. ইবনুল মুলাক্কিন, আত-তাওযীহ ১/৬২।
১৬৮. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৪৩৯।

ইমাম বুখারীর ইলমের প্রতি মানুষের এই ভালবাসা ও সম্মান দেখে বোখারার খলীফা খালিদ ইমাম বুখারীর নিকট তার দূত পাঠালেন,

بَعَثَ الأَمِيرُ خَالِدَ بْنَ أَحْمَدَ الذُّهلِيُّ وَالِي بُخَارَى إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، أَنِ احْمِلْ إِلَيَّ كِتَابَ الْجَامِعِ وَالتَّارِيخِ وَغَيْرِهِمَا لأَسْمَعَ مِنْكَ.فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ لِرَسُولِهِ: أَنَا لا أُذِلُّ الْعِلْمَ وَلا أَحْمِلُهُ إِلَى أَبْوَابِ النَّاسِ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ حَاجَةٌ فَاحْضُرْنِي فِي مَسْجِدِي أَوْ فِي دَارِي،

'বোখারার গভর্নর আমীর খালিদ ইবনে আহমাদ ইমাম বুখারীর নিকটে এই মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, আপনি 'ছহীহ বুখারী', 'তারীখ' ইত্যাদি গ্রন্থ আমার নিকট নিয়ে আসুন, যাতে আমি সেগুলো আপনার কাছ থেকে শ্রবণ করতে পারি। ইমাম বুখারী জবাবে দূতকে বললেন, আমি ইলমকে অপমান করতে পারি না এবং ইলমকে মানুষের দ্বারে দ্বারে নিয়ে যেতে পারি না। যদি আপনার ইলমের কোন প্রয়োজন থাকে, তাহলে আমার নিকট আমার মসজিদে বা আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন'।[১৬৯]

তিনি যেন মসজিদে বা আমার বাড়ীতে আমার দারসে এসে উপস্থিত হন।[১৭০]

তাহক্বীক্ব : এই ঘটনাটি মুহাম্মাদ গুঞ্জার তার তারীখে বোখারাতে, ইমাম খত্বীব বাগদাদী তার তারীখে বাগদাদে এবং ইমাম ইবনু আসাকির তার তারীখে দিমাশক্বে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। সকলের সনদ যেখানে একত্রিত হয়েছে সেখান থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত দুইজন রাবী রয়েছে।

ক. আবু আমর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ। শায়খ নায়িফ আল-মানছূরী তার বিষয়ে বলেন, সে সত্যবাদী।[১৭১]

খ. আবু সাঈদ বাকর বিন মুনীর। ইমাম ইবন মাকুলা তার ইকমালে এই রাবীর পরিচয় দিয়েছেন।[১৭২] এবং ইমাম সাখাবী তাকে মযবূত বলেছেন।[১৭৩]

সুতরাং সনদ ছহীহ।

অন্য সনদে এসেছে.

أن يحضر منزله فيقرأ الجامع والتاريخ على أولاده فامتنع أبو عبد الله عن الحضور عنده فراسله أن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم فامتنع عن ذلك

'ইমাম বুখারীকে নির্দেশ দেয়া হল, তিনি যেন শাহী মহলে গিয়ে বাদশাহর সন্তানদের ছহীহ বুখারী ও তারীখ পড়ান। ইমাম বুখারী নাকচ করে দিলেন। তখন বাদশাহ প্রস্তাব দিলেন, যেন

১৬৯. তাহক্বীক্ব বাশশার, তারীখে বাগদাদ, পৃঃ ২/৩৪০; তারীখে দিমাশক্ব, পৃঃ ৫২/৯৬; ইবনুল মুলাক্কিন, আত-তাওযীহ, পৃঃ ১/৭০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, রিসালা প্রকাশনী, ১২/৪৬৪।

১৭০. তাহক্বীক্ব বাশশার, তারীখে বাগদাদ, পৃঃ ২/৩৪০; তারীখে দিমাশক্ব, পৃঃ ৫২/৯৬; ইবনুল মুলাক্কিন, আত-তাওযীহ, পৃঃ ১/৭০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, রিসালা প্রকাশনী, ১২/৪৬৪।

১৭১. নায়িফ আল-মানছূরী, আল-রওযুল বাসিম ১/৩১৪।

১৭২. ইবন মাকুলা, আল-ইকমাল ফী রাফঈল ইরতিয়াব, দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাহ ৭/২২৬।

১৭৩. সাখাবী, আল-আজবিবা আল-মারযিয়্যা ৩/৯৯০।

তার সন্তানদের জন্য আলাদা দারসের ব্যবস্থা করেন, যেখানে অন্য কেউ থাকবে না। ইমাম বুখারী এটাও নাকচ করলেন'।[১৭৪]

উভয় সনদের বর্ণনায় হালকা পার্থক্য থাকলেও সারমর্ম একই। ইমাম বুখারী যখন বাদশাহর প্রস্তাবকে এভাবে নাকচ করলেন। তখন বাদশাহ কিছু ওলামায়ে কেরামের সহযোগিতা নিয়ে তাকে শহর ত্যাগের নির্দেশ দিলেন।

একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম বুখারী শহর ত্যাগের সময় বাদশাহর উপর বদ দু'আ করেছিলেন। আবুবকর ইবনু আবি আমর বলেন,

فاستعان عَلَيْهِ بحريث بْن أَبِي الورقاء وغيره، حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد، فدعا عليهم. فلم يأت إلَا شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن يُنادي عَلَى خَالدٍ فِي البلد. فنوديَ عَلَيْهِ ، وأمّا حريث فابتُلي بأهله، ورأى فيها ما يجلّ عَنِ الوصف

'যখন ইমাম বুখারী বাদশাহর প্রস্তাব নাকচ করলেন, তখন বাদশাহ হুরাইছ ইবনে আবুল ওরাক্বা এবং অন্য কতিপয় আলেমের সহযোগিতা চাইলেন, যাতে তারা ইমাম বুখারীর আক্বীদা ও মাযহাব নিয়ে সমালোচনা করে। তারা তাই করল এবং বাদশাহ ইমাম বুখারীকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করলেন। ইমাম বুখারী তাদের উপর বদ দু'আ করলেন। বদ দু'আ করার এক মাসের মধ্যে যাহিরিয়্যাদের পক্ষ থেকে আমীর খালিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক আসল। আর হুরাইছ তার পরিবার নিয়ে পরীক্ষায় পতিত হল এবং নিজ পরিবারের মাঝে এমন কিছু দেখল, যা বর্ণনীয় নয়'।[১৭৫]

তাহক্বীক্ব : এই সনদে দুই জন রাবী রয়েছে।

ক. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্বাস আয-যব্বী। ইমাম খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার বিষয়ে বলেন,

وكان ثقة نبيلًا، من ذوي الأقدار العالية

'তিনি মযবূত ও বুদ্ধিমান। উঁচু মর্যাদার অধিকারী'।[১৭৬]

খ. আবুবকর বিন আবি আমর। এই নামে হাদীছশাস্ত্রে প্রায় কয়েকজন রাবী রয়েছে, আমি নিশ্চিত হতে পারিনি ইনি কোন আবুবকর বিন আমর। তবে আমার ধারণা ইনশাআল্লাহ ইনি মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল-আহনাফ আবুবকর বিন আবি আমর আল বুখারী। তার বিষয়ে ইমাম আবু যুর'আ আর-রাযী বলেন, হাফিয মযবূত।[১৭৭]

---

১৭৪. তাহক্বীক্ব বাশশার, তারীখে বাগদাদ ২/৩৪০ পৃঃ; তারীখে দিমাশক্ব, ৫২/৯৭ পৃঃ।
১৭৫. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৪৪০; তাহক্বীক্ব বাশশার, তারীখে বাগদাদ, পৃঃ ২/৩৪০; তারীখে দিমাশক্ব, পৃঃ ৫২/৯৭।
১৭৬. তারীখে বাগদাদ ৪/২০৩; ইমাম সুবক্বী, ত্বাক্বাত আশ-শাফিয়িয়্যাহ ৩/১৭৬।
১৭৭. আবুল ক্বাসেম হামযা আল-জুরজানী, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, সুয়ালাত হামযা লিদ-দারাকুৎনী, পৃঃ ২৬৮, রাবী নং-৩৯০।

সনদ আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ ছহীহ। তবে সনদের বিষয়ে একেকটু সন্দেহ থাকলেও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ইমাম বুখারীকে বহিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই বোখারার গভর্নর নিজের পদ হারান। তাকে বন্দি করে বাগদাদের জেলে আবদ্ধ রাখা হয়।[১৭৮]

8. **সমরকন্দবাসীর মতনৈক্য :** বোখারা থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিলে সমরকন্দবাসী ইমাম বুখারীকে দাওয়াত প্রদান করেন। ইমাম বুখারী সমরকন্দ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বোখারা থেকে বের হন।

فخرج إلى بِيكَند، فسار الناس معه حزْبين: حزبٌ لَهُ وحزبٌ عَلَيْهِ، إلى أن كتب إِلَيْهِ أهل سَمَرْقند، فسألوه أنْ يقدم عليهم، فقدِمَ إلى أن وصل بعض قري سَمَرْقند، فوقع بين أهل سَمَرْقند فتنةٌ بسببه. قومٌ يريدون إدخالَه البلد، وقومٌ يأبون، إلى أن اتفقوا عَلَى دخوله. فاتصل بِهِ ما وقع بينهم، فخرج يريد أنْ يركب، فلمّا استوى عَلَى دابتَّه قَالَ: اللَّهُمَّ جُزْ لي، ثلَاثًا، فسقط ميتًا. وحضره أهل سَمَرْقند بأجمعهم

'ইমাম বুখারী বায়কান্দের উদ্দেশ্যে বের হলেন। বায়কান্দের মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, একদল তারপক্ষে; অপরদল তার বিপক্ষে। ইতিমধ্যেই সমরকন্দবাসী ইমাম বুখারীকে লিখিত দাওয়াত প্রদান করল। ইমাম বুখারী সমরকন্দের কিছু গ্রামে পৌঁছে গেলে সেখানকার মানুষও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, একদল মানুষ তাকে সমরকন্দে প্রবেশ করতে দিবে; আরেকদল দিবে না। অবশেষে তারা একমত হলে ইমাম বুখারী সমরকন্দের উদ্দেশ্যে বের হন। বাহনে উঠার পর তিনি মহান আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য পসন্দ কর! এই দু'আ তিনবার করার পর তিনি বাহন থেকে পড়ে যান এবং মৃত্যুবরণ করেন। এমতাবস্থায় তার নিকট সমস্ত সমরকন্দবাসী উপস্থিত হয়েছিল'।[১৭৯]

তাহক্বীক্ব : উপরের বর্ণনা বিষয়ে ইমাম যাহাবী বলেন,

هذه حكاية منقطعة شاذة.

'এটি একটি বিচ্ছিন্ন ও শায রিওয়ায়েত'।[১৮০]

তবে ইমাম বুখারী বায়কন্দ নামক এলাকায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন মর্মে আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, মুহাম্মাদ আল-বায়কান্দী বলেন,

مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِخُرُوْجِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَمقَامُهُ عِنْدنَا حَتَّى سَمِعْنَا مِنْهُ هَذِهِ الْكُتُبَ

---

১৭৮. ইবুন কাছীর, দার হিজর, বিদায়া ও নিহায়া ১৪/৫৩৩; ইবন খল্লিকান, ওফায়াতুল আয়ান ৪/১৯০।
১৭৯. যাহাবী, তাহক্বীক্ব: বাশশার, তারীখুল ইসলাম ৬/১৪১।
১৮০. যাহাবী, তাহক্বীক্ব: বাশশার, তারীখুল ইসলাম ৬/১৪১।

'মহান আল্লাহ আমাদের উপর রহমত করেছেন ইমাম বুখারীকে বোখারা থেকে বের করে আমাদের এখানে অবস্থান করানোর মাধ্যমে। এর ফলে আমরা তার নিকট থেকে এই বইগুলো শুনতে পেরেছি'।[১৮১]

তাহক্বীক্ব : ইমাম হাকেম এই মন্তব্য আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-বায়কান্দী থেকে বর্ণনা করেছেন সে তার পিতা থেকে। আহমাদ আল-বায়কান্দী ইমাম হাকেমের শায়খগণের একজন। ইমাম সাম'আনী 'আনসাবে' তার পরিচয় বর্ণনা করেছেন[১৮২] কিন্তু তার পিতা বিষয়ে আমরা কিছুই জানতে পারিনি।

ইমাম বুখারীর মৃত্যু বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলো নিম্নে পেশ করা হল।

মৃত্যু কামনা :

ইমাম ইবনু আদী (রহঃ) আব্দুল কুদ্দুস আস-সমরকন্দী থেকে বর্ণনা করেন,

جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك، قرية من قرى سمرقند، على فرسخين منها وكان له بها أقرباء فنزل عندهم، قَالَ: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه: اللَّهُمَّ إنه قد ضاقت على الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى وقبره بخرتنك

'ইমাম বুখারী সমরকন্দ থেকে দুই ফারসাখ দূরে খারতাংক নামক গ্রামে এসে পৌঁছলেন। সেখানে তার আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ছিল, তাদের নিকটেই তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন। আব্দুল কুদ্দুস আস-সমরকন্দী বলেন, একদিন রাতে আমি শুনলাম, তিনি তাহাজ্জুদের ছালাত শেষে দু'আ করছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! এই বিশাল দুনিয়া আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তুমি আমাকে তোমার নিকট উঠিয়ে নাও। এই দু'আ করার এক মাসের মধ্যে মহান আল্লাহ তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিলেন। আর তার কবর আজও খারতাংকে রয়েছে'।[১৮৩]

তাহক্বীক্ব : এই ঘটনাটি ইমাম ইবনু আদী (রহঃ) আব্দুল কুদ্দুস বিন আব্দুল জাব্বার আস-সমরকন্দী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু আদীর বিষয়ে আমরা আগেই বলেছি, তিনি হাদীছ শাস্ত্রের ইমাম। কিন্তু আব্দুল কুদ্দুস বিন আব্দুল জব্বার আস-সমরকন্দী বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। ইমাম ইবনু আদী শুধু এই এক জায়গায় তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল বুখারীর পক্ষ থেকে এই বর্ণনার সমর্থক বর্ণনা রয়েছে, যা এই বর্ণনাটিকে মযবূত করে। ওররাক্ব আল-বুখারীর বর্ণনাটি বিস্তারিত আসছে।

মৃত্যু তারিখ : ইমাম ইবনু আদী হাসান ইবনে হুসাইন আল-বাযযায় থেকে বর্ণনা করেন,

১৮১. যাহাবী, রিসালা, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৬৫।
১৮২. আব্দুল করিম আস-সাম'আনী, দায়িরাতুল মা'আরিফ, আনসাব ১৩/৩০।
১৮৩. আছামী, পৃঃ ১৬৭।

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بنَ الحُسَيْنِ البَزَّازَ البُخَارِيَّ يَقُوْلُ: تُوُفِّيَ البُخَارِيُّ لَيْلَةَ السَّبْتِ، لَيْلَةَ الفِطْرِ، عِنْدَ صَلاَةِ العشاءِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الفِطْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِيْنَ وَمائَتَيْنِ، وَعَاشَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّيْنَ سَنَةً إِلاَّ ثَلاَثَةَ عَشَرَ يَوْماً

ইমাম বুখারী ২৫৬ হিজরীতে শনিবারের দিন ঈদুল ফিতরের রাতে এশার ছালাতের সময় মারা যান। তাকে ঈদুল ফিতরের দিন যোহরের ছালাতের পর দাফন করা হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল ১৩ দিন কম ৬২ বছর।[১৮৪]

মৃত্যুর সময় ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অবস্থা

وقال محمد بْن أَبِي حاتم: سَمِعْتُ غالب بْن جبريل، وهو الَّذِي نزل عَلَيْهِ أبو عبد الله، يَقُولُ: أقام أبو عبد الله عندنا أيّامًا فمرض، واشتدَّ بِهِ المرض حتّى وجه رسولًا إلى سَمَرْقند فِي إخراج محمد. فلمّا وافى تهيأ للركوب، فلبس خُفَّيْه وتعمَّم، فلمّا مشى قدر عشرين خُطْوَة أو نحوها وأنا آخذ بعضده، ورجل آخر معي يقود الدّابّة ليركبها، فقال رحمه الله: أرسلوني فقد ضعفت. فدعا بدَعَوَات، ثمّ اضطجع، فقضى رحمه الله، فَسَال منه مِن العرق شيء لَا يوصف. فما سكن منه العَرَق إلى أن أدرْجناه فِي ثيابه.

'মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম বলেন, ইমাম বুখারী খারতাংকে যার বাড়ীতে উঠেছিলেন, তার নাম গালিব ইবনে জিবরীল। আমি তাকে বলতে শুনেছি, ইমাম বুখারী আমাদের বাড়ীতে কয়েকদিন ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি সমরকন্দবাসীর নিকট দূত পাঠান। তাদের নিকট থেকে আশ্বস্ত হওয়ার পর ইমাম বুখারী সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মোজা ও পাগড়ী পরিধান করে বিশ ধাপের মত চললেন। আমি তার বাহু ধরে ছিলাম। আরেকজন বাহনের ব্যবস্থা করছিল ইমাম বুখারীকে উঠানোর জন্য। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, তোমরা আ'মাশে ছেড়ে দাও! আমি অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছি। তারপর তিনি কিছু দু'আ পড়লেন এবং শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তার সমস্ত শরীর থেকে প্রচণ্ড ঘাম ঝরছিল, যা অবর্ণনীয়। ঘাম ঝরা ততক্ষণ বন্ধ হয়নি, যতক্ষণ না আমরা তাকে কাফনের কাপড় পরিয়েছি'।[১৮৫]

তাহক্বীক্ব : এই বর্ণনার তাহক্বীক্ব আসছে।

---

১৮৪. ইবনু আদী, আছামী, পৃ.৭৪।

১৮৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৬৭; তারীখুল ইসলাম ৬/১৪০; তুহফাতুল আখবারী ১/৭০-৭৩।

কবর থেকে সুগন্ধি বের হওয়ার ঘটনার তাহক্বীক্ব

গালিব ইবনে জিবরীল বলেন,

فلمّا دفنّاه فاحَ مِن تراب قبره رائحة غالية أطيب مِنَ المِسْك، فدام ذلك أياما. ثم علت سواري بيض في السماء مستطيلة بحذاء قبره، فجعل الناس يختلفون ويتعجّبون. وأمّا التُّراب فإنهم كانوا يرفعون عَنِ القبر، حتى ظهر القبر، ولم نكن نقدر عَلَى حفْظ القبر بالحرّاس، وغُلِبْنا عَلَى أنفُسنا، فَنصبنا عَلَى القبر خَشَبًا مُشَبَّكًا لم يكن أحد يقِدر عَلَى الوُصُول إلى القبر. وأمّا ريح الطَّيب فإنّه تداوم أيّامًا كثيرة. وظهر عند مخالفيه أمرُهُ بعد وفاته، وخرج بعض مُخالفيه إلى قبره، وأظهروا التَّوبة والنَّدامة.

'যখন আমরা তাকে দাফন করলাম, তখন তার কবর থেকে মিসকের চেয়েও উন্নত মানের সুগন্ধি বের হল এবং কয়েকদিন যাবত এই সুগন্ধি ছিল। অতঃপর তার কবর বরাবর একটি আলোকরশ্মি আসমান পর্যন্ত বিরাজ করছিল। জনগণ এটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ও আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা কবর থেকে মাটি উঠিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। এমনকি কবর প্রকাশিত হওয়ার উপক্রম হল। আমরা পাহাদারের সাহায্যেও কবর হেফাযত করতে পারছিলাম না। এ ব্যাপারে আমরা পরাস্ত হয়ে গেলাম এবং কবরের উপর কাটাযুক্ত কাঠ দিয়ে দিলাম। যাতে কেউ কবর পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। তার কবরের এই সুগন্ধি বহুদিন যাবত ছিল। আর যারা তার বিরোধী ছিল, তারা ইমাম বুখারীর সত্যিকার মর্যাদা বুঝতে পারল এবং তার কবরের নিকটে এসে আফসোস এবং তওবা করতে লাগল'।[১৮৬]

তাহক্বীক্ব : মৃত্যুর সময় ইমাম বুখারীর অবস্থা সংক্রান্ত বর্ণনা ও তার কবর থেকে সুগন্ধি বের হওয়ার বর্ণনা একই সনদে বর্ণিত। সনদের মূল রাবী গালিব ইবনে জিবরীল বিষয়ে ইমাম খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন,

نزل عليه محمد بن إسماعيل البخاري ومات عنده

'ইমাম বুখারী তার (গালিবের) বাড়ীতে উঠেছিলেন এবং তার কাছেই মারা গিয়েছিলেন'।[১৮৭] একই মন্তব্য ইমাম সাম'আনী, ইমাম সাখাবী ও ইমাম সুয়ূত্বীসহ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের। তাদের মতে ইমাম বুখারী খারতংকে যার বাড়ীতে মারা গেছিলেন তার নাম গালিব ইবনে জিবরীল।[১৮৮]

---

১৮৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৬৭; তারীখুল ইসলাম ৬/১৪০; তুহফাতুল আখবারী ১/৭০-৭৩।
১৮৭. খত্বীব বাগদাদী, তাহক্বীক্ব : ছদিক্ব আল-হামিদী, আল-মুত্তাফিক্ব ওয়াল মুফতারিক্ব ৩/১৭৬৪ পৃঃ।
১৮৮. সুয়ূতী, আল-লুবাব ফী তাহযিবিল আনসাব ১/৪৩০; সাম'আনী, আল-আনসাব ৫/৭৯; ইমাম সাখাবী, ফাৎহুল মুগীছ, ৪/৩৪০; খত্বীব বাগদাদী, তাহক্বীক্ব : ছদিক্ব আল-হামিদী, আল-মুত্তাফিক্ব ওয়াল মুফতারিক্ব ৩/১৭৬৪ পৃঃ।

তার বিষয়ে আরো বলা হয়েছে,

أن غالب بن جبريل هذا مات بعد البخاري بقليل وأوصى أن يدفن إلى جنبه.

'নিশ্চয় গালিব ইবনে জিবরীল ইমাম বুখারীর মৃত্যুর কিছুদিন পর মারা যান। তিনি অছিয়ত করেছিল, যেন তাকে ইমাম বুখারীর পাশে দাফন করা হয়'।[১৮৯]

গালিব ইবনে জিবরীল বিষয়ে আবু সাঈদ ইদরীসী বলেন,

لا أعلم له حديثا مسندا يقال إنه كان من أهل العلم تحكى عنه حكايات وفضائل لمحمد بن إسماعيل

'আমি জানি না তার বর্ণিত সনদযুক্ত কোন হাদীছ আছে কিনা। তবে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি আলেম ছিলেন। তার থেকে ইমাম বুখারীর অনেক ঘটনা ও ফযীলত বর্ণিত আছে'।[১৯০]

আমি (লেখক) গালিব বিন জিবরীলের বর্ণিত একটি হাদীছ হিলয়াতুল আওলিয়া বইয়ে পেয়েছি।[১৯১]

গালিব বিন জিবরীল থেকে এই ঘটনাগুলো মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল বুখারী বর্ণনা করেছেন। তার বিষয়ে আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি। এখন কবর থেকে সুগন্ধি বের হওয়া সম্ভব কিনা এই বিষয়ে আলোকপাত করি। স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহঃ) তার তারিখে একটি ঘটনা ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ- আব্দুল্লাহ বিন গালিব নামে একজন অত্যন্ত পরহেযগার তাবেঈ ইবনুল আশ'আছের পক্ষ নিয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যু বরণ করে। এই যুদ্ধের দিনকে 'যাবিয়ার দিন' বলা হয়। এই দিন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রায় ১১ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটা নয়। এই যুদ্ধে মারা যাওয়া আব্দুল্লাহ বিন গালিবের কবর থেকে সুগন্ধি বের হত মর্মে মালিক বিন দীনার থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণনা রয়েছে।[১৯২]

ইমাম বুখারীকে নিয়ে বর্ণিত কয়েকটি স্বপ্নের তাহক্বীক্ব

১. নাজম ইবনে ফুযায়ল বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي النَّوْمِ، كَأَنَّهُ يَمْشِي، وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ يَمْشِي خَلْفَهُ، فَكُلَّمَا رَفَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدَمَهُ، وضعَ مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعيلَ قدَمَهُ فِي المكَانِ الَّذِي رَفَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدَمَهُ-

---

১৮৯. খত্বীব বাগদাদী, তাহক্বীক্ব : ছদিক্ব আল-হামিদী, আল-মুত্তাফিক্ব ওয়াল মুফতারিক্ব ৩/১৭৬৪ পৃঃ।

১৯০. খত্বীব বাগদাদী, তাহক্বীক্ব : ছদিক্ব আল-হামিদী, আল-মুত্তাফিক্ব ওয়াল মুফতারিক্ব ৩/১৭৬৪ পৃঃ।

১৯১. আবু নুয়াইম আল-আস্পাহানী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, হিলয়াতুল আউলিয়া ৪/১১০ পৃঃ।

১৯২. ইমাম বুখারী, তাহক্বীক্ব : মাহমূদ ইবরাহীম যায়েদ, দারুত তুরাছ, হালব, তারীখুল আওসাত ১/১৮০-১৮১ পৃঃ, হা/৮৪২-৮৪৩।

'আমি ঘুমের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি যেন হাঁটছিলেন এবং তার পিছে পিছে ইমাম বুখারীও হাঁটছিলেন। রাসূল (ছাঃ) যেখান থেকে তার পা উঠাচ্ছিলেন ইমাম বুখারী সেখানে তার পা রাখছিলেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী হুবহু রাসূল (ছঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলেন'।[১৯৩]

তাহক্বীক্ব : এই রকম স্বপ্ন দুইজন দেখেছেন মর্মে খত্বীব বাগদাদী সনদ সহ বর্ণনা করেছেন।

১. নাজম বিন ফুযায়ল।[১৯৪] তার স্বপ্নের কথা তার থেকে মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল ফিরাবরী বর্ণনা করেছেন। এই সনদের সকল রাবী পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু স্বয়ং যিনি স্বপ্ন দেখেছেন তথা নাজম বিন ফুযায়ল তার বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। সনদের মধ্যেই তার বিষয়ে খত্বীব বাগদাদী বলেন,

وكان منِ أهل الفهم

'তিনি ছিলেন সমঝদার'। এই মন্তব্য ছাড়া তার জন্ম, মৃত্যুসহ কোন বিষয়েই আমরা কিছু জানতে পারিনি।

২. মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী। তিনিও একই রকম স্বপ্ন দেখেছেন।[১৯৫] তার সনদে মোট রাবী তিনজন।

(ক) আবুল হাসান আলী বিন ইবরাহীম। খত্বীব বাগদাদী (রহঃ)-এর শিক্ষক। খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন,

كان من أهل العلم

'তিনি ছিলেন আলেমগণের একজন'।[১৯৬]

(খ) আবুবকর মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ। ইমাম ইদরীসী তার বিষয়ে বলেন,

هو الشيخ الفاضل الزاهد

'তিনি সম্মানিত ও পরহেযগার শায়খ'।[১৯৭]

(গ) মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন মাতার আল-ফিরাবরী। ইমাম বুখারীর ছাত্র। তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ছহীহ বুখারীর নুসখা ও কপির আলোচনায় করা হবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব এই সনদ ছহীহ।

২. শাফেঈ মাযহাবের বিখ্যাত ফক্বীহ আবু যায়দ আল-মারওয়াযী বলেন,

كُنْتُ نَائِماً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمقَامِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لِي: يَا أَبَا زيدٍ، إِلَى مَتَى تدرسُ كِتَابَ الشَّافِعِيِّ، وَلاَ تدرُسُ كِتَابِي؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا كِتَابُكَ؟قَالَ: (جَامِعُ) مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْل

---

১৯৩. তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।
১৯৪. তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।
১৯৫. তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।
১৯৬. তারীখে বাগদাদ ১৩/২৫২।
১৯৭. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল গণী, তাহক্বীক্ব : কামাল ইউসুফ, আত-তাক্বয়ীদ, পৃঃ ৪৯।

'একদা আমি রুকনে ইয়ামানী ও মাক্বামে ইবরাহীমের মাঝে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখি। তিনি আমাকে বলছেন, হে আবু যায়দ! তুমি আর কতদিন শাফেঈর কিতাব পড়বে? অথচ আমার কিতাব পড় না! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কিতাব কোন্টি? তিনি জবাবে বললেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর লেখা জামে' (অর্থাৎ ছহীহ বুখারী)'।[১৯৮]

তাহক্বীক্ব : এই স্বপ্নটি ইমাম আবু ইসমাঈল আব্দুল্লাহ আনছারী (রহঃ) তার 'যাম্মুল কালাম' গ্রন্থে সনদসহ নকল করেছেন। সনদে মোট রাবী তিনজন।

(ক) আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-হারাবী। তিনি যাম্মুল কালাম গ্রন্থের লেখক আবু ইসমাঈল আল-হারবী এবং ইমাম আবুবকর আল-বারকানীর শিক্ষক।

(খ) খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মারওয়াযী। তার বিষয়ে মাসউদীর লিখিত 'মুরুজুয যাহাব' গ্রন্থে আলোচনা রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটি আমাদের নিকট না থাকায় আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি।

(গ) আবু সাহল মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মারওয়াযী। তিনি ইমাম কুশমিহিনী থেকে ছহীহ বুখারী শুনেছেন। ইমাম যাহাবী তার প্রশংসা করেছেন।[১৯৯]

৩. ইমাম ফিরাবরী বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي النَّوْمِ، فَقَالَ لِي: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ فَقُلْتُ: أُرِيْدُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيَّ، فَقَالَ: أَقْرِئْهُ مِنِّيَ السَّلاَمُ.

'একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, ইমাম বুখারীর নিকট। তিনি বললেন, তাকে আমার সালাম দিও।[২০০]

তাহক্বীক্ব : এই সনদে মোট রাবী দু'জন।

(ক) আবুল হাসান আলী বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আস্পাহানী। তার নিকট যত হাদীছ ছিল তার লিখিত অনুমতি তিনি খত্বীব বাগদাদী (রহঃ)-কে দিয়েছিলেন। ইমাম যাহাবী তার বিষয়ে বলেন,

الشَّيْخُ، الْمُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، الرَّجُلُ الصَّالِحُ.

'শায়খ, মুহাদ্দিছ, মযবূত এবং সৎ লোক।[২০১]

(খ) মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মাক্কী আল-জুরজানী। তার পরিচয় ইমাম খত্বীব বাগদাদী ও ইমাম ইবনু আসকির নিজ নিজ গ্রন্থে দিয়েছেন। তবে জারাহ ও তা'দীলের কোন শব্দ তার জন্য

---

১৯৮. আব্দুল্লাহ আনসারী, তাহক্বীক্ব : আব্দুর রহমান আব্দুল আযীয, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, যাম্মুল কালাম, ২/১৯০।

১৯৯. ক্বাসেম ক্বুতলুবুগা, তাহক্বীক্ব : শাদী বিন মুহাম্মাদ ৮/১৩৬; তারীখুল ইসলাম ১০/২৩৮।

২০০. ইমাম নববী, তাহক্বীক্ব : মুছত্বফা আব্দুল ক্বাদির, তাহযিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত ১/৯৪; তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৭৮।

২০১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৭/৪২০।

ব্যবহার করেননি। তিনি ইমাম ফিরাবরীর নিকট থেকে ছহীহ বুখারী শুনেছেন। তিনি ইমাম আবু নুয়াইম আল-আস্পাহানীর শিক্ষক।[২০২]

অতএব সনদ ছহীহ। উল্লেখ্য যে, স্বপ্ন বিষয়ক বর্ণনাগুলোর মধ্যে সনদ বিবেচনায় সবচেয়ে মযবূত এটি।

৪. আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আদাম বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي النَّوْمِ، وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي مَوْضِعٍ، فسلَّمْتُ عَلَيْهِ، فردَّ عليَّ السَّلاَمَ.فَقُلْتُ: مَا وُقُوفُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟قَالَ: أَنتَظِرُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيَّ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ بَلَغَنِي مَوْتَهُ، فَنَظَرتُ، فَإِذَا قَدْ مَاتَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيْهَا.

'আমি স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখলাম। তিনি ছাহাবায়ে কেরামের এক জামা'আতকে সাথে নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি জবাবে বললেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারীর জন্য অপেক্ষা করছি। এই স্বপ্ন দেখার কিছুদিন পর যখন আমার নিকটে ইমাম বুখারীর মৃত্যুর খবর পৌঁছল, তখন আমি দেখলাম, যে সময়ে স্বপ্ন দেখেছি ঠিক সে সময়েই ইমাম বুখারী মৃত্যুবরণ করেছেন'।[২০৩]

তাহক্বীক্ব : এই সনদে মোট রাবী দু'জন।

(ক) আলী বিন আবি হামিদ আল-জুরজানী, 'তাকমিলাতু ইকমালিল ইকমাল' গ্রন্থে তার পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে।[২০৪] তিনি ইমাম ইবনু মান্দার শিক্ষক।[২০৫] তার বিষয়ে জারাহ ও তা'দীলের কোন মন্তব্য কেউ নকল করেননি।

(খ) মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মাক্কী আল-জুরজানী। গত ঘটনাতেই আমরা তার পরিচয় পেশ করেছি।[২০৬]

উপরের সনদ ইনশাআল্লাহ গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই স্বপ্ন যিনি দেখেছেন তথা আব্দুল ওয়াহিদ বিন আদাম। তার পরিচয় বিষয়ক কোন প্রকার তথ্য আমরা পাইনি।

সাগরে দিনার ফেলে দেওয়ার ঘটনার তাহক্বীক্ব

জনসমাজে প্রচলিত আছে যে, ইমাম বুখারী একবার একটি থলের ভিতর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে হাদীছ অন্বেষণে সফরে বের হলেন। সফর অবস্থায় নদী পার হওয়ার জন্য তিনি নৌকাতে

---

২০২. তারীখে দিমাশক্ব ৫৫/২০৮; তারীখে বাগদাদ ৩/৪৪১।
২০৩. দাউদী, ত্বাবাক্বাতুল মুফাসসিরীন ২/১০৮; তাহযিবুল কামাল ২৪/৪৬৬; তারীখে বাগদাদ ২/৩৪০।
২০৪. সবুনী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তাকমিলাতু ইকমালিল ইকমাল, পৃঃ ৪৭।
২০৫. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল গণী, আত-তাক্বয়ীদ, পৃঃ ৩৩৬।
২০৬. তারীখে দিমাশক্ব ৫৫/২০৮; তারীখে বাগদাদ ৩/৪৪১।

ছিলেন। কোন এক চোর ইমাম বুখারীর সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে সে জানতে পারে ইমাম বুখারীর নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে। চোর মুদ্রাগুলো চুরি করার ফন্দি আঁটে। সে এই বলে চিৎকার শুরু করে দেয় যে, এই জাহাজে উঠার পর আমার এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা চুরি হয়ে গেছে। মুদ্রাগুলো একটি থলের ভিতর ছিল। সে থলেটির ধরনও বর্ণনা করল, যা সে ইতিপূর্বে ইমাম বুখারীর কাছে দেখেছিল। চিৎকার ও কান্নাকাটির মাধ্যমে চোরটি জাহাজের মাঝি-মাল্লাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

মাঝি-মাল্লারা এক এক করে সকল যাত্রীর পকেট ও শরীর চেক করতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে ইমাম বুখারী চিন্তায় পড়ে গেলেন। চোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তিনি অতি গোপনে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাসহ থলেটি পানিতে ফেলে দিলেন। সকলের মাল-পত্র ও শরীর তল্লাশির এক পর্যায়ে ইমাম বুখারীর শরীরও তল্লাশি করা হল। কিন্তু জাহাজের কারো কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার কোন থলে পাওয়া গেল না।

পরিশেষে, জাহাজের লোকেরা চোরকেই মিথ্যাবাদী হিসাবে সাব্যস্ত করল। সকলকে হয়রানি করার জন্য তাকে তিরস্কার করল এবং শাস্তি দিল। এক কথায় চোর চরমভাবে অপমানিত হল। যাত্রা শেষে জাহাজ থেকে নেমে চোরটি ইমাম বুখারীকে বলল, জনাব! আপনার এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনি কোথায় রেখেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার চক্রান্ত বুঝতে পেরে আমি তা পানিতে ফেলে দিয়েছি। তখন চোর বলল, আপনি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কিভাবে পানিতে ফেলে দিতে পারলেন! চোর অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল। ইমাম বুখারী জবাবে বললেন, হে বোকা! আমি আমার সমগ্র জীবন ও সমস্ত ধন-সম্পদ হাদীছের ইলম হাছিলের জন্য ব্যয় করেছি। মানুষের নিকট আমি একজন গ্রহণযোগ্য আলেম ও হাদীছের বর্ণনাকারী। আজ যদি আমি চোর হিসাবে সাব্যস্ত হতাম তাহলে আমার সারা জীবনের পরিশ্রম ও সমস্ত অর্থ যা ইলম হাছিলের পিছনে ব্যয় করেছি সব ধ্বংস হয়ে যেত। কেউ আমার হাদীছ গ্রহণ করত না। আমার ছহীহ হাদীছগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। সর্বোপরি ইলমে হাদীছের অবমাননা হত। যা আমি মরে গেলেও বরদাশত করতে পারি না। সেখানে এই এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তো কিছুই নয়।

তাহক্বীক্ব : ইমদাদুল বারী, ফাযলুল বারী নামক বইয়ে অত্র ঘটনা ফাৎহুল বারীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অত্র ঘটনা ফাৎহুল বারীতে নাই। আব্দুস সালাম মুবারকপুরী (রহঃ) তার সিরাতুল বুখারীতে অত্র ঘটনা ইমাম আজুলুনীর 'ফাওয়ায়েদ আদ-দারারী'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে নকল করেছেন। সিরাতুল বুখারীর মুহাক্কিক্ব আব্দুল আলীম বাস্তাবী বলেন, তার নিকটে ইমাম আজুলুনীর 'ফাওয়ায়েদ আদ-দারারী' না থাকায় তিনি ঘটনাটির তাহক্বীক্ব করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আল-হামদুলিল্লাহ আমাদের নিকটে ফাওয়ায়েদ আদ-দারারীর হার্ড কপি রয়েছে। ইমাম আজুলুনী ঘটনাটি কোন প্রকার সনদ ছাড়াই এবং কোন বইয়ের তথ্য সূত্র ছাড়াই নকল করেছেন। সুতরাং ঘটনাটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। যতক্ষণ ঘটনাটির কোন সনদ পাওয়া না যাচ্ছে ততক্ষণ সত্য বলে গণ্য করা সমীচীন নয়।

হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম বুখারীর পান্ডিত্য

ইমাম বুখারী (রহঃ) সার্বিক দিক থেকে হাদীছ শাস্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। যেমন, তিনিই সর্বপ্রথম ছহীহ হাদীছকে আলাদা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। রিজাল শাস্ত্রের উপর সর্বপ্রথম গ্রন্থ 'তারীখ' তিনিই লিখেছেন। প্রথম জামে' গ্রন্থ তিনিই লিখেছেন। এছাড়া ছহীহ বুখারীর মধ্যে উছূলে ফিক্বহ ও উছূলে হাদীছের আলোচনাও করেছেন। যেমন খবরে আহাদের বিষয়ে তিনি ছহীহ বুখারীতে আলাদা অধ্যায় রচনা করেছেন। তেমনি কিতাবুল ইলম বা ইলম অধ্যায়ে তিনি উছূলে হাদীছের বিষয়ে ও মুহাদ্দিছগণের আদব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আর তার ছহীহ বুখারী গ্রন্থটিকে ফিক্বহের গ্রন্থও বলা যায়। এছাড়া তার তারীখ গ্রন্থে মুরসাল হাদীছ ও ইলালে হাদীছ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। সুতরাং এ কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা যায়, হাদীছ শাস্ত্রের সার্বিক দিক থেকে ভিত্তিপ্রস্তর তিনিই স্থাপন করেছেন। উল্লেখ্য যে, পূর্বে এমন অনেক বর্ণনা আমরা আলোচনা করেছি যা তার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করেন।

ইলমে হাদীছে তার পাণ্ডিত্যের আরো কিছু প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হল:

১. ইমাম বুখারী বলেন,

أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح

'আমার এক লক্ষ ছহীহ হাদীছ ও দুই লক্ষ যঈফ হাদীছ মুখস্থ আছে'।[২০৭]

তাহক্বীক্ব : এই মন্তব্যটি ইমাম ইবনু আদী (রহঃ) সনদসহ বর্ণনা করেছেন। সনদে দুইজন রাবী রয়েছে।

(ক) মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কুমাসী। ইমাম ইবনু আদী তার থেকে কয়েকটি বর্ণনা তার 'আল-কামিল' গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন। তার বিষয়ে অনেক চেষ্টার পর 'তারীখে জুরজান' গ্রন্থ থেকে এতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে যে, তিনি জুরজানের অধিবাসী। আম্মার বিন রজা থেকে কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২০৮]

(খ) মুহাম্মাদ বিন হামদোয়াহ। হাদীছ শাস্ত্রে এই নামে সমকালীন কয়েকজন রাবী রয়েছে। আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি তিনি কে। ইমাম মিযযী তার তাহযীবুল কামালে ইমাম বুখারীর ছাত্রদের লিস্টে মুহাম্মাদ বিন হামদোয়াহ-এর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনিও কোন বংশধারা, উপনাম, লক্বব ও নিসবাত কিছুই উল্লেখ করেননি। তবে আমার ধারণা তিনি মুহাম্মাদ বিন হামদোয়াহ বিন মূসা আল-মারওয়াযী। কেননা অন্যান্য জায়গায় যখন কোন প্রকার নিসবাত ও পরিচয় বলা ছাড়া মুহাম্মাদ বিন হামদোয়াহ উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[২০৯] তিনি মযবূত ও গ্রহণযোগ্য।[২১০]

---

২০৭. আসামী পৃ.৫৬-৬৫।

২০৮. আবুল ক্বাসেম হামযা আল-জুরজানী, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ আব্দুল মুয়িদ, আলামুল কুতুব, বৈরূত, পৃঃ ৪১১।

২০৯. রিসালা প্রকাশনী, মুসনাদে আহমাদ ২৫/১৩ পৃঃ, হা/১৫৭৩৭, শু'আইব আল-আরনাউতের টীকা দ্রষ্টব্য; তারীখে বাগদাদ ১৬/৫২১।

২১০. মাওসুয়া আক্বওয়াল দারাকুৎনী ২/৫৬৯।

এই সনদের উপর ভিত্তি করেই দুনিয়ার সকল মুহাদ্দিছ নিজ নিজ কিতাবে মন্তব্যটি উল্লেখ করেছেন। কেউ কোন প্রকার সমালোচনা করেননি। এমনকি শায়খ ইসহাক্ব আল-হুয়াইনী এই সনদ ছহীহ হওয়ার দিকে ইশারা করেছেন।[২১১]

ইমাম বুখারীর কত হাদীছ মুখস্থ ছিল এই মর্মে অন্য একটি বর্ণনায় এর বিপরীত মত পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

أخرجت هذا الكتاب يعني الصحيح من زهاء ست مائة ألف حديث

'আমি আমার এই গ্রন্থ অর্থাৎ 'ছহীহ বুখারী' প্রায় ৬ লক্ষ হাদীছ থেকে চয়ন করেছি'।[২১২]

তাহক্বীক্ব : এই সনদের রাবী তিনজন। আলী বিন আবি হামিদ ও মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী পরিচিত। তাদের বিষয়ে পূর্বে কয়েকবার আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়জন সাদানী। তার পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন সাদান। ইমাম সাম'আনী তার বিষয়ে বলেন, 'সে বোখারার অধিবাসী'। বোখারার বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ওবাইদুল্লাহ বিন অসিল থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন।[২১৩] সাদানী ইমাম বুখারীর সমকালীন এবং বোখারার অধিবাসী হওয়ায় ইমাম বুখারী বিষয়ে ভাল জ্ঞান রাখবেন এটাই স্বাভাবিক। যেমন, ইমাম ইবনু আদী তার থেকে ইমাম বুখারীর বংশনামার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সাদানী এই মন্তব্যটি সরাসরি ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেননি। তিনি বলেছেন, আমার কিছু সাথী আমাকে শুনিয়েছে। আর তার সাথীরা অপরিচিত।

তবে এই বিষয়ে অন্য সনদে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে, যা এই মন্তব্যটিকে মযবূত করে।[২১৪]

এছাড়া ইমাম সুবকী বলেন,

قَالَ شَيخنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ روى من وَجْهَيْن ثابتين عَن البخارى أَنه قَالَ أخرجت هَذَا الْكتاب من نَحْو سِتّمائَة ألف حَدِيث

'আমার উস্তাদ আবু আব্দিল্লাহ আল-হাফিয বলেন, দু'টি ছহীহ সনদে ইমাম বুখারী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, 'আমি ৬ লাখ হাদীছ থেকে এই গ্রন্থ চয়ন করেছি'।[২১৫]

অতএব সনদ ছহীহ ইনশাআল্লাহ। আর ইমাম বুখারীর এই মন্তব্যের সাথে তার প্রথম মন্তব্য তথা 'আমি ১ লাখ ছহীহ হাদীছ এবং ২ লাখ দুর্বল হাদীছ মুখস্থ করেছি' এই মন্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য দুইভাবে করা যেতে পারে।

---

২১১. ইসহাক্ব আল-হুয়াইনী, ৫ম দারসের ৪র্থ পৃষ্ঠা।
২১২. সুয়ূতী, ত্বাবাক্বাত আল-হুফফায, পৃঃ ২৫৩; তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।
২১৩. আনসাব ৩/২৫৪।
২১৪. তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।
২১৫. ত্বাবাক্বাত আশ-শাফেয়িয়্যাহ ২/২২১।

(ক) প্রথমত শিক্ষা জীবনের শুরুর দিকে তার মোট তিন লাখ হাদীছ মুখস্থ ছিল পরবর্তীতে বেশী হয়ে তা ৬ লাখে পরিণত হয়।

(খ) তিন লাখ হাদীছ হয়তো মূল টেক্সট হিসাবে এবং ৬ লাখ হাদীছ সনদ হিসাবে। কেননা একই হাদীছের সনদ কয়েকটি হয়। *ওয়াল্লাহু আ'লাম।* সামঞ্জস্য না করে যদি আমরা প্রাধান্য দিতে চাই তাহলে বলব, তার ৬ লাখ হাদীছ মুখস্থ ছিল এটাই সনদগত দিক থেকে বেশী মযবূত।

২. আবু হামেদ আল-আ'মাশী বলেন,

رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ فِي جنَازَةِ أَبِي عُثْمَانَ سَعِيْدِ بنِ مَرْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى يَسْأَلُهُ عَنِ الأَسَامِي وَالكُنَى وَعِلَلِ الحَدِيْثِ، وَيمرُّ فِيْهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ مِثْلَ السَّهْمِ.

'আবু ওছমান সাঈদ ইবনে মারওয়ানের জানাযাতে আমি ইমাম বুখারীকে দেখলাম। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী তাকে রিজাল ও ইলাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। ইমাম বুখারী তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তীরের মত দিচ্ছিলেন'।[২১৬]

তাহক্বীক্ব : এই সনদে মোট রাবী তিনজন। সকলেই মযবূত এবং সনদ ছহীহ। যথা-

(ক) ওমর বিন আহমাদ আবু হাযিম অন-নিশাপুরী। ইমাম খত্বীব বাগদাদী তার বিষয়ে বলেন,

ثقة، صادقًا، حافظًا

'মযবূত, সত্যবাদী এবং হাফেয ছিলেন'।[২১৭]

(খ) আহমাদ বিন হামদুন আল-আ'মাশী। তার বিষয়ে আমরা কয়েকবার আলোচনা করেছি। তিনি মযবূত ও গ্রহণযোগ্য। তিনি ইমাম আ'মাশের হাদীছ এত বেশী মুখস্থ করেছেন যে তাকে ইমাম আ'মাশের দিকে সম্পৃক্ত করে 'আ'মাশী' বলা হয়।[২১৮]

(গ) আহমাদ বিন হাসান বিন শায়বান। তিনি আবু মুহাম্মাদ আল-মাখলাদী। তার বিষয়ে আমরা কয়েক জায়গায় আলোচনা করেছি। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর। তিনি প্রসিদ্ধ, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ।[২১৯]

অতএব সনদ নিঃসন্দেহে ছহীহ।

৩. একদা এক মজলিসে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে উপস্থিত ছিলেন। মজলিশে একটি হাদীছ বর্ণনা করা হল। হাদীছটি হল-

عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، [عن أبيه].

---

২১৬. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৯৫

২১৭. তারীখে বাগদাদ ১৩/১৪৩।

২১৮. তারীখুল ইসলাম ৭/৪৩৭

২১৯. নায়িফ আল-মানছূরী, আর-রওযুল বাসিম ১/৪০৫ পৃঃ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (٢)، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ"

'ইবনু জুরায়জ মূসা ইবনে উক্ববা থেকে, সে সুহাইল ইবনে আবু ছালেহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসল এবং তাতে অনেক ভুল-ত্রুটি হল। অতঃপর মজলিস থেকে উঠার পূর্বে সে বলল, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা। লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আস্তাগফিরুকা ও আতূবু ইলায়কা। তাহলে মজলিসে যা ভুল-ত্রুটি হয়েছে, সব ক্ষমা হয়ে যাবে'।

এই হাদীছ পড়া শেষ হলে ইমাম বুখারী বললেন, এই হাদীছে ত্রুটি আছে। ইমাম বুখারীর এই মন্তব্য শুনে ইমাম মুসলিম চমকে যান এবং কেঁপে উঠেন। কেননা ইমাম মুসলিমের নিকট এই হাদীছের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ধরা পড়ছিল না। তখন তিনি ইমাম বুখারীর কাছে জানতে চান, কী সেই ত্রুটি? ইমাম বুখারী তাকে জানালেন যে, এই হাদীছটি বর্ণনায় ইবনু জুরায়জ ভুল করেছে। হাদীছটি মূসা বিন উক্ববা সুহাইল থেকে বর্ণনা করেননি বরং আওন বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। মূসা বিন উক্ববার আরেক ছাত্র উহাইব হাদীছটিকে সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীর নিকট ইল্লাতটি জানার পর ইমাম মুসলিম বললেন,

لا يُبْغِضُكَ إِلا حَاسِدٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ

'আপনাকে হিংসুক ছাড়া কেউ ঘৃণা করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, দুনিয়াতে আপনার সমকক্ষ কেউ নেই'। [২২০]

তাহক্বীক্ব : ঘটনাটি ইমাম খলীলী তার ইরশাদ গ্রন্থে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। সনদে মোট রাবী দুইজন।

(ক) হাসান বিন মুহাম্মাদ আল-মাখলাদী। ইমাম হাকেম তাকে ন্যায়পরায়ণ ও নিজ যুগের মুহাদ্দিছ বলেছেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর।[২২১]

(খ) আহমাদ বিন হামদুন আল-আ'মাশী। ইমাম যাহাবী তার বিষয়ে বলেন,

الإِمَامُ، الحَافِظُ، الثَّبْتُ، المُصَنِّفُ

'তিনি একজন ইমাম, হাফেয, মযবূত ও লেখক'।[২২২]

ইমাম খলীলী তাকে মহান হাফেয বলেছেন। ইমাম হাকেম বলেছেন, তার সকল হাদীছ মযবূত।[২২৩]

---

২২০. আত-তাওযীহ ১/৬৫; আল-মুলিম বি শুয়ুখিল বুখারী ওয়া মুসলিম, ইবন খলফুন পৃ.১৬।
২২১. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল গণী আল-হাম্বলী, তাহক্বীক্ব : কামাল ইউসুফ, দারুল কুতুব, বৈরূত, আত-তাক্বয়ীদ, পৃঃ ২৩০।
২২২. রিসালা প্রকাশনী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৪/৫৫৩।
২২৩. ত্বরেক্ব বিন মুহাম্মাদ, আত-তায়য়ীল আলা কুতুবিল জারহি ওয়াত-তা'দীল ১/১২।

সুতরাং অত্র ঘটনার সনদ নিঃসন্দেহে ছহীহ।

৪. ইমাম বুখারী বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى الحُمَيْدِيِّ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ اخْتِلاَفٌ فِي حَدِيْثٍ، فَلَمَّا بَصُرَ بِي الحُمَيْدِيُّ قَالَ: قَدْ جَاءَ مَنْ يفصِلُ بَيْنَنَا، فَعَرَضَا عَلَيَّ، فَقضيتُ لِلْحُمِيديِّ عَلَى مَنْ يُخَالِفُهُ،

'আমি একদা ইমাম হুমায়দীর নিকট গেলাম, তখন আমার ১৮ বছর বয়স। এমতাবস্থায় তার মাঝে এবং অপর একজনের মাঝে একটি হাদীছ নিয়ে মতভেদ চলছিল। হুমায়দী আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, আমাদের মধ্যে ফায়ছালাকারী চলে এসেছে। তারপর তারা উভয়েই আমার নিকট মাসআলাটি পেশ করলেন। আমি হুমায়দীর পক্ষে এবং তার বিরোধীর বিপক্ষে ফায়ছালা দিলাম'।[২২৪]

তাহক্বীক্ব : ইমাম যাহাবী ঘটনাটি তার সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী থেকে বর্ণনা করেছেন। খত্বীব বাগদাদী বা ইবনু আসাকির কেউই তাদের তারীখে ঘটনাটি বর্ণনা করেননি। আমরা ওররাক্ব আল-বুখারী এবং তার গ্রন্থ শামায়েলে বুখারী বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

এই ঘটনায় আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, মানুষ ইমাম বুখারীকে মাত্র ১৮ বছর বয়সে হাদীছের বিষয়ে ফায়ছালাকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিল। যা তার ইলমী যোগ্যতার পরিচয় বাহক।

৫.

قَدِمَ رَجَاءُ الحَافِظُ، فَصَارَ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله، فَقَالَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: مَا أَعددتَ لِقُدُومِي حِيْنَ بَلَغَكَ؟ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ نظرتَ؟فَقَالَ: مَا أَحَدثْتُ نَظَراً، وَلَمْ أَستعِدَّ لِذَلِكَ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تسأَلَ عَنْ شَيْءٍ، فَافعلْ.فَجَعَلَ ينَاظِرُهُ فِي أَشْيَاءَ، فَبقِيَ رَجَاءُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ هُوَ.ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَلْ لَكَ فِي الزِّيَادَةِ؟ فَقَالَ اسْتحيَاءً مِنْهُ وَخجلاً: نَعَمْ.قَالَ: سَلْ إِنْ شِئتَ؟فَأَخَذَ فِي أَسَامِي أَيُّوْبَ، فَعدَّ نَحْواً مِنْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ سَاكتٌ.فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَقَدْ جمعتَ، فَظَنَّ رَجَاءُ أَنَّهُ قَدْ صنعَ شَيْئاً، فَقَالَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَاتَكَ خيرٌ كَثِيْرٌ.فزيَّفَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي أُوْلَئِكَ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً، وَأَغربَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّيْنَ.ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجَاءُ: كم رويتَ فِي العِمَامَةِ السَّوْدَاءِ؟قَالَ: هَاتِ كم رويتَ أَنْتَ؟ثُمَّ قَالَ: نروِي نَحْواً مِنْ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثاً.فَخَجِلَ رَجَاءُ مِنْ ذَاكَ، وَيبِسَ رِيقُهُ.

'রজা (ইবনে আবু রজা আবু মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী) ইমাম বুখারীর সমকালীন একজন হাদীছের ইমাম। একদা তিনি ইমাম বুখারীর নিকটে আসলেন। তিনি ইমাম বুখারীর ভাবলেশহীন

---

২২৪. তাগলীকুত তালীক ৫/৪০৪।

চেহারা দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে আপনার নিকট আসছি এই খবর পৌছার পর আপনি কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেননি? জবাবে ইমাম বুখারী বললেন, না, আমি কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। আপনি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে করতে পারেন। তারপর তারা উভয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। ইমাম রজা বুঝতে পারছিলেন না তিনি কোথায় এসেছেন। ইমাম বুখারী তাকে বললেন, আরো কোন জিজ্ঞাসা আছে? তিনি একটু দ্বিধার সাথে জবাব দিলেন, জী, আছে। তারপর তিনি আইয়ূবের তেরটা নাম উল্লেখ করলেন। তার বলা শেষ হলে ইমাম বুখারী তাকে বললেন, মাশাআল্লাহ অনেক নাম জমা করে ফেলেছেন! ইমাম বুখারীর জবাব শুনে ইমাম রজা মনে মনে অনেক খুশী হলেন এবং বললেন, আপনি তাহলে এগুলো জানতেন না। ইমাম বুখারী তার জবাব শুনে আইয়ূবের ১৩টি নামের সাথে আরো ৭/৮টি নাম যুক্ত করে দিলেন। এরপর প্রায় ৬০টির মত হাদীছ এমন পেশ করলেন, যা ইমাম রজা জানতেন না। অবস্থা দেখে ইমাম রজা ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলেন, কালোপাগড়ী বিষয়ে আপনি কয়টি হাদীছ জানেন? ইমাম বুখারী বললেন, প্রায় চল্লিশটি। ইমাম বুখারীর জবাব শুনে লজ্জায় তার জানের পানি শুকিয়ে গেল'।[২২৫]

তাহক্বীক্ব : ইমাম যাহাবী তার সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইমাম খত্বীব বাগদাদী, ইমাম ইবনু আসাকির কেউই বর্ণনা করেননি। আর আমরা ওররাক্ব আল-বুখারী এবং তার বই বিষয়ে শুরুতেই আলোচনা করেছি।

৬. ইবরাহীম আল-খাওয়াছ বলেন,

سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ الخَوَّاصَ، مُستملِي صَدَقَةَ، يَقُوْلُ: رَأَيْتُ أَبَا زُرْعَةَ كَالصَّبِيِّ جَالِساً بَيْنَ يَدَي مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ، يَسْأَلُهُ عَنْ عِلَلِ الحَدِيْثِ.

'আমি আবু যুর'আ আর-রাযীকে দেখেছি, তিনি ইমাম বুখারীর সামনে শিশুর মত বসে ছিলেন এবং হাদীছের বিভিন্ন গোপন ত্রুটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন'।[২২৬]

তাহক্বীক্ব : ইমাম যাহাবী ঘটনাটি মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল বুখারী থেকে নকল করেছেন। ইমাম সুবকীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম খত্বীব বাগদাদী ও ইমাম ইবনু আসাকির তাদের তারীখে অন্য সনদে একই রকম ঘটনা ইমাম মুসলিমের বিষয়ে নকল করেছেন। তথা ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারীর সামনে শিশুর মত বসে ছিলেন এবং হাদীছ বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন। ইমাম বুখারীর বয়স ও ইলমের সামনে তাদের উভয়ের তুলনা করলে দু'টি ঘটনাই সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

---

২২৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪১৩।

২২৬. ইউসুফ মাদানী, সুয়ালাত তিরমিযী ১/১৪২; ত্বাবাক্বাত শাফিয়িয়্যাহ ২/২২২

৭.

قَالَ الْخَطِيْبُ: وَسُئِلَ فَضل بنُ العَبَّاس الرَّازِيُّ الصَّائِغُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، أَبُو زُرْعَةَ أَوْ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ؟ فَقَالَ: التقيتُ مَعَ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ بَيْنَ حُلْوَانَ وَبَغْدَادَ، وَجَهِدْتُ أَنْ أَجِيءَ بِحَدِيْثٍ لاَ يَعْرِفُهُ، فَمَا أَمكَنَنِي، وَأَنَا أُغْرِبُ عَلَى أَبِي زُرْعَةَ عَدَدَ شَعْرِهِ.

'আব্বাস ইবনে ফাযল আর-রাযীকে একদা জিজ্ঞেস করা হয়, আবু যুর'আ আর-রাযী এবং ইমাম বুখারীর মধ্যে বেশী জ্ঞানী কে? তিনি জবাবে বলেন, আমি ইমাম বুখারীর সাথে হুলওয়ান ও বাগদাদের মাঝামাঝি জায়গায় দেখা করেছি। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তার সামনে এমন একটি হাদীছ পেশ করতে, যা তিনি জানেন না। কিন্তু আমার দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ইমাম আবু যুর'আর সামনে আমি অনেক হাদীছ পেশ করতে সক্ষম হয়েছি, যা তিনি জানেন না'।[২২৭]

তাহক্বীক্ব : এই মন্তব্যটি মুহাম্মাদ গুঞ্জার তার 'তারীখে বোখারা' গ্রন্থে এবং সেই সূত্রে ইমাম খত্বীব বাগদাদী ও ইমাম ইবনু আসকির তাদের তারীখে মন্তব্যটি নকল করেছেন। সনদে মোট রাবী তিনজন। সকলেই পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য। যথা-

(ক) আবু ছালেহ খলফ বিন মুহাম্মাদ। তার বিষয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি।

(খ) আবুবকর মুহাম্মাদ ইবনে হুরাইছ। ইমাম ইবনু মাকুলা তার বিষয়ে বলেন,

وكان ثقة حافظًا ألف المسند والتفسير والوحدان والتاريخ

'তিনি মযবূত এবং হাফেয। তাফসীর, হাদীছ, বিহদান ও ইতিহাস বিষয়ে তার লিখিত গ্রন্থ রয়েছে'।[২২৮]

(গ) ফাযল বিন আব্বাস আর-রাযী । অনেক মুহাদ্দিছ তার সম্পর্কে বলেছেন,

إمام عصره في معرفة الحديث

'তিনি হাদীছ বিষয়ে নিজ যুগের ইমাম'।[২২৯]

সুতরাং সনদ ছহীহ।

৮. ইমাম বুখারী বলেন,

كنت فِي مجْلِس الْفِرْيَابِيّ فَقَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن أبي عُرْوَة عَن أبي الْخطاب عَن أبي حَمْزَة فَلم يعرف أحد فِي الْمجْلس من فَوق سُفْيَان فَقلت لَهُم أَبُو عُرْوَة هُوَ معمر بن رَاشد وَأَبُو الْخطاب هُوَ قَتَادَة بن دعامة وَأَبُو حَمْزَة هُوَ أنس بن مَالك قَالَ وَكَانَ الثَّوْرِيّ فعولًا لذَلِك يكنى الْمَشْهُورين

---

২২৭. তাগলীকুত তালীক্ব ৫/৪১১; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৩৪।
২২৮. ইবন মাকুলা, ইকমাল ২/৫৪১।
২২৯. তারীখে বাগদাদ ১৪/৩৩৭।

'একদা আমি ইমাম ফিরাবরীর মজলিসে ছিলাম। তিনি বললেন, সুফিয়ান আমাদেরকে আবু উরওয়া থেকে, তিনি আবুল খাত্তাব থেকে, তিনি আবু হামযা থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। মজলিসের কেউ সুফিয়ানের উপরের রাবীগণকে চিনতে পারলেন না। তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দিলাম, আবু উরওয়া হচ্ছেন, মা'মার ইবনে রাশেদ। আবুল খাত্তাব হচ্ছেন, ক্বাতাদা ইবনে দি'আমা আস-সাদূসী। আবু হামযা হচ্ছেন, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)। ইমাম বুখারী আরো বললেন, সুফিয়ান যখন হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন অনুরূপ পরিচিত রাবীগণের উপনাম দিয়ে হাদীছ বর্ণনা করেন'।[২৩০]

তাহক্বীক্ব : অত্র বর্ণনাটি হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারীর সূত্রে তার ফাৎহুল বারীতে বর্ণনা করেছেন। ওররাক্ব আল-বুখারী বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা প্রথমেই করেছি।

৯. ইমাম বুখারী বলেছেন, 'আলী বিন মাদীনী ছাড়া কারো সামনেই আমার নিজেকে ছোট মনে হয়নি'। তার এই কথার জবাবে ইমাম আলী বিন মাদিনী বলেছেন, 'ইমাম বুখারীর কোন তুলনা নাই' এই মন্তব্যটি ইলমে হাদীছে তার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। এই মন্তব্য বিস্তারিত তাহক্বীক্বসহ ইমাম বুখারীর সাথে শিক্ষকগণের সম্পর্ক অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি।

১০. ইমাম বুখারী বলেন,

كَانَ عَلِيّ بن الْمَدِينِيّ يسألني عَن شُيُوخ خُرَاسَان فَكنت أذكر لَهُ مُحَمَّد بن سَلام فَلَا يعرفهُ إِلَى أَن قَالَ لي يَوْمًا يَا أَبَا عبد الله كل من أثنيت عَلَيْهِ فَهُوَ عندنَا الرضى

'আলী ইবনুল মাদীনী একদা আমাকে খোরাসানের মাশায়েখ বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তার সামনে মুহাম্মাদ ইবনে সালাম আল-বায়কান্দীর কথা উল্লেখ করলাম। আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) তাকে চিনতে পারলেন না। এমনকি তিনি আমাকে একদিন বললেন, যে ব্যক্তির তুমি প্রশংসা কর, সে আমাদের নিকট গ্রহণীয়'।[২৩১]

প্রত্যেক যে রাবীর বিষয়ে ইমাম বুখারী প্রশংসা করবেন সে রাবী আলী বিন মাদীনী (রহঃ)-এর নিকট গ্রহণীয়। আলী বিন মাদীনী (রহঃ)-এর পক্ষ থেকে এইরূপ ঘোষণা ইমাম বুখারীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় বাহক বৈ-কি!

ইমাম বুখারীর জীবদ্দশাতেই জনমনে তার সম্মান ও শ্রদ্ধা

ইমাম বুখারীর নিশাপুর ও বোখারা যাওয়ার ঘটনায় মানুষ তাকে কিভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে তা আমরা আলোচনা করেছি। ইমাম বুখারীকে মানুষ কেমন ভালবাসত সেই বিষয়ে আরো কিছু বর্ণনা পেশ করা হল:

১. ইয়াহইয়া ইবনে জা'ফর আল-বায়কান্দী বলেন,

---

২৩০. তারীখে বাগদাদ ১৪/৩৩৭।
২৩১. তাহযিবুল কামাল ২৪/৪৫১।

لَو قدرت أَن أَزِيد من عمري فِي عمر مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل لفَعَلت فَإِن موتِي يكون موت رجل وَاحِد وَمَوْت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فِيهِ ذهَاب الْعلم

'যদি আমার বয়স থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বয়স দিয়ে তার বয়স বৃদ্ধি করে দেওয়া আমার সম্ভব হত, তাহলে আমি তা-ই করতাম। কেননা আমার মৃত্যু মাত্র একজন ব্যক্তির মৃত্যু, আর ইমাম বুখারীর মৃত্যু জ্ঞানের মৃত্যু'।[২৩২]

তাহক্বীক্ব : তার মন্তব্যটি মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আর-বুখারী নকল করেছেন। তার সূত্রে মুহাম্মাদ গুঞ্জার তার তারীখে এবং ইমাম খত্বীব বাগদাদী ও ইমাম ইবনু আসাকির তাদের তারীখে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। সনদের প্রায় সকল রাবী পরিচিত। শুধু মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আত-তাজির অপরিচিত। সাধ্যমত চেষ্টা করার পরেও তার কোন পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি।

২. বছরাবাসীর সম্মান :

كُنْتُ بِالبَصْرَةِ فِي جَامِعِهَا، إِذْ سَمِعْتُ مُنَادِيَاً يُنَادِي: يَا أَهْلَ العِلْمِ، قَدْ قَدِمَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ، فَقَامُوا فِي طلبِهِ، وَكُنْتُ مَعَهُم، فرأَينا رَجُلاً شَابّاً، يُصَلِّي خَلْفَ الأُسْطُوَانَةِ.فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ، أَحدقُوا بِهِ، وَسأَلُوهُ أَنْ يَعْقِدَ لَهُم مَجْلِسَ الإِملاَءِ، فَأَجَابهُم.

فَلَمَّا كَانَ الغدُ اجْتَمَعَ قَرِيْبٌ مِنْ كَذَا كَذَا أَلفٍ فَجَلَسَ لِلإِملاَءِ وَقَالَ: يَا أَهْلَ البَصْرَةِ، أَنَا شَابٌّ وَقَدْ سَأَلْتُمونِي أَنْ أُحدِّثَكُم، وَسأُحدِّثكُم بأَحَادِيْثَ عَنْ أَهْلِ بلدِكُم تَسْتفيدُوْنَ الكُلَّ. وَأَملَى مَجْلِساً عَلَى هَذَا النَّسَقِ يَقُوْلُ فِي كُلِّ حَدِيْثٍ: رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيْثِ عندَكُم كَذَا، فَأَمَّا مِنْ رِوَايَةِ فُلاَنٍ، فَلَيْسَ عندَكُم،

'ইউসুফ ইবনে মূসা আর-মারওয়াযী বলেন, আমি একদা বছরার জামে' মসজিদে ছিলাম। এমতাবস্থায় ঘোষণা হল, হে ছাত্ররা! মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল এসেছেন। ঘোষণা শুনে সবাই তার অনুসন্ধান করতে লাগল। আমরা দেখলাম একজন অল্প বয়স্ক যুবক মসজিদের খুঁটির পিছনে ছালাত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) আদায় করছেন। ছালাত শেষ হতেই সবাই তাকে ঘিরে ধরল এবং দারস দেয়ার জন্য অনুরোধ করল। তিনি রাযী হলেন। পরের দিন সকালে প্রায় কয়েক হাজার ছাত্র একত্রিত হল। তিনি দারসের জন্য বসলেন এবং বললেন, হে আহলে বছরা! আমি বয়সে যুবক! কিন্তু তোমরা যেহেতু আমাকে হাদীছ বর্ণনা করতে বলছ, এজন্য আমি তোমাদের শহরের প্রসিদ্ধ হাদীছগুলো এমন সনদ থেকে শুনাব, যা তোমাদের কাছে নেই। তারপর তিনি বলতে লাগলেন ইমাম শু'বা তোমাদেরকে এই হাদীছ এইভাবে শুনিয়েছেন। কিন্তু অমুক থেকে এই হাদীছটি তোমাদের নিকটে নেই'।[২৩৩]

---

২৩২. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৮৮; তারীখে বাগদাদ ২/৩৪০।
২৩৩. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৬৭; তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।

তাহক্বীক্ব : ইউসুফ বিন মূসা আল-মারওয়াযী থেকে সনদসহ মুহাম্মাদ গুঞ্জার তার তারীখে এবং ইমাম খত্বীব বাগদাদী ও ইবনু আসকির তাদের তারীখে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সনদে একজন রাবী রয়েছে আবুল কাসেম মানসুর বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহিম। সে অপরিচিত।

৩. আবুবকর আল-আয়ান বলেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَعْيَنُ قَالَ: كتبنَا عَنِ البُخَارِيِّ عَلَى بَابِ مُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ الفِرْيَابِيِّ، وَمَا فِي وَجْهِهِ شَعْرَةٌ.

'আমরা মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরাবরীর বাড়ীর দরজার সামনে ইমাম বুখারীর নিকট থেকে হাদীছ লিখেছি, তখনও তার মুখে দাড়ি উঠেনি'।[২৩৪]

তাহক্বীক্ব : এই মন্তব্যটি মুহাম্মাদ গুঞ্জার তার তারীখে এবং খত্বীব বাগদাদী তার তারীখে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। সনদের সকল রাবী পরিচিত তবে আহমাদ বিন মিনহাল আল-আবিদ অপরিচিত। তার বিষয়ে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। তবে তার নামের সাথে যুক্ত 'আবিদ' উপাধী দেখে বুঝা যায় তিনি পরহেযগার মানুষ ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারীর দাড়ি উঠার পূর্বেই মানুষ যে তার নিকট থেকে হাদীছ লিখত এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কেননা তিনি তার পৃথিবী বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারীখ' মাত্র ১৮ বছর বয়সে লিখেছেন। আমরা পূর্বে আরো অনেক ঘটনা দেখেছি যেগুলো অল্প বয়সেই ইমাম বুখারীর যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। এবং এই জাতীয় আরো একটি মন্তব্য আসছে যা এই মন্তব্যকে মযবূত করে।

৪. হাশিদ ইবনে ইসমাঈল বলেন,

قَكَانَ أَهْلُ المَعْرِفَةِ مِنَ البَصْرِيِّيْنَ يَعْدُوْنَ خَلْفَهُ فِي طلبِ الحَدِيْثِ وَهُوَ شَابٌّ حَتَّى يغلِبُوْهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُجلسوْهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيْقِ، فيجتمعُ عَلَيْهِ أَلوفٌ، أَكْثَرهُم مِمَّنْ يَكْتُبُ عَنْهُ. وَكَانَ شَابّاً لَمْ يَخْرُجْ وَجْهُهُ.

'বছরার ওলামায়ে কেরাম ইমাম বুখারীর নিকট হাদীছ শুনার জন্য তার পিছনে পিছনে দৌড়াতেন। তারা নিজেদের উপর ইমাম বুখারীকে প্রাধান্য দিয়ে রাস্তায় বসিয়েই তার থেকে হাদীছ শুনতেন। কোথাও থামলে সেখানে হাজার মানুষের ভিড় হত। অথচ তখনও তার মুখে দাড়ি উঠেনি'।[২৩৫]

৫. ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী এবং মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন আসেম উভয়েই বলেন,

كَانَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ يَجْلِسُ بِبَغْدَادَ، وَكُنْتُ أَستملِي لَهُ، وَيجتمعُ فِي مَجْلِسِهِ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِيْنَ أَلْفاً

২৩৪. ইবনুল জাওযী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক ১২/১১৬।
২৩৫. ইমাম নববী, তাহযিবুল আসমায়ি আল-লুগাত ১/৭০

'ইমাম বুখারী বাগদাদে দারসের জন্য বসতেন এবং আমি তার দারসের ইস্তিমলা করতাম। তার দারসে প্রায় বিশ হাজার মানুষ উপস্থিত হত'।[২৩৬]

তাহক্বীক্ব : এই বর্ণনাটি দুইজন দর্শক মুহাদ্দিছ থেকে আলাদা আলাদা সনদে খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার তারীখে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আসিমের সনদ সবচেয়ে মযবূত। তার সাথে ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদীর সনদ মিলিত হয়ে ছহীহ লি গইরিহি। এছাড়া আরো একজন দর্শক আবু সাঈদ আল-হাসান বিন মুহাম্মাদ থেকে ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম বুখারীর দারসে ১৫ হাজারের বেশী মানুষ উপস্থিত হত।[২৩৭]

৬. আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বলেন,

كتبَ أَهْلُ بَغْدَادَ إِلَى الْبُخَارِيِّ: الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْرٍ مَا بَقِيْتَ لَهُم ... وَلَيْس بَعْدَكَ خَيْرٌ حِيْنَ تُفْتَقَدُ

'বাগদাদবাসী ইমাম বুখারীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'মুসলিমগণ ততদিন কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন আপনি বেঁচে আছেন। আপনি যেদিন চলে যাবেন, তারপর আর কল্যাণ থাকবে না'।[২৩৮]

তাহক্বীক্ব : ইমাম ইবনু আসাকির তিনটি আলাদা আলাদা সনদে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি হাসান।

ইমাম বুখারীর আয়ের উৎস ধন-সম্পদ ও দানশীলতা

ইমাম বুখারী (রহঃ) উত্তরাধিকার সূত্রে অঢেল পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তিনি তার সম্পদ মানুষকে শেয়ারে ব্যবসা করার জন্য দিতেন এবং প্রতি মাসে লভ্যাংশের নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করতেন। গড়ে প্রতি মাসে তিনি প্রায় ৫০০ দিরহাম ইনকাম করতেন। যার সবই তিনি ইলম হাছিলের পিছনে ব্যয় করতেন।

ইমাম বুখারী অত্যন্ত সম্পদশালী ও ধনী হওয়া বিষয়ে বিভিন্ন রিওয়ায়েত পাওয়া যায়। নিম্নে তা পেশ করা হলঃ

মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বলেন,

أنه ورث من أبِيه مَالا جَلِيلًا وَكَانَ يُعْطِيهِ مُضَارَبَة

'তিনি পৈত্রিক সূত্রে অনেক সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনি তার সম্পদকে শেয়ারে ব্যবসা করার জন্য ব্যবহার করতেন'।[২৩৯]

মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বলেন,

كَانَتْ لَهُ قِطْعَةُ أَرْضٍ يَكْرِيهَا كُلَّ سَنَةٍ بِسَبْعِ مائَةِ دِرْهَمٍ.

---

২৩৬. তাহযিবুল কামাল ২৪/৪৫২; তারীখে বাগদাদ ২/৩৪০; তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৯০। ।
২৩৭. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৯০।
২৩৮. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৯১; তারীখে বাগদাদ ২/৩৪০; তাহযীবুত তাহযীব ৯/৫১; ইরশাদুস সারী ১/৩৭ ।
২৩৯. মুহাম্মাদ বিন ওমর আস-সাফিরী, তাহক্বীক্ব : আহমাদ ফাতহী, শারহুল বুখারী ১/৫২; ফাৎহুল বারী ১/৪৭৯; তাগলীকুত তা'লীক ৫/৩৯৪।

'ইমাম বুখারীর এক খণ্ড জমি ছিল, তিনি তা বাৎসরিক ৭০০ দিরহামে ভাড়ায় দিতেন'।[২৪০]

ইমাম বুখারী বলেন,

كُنْتُ أَستَغِلُّ كُلَّ شَهْرٍ خَمسَ مائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَنفقتُ كُلَّ ذَلِكَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ.

'আমি প্রতি মাসে ৫০০ দিরহাম পেতাম, যার সবই আমি ইলম হাছিলের পিছনে ব্যয় করেছি'।[২৪১]

মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বলেন,

قَالَ: وَكُنَّا بِفِرَبْر، وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يبنِي رِباطاً مِمَّا يلِي بُخَارَى، فَاجْتَمَعَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ يُعينونَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ ينقُلُ اللَّبِنَ، فَكُنْتُ أَقُوْلُ لَهُ: إِنَّكَ تُكْفَى يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَيَقُوْلُ: هَذَا الَّذِي يَنْفَعُنَا.

ثُمَّ أَخذَ ينقلُ الزَّنْبَرَاتِ مَعَهُ، وَكَانَ ذَبَحَ لَهُم بَقَرَةً، فَلَمَّا أَدْرَكَتِ القدورُ، دَعَا النَّاسَ إِلَى الطَّعَامِ، وَكَانَ بِهَا مائَةُ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ أَنَّهُ يجتمعُ مَا اجْتَمَعَ، وَكُنَّا أَخرجْنَا مَعَهُ مِنْ فِرَبْر خُبزاً بِثَلاَثَةِ دراهمَ أَوْ أَقَلَّ، فَأَلقينَا بَيْنَ أَيديهِم، فَأَكَلَ جَمِيْعُ مَنْ حضَرَ، وَفضلتْ أَرغفَةٌ صَالِحَةٌ.

وَكَانَ الخبزُ إِذْ ذَاكَ خَمْسَةَ أَمْنَاءٍ بِدِرْهَمٍ.

'ইমাম বুখারী বোখারায় একটি বাড়ী তৈরি করেছিলেন। অনেক মানুষ তার কাজে সহযোগিতা করার জন্য জমা হয়েছিল। ইমাম বুখারী নিজেও ইট বহন করছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তাকে বললাম, আপনার কিছু না করলেও চলে। তিনি বললেন, এই কাজেই আমার উপকার রয়েছে। এই বলে তিনি ইট বহন করতে লাগলেন। কাজ শেষে তিনি সকলের জন্য গরু যবেহ করলেন। যখন রান্না প্রায় শেষের দিকে তিনি সবাইকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। প্রায় একশত মানুষ খাবারে অংশগ্রহণ করেছিল। আর তিনি ধারণা করেননি এত মানুষ হবে। আমরা তার সাথে ফিরাবর থেকে তিন দিরহামের রুটি ক্রয় করে বের হলাম। উপস্থিত সকলের খাওয়ার পর কিছু রুটি অতিরিক্ত হল। সেই যুগে এক দিরহামে ৫ মন রুটি পাওয়া যেত'।[২৪২]

ব্যাখ্যা : 'মন' এক প্রকার ওজনের নাম। এক মন সমান দুই রিতল। তথা তিন দিরহামে প্রায় ১৫ মন রুটি মানুষের জন্য ক্রয় করা হয়েছিল।

মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম আরো বলেন,

---

২৪০. তারীখুল ইসলাম ৬/১৪০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৪৯-৪৫১।

২৪১. মুহাম্মাদ বিন ওমর আস-সাফিরী, তাহক্বীক্ব : আহমাদ ফাতহী, শারহুল বুখারী ১/৫২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৪৯-৪৫১।

২৪২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৫০

'ইমাম বুখারী বাগদাদে দারসের জন্য বসতেন এবং আমি তার দারসের ইস্তিমলা করতাম। তার দারসে প্রায় বিশ হাজার মানুষ উপস্থিত হত'।[২৩৬]

তাহক্বীক্ব : এই বর্ণনাটি দুইজন দর্শক মুহাদ্দিছ থেকে আলাদা আলাদা সনদে খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার তারীখে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আসিমের সনদ সবচেয়ে মযবূত। তার সাথে ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদীর সনদ মিলিত হয়ে ছহীহ লি গইরিহি। এছাড়া আরো একজন দর্শক আবু সাঈদ আল-হাসান বিন মুহাম্মাদ থেকে ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম বুখারীর দারসে ১৫ হাজারের বেশী মানুষ উপস্থিত হত।[২৩৭]

৬. আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বলেন,

كَتَبَ أَهْلُ بَغْدَادَ إِلَى الْبُخَارِيِّ: الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْرٍ مَا بَقِيْتَ لَهُم ... وَلَيْسَ بَعْدَكَ خَيْرٌ حِيْنَ تُفْتَقَدُ

'বাগদাদবাসী ইমাম বুখারীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'মুসলিমগণ ততদিন কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন আপনি বেঁচে আছেন। আপনি যেদিন চলে যাবেন, তারপর আর কল্যাণ থাকবে না'।[২৩৮]

তাহক্বীক্ব : ইমাম ইবনু আসাকির তিনটি আলাদা আলাদা সনদে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি হাসান।

ইমাম বুখারীর আয়ের উৎস ধন-সম্পদ ও দানশীলতা

ইমাম বুখারী (রহঃ) উত্তরাধিকার সূত্রে অঢেল পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তিনি তার সম্পদ মানুষকে শেয়ারে ব্যবসা করার জন্য দিতেন এবং প্রতি মাসে লভ্যাংশের নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করতেন। গড়ে প্রতি মাসে তিনি প্রায় ৫০০ দিরহাম ইনকাম করতেন। যার সবই তিনি ইলম হাছিলের পিছনে ব্যয় করতেন।

ইমাম বুখারী অত্যন্ত সম্পদশালী ও ধনী হওয়া বিষয়ে বিভিন্ন রিওয়ায়েত পাওয়া যায়। নিম্নে তা পেশ করা হল:

মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বলেন,

أنه ورث من أَبِيه مَالا جَلِيلًا وَكَانَ يُعْطِيهِ مُضَارَبَة

'তিনি পৈত্রিক সূত্রে অনেক সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনি তার সম্পদকে শেয়ারে ব্যবসা করার জন্য ব্যবহার করতেন'।[২৩৯]

মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বলেন,

كَانَتْ لَهُ قِطْعَةُ أَرْضٍ يَكْرِيهَا كُلَّ سَنَةٍ بِسَبْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

---

২৩৬. তাহযিবুল কামাল ২৪/৪৫২; তারীখে বাগদাদ ২/৩৪০; তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৯০।।

২৩৭. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৯০।

২৩৮. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৯১; তারীখে বাগদাদ ২/৩৪০; তাহযীবুত তাহযীব ৯/৫১; ইরশাদুস সারী ১/৩৭।

২৩৯. মুহাম্মাদ বিন ওমর আস-সাফিরী, তাহক্বীক্ব : আহমাদ ফাতহী, শারহুল বুখারী ১/৫২; ফাৎহুল বারী ১/৪৭৯; তাগলীকুত তা'লীক ৫/৩৯৪।

'ইমাম বুখারীর এক খণ্ড জমি ছিল, তিনি তা বাৎসরিক ৭০০ দিরহামে ভাড়ায় দিতেন'।[২৪০]
ইমাম বুখারী বলেন,

كُنْتُ أَستَغِلُّ كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَ مائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَنفقْتُ كُلَّ ذَلِكَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ.

'আমি প্রতি মাসে ৫০০ দিরহাম পেতাম, যার সবই আমি ইলম হাছিলের পিছনে ব্যয় করেছি'।[২৪১]

মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বলেন,

قَالَ: وَكُنَّا بِفِرَبْر، وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يبنِي رِباطاً مِمَّا يلِي بُخَارَى، فَاجْتَمَعَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ يُعينونَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ ينقُلُ اللَّبِنَ، فَكُنْتُ أَقُوْلُ لَهُ: إِنَّكَ تُكْفَى يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَيَقُوْلُ: هَذَا الَّذِي يَنْفَعُنَا.

ثُمَّ أَخذَ ينقلُ الزَّنْبَرَاتِ مَعَهُ، وَكَانَ ذَبَحَ لَهُم بقَرَةً، فَلَمَّا أَدْرَكَتِ القدورُ، دَعَا النَّاسَ إِلَى الطَّعَامِ، وَكَانَ بِهَا مائَةُ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ أَنَّهُ يجتمعُ مَا اجْتَمَعَ، وَكُنَّا أَخرجْنَا مَعَهُ مِنْ فِرَبْر خُبزاً بِثَلاَثَةِ درَاهمَ أَوْ أَقَلَّ، فَأَلقينَا بَيْنَ أَيديهِم، فَأَكَلَ جَمِيْعُ مَنْ حضَرَ، وَفضلتْ أَرغفَةٌ صَالِحَةٌ.

وَكَانَ الخبزُ إِذْ ذَاكَ خَمْسَةَ أَمْنَاءٍ بِدِرْهَمٍ.

'ইমাম বুখারী বোখারায় একটি বাড়ী তৈরি করেছিলেন। অনেক মানুষ তার কাজে সহযোগিতা করার জন্য জমা হয়েছিল। ইমাম বুখারী নিজেও ইট বহন করছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তাকে বললাম, আপনার কিছু না করলেও চলে। তিনি বললেন, এই কাজেই আমার উপকার রয়েছে। এই বলে তিনি ইট বহন করতে লাগলেন। কাজ শেষে তিনি সকলের জন্য গরু যবেহ করলেন। যখন রান্না প্রায় শেষের দিকে তিনি সবাইকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। প্রায় একশত মানুষ খাবারে অংশগ্রহণ করেছিল। আর তিনি ধারণা করেননি এত মানুষ হবে। আমরা তার সাথে ফিরাবর থেকে তিন দিরহামের রুটি ক্রয় করে বের হলাম। উপস্থিত সকলের খাওয়ার পর কিছু রুটি অতিরিক্ত হল। সেই যুগে এক দিরহামে ৫ মন রুটি পাওয়া যেত'।[২৪২]

ব্যাখ্যা : 'মন' এক প্রকার ওজনের নাম। এক মন সমান দুই রিতল। তথা তিন দিরহামে প্রায় ১৫ মন রুটি মানুষের জন্য ক্রয় করা হয়েছিল।

মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম আরো বলেন,

---

২৪০. তারীখুল ইসলাম ৬/১৪০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৪৯-৪৫১।
২৪১. মুহাম্মাদ বিন ওমর আস-সাফিরী, তাহক্বীক্ব : আহমাদ ফাতহী, শারহুল বুখারী ১/৫২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৪৯-৪৫১।
২৪২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৫০

وَكَانَ يتصدَّقُ بِالكَثِيرِ يَأْخُذُ بِيَدِهِ صَاحِبَ الحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ فيُنَاوِلُهُ مَا بَيْنَ العِشرِيْنَ إِلَى الثَّلَاثِيْنَ، وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ أَن يَشْعُرَ بِذَلِكَ أَحَدٌ، وَكَانَ لاَ يُفَارِقُهُ كِيْسُهُ، وَرَأَيْتُهُ نَاولَ رَجُلاً مِرَاراً صُرَّةً فيها ثلاثمائة دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ أَخْبَرَنِي بعَدَدِ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ بَعْدُ

'ইমাম বুখারী অত্যধিক দান করতেন। তিনি আহলেহাদীছ তথা হাদীছের ছাত্রদের বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। আর তার দানের এই বিষয়ে কেউ কখনো জানতে পারত না। তিনি সব সময় টাকার থলে তার কাছেই রাখতেন (যাতে সর্বদা দরিদ্রদের দিতে পারেন)। আমি দেখেছি তিনি একজন ব্যক্তিকে কয়েকবার তিনশ' দিরহামের থলে দিয়েছেন। আর সেই থলেতে যে তিনশ' দিরহাম ছিল লোকটি আমাকে পরে জানিয়েছিল'।[২৪৩]

তাহক্বীক্ব : উপরের সকল বর্ণনা মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। তার থেকে ইমাম যাহাবী তার সিয়ারে এবং ইমাম আসক্বালানী (রহঃ) তার ফাৎহুল বারীতে নকল করেছেন। এছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) তার কর্মচারী ওররাক্ব আল-বুখারীর সাথে কেমন ব্যবহার করতেন এবং তাকে কেমন সহযোগিতা করতেন তা সে স্বয়ং বিস্তারিত বলেছে। ইমাম বুখারী তার মত একজন কর্মচারীর সাথে যে সীমাহীন ভাল ব্যবহার করেছেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে, ইমাম বুখারীর প্রতি ভালবাসা থেকেই তিনি তার মৃত্যুর পরে তার জীবনী লিখেছেন। হাদীছ শাস্ত্রের কোন জ্ঞান না থাকলেও যেহেতু তিনি পেশায় একজন কপিকারক ও লেখক সেহেতু তার জন্য জীবনী লেখা দুষ্কর কিছু ছিল না।

ইমাম বুখারীর তাক্বওয়া ও পরহেযগারিতা

১. বাকর বিন মুনীর বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন,

أَرْجُو أَنْ أَلقَى اللهَ وَلاَ يحَاسِبنِي أَنِّي اغتبتُ أَحَداً.

'আমি আশা করি, মহান আল্লাহ্‌র সাথে আমি এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করব যে, তিনি আমার বিরুদ্ধে কারো গীবতের হিসাব নিতে পারবেন না'।[২৪৪]

তাহক্বীক্ব : ইমাম বুখারীর এই মন্তব্যটি আবু ইয়ালা তার তবাক্বাতুল হানাবিলা বইয়ে, মুহাম্মাদ গুঞ্জার, খত্বীব বাগদাদী ও ইবনু আসাকির তাদের 'তারীখ' গ্রন্থে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। সকলের সনদ যেখানে এসে একত্রিত হয়েছে সেখান থেকে মোট রাবী দুই জন।

(ক) আবু আমর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মুকরি। শায়খ নায়িফ আল-মানছূরী তার বিষয়ে বলেন, সে সত্যবাদী।[২৪৫]

---

২৪৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৫০-৪৫১।

২৪৪. আবুল হুসাইন ইবনু আবি ইয়ালা, ত্বাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ হামিদ, ত্বাবাক্বাত আল-হানাবিলা ১/২৭৬; তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৮১; তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।

২৪৫. নায়িফ আল-মানছূরী, আল-রওযুল বাসিম ১/৩১৪।

(খ) আবু সাঈদ বাকর বিন মুনীর। ইমাম ইবন মাকুলা তার ইকমালে এই রাবীর পরিচয় দিয়েছেন।[২৪৬] এবং ইমাম সাখাবী তাকে মযবূত বলেছেন।[২৪৭]

অতএব সনদ নিঃসন্দেহে ছহীহ।

ব্যাখ্যা : অনেকের মনে একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকে, রাবীগণের উপর জারাহ করা এক প্রকার গীবত। এ বিষয়ে আমরা জারাহ ও তাদীল অধ্যায়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

২. ইমাম বুখারীর সাথে এক সফরের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বলেন,

وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يُصَلِّيْ فِيْ وَقْتِ السَّحَرِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكَانَ لاَ يُوقظني فِيْ كُلِّ مَا يقوم. فَقُلْتُ: أَرَاكَ تَحمِلُ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَمْ توقظني. قَالَ: أَنْتَ شَابٌّ، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ أُفْسِدَ عَلَيْكَ نَومَكَ .

'ইমাম বুখারী ফজরের পূর্বে ১৩ রাক'আত তাহাজ্জুদ পড়তেন, কিন্তু তিনি আমাকে জাগাতেন না। আমি তাকে বললাম, আপনি শুধু নিজে নিজে ছালাত আদায় করেন, আমাকে কেন ডাকেন না? ইমাম বুখারী জবাবে বললেন, তুমি যুবক মানুষ। আমি তোমার ঘুম নষ্ট করতে চাই না'।[২৪৮]

৩. মূসাব্বিহ বিন সাঈদ বলেন,

كَانَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ يختمُ فِيْ رَمَضَانَ فِي النَّهَارِ كُلَّ يَوْمٍ خَتْمَةً، وَيقومُ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ كُلَّ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِخَتْمَةٍ.

'ইমাম বুখারী রামাযান মাসে প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন এবং তারাবীহর ছালাতের পরে প্রতি তিন রাতে একবার কুরআন শেষ করতেন'।[২৪৯]

তাহক্বীক্ব : এই বর্ণনা সনদ সহ ইমাম বায়হাক্বী তার শু'আবুল ঈমানে, খত্বীব বাগদাদী ও ইবনু আসাকির তাদের তারীখে এবং ইবনু আবি ইয়ালা তার ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলায় বর্ণনা করেছেন। সকলের সনদ যেখানে একত্রিত হয়েছে সেখান থেকে মোট রাবী দুই জন।

(ক) মুহাম্মাদ বিন খালিদ আল-বুখারী। শায়খ নায়িফ আল-মানছূরী তাকে মযবূত বলেছেন।[২৫০]

(খ) মূসাব্বিহ বিন সাঈদ। তিনিই মূল বর্ণনাকারী। তিনি ইমাম বুখারীর লিখিত যু'আফা আছ-ছগীরের রাবীগণের একজন।[২৫১]

৪. বাকর বিন মুনীর বলেন,

---

২৪৬. ইবন মাকুলা, আল-ইকমাল ফী রাফয়িল ইরতিয়াব, দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাহ ৭/২২৬।
২৪৭. সাখাবী, আল-আজবিবা আল-মারযিয়্যা ৩/৯৯০।
২৪৮. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৭১; তারীখে বাগদাদ ২/৩২২; তাহযিবুল কামাল ২৪/৪৪৮।
২৪৯. শু'আবুল ঈমান হা/ ২০৫৮; ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলা ১/২৭৫।
২৫০. আর-রওযুল বাসিম ২/১০১৫।
২৫১. ইমাম বুখারী, তহাক্বীক্ব : ইবনু আবিল আইনাইন, আয-যু'আফাউছ ছগীর, পৃঃ ২০, টীকা দ্রষ্টব্য; আহমাদ বিন ইয়াহইয়া, বুগইয়াতুল মুলতামিস, পৃঃ ৪৫৯।

كَانَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ، فلسعَهُ الزُّنْبُورُ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً. فَلَمَّا قضى الصَّلاَةَ، قَالَ: انْظُرُوا أَيش آذَانِي.

'ইমাম বুখারী একবার রাতে ছালাত আদায় করছিলেন। ছালাতের মাঝে তাকে ভিমরুল প্রায় ১৭ বার দংশন করে। তিনি ছালাত শেষে আমাদেরকে বললেন, দেখ তো! আ'মাশে কী কষ্ট দিল?'[২৫২]

তাহক্বীক্ব :

(ক) আবু আমর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মুকরি। শায়খ নায়িফ আল-মানছূরী তার বিষয়ে বলেন, সে সত্যবাদী।[২৫৩]

(খ) আবু সাঈদ বাকর বিন মুনীর। ইমাম ইবন মাকুলা তার ইকমালে এই রাবীর পরিচয় দিয়েছেন[২৫৪] এবং ইমাম সাখাবী তাকে মযবূত বলেছেন।[২৫৫]

অতএব সনদ নিঃসন্দেহে ছহীহ।

আরো একটি সনদে এই জাতীয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে,

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ القَوْمِ: كَيْفَ لَمْ تخرجْ مِنَ الصَّلاَةِ أَوَّلَ مَا أَبرَكَ؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُوْرَةٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُتِمَّهَا!!

'ইমাম বুখারীকে কেউ জিজ্ঞেস করল, যখন আপনাকে প্রথমবার দংশন করেছিল, তখন কেন আপনি ছালাত ছেড়ে দিলেন না? ইমাম বুখারী জবাবে বলেন, আমি একটি সূরা তেলাওয়াত করছিলাম। মন চাচ্ছিল সূরাটা শেষ করে নিই'।[২৫৬]

৫. ইমাম বুখারী বলেন,

مَا توليت شِرَاء شَيْء قطّ وَلَا بَيْعه فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ وَقَدْ أَحلَّ اللهُ البيعَ؟ قَالَ: لِمَا فِيْهِ مِنَ الزِّيَادَةِ، وَالنُّقصَانِ وَالتخليطِ فَخشيتُ إِنْ تولّيتُ أَنْ أَستوِي بغَيرِي كنت آمُر إِنْسَانا فيشتري لي

'আমি কোন দিন কিছু ক্রয়ও করিনি, বিক্রিও করিনি। আমি তাকে বললাম, কেন ক্রয়-বিক্রয় করেন না, অথচ মহান আল্লাহ তো ব্যবসা হালাল করেছেন? তিনি জবাবে বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী ও ধোঁকার আশঙ্কা রয়েছে। আমি চাই না আমার কারণে অন্য কারো বিন্দুমাত্র ক্ষতি

---

২৫২. মুহাম্মাদ ইথিওপী, যাখীরাতুল উক্ববা, পৃঃ ২০/২৪৪; তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৮০; তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।
২৫৩. নায়িফ আল-মানছূরী, আল-রওযুল বাসিম ১/৩১৪।
২৫৪. ইবন মাকুলা, আল-ইকমাল ফী রাফয়িল ইরতিয়াব, দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাহ ৭/২২৬।
২৫৫. সাখাবী, আল-আজবিবা আল-মারযিয়্যা ৩/৯৯০।
২৫৬. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৮০।

হোক। আমার প্রয়োজন হলে আমি কোন মানুষকে নির্দেশ দেই সে আমার জন্য যা প্রয়োজন হয়, ক্রয় করে নিয়ে আসে'।[২৫৭]

৬. তিনি মানুষের হক্ব বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। ওররাক্ব আল বুখারী হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

وَكَانَ يَرْكَبُ إِلَى الرَّمْيِ كَثِيراً، فَمَا أَعْلَمُنِي رَأَيْتُهُ فِي طولِ مَا صحبْتُهُ أَخطَأَ سهمُهُ الهَدَفَ إِلاَّ مرَّتينِ، فَكَانَ يُصِيبُ الهدفَ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَكَانَ لاَ يُسْبَقُ...

'ইমাম বুখারী তীরন্দাজিতে খুব পারদর্শী ছিলেন। আমি তার সাথে কাটানো দীর্ঘ সময়ে দুইবার মাত্র তার নিশানা ভুল হতে দেখেছি। তাকে তীরন্দাজিতে হারানো যেত না। একদা তীরন্দাজি করতে গিয়ে একটি ব্রীজের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। তখন তিনি ব্রীজের মালিককে অনুসন্ধান করতে থাকেন। ব্রীজের মালিককে জানিয়ে পাঠান আমার তীরন্দাজির কারণে আপনার ব্রীজের ক্ষতি হয়ে গেছে। আমাকে হয় খুঁটিটি পরিবর্তনের অনুমতি দিন অথবা তার মূল্য গ্রহণ করুন! ব্রীজের মালিক ছিলেন হুমায়দ ইবনে আখযার। তিনি ইমাম বুখারীর কথা শুনে আনন্দে আপ্লুত হয়ে যান এবং বলেন, আমার সকল সম্পদ আপনার পায়ের নীচে। আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এই মন্তব্য শুনে ইমাম বুখারী এতটাই আনন্দিত হন যে, আনন্দের আতিশয্যে তিনি সেদিন ৫০০ হাদীছ বর্ণনা করেন এবং ৩০০ দিরহাম গরীব মিসকীনদের মাঝে দান করেন'।[২৫৮]

৭. ইমাম বুখারী বলেন,

مَا أَكَلْتُ كُرَّاثاً قَطُّ، وَلاَ القَنَابَرَى .قُلْتُ: ولِمَ ذَاكَ؟قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُوذِيَ مَنْ مَعِي مِنْ نَتَنِهِمَا.قُلْتُ: وَكَذَلِكَ البصلُ النِّيءُ؟قَالَ: نَعَمْ.

'আমি কোন দিন কুররাছ (পেঁয়াজ জাতীয় সবজি বিশেষ) এবং কুন্নাবারা (এক প্রকার উদ্ভিদ) খাইনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বললেন, আমি চাই না আমার সাথে যারা আছে, তারা তার গন্ধে কষ্ট পাক। আমি তাকে বললাম, তাহলে পেঁয়াজও খান না? তিনি বললেন, না'।[২৫৯]

তাহক্বীক্ব : উপরের তিনটি ঘটনাই মুহাম্মাদ বিন হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা প্রথমেই করেছি।

৮. মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাস ফিরাবরী বলেন,

كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ بِفِرَبْر فِي المَسْجِدِ، فَدَفَعْتُ مِنْ لِحْيَتِهِ قَذَاةً مِثْلَ الذَّرَّةِ أَذْكُرُهَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُلقِيهَا فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: أَلقِهَا خَارِجاً مِنَ المَسْجِدِ .

---

২৫৭. তাগলীকুত তালীক্ব ৫/৩৯৫

২৫৮. ফাৎহুল বারী ১/৪৮০।

২৫৯. তারীখুল ইসলাম ৬/১৪০ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৪৫।

'আমি একদা ইমাম বুখারীর সাথে ফিরাবরের একটি মসজিদে বসে ছিলাম। আমি তার দাড়ি থেকে সামান্য পরিমাণ ময়লা তুলে মসজিদে ফেলতে যাচ্ছিলাম। তিনি আ'মাকে বললেন, মসজিদের বাইরে ফেলে দাও'।[২৬০]

তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ বিন আব্বাস আল ফিরাবরী থেকে এই বর্ণনাটি মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। আমাদের ধারণা মুহাম্মাদ বিন আব্বাস আল-ফিরাবরী মূলত মুহাম্মাদ বিন আব্বাস বিন খালিদ আবু আব্দুল্লাহ আস-সুলামী।[২৬১] ইমাম ইবনু আবি হাতিম তার বিষয়ে বলেন,

صدوق من عباد الله الصّالحين

'তিনি সত্যবাদী এবং মহান আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাগণের একজন'।[২৬২]

সুতরাং সনদ ইনশাআল্লাহ ছহীহ।

এছাড়া অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা আছে। যথা-

كُنَّا فِي مجْلِس البُخَارِيّ فِي الْمَسْجِد، فَأخذ أحد الْحَاضِرين من لحية البُخَارِيّ قذاة فطرحها، فَرَأَيْت البُخَارِيّ ينظر إِلَيْهَا وَإِلَى النَّاس يستغفلهم حَتَّى إِذا غفلوا فِي ظَنّه أَخذهَا وأدخلها فِي كمه، فَلَمَّا خرج من الْمَسْجِد مَدَّ يَده إِلَى كمه فَأَخذهَا وطرحها فِي الأَرْض

'মুহাম্মাদ ইবনে মানছুর বলেন, আমরা একদা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মজলিসে ছিলাম। একজন ব্যক্তি তার দাড়ি থেকে একটা ময়লা উঠিয়ে ফেলে দিল। ইমাম বুখারী ময়লাটি এবং ব্যক্তিটির দিকে তাকালেন। যখন মানুষ অন্যদিকে মনোযোগ দিল, তখন তিনি ময়লাটি মেঝে হতে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসলেন। তিনি মসজিদকে ঐ জিনিস থেকে পরিষ্কার রাখতে চাচ্ছিলেন, যা থেকে তার দাড়িকে পরিষ্কার রাখা হয়েছে'।[২৬৩]

সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সনদ থেকে বর্ণিত উপরের দু'টি বর্ণনার আলোকে বলা যায় ইমাম বুখারীর সাথে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল।

৯. মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বলেন,

وَأَملَى يَوْماً عليّ حَدِيْثاً كَثِيْراً فَخَاف مَلاَلِي فَقَالَ: طِبْ نَفْساً فإن أَهْلَ الملاَهِي فِي ملاَهِيهِم، وَأَهْلَ الصَّنَاعَاتِ فِي صناعَاتِهِم، وَالتُّجَّارَ فِي تجَارَاتِهِم، وَأَنْتَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابِهِ.

২৬০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৪৫।
২৬১. ক্বাসতাল্লানী, ইরশাদুস সারী ৪/১৯৯।
২৬২. তারীখুল ইসলাম ৬/৪৯০।
২৬৩. তারীখে বাগদাদ ২/৩২২; তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৮০।

'একদা ইমাম বুখারী আমাকে দিয়ে অনেক হাদীছ লিখালেন। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন আমি বিরক্ত হচ্ছি কিনা। সেই ধারণা থেকে তিনি বললেন, তোমার মন খুশী কর! নিশ্চয় খেল-তামাশাকারীরা খেলতামাশা নিয়ে ব্যস্ত, কর্মচারীরা অদের কর্ম নিয়ে ব্যস্ত আর ব্যবসায়ীরা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। আর তুমি আছ রাসূল এবং তার ছাহাবীগণের সাথে'।[২৬৪]

তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ বিন হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী থেকে ইমাম যাহাবী তার সিয়ারে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী, খত্বীব বাগদাদী, ইবনু আসাকির কেউই তাদের গ্রন্থে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেননি। মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম বিষয়ে আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি।

১০. ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর একটি চুল ছিল মর্মে একটি রিওয়ায়েত মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল বুখারী বর্ণনা করেছেন।[২৬৫] আর এটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর চুল সংগ্রহ করেছিলেন মর্মে অগণিত ছহীহ হাদীছ রয়েছে।[২৬৬] এই চুলগুলো বংশ পরম্পরায় পরবর্তীতেও ছিল। যেমন ইবনু সিরীন (রহঃ) বলেন তাদের নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর চুল ছিল যা তারা আনাস (রাঃ) থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।[২৬৭] সেই হিসেবে ইমাম বুখারী (রহঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর চুল পৈত্রিক সূত্রেও পেতে পারেন অথবা কোন উস্তাদ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। আর রাসূল (ছাঃ)-এর যে কোন কিছু থেকে বরকত হাছিল করা জায়েয এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। ইমাম বুখারী (রহঃ)ও বরকতের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর চুল সবসময় তার সাথে রাখতেন।

ইমাম বুখারীর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা বিস্তারিত তাহক্বীক্ব সহ পূর্বে আলোচনা করেছি। যথা-

১. তিনি পেঁয়াজসহ গন্ধযুক্ত কোন খাবার গ্রহণ করতেন না।
২. তিনি খুব কম আহার গ্রহণ করতেন। তরকারী-সবজী ছাড়া দিনে মাত্র একটি রুটি ও হালকা বাদাম খেতেন। মশলা জাতীয় কোন খাবার গ্রহণ করতেন না।
৩. প্রতিদিন ১১ রাক'আত তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতেন।
৪. পড়াশোনার জন্য রাত্রে ১৫-২০ বার উঠতেন।
৫. পবিত্র কুরআন শেষ করতেন। বিশেষ করে রামাযান মাসে বহুবার কুরআন খতম করতেন।
৬. তীরন্দাজিতে পারদর্শী ছিলেন। মাঝে মধ্যেই তীরন্দাজির জন্য বের হতেন।
৭. তিনি ব্যবসায় অর্থ ইনভেস্ট করতেন। কিন্তু নিজে কখনো ক্রয়-বিক্রয় করতেন না।

---

২৬৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৪৫।
২৬৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৫৩।
২৬৬. ছহীহ বুখারী হা/ ৫৮৯৭।
২৬৭. ছহীহ বুখারী হা/১৭০।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর আরো কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা নিম্নে পেশ করা হলঃ

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ الحُسَيْنَ بنَ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنديَّ يَقُوْلُ: كَانَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ مخصوصاً بِثَلاَثِ خِصَالٍ مَعَ مَا كَانَ فِيْهِ مِنَ الخِصَالِ المحمودَةِ: كَانَ قَلِيْلَ الكَلاَمِ، وَكَانَ لاَ يطمعُ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ،وَكَانَ لاَ يشتغِلُ بِأُمُوْرِ النَّاسِ، كُلُّ شُغْلِهِ كَانَ فِي العِلْمِ

'ইমাম বুখারীর তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল- তিনি কথা কম বলতেন, অন্যের জিনিসের প্রতি কোন সময় লোভী ছিলেন না এবং মানুষের বিষয় নিয়ে কোন সময় ব্যস্ত হতেন না; তার যাবতীয় ব্যস্ততাই ছিল ইলম নিয়ে'।[২৬৮]

তাহক্বীক্ব : এই বর্ণনাটি হুসাইন বিন মুহাম্মাদ আস-সমরকন্দী থেকে মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। আমাদের ধারণা হুসাইন বিন মুহাম্মাদ আস-সমরকন্দী তিনি আবুল ফাযল আস-সমরকন্দী। সমরকন্দের বিখ্যাত বক্তা ছিলেন তিনি।[২৬৯]

বাদশাহ এবং সুলতানদের থেকে দূরে থাকা

ইমাম বুখারীর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি রাজা-বাদশাহগণের থেকে দূরে থাকতেন। যেমন আমরা বোখারা থেকে বহিষ্কারের ঘটনায় দেখেছি। তেমনি আরো একটি ঘটনা পাওয়া যায়। ইমাম বুখারীর নিকট একজন ব্যবসায়ী ২৫ হাজার দিনার কর্য করেছিল। সে তা আদায় করছিল না। জনগণ ইমাম বুখারীকে পরামর্শ দিচ্ছিল গভর্নরের সহযোগিতা নিয়ে টাকা আদায় করতে। ইমাম বুখারী রাজী হননি। পরবর্তীতে ইমাম বুখারীর ছাত্ররা ইমাম বুখারীকে না জানিয়েই গভর্নরকে বিষয়টি অবহিত করে। গভর্নর সেই ঋণ গ্রহিতার উপর চাপ প্রয়োগ করেন। ইমাম বুখারী বিষয়টি বুঝতে পেরে ছাত্রদের উপর রাগান্বিত হয়ে যান। তিনি বলেন, আমি দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিক্রি করতে পারি না। অতঃপর সে ব্যক্তি প্রতি বছর ১০ দিরহাম করে দিতে রাজী হয়। কিন্তু এই চুক্তির পরে সে কখনো আর ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সাথে দেখা করেনি এবং ২৫ হাজার দিরহামের এক দিরহামও সে আদায় করেনি। তারপরেও ইমাম বুখারী গভর্নরের সহযোগিতা গ্রহণ করেননি।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ধারণা ছিল। আজ যদি আমি সরকার থেকে কোন সহযোগিতা গ্রহণ করি একদিন সরকার আমাকে সেই সহযোগিতার দোহাই দিয়ে তার পক্ষে এমন কোন কাজ করতে বলবে যা শরী'আত বিরোধী। আমি যদি সেই কাজ না করি, তাহলে সে আমাকে নিমকহারাম ও অকৃতজ্ঞ বলে তিরস্কার করবে। সুতরাং আমি সরকারের ইহসান গ্রহণ করব না।

ইমাম বুখারী থেকে এই ঘটনা মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে ইমাম যাহাবী ও ইমাম সুবকী নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২৭০]

---

২৬৮. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৪০০।
২৬৯. তারীখুল ইসলাম ১২/৭৫৪।
২৭০. তারীখুল ইসলাম ৬/১৪০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৪৬।

ইমাম বুখারীর বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য

১. কুতায়বা (রহঃ) বলেন,

وَعَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ: لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِي الصَّحَابَةِ لَكَانَ آيَةً.

'ইমাম বুখারী যদি ছাহাবাগণের মধ্যে থাকতেন, তাহলে তিনি নিদর্শনে পরিণত হতেন'।[২৭১]

২. কুতায়বা (রহঃ) আরো বলেন,

مَثَلُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ فِي صدقِهِ وَوَرَعِهِ كَمَا كَانَ عُمَرُ فِي الصَّحَابَةِ

'সততা ও আল্লাহভীরুতায় ছাহাবীগণের যুগে ওমর (রাঃ) যেমন, আমাদের যুগে ইমাম বুখারী তেমন'।[২৭২]

৩. ইমাম ইবনু খুযায়মা (রহঃ) বলেন,

مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَديمِ السَّمَاءِ أَعْلَمَ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَحْفَظَ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ.

'আমি আসমানের নীচে ইমাম বুখারীর চেয়ে হাদীছ বিষয়ে জ্ঞানী এবং হাফেয কাউকে দেখিনি'।[২৭৩]

৪. ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন

لَمْ يجئنَا مِنْ خُرَاسَانَ مِثْلُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ.

'আমাদের নিকটে খোরাসান থেকে ইমাম বুখারীর মত কেউ আসেনি'।[২৭৪]

৫. ইমাম আবু হাতিম (রহঃ) বলেন,

مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ أَعْلَمُ مَنْ دَخَلَ العِرَاقَ

'ইরাকে যারা এসেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ইমাম বুখারী'।[২৭৫]

৬. ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন,

مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ إِمَامُ أَهْلِ الحَدِيْثِ

'ইমাম বুখারী আহলেহাদীছগণের ইমাম'।[২৭৬]

৭. ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

دَعْنِي أُقَبِّلْ رجليكَ يَا أُسْتَاذَ الأُسْتَاذِين، وَسَيِّدَ المُحَدِّثِيْنَ، وَطبيبَ الحَدِيْثِ فِي عِلَلِهِ.

---

২৭১. ইবনুল মুলাক্কিন, তাওযীহ, ফাৎহুল ১/৬৪; ফাৎহুল বারী ১/৪৮২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/৪৩১।
২৭২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৩১।
২৭৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১১/২৬; তাহযিবুল আসমায়ি ওয়াল-লুগাত ১/৭০; তাহযীবুত তাহযীব ৯/৫২।
২৭৪. ইবনুল মুলাক্কিন, আত-তাওযীহ ১/৬৪; মাওসুয়া আক্বওয়াল ইমাম আহমাদ ৩/২৪০।
২৭৫. হাফেয ইরাক্বী, তৃরহুত-তাছরীব ১/১০১; ইবনু রজব হাম্বলী, শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৪৯৬; তারীখে বাগদাদ ২/৩৪০।
২৭৬. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৪১৩।

'হে উস্তাদগণের উস্তাদ! মুহাদ্দিছগণের সরদার! এবং ইলালে হাদীছের ডাক্তার! আ'মাশে আপনার পদ চুম্বন করার সুযোগ দিন'।[২৭৭]

৮. ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন,

لَمْ أَرَ بِالعِرَاقِ وَلاَ بِخُرَاسَانَ فِي مَعْنَى العِلَلِ وَالتَّارِيْخِ وَمَعْرِفَةِ الأَسَانِيْدِ أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ.

'আমি ইরাক এবং খোরাসানে হাদীছের ইলাল, ইতিহাস এবং সনদ বিষয়ে ইমাম বুখারীর চেয়ে জ্ঞানী কাউকে দেখিনি'।[২৭৮]

৯. ইমাম ফাল্লাস(রহঃ) বলেন,

حَدِيْثٌ لاَ يَعْرِفُهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ لَيْسَ بِحَدِيْثٍ

'যে হাদীছ ইমাম বুখারী জানেন না, তা হাদীছ নয়'।[২৭৯]

১০. মুহাম্মাদ বিন বাশশার বলেন,

حفَاظُ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ: أَبُو زُرْعَةَ بِالرَّيِّ، وَالدَّارِمِيُّ بِسَمَرْقَنْدَ، وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بِبُخَارَى، وَمُسْلِمٌ بِنَيْسَابُوْرَ.

'দুনিয়ার হাফেয চারজন। রায়ের ইমাম আবু যুর'আ, সমরকন্দের ইমাম দারেমী, বোখারার মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (ইমাম বুখারী) এবং নিশাপুরের ইমাম মুসলিম'।[২৮০]

১১. আবু মুস'আব আয-যুহরী (রহঃ) বলেন,

مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ أَفقهُ عِنْدنَا وَأَبصرُ بِالحَدِيْثِ مِنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ. فَقِيْلَ لَهُ: جَاوزتَ الحدَّ. فَقَالَ لِلرَّجُلِ: لَوْ أَدْرَكْتَ مَالِكًا وَنَظَرْتَ إِلَيْهِ وَإِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ لَقُلْتَ كِلَاهُمَا وَاحِدٌ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ

'ইমাম বুখারী আমাদের নিকেট আহমাদ ইবনে হাম্বালের তুলনায় হাদীছ ও ফিক্বহ বিষয়ে বেশী জ্ঞানী। তখন তাকে বলা হল, আপনি সীমা অতিক্রম করলেন। তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন, যদি তুমি ইমাম মালেক ও ইমাম বুখারীকে একসাথে দেখতে, তাহলে বলতে, তারা উভয়েই হাদীছ এবং ফিক্বহে সমান জ্ঞানী'।[২৮১]

---

২৭৭. ফাৎহুল বারী ১/৪৮৮; শামসুল হক্ব আজিমাবাদি, দারুল কুতুব, আওনুল মা'বূদ ১৩/১৪০; ইবনু রজব হাম্বলী, শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৩৩; তারীখে বাগদাদ ১৫/১২১।

২৭৮. ইমাম তিরমিযী, তাহক্বীক্ব : বাশশার, সুনানে তিরমিযী ৬/২৩২।

২৭৯. তাহযীবুত তাহযীব ৯/৫০; তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।

২৮০. সুয়ূতী, ত্বাক্বাত আল-হুফফায, পৃঃ ২৫৩; তারীখে দিমাশক্ব ৫৮/৮৯; তাহযীবুত তাহযীব ৯/৫০।

২৮১. ইরাক্বী, ত্বরহুত-তাছরীব ১/১০১; মুহাম্মাদ ইথিওপী, যাখীরাতুল উক্ববা ২০/২৪৫।

ইমাম বুখারীর লিখিত বই সমূহের পরিচয়

ইমাম বুখারী মোট কতটি বই লিখেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ১৯টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম আজুলুনী ও আব্দুস সালাম মুবারকপুরী (রহঃ) ২৪টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। আব্দুল আলীম বাস্তাবী (হাফিঃ) ৩৬টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর নাম-পরিচয়সহ পেশ করা হল।[২৮২]

আত-তারীখুল কাবীর :

তারীখ নামে ইমাম বুখারীর তিনটি গ্রন্থ আছে।

১. তারীখুল কাবীর।
২. তারীখুল আওসাত।
৩. তারীখুছ ছাগীর।

উনি আঠারো বছর বয়সে যে তারীখ লিখেন তা 'তারীখুল কাবীর' নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থটি মূলত জীবনীমূলক গ্রন্থ। ইমাম যাহাবী বলেন,

"تَارِيْخُ" البُخَارِيِّ، يَشْتَمِلُ عَلَى نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِيْنَ أَلفاً، وَزِيَادَةً

'তারীখুল বুখারীতে প্রায় চল্লিশ হাজারের অধিক রাবীর জীবনী রয়েছে'।[২৮৩]

বর্তমান প্রকাশিত তারীখে প্রায় সাড়ে তিন হাজার রাবীর জীবনী রয়েছে। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ভারতে দায়িরাতুল মা'আরিফ হায়াদারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে মিশর, বৈরূতসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়।

তারীখুল কাবীরের মানহাজ :

১. ইমাম বুখারী রাবীদের জীবনী আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ নামের রাবীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন।
২. প্রতিটি অক্ষরের অধীনে যে নামগুলো আছে সেগুলোকে তিনি স্তর হিসাবে সাজিয়েছেন। যেমন 'আলিফ' অক্ষর দিয়ে যাদের নাম রয়েছে তাদের মধ্যে থেকে প্রথমে ছাহাবীগণের নাম তারপর তাবেঈনদের নাম এইভাবে স্তর অনুযায়ী সাজিয়েছেন।
৩. ইমাম বুখারী তার অত্র বই বিষয়ে বলেন,

وَقَلَّ اسْمٌ فِي التَّارِيْخِ إِلاَّ وَلَهُ قِصَّةٌ، إِلاَّ أَنِّي كَرِهْتُ تطويلَ الكِتَابِ

'তারীখুল কাবীরে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীর বিষয়ে একটি হলেও ঘটনা আছে। আমি বই বড় হওয়ার ভয়ে তা পরিত্যাগ করেছি।[২৮৪]

---

২৮২. ফাৎহুল বারী ১/৪৯২; আল-ফাওয়ায়েদ আদ-দারারী, পৃঃ ১৪২; সিরাতুল বুখারী ১/৩০৯।
২৮৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৭০।
২৮৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪০০।

৪. অধিকাংশ রাবীর নামের ক্ষেত্রে জারাহ ও তা'দীল কিছুই উল্লেখ করেননি। বরং চুপ থেকেছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারীর এই চুপ থাকা রাবীর জন্য জারাহ বা তা'দীল কিছুই নয়।

জ্ঞাতব্য :

১. এই কিতাবটি যদিওবা মনে হয় শুধু রাবীদের জীবনী জমা করা হয়েছে। কিন্তু আরো দু'টি বিষয় অত্র কিতাবে তিনি আলোচনা করেছেন,
ক. হাদীছের ইল্লাত।
খ. মুরসাল হাদীছ।

এজন্যই ইমাম বুখারীর বিষয়ে বলা হয় তিনি ইলমে হাদীছের সকল বিভাগের মৌলিক রচয়িতা। ই'লাল বিষয়ে তিনিই প্রথম লিখেছেন, ইলমুর রিজাল বিষয়ে তিনিই প্রথম লিখেছেন, মুরসাল বিষয়ে তিনিই প্রথম লিখেছেন, ছহীহ হাদীছকে আলাদা করে জমা করার কাজও তিনিই প্রথম করেছেন।

২. ইমাম আব্দুর রহমান বিন হাতিম (রহঃ) এই তারীখ গ্রন্থকে সামনে রেখেই তার বিখ্যাত 'আল-জারাহু ওয়াত-তা'দীল' গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম বুখারীর তারীখুল কাবীরে যত রাবী আছে সকল রাবীর বিষয়ে তিনি তার পিতা আবু হাতিম এবং ইমাম আবু যুরআ'কে জিজ্ঞেস করেন এবং তাদের মন্তব্য জমা করে 'আল-জারহু ওয়াত তা'দীল' লিপিবদ্ধ করেন।

আত-তারীখুল আওসাত ও তারীখুছ ছাগীর

আত-তারীখুল আওসাত গ্রন্থটি ইমাম বুখারী সময় ও সাল অনুযায়ী সাজিয়েছেন। প্রথমে তাদের জীবনী উল্লেখ করেছেন যারা হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তারপর ঐ সমস্ত আনছার ও মুহাজিরগণের জীবনী যারা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপর তাদের জীবনী যারা আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে মৃত্যুবরণ করেছেন। 'এত সাল থেকে এত সালের মধ্যে যারা মারা গেছেন তাদের জীবনী'। এইভাবে ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈনদের জীবনীমূলক গ্রন্থ 'তারীখুল আওসাত'। এই গ্রন্থের সবেচেয় বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইমাম বুখারী এই গ্রন্থে প্রত্যেক রাবীর মৃত্যু সাল উল্লেখ করেছেন।[২৮৫] তারীখুল কাবীরের মত এই বইয়েও জারাহ ও তা'দীল তেমন নাই।

জ্ঞাতব্য :

১. তারীখুল আওসাতের মুহাক্কিক্বের দাবী অনুযায়ী আমাদের সামনে তারীখুছ ছাগীর নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়ে আসছে সেটিই মূলত তারীখুল আওসাত। প্রথম যারা ছাপিয়েছিল তাদের থেকে নাম নির্ধারণে ভুল হয়ে যায়। তারীখুছ ছাগীর মূলত শুধু ছাহাবীগণের জীবনী নিয়ে লিখিত।[২৮৬]

---

২৮৫. আনিস ত্বাহির, আল-বায়ান ওয়াত-তাফসীল, পৃঃ ২৯৬।
২৮৬. আনিস ত্বাহির, আল-বায়ান ওয়াত-তাফসীল, পৃঃ ২৯৭।

২. প্রথম যে তারীখুছ ছাগীরটি প্রকাশিত হয়েছিল তা আল্লামা শামসুল হক্ব আজিমাবাদীর সহযোগিতায় ভারতের এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। যদি সেটাই তারীখুল আওসাত হয় তাহলে তারীখুছ ছাগীর কোথায়? এই বিষয়টি গবেষণার দাবী রাখে। কেননা প্রথম প্রকাশকের দাবী অনুযায়ী তিনি প্রায় চারটি কপির সাথে মিলিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত করেছিলেন। *ওয়াল্লাহু আ'লাম!*

আল-জামেউল কাবীর :

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) গ্রন্থটির নাম তার ফাৎহুল বারীর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।[২৮৭] মিরআতুল মাফাতীহের লেখক ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)-এর দাবী অনুযায়ী এই গ্রন্থটির হাফেয ইবনু কাছীরের হাতে লেখা কপি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে জার্মানীর লাইব্রেরীতে ছিল।[২৮৮]

খালকু আফ'আলিল ইবাদ :

গ্রন্থটি বর্তমানে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহঃ) ক্বাদারিয়া ফিরক্বার প্রতিবাদ করেছেন। কুরআন ও হাদীছ থেকে দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের যাবতীয় কাজের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ।

আয-যু'আফাউছ ছাগীর :

হাফেয যুবাইর আলী যাঈ (রহঃ)-এর তাহক্বীক্বে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত। এই গ্রন্থটিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। প্রায় প্রতিটি রাবীর উপর নিজের হুকুম অথবা অন্যান্য মুহাদ্দিছীনে কেরামের হুকুম বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য :

১. রাবীগণের উপর ইমাম বুখারীর হুকুম জানার অন্যতম উৎস তিনটি। তার লিখিত তারীখুল কাবীর এবং আয-যু'আফাউছ ছাগীর। এই দুই বইয়ের সাথে ইমাম তিরমিযী বিভিন্ন রাবীর উপর ইমাম বুখারী থেকে যে হুকুম বর্ণনা করেছেন সেগুলো। ইমাম বুখারীর যত মন্তব্য ইমাম তিরমিযী নক্বল করেছেন বর্তমানে সেগুলোকে একত্রিত করে ইউসুফ নাজদী আলাদা একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

২. ইমাম যাহাবীর বিভিন্ন মন্তব্য গবেষণা করলে বুঝা যায়, ইমাম বুখারীর যু'আফা নামে দু'টি গ্রন্থ ছিল। যু'আফাউল কাবীর এবং যু'আফাউছ ছাগীর। ইমাম যাহাবীর নিকট দু'টি গ্রন্থই ছিল। তিনি দু'টি গ্রন্থ থেকে তার মীযানুল ই'তিদালে ইমাম বুখারীর অনেক মন্তব্য নক্বল করেছেন।[২৮৯]

---

২৮৭. ফাৎহুল বারী ১/৪৯২।

২৮৮. আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, তাহক্বীক্ব ও আরবী অনুবাদ : আব্দুস সালাম বাস্তাবী, সিরাতুল বুখারী, পৃঃ ২৯০, টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮৯. আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, তাহক্বীক্ব ও আরবী অনুবাদ : আব্দুস সালাম বাস্তাবী, সিরাতুল বুখারী, পৃঃ ২৯১-২৯৩, টীকা দ্রষ্টব্য।

আল-আদাবুল মুফরাদ :

মানুষের সামাজিক জীবনের জন্য অত্যন্ত যরূরী একটি গ্রন্থ। সমাজে চলা-ফেরা করতে মানুষের আদব-ক্বায়দা ও স্বভাব-চরিত্র কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে হাদীছ ভিত্তিক অনন্য এক গ্রন্থ। গ্রন্থটি বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে বহুবার প্রকাশিত। বাংলা ভাষাতেও অনুবাদ হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রায় দেড় হাজার হাদীছ রয়েছে।

জুযউ রাফঈল ইয়াদায়ন :

ছালাতে রাফউল ইয়াদায়ন করার বিষয়ে অনন্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি রাফউল ইয়াদায়নের পক্ষে হাদীছ জমা করেছেন এবং রাফউল ইয়াদায়ন না করার দলীলগুলোর খণ্ডন করেছেন। ভারত উপমহাদেশের অনেক আলেম এই বইটির তাহক্বীক্ব করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শায়খ বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী (রহঃ)। তিনি 'জালাউল আয়নায়ন' নামে গ্রন্থটির তাহক্বীক্ব করেছেন।

জুযউল ক্বিরাত খলফাল ইমাম :

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের অপরিহার্যতা নিয়ে লিখিত অনন্য একটি গ্রন্থ। আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ)-এর সহযোগিতায় পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রায় ১৯০ টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

আল-মুসনাদুল কাবীর ও আত-তাফসীরুল কাবীর :

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এই গ্রন্থ দু'টির কথা তার ফাৎহুল বারীর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।[২৯০] মিরআতুল মাফাতীহের লেখক ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)-এর দাবী অনুযায়ী এই গ্রন্থটির কপি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানীর লাইব্রেরীতে ছিল।[২৯১]

আসামিছ ছাহাবা :

গ্রন্থটির নামেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, ছাহাবায়ে কেরামের উপর লিখিত গ্রন্থ। গ্রন্থটির কথা হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফাৎহুল বারীর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।[২৯২] সিজকিনের দাবী অনুযায়ী গ্রন্থটির একটি লিখিত পাণ্ডুলিপিও আছে।[২৯৩] ইমাম আবু নু'আইম তার মা'রিফাতুছ ছাহাবা গ্রন্থে ইমাম বুখারীর এই গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য বর্ণনা করেছেন।[২৯৪] মিরআতুল মাফাতীহের লেখক ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)-এর দাবী অনুযায়ী এই গ্রন্থটির কপি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানীর লাইব্রেরীতে ছিল।[২৯৫]

---

২৯০. ফাৎহুল বারী ১/৪৯২।

২৯১. আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, তাহক্বীক্ব ও আরবী অনুবাদ : আব্দুস সালাম বাস্তাবী, সিরাতুল বুখারী, পৃঃ ২৯৫, টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯২. ফাৎহুল বারী ১/৪৯২।

২৯৩. তারীখুত তুরাছ ১/৩৫৪।

২৯৪. মুহাম্মাদ বিন মাতার আয-যাহরানী, ইলমুর রিজাল, পৃঃ ৮৫, টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯৫. আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, তাহক্বীক্ব ও আরবী অনুবাদ : আব্দুস সালাম বাস্তাবী, সিরাতুল বুখারী, পৃঃ ২৯৮, টীকা দ্রষ্টব্য।

জ্ঞাতব্য : ইমাম বুখারীর আত-তারীখুছ ছাগীর গ্রন্থটিও শুধু ছাহাবায়ে কেরামের উপর লেখা। এছাড়া বর্তমানে প্রকাশিত তারীখুল আওসাত ও তারীখুল কাবীর গ্রন্থেও ছাহাবায়ে কেরামের জীবনী রয়েছে।

কিতাবুল বিহদান :

যে সমস্ত রাবী মাত্র একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদেরকে হাদীছের পরিভাষায় বিহদান বলা হয়। ইমাম বুখারী সেই সমস্ত রাবীদেরকে জমা করে এই গ্রন্থটি লিখেছেন। ইমাম ইবনু মান্দা এই গ্রন্থ থেকে অনেক উপকার হাছিল করেছেন। ইমাম বুখারীর পূর্বে এই বিষয়ে কেউ গ্রন্থ লিখেছেন কিনা জানা যায় না।

জ্ঞাতব্য :

১. ইমাম বুখারীর পরে ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ সহ অনেকেই এই বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু তাদের গ্রন্থ আর ইমাম বুখারীর গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম একটি পার্থক্য হচ্ছে, ইমাম বুখারী শুধু ছাহাবীগণের উপর লিখেছেন। যে সমস্ত ছাহাবী থেকে একটির বেশী হাদীছ পাওয়া যায় না তাদেরকে জমা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম সকল রাবীদের উপর লিখেছেন যাদের থেকে একটির বেশী হাদীছ পাওয়া যায় না।
২. এই জাতীয় বইয়ের উপকারিতা হচ্ছে, এই জাতীয় বইয়ের মাধ্যমে মাজহূল রাবীগণকে জানা যায়।

কিতাবুল মাবসূত :

এই বিষয়ে মাবসূত হাফেয আবুল ফযল বিন ত্বাহিরের মন্তব্য হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) নক্বল করেছেন, তিনি বলেন,

كَانَ البُخَارِيّ عمل قبل كتاب الصَّحِيح كتابا يُقَال لَهُ الْمَبْسُوط وَجمع فِيهِ جَمِيع حَدِيثه على الْأَبْوَاب

'ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারী লেখার আগে মাবসূত নামক বইয়ের কাজ করছিলেন। তিনি তাতে অধ্যায় ভিত্তিক হাদীছ জমা করেছেন। এই গ্রন্থ লিখতে গিয়েই তার ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ফিক্বহের গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা মনে জাগে, তখন তিনি ছহীহ বুখারী লিখেন'।[২৯৬]

কিতাবুল কুনা :

রাবীগণের উপনামের উপর লিখিত বই। আরব বিশ্বে মানুষের নাম ধরে ডাকাকে আদবের লঙ্ঘন মনে করা হয়। তাই সকলকেই সাধারণত তাদের সন্তানের নামের দিকে সম্পৃক্ত করে ডাকা হয়। যেমন আবু মারিয়াম। তথা মারিয়ামের পিতা। আবু হানীফা তথা হানীফার পিতা। এই জাতীয় নামকে বলা হয় উপনাম। অনেক সময় দেখা যায় একই নামের অনেক রাবী। তাদের মাঝে

---

২৯৬. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৪২০।

পার্থক্য করার জন্য দু'টি পদ্ধতি কাজে লাগে, একটি হচ্ছে তাদের বংশধারা এবং দ্বিতীয়টি তাদের উপনাম। তাই রাবীকে চিনার জন্য রাবীর উপনাম জানা অত্যন্ত যরূরী। ইমাম বুখারী রাবীগনের উপনামের উপর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। হাফেয ইবুন হাজার আসক্বালানী (রহঃ) গ্রন্থটির কথা তার ফাৎহুল বারীর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।[২৯৭] ইমাম ইবনু মান্দা ও ইমাম আবু আহমাদ আল-হাকিম এই গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য নিজ নিজ বইয়ে নকূল করেছেন। গ্রন্থটি আব্দুর রহমান বিন ইয়াহইয়া আল-মু'আল্লিমীর তাহক্বীক্ব সহ হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এই বইটি কি ইমাম বুখারীর কিতাবুল কুনা না তারীখুল বুখারীর অংশ তা নিয়ে মতভেদ আছে।

ইমাম বুখারী কি বিবাহ করেছিলেন?

ইমাম বুখারী (রহঃ) বিবাহ করেছিলেন কিনা এই নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। মূলত যারা ইতিহাস লিখেছেন এবং মুহাদ্দিছগণের মধ্যে যারা রিজাল শাস্ত্র লিখেছেন তারা কেউই রাবীর বিবাহ ও সন্তানাদি নিয়ে সাধারণত কিছুই উল্লেখ করেননি। সেই জন্য স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকলেও অনেক সময় তা জানা সম্ভব হয় না। ইবনু মাকূলা, মোল্লা আলী ক্বারী ও খত্বীব আত-তিবরিযীর মতে, তার কোন সন্তান নাই। ইমাম আজুলুনীর মতে তিনি বিয়ে করেননি। এই বিষয়ে সঠিক কোন দলীল পাওয়া যায় না যার উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানানো যাবে। তবে ইমাম বুখারীর জীবনীতে এই বিষয়ক দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায় নিম্নে তা তাহক্বীক্ব সহ পেশ করা হল।

১.

كَانَ حُمِلَ إِلَى الْبُخَارِيِّ بِضَاعَةٌ أَنفَذَهَا إِلَيْهِ ابْنُهُ أَحْمَدُ

'ইমাম বুখারীর নিকট কিছু সম্পদ আনা হল যা তার ছেলে আহমাদ তার নিকট পাঠিয়েছে'।[২৯৮]

তাহক্বীক্ব : ইমাম গুঞ্জার তার তারীখে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। এই সনদে দুইজন রাবী রয়েছে,

ক. বাকর বিন মুনীর।

খ. আহমাদ বিন ওমর আল-মুকরি। তাদের উভয়ের বিষয়ে আলোচনা পূর্বে গেছে। উভয়েই মযবূত। সুতরাং সনদ ছহীহ।

২. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

لِي جَوَارٍ وَامْرَأَةٌ وَأَنْتَ عَزَبٌ

'আমার দাসী এবং স্ত্রী রয়েছে, আর তুমি অবিবাহিত'।[২৯৯]

---

২৯৭. ফাৎহুল বারী ১/৪৯২।

২৯৮. তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৮১; ত্বাবাক্বাত আশ-শাফেঈয়্যাহ ২/২২৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৪৭।

২৯৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৫১।

তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারীর সূত্রে ইমাম যাহাবী তার সিয়ারে উল্লেখ করেছেন। খত্বীব বাগদাদী, ইবনু আসকির ও হাফেয ইবনু হাজার কেউই তাদের গ্রন্থে ঘটনাটি উল্লেখ করেননি। মুহাম্মাদ বিন অবি হাতিম ওররাক্ব আল-বুখারী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমার শুরুতেই করেছি।

উপরের দু'টি বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়, ইমাম বুখারী বিবাহ করেছিলেন। আর যতক্ষণ ইমাম বুখারী বিবাহ করেননি মর্মে নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ আমরা এটাই বিশ্বাস করব যে, তিনি বিবাহ করেছিলেন। কেননা বিবাহ রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম একটি সুন্নাত।

ইমাম বুখারী কোন্ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?

ইমাম বুখারীকে শাফেঈরা তাদের মাযহাবের দাবী করে থাকেন এবং হাম্বলীরাও তাদের মাযহাবের দাবী করে থাকে। সেই সূত্র থেকেই তাজুদ্দীন সুবকী (রহঃ) তাকে তার ত্বাবাক্বাত আশ-শাফেঈয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তেমনি ইবনু আবি ইয়ালা (রহঃ) তার ত্বাবাক্বাত আল-হানাবিলা গ্রন্থে ইমাম বুখারীর জীবনী উল্লেখ করেছেন। মূলত তাদের এই ভিন্ন ভিন্ন দাবীই প্রমাণ করে ইমাম বুখারী নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তিনি যেমন হাম্বলী মাযহাবের অনেক ফৎওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন তেমনি শাফেঈ মাযহাবের অনেক ফৎওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তেমনি হানাফী মাযহাবের অনেক ফৎওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। যেমন চুল পানিতে পড়লে সেই পানি অপবিত্র হবে কিনা এই মাসআলায় তিনি হানাফী মাযহাবের পক্ষে ফৎওয়া দিয়েছেন।[৩০০] এই রকম বহু উদাহরণ তার বইয়ের পাতায় পাতায় রয়েছে। সুতারাং এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, তিনি একজন মুজতাহিদ ছিলেন। যেমন ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন,

أَمَّا الْبُخَارِيُّ؛ وَأَبُو دَاوُد فَإِمَامَانِ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ

'ইমাম বুখারী এবং ইমাম আবুদাউদ তারা উভয়ে মুজতাহিদ ছিলেন'।[৩০১]

উল্লেখ্য যে, যারা ৪ মাযহাবের তাক্বলীদ করা ফরয মনে করেন তারা জোরপূর্বক প্রত্যেক ইমামের নামের সাথে শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, হানাফী ইত্যাদী উপাধি যোগ করে থাকেন। অথচ তারা নিজেরা কখনোই বলে যাননি যে, তারা উমুক মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং এই বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রতিটি পাঠকের যরূরী।

৩০০. বুখারী হা/১৭০, ১/৪৫ পৃঃ; ফায়যুল বারী ১/৩৬৭।
৩০১. মাজমুয়া ফাতাওয়া ২০/৪০।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ছহীহ বুখারীর পরিচয়

ছহীহ বুখারীর পরিচয় :

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর জীবনীর আলোচনা শেষ করে আমরা এবার তার লিখিত ছহীহ বুখারীর পরিচয় দেখব ইনশাআল্লাহ।

ছহীহ বুখারীর নাম :

বস্তুর নাম তার পরিচয় বহন করে। ছহীহ বুখারী সর্ম্পকে জানতে হলে সর্বাগ্রে জানতে হবে ইমাম বুখারী তার ছহীহ বুখারীর কী নাম রেখেছিলেন?

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه

'আল-জামিউল মুসনাদুছ ছহীহুল মুখতাসারু মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি'।

এ নাম ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন।[৩০২] অন্যদিকে ইমাম আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله وسننه وأيامه

'আল-জামিউছ ছহীহুল মুসনাদুল মুখতাসারু মিন হাদীছি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি'।[৩০৩]

উভয় ইমামের নক্বল করা নামের মধ্যে দু'টি পার্থক্য রয়েছে। ইমাম নববী জামে'-এর পরে মুসনাদ উল্লেখ করেছেন। ইমাম আসক্বালানী জামে' এরপর ছহীহ উল্লেখ করেছেন তারপর মুসনাদ এবং উমুরের জায়গা হাদীছ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আল-জামে' : জামে' বলা হয় এমন গ্রন্থকে যেখানে ইসলামের সার্বিক বিষয়াদির আলোচনা থাকে। অনেকেই মৌলিক ৮টি অধ্যায়ের আলোচনাকে কোন গ্রন্থের জামে' হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। যথা :

১. আক্বীদা। আক্বীদা অর্থ বিশ্বাস। মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তাই তার সভ্যতার মূল ভিত্তি। ইমাম বুখারী তার ছহীহ বুখারী শুরুই করেছেন আক্বীদা বা বিশ্বাসের আলোচনা দিয়ে।

২. তাফসীর। কুরআনের ব্যাখ্যা। রাসূল (ছাঃ) হচ্ছেন কুরআনের প্রকৃত মুফাসসির। এই জন্য তার হাদীছ হচ্ছে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারীতে তাফসীরের জন্য আলাদা অধ্যায় রচনা করেছেন।

৩. আহকাম। ফিক্বহী শাখাগত আহকাম। ইসলামের বাহ্যিক রূপ হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনে করণীয় প্রতিটি বিষয়ের হুকুম-আহকাম। সাধারণত কিতাবুত ত্বহারাত বা পবিত্রতার অধ্যায় দিয়ে শুরু হয়ে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদীর আলোচনা থাকে। শেষ

---

৩০২ ইমাম নববী প্রণীত ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০৩ ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য।

হয় ক্বিছাছ, রজম সহ বিভিন্ন অপরাধ সংক্রান্ত বিচার ও রায় সম্পৃক্ত হুকুম-আহকামের আলোচনার মাধ্যমে।

৪. ফিৎনা। ভবিষ্যতে অনাগত বিভিন্ন ঘটনাবলী ও ফিৎনা-ফাসাদ নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণী সংক্রান্ত আলোচনা।

৫. ক্বিয়ামত ও পরকাল, ক্বিয়ামতের আলামত, ক্বিয়ামতের আগে-পরে সংঘটিত বিভিন্ন অবস্থা, বিচারের মাঠ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদীর আলোচনা।

৬. সিরাত। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী সংক্রান্ত আলোচনা।

৭. আদব। সার্বিক জীবনে মানুষের আচার-ব্যবহার সংশ্লিষ্ট আদব-ক্বায়দা ও বিভিন্ন দু'আ, বাড়ীতে প্রবেশের সময় সালাম, বাবা মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার ইত্যাদী।

৮. মানাক্বিব। ছাহাবায়ে কেরাম ও অতীতে চলে যাওয়া নবী-রাসূলগণের মর্যাদা সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

মুসনাদ : হাদীছের পরিভাষায় মুসনাদ শব্দটি তিনটি অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা-

১. যে সনদে বিচ্ছিন্নতা নাই বা যে সনদ সংযুক্ত তাকে মুসনাদ বলা হয়। ইমাম বুখারী তার বইয়ের নামে মুসনাদ শব্দটি এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেছেন।

২. ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর নামের উপর ভিত্তি করে যে গ্রন্থ সাজানো হয়, তাকে মুসনাদ বলা হয়। তথা সংকলক সর্বপ্রথম আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছগুলো জমা করলেন তারপর আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছগুলো- এভাবে ছাহাবীগণের নাম অনুযায়ী হাদীছ জমা করা হয় মুসনাদ গ্রন্থগুলোতে।

উদাহরণ : ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর সংকলিত মুসনাদে আহমাদ।

নোট : মুসনাদ গ্রন্থগুলোতে ছাহাবীগণের নাম অনুযায়ী হাদীছ সাজানোর ধরনটা বিভিন্ন রকম হয়। কোন সংকলক ছাহাবীগণের মর্যাদাভেদে তাঁদের নাম সাজান। যেমনঃ প্রথমে খুলাফায়ে রাশেদীনের বর্ণিত হাদীছ, তারপর আশারায়ে মুবাশশারা বর্ণিত হাদীছ- এভাবে কিতাবকে সাজান। কোন মুহাদ্দিছ আরবী বর্ণের ক্রমধারা অনুযায়ী ছাহাবীগণের নামকে সাজান।

৩. স্বয়ং সনদকে মুসনাদ বলা হয়। তথা সনদের অপর নাম হচ্ছে মুসনাদ। এই ক্ষেত্রে মুসনাদের মীমকে ইসমে মাফউলের মীম হিসাবে নয়; বরং মাসদারের মীম হিসাবে ধরা হবে।

ছহীহ : যে হাদীছের সকল রাবী ন্যায়পরায়ণ ও স্মৃতিশক্তির দিক থেকে মযবূত। সনদে কোন বিচ্ছিন্নতা নাই। হাদীছ ইল্লাত বা গোপন ত্রুটি ও শায থেকে মুক্ত। ছহীহ এর শর্তাবলী নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা আমরা 'মুছত্বলাহুল হাদীছ' বইয়ে করেছি।

মুখতাছার : মুখতাছার শব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত।

উপরের চারটি বিষয়কে সামনে রেখে ছহীহ বুখারীর পুরো নামের অর্থ দাঁড়ায়'রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতসমূহ ও তার দিনাতিপাতের ঘটনাগুলোর ছহীহ ও সংযুক্ত সনদে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত কিন্তু সার্বিক সংকলন'।

ছহীহ বুখারী লেখার প্রেক্ষাপট :

ছহীহ বুখারী লেখার কারণ হিসাবে কিছু ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। নিম্নে তা তাহক্বীক্বসহ উল্লেখ করা হল।

প্রথম কারণ : ইবরাহীম বিন মা'ক্বিল আন-নাসাফী বলেন,

إبراهيم بن معقل النسفي يَقُولُ سَمِعت أبا عَبْد الله مُحَمَّد بْن إسماعيل يقول: كنت إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلّى الله عليه وسلّم فوقعَ ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب- يعني كتاب «الجامع

'আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ-এর নিকটে ছিলাম তখন আমাদের কিছু সাথী আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, 'যদি তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাতের উপর কোন সংক্ষিপ্ত কিতাব জমা করতে!'। তখন আমার অন্তরে কথাটি গেঁথে যায় এবং আমি এই বই লিখতে শুরু করি'।[৩০৪]

তাহক্বীক্ব :

ক. ঘটনাটি ইমাম খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার তারীখে বাগদাদে সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) খত্বীব বাগদাদী থেকে নিজ সনদে ঘটনাটি তার ফাৎহুল বারীর ভূমিকায় বর্ণনা করেন। অত্র ঘটনার সনদে খত্বীব বাগদাদী থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত মাঝখানে ৪ জন রাবী রয়েছে। সকলেই মযবূত ও গ্রহণীয়। যথা-

১. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইয়াকূব বিন শায়বা আবুবকর আল-বাগদাদী। তিনি খত্বীব বাগদাদীর শিক্ষক। খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তাকে মযবূত বলেছেন।[৩০৫]

২. মুহাম্মাদ বিন নাঈম আয-যব্বী। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তিনি 'মুস্তাদরাকে হাকেম' গ্রন্থের লেখক ইমাম হাকেম। হাদীছের গ্রন্থগুলোতে তাকে কয়েকটি নামে স্মরণ করা হয়েছে। যথা-

ক. আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকেম।
খ. আবু আব্দুল্লাহ আল-হাফিয।
গ. মুহাম্মাদ বিন নাঈম আন-নিশাপুরী।
ঘ. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আন-নিশাপুরী।
ঙ. মুহাম্মাদ বিন নাঈম আয-যব্বী। আমাদের আলোচিত সনদে তাকে এই নামে স্মরণ করা হয়েছে।
চ. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আয-যব্বী। তার পূর্ণ নাম 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নাঈম আয-যব্বী আন-নিশাপুরী আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকেম'।

---

৩০৪. তারীখ বাগদাদ ২/৮; হাদইউস সারী, পৃঃ ৭; তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৪২, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪০১।

৩০৫. তারীখ বাগদাদ ২/২৪৮।

৩. খলফ বিন মুহাম্মাদ আবু ছালেহ আল-খইয়্যাম। তার বিষয়ে আমরা পূর্বে অনেকবার আলোচনা করেছি।

৪. ইবরাহীম বিন ম্যাক্বিল আন-নাসাফী। ইমাম যাহাবী তার বিষয়ে বলেন,

قاضي نَسَف وعالمها.

'নাসাফের ক্বাযী এবং আলেম'।[৩০৬]

সুতরাং সনদ নিঃসন্দেহে ছহীহ।

খ. এই মন্তব্যটি তারীখে বাগদাদ, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা সহ বিভিন্ন বইয়ে নির্দিষ্ট কারো মন্তব্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং আরবী ইবারতের অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, আমরা ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহের নিকট ছিলাম তখন আমাদের কিছু সাথী আমাদেরকে বলল, যদি তোমরা জমা করতে...। তথা মন্তব্যটি ইমাম ইসহাক্বের নয় বরং কিছু সাথীর। শুধু ইমাম আসক্বালানী (রহঃ) তার ফাৎহুল বারীতে এই মন্তব্যটি ইমাম ইসহাক্বের মন্তব্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৩০৭] হতে পারে তার নিকটে তারীখে বাগদাদের যে কপি ছিল সেখানে আরবী ইবারত এইরূপ ছিল-

كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا لو جمعتم كتابا

অথবা,

كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لبعض أصحابنا لو جمعتم كتابا

ওয়াল্লাহু আ'লাম!

দ্বিতীয় কারণ :

১.

محمدُ بنُ سليمانَ بنِ فارسٍ، قالَ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: رأيتُ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وكأني واقفٌ بينَ يديهِ، وبيدي مروحةٌ أذبُّ عنهُ، فسألتُ بعضَ المعبِّرينَ، فقالَ لي: أنتَ تذبُّ عنهُ الكذبَ، فهو حملني على إخراج الصحيح

'মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান বিন ফারিস বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আর আমার হাতে একটি পাখা রয়েছে আমি তা দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর শরীর থেকে মাছি তাড়াচ্ছি। অতঃপর আমি

---

৩০৬. তারীখুল ইসলাম ৬/৯১৪।

৩০৭. তারীখ বাগদাদ ২/৮; হাদইউস সারী, পৃঃ ৭; তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৪২, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪০১।

কিছু স্বপ্নের তা'বীরকারীগণকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, 'তুমি রাসূলকে মিথ্যা থেকে বাঁচাবে'। এই স্বপ্নই আমাকে ছহীহ বুখারী লিপিবদ্ধ করার প্রতি আগ্রহী করে তুলে'।[৩০৮]

তাহক্বীক্ব : ঘটনাটি হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী তার ফাৎহুল বারীর ভূমিকায় এবং ইমাম ক্বাসতাল্লানী তার ইরশাদুস সারীতে সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। আমরা এই ঘটনার সনদ যতদূর সম্ভব খুঁজার চেষ্টা করেছি কিন্তু পাইনি। তবে মূল বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান বিন ফারিস থেকে ইমাম বুখারীর কিছু রিওয়ায়েত অনেকেই বর্ণনা করেছেন। সে বড় ব্যাবসায়ী ও ধনী ছিল। নিশাপুরের সফরে ইমাম বুখারী তার নিকট অবস্থান করেছিলেন।[৩০৯] উল্লেখ্য যে, হাফেয আসক্বালানী ও ক্বাসতাল্লানী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন 'روينا بالإسناد الثابت' তথা এই বর্ণনাটি ছহীহ সনদে ইমাম বুখারী থেকে আমাদের পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।[৩১০] সুতরাং আশা করা যায় ঘটনা সত্য ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় কারণঃ হাফিয আবুল ফাযল বিন তাহিরের মন্তব্য হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) নকল করেছেন, তিনি বলেন,

كَانَ الْبُخَارِيّ عمل قبل كتاب الصَّحِيح كتابا يُقَال لَهُ الْمَبْسُوط وَجمع فِيهِ جَمِيع حَدِيثه على الْأَبْوَاب

> 'ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারী লেখার আগে মাবসুত নামক বইয়ের কাজ করছিলেন। তিনি তাতে অধ্যায় ভিত্তিক হাদীছ জমা করেছেন। এই গ্রন্থ লিখতে গিয়েই তার ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ফিক্বহের গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা মনে জাগে তখন তিনি ছহীহ বুখারী লিখেন'।[৩১১]

ছহীহ বুখারী লিখতে কত সময় লেগেছে?

ইমাম খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার তারীখে বাগদাদে সনদ সহ বর্ণনা করেছেন, ইমাম বুখারী বলেন,

صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة خرجته من ستمائة ألف حديث

'আমি আমার এই গ্রন্থটি ৬ লক্ষ হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই করে ১৬ বছরে লিখেছি'।[৩১২]

তাহক্বীক্ব : এই সনদে মোট চারজন রাবী রয়েছে। প্রথম দুইজন গ্রহণযোগ্য।[৩১৩] পরবর্তী দুইজন তথা আবু ইসহাক্ব আর-রায়হানী ও আব্দুর রহমান বিন রাসায়িনের কোন পরিচয় আমি খুঁজে বের করতে পারিনি। তবে এই মন্তব্যটি আরো বহু সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইমাম সুবকী বলেন, তার উস্তাদ আবু আব্দুল্লাহ হাফিয বলেছেন,

---

৩০৮. হাদইউস সারী, পৃঃ ৭; ইরশাদুস সারী ১/২৯; তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, ইমাম নাবাবী ১/৭৪।
৩০৯. তারীখুল ইসলাম, ইমাম যাহাবী ৭/২৫৫ পৃঃ।
৩১০. হাদইউস সারী, পৃঃ ৭; ইরশাদুস সারী ১/২৯; তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, ইমাম নববী ১/৭৪।
৩১১ তাগলীকুত তালীক্ব, ৫/৪২০।
৩১২ আবু ইয়ালা, ত্ববাক্বাত আল হানাবিলা ১/২৭৬; ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ১/২৯৭।
৩১৩. তারীখুল ইসলাম, ইমাম যাহাবী ৯/২৭৪ ও ১০/৬৯।

روى من وَجْهَيْن ثابتين

'দু'টি ছহীহ সনদে আমার নিকটে এই মন্তব্যটি পৌছেছে'।[৩১৪]

তেমনি ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

روينا من جهات عن البخارى

'ইমাম বুখারী থেকে বিভিন্ন সনদে এই বর্ণনাটি আমাদের নিকট পৌছেছে।[৩১৫] সুতরাং বর্ণনাটি হাসান পর্যায়ের হবে ইনশাআল্লাহ'।

ছহীহ বুখারী সংকলন কখন শুরু হয় ও কখন শেষ হয়?

এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কিছু ঘটনাকে সামনে রেখে কিছু ওলামায়ে কেরাম ধারণা করেছেন যে, ছহীহ বুখারী লেখা ২৩৩ হিজরীর আগে শেষ হয়। কেননা ইমাম উক্বাইলী (রহঃ) বলেন, যখন ইমাম বুখারী তার ছহীহ গ্রন্থ লেখা শেষ করেন তখন তিনি গ্রন্থটি ইমাম আলী বিন মাদীনী, আহমাদ বিন হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈনের নিকট পেশ করেন। তারা সকলেই বইটিকে পসন্দ করেন এবং মাত্র ৪টি হাদীছ ব্যতীত বইটির সকল হাদীছ ছহীহ হওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ইমাম উক্বাইলী বলেন, এই ৪টি হাদীছে ইমাম বুখারীর কথাই সঠিক। তথা ৪টি হাদীছও ছহীহ।[৩১৬]

এই ঘটনায় উল্লেখিত তিনজন ইমামের মধ্যে সবার আগে ২৩৩ হিজরীতে মারা গেছেন ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন। বাকী দুইজন পরে মৃত্যুবরণ করেন। সেই হিসাবে ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন যেহেতু ছহীহ বুখারী দেখেছেন সেহেতু ছহীহ বুখারী লেখা ২৩৩ হিজরীর আগেই শেষ হয়েছে। আর ছহীহ বুখারী লিখতে ১৬ বছর লেগেছে। সুতরাং ২৩৩ থেকে ১৬ বাদ দিলে ২১৭ হিজরীর দিকে তিনি ছহীহ বুখারী লেখা শুরু করেন বলে ধারণা করা যায়। এই তারিখ নিশ্চিত না হলেও এতটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি ২১৭ হিজরী বা তার আগে ছহীহ বুখারী লেখা শুরু করেছেন এবং ২৩৩ হিজরী বা তার আগে ছহীহ বুখারী লেখা শেষ করেছেন।

ছহীহ বুখারী কোথায় সংকলন করেছেন?

ইমাম বুখারী তার গ্রন্থটি কোথায় বসে লিখেছেন, এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা-

عدة من المشايخ يقولون: حول محمد بن إسماعيل البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومنبره، وكان يصلى لكل ترجمة ركعتين.

---

৩১৪. ত্বাবাক্বাত আশ-শাফেঈয়্যাহ ২/২২১।

৩১৫. তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত ১/৭৪।

৩১৬. আল-মুন্তাখাব মিন কিতাবিস-সিয়াক লি তারীখ নিশাপুর, রাবী নং ১২৮১।

'অনেক মাশায়েখ বলেছেন, ইমাম বুখারী তার ছহীহ বুখারীর অধ্যায়গুলো রাসূল (ছাঃ)-এর কবর ও মিম্বারের মাঝে বসে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আলাদা করে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন'।[৩১৭]

তাহক্বীক্ব : এই বর্ণনাটি খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার তারীখে বাগদাদে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু আদী এই ঘটনার মূল রাবী। তিনি বলেন, আমার কিছু শায়খ বলেছেন। ইমাম সাখাবী (রহঃ) ইমাম ইবনু আদীর এই ধরনের কিছু শায়খ বলেছেন মর্মে বর্ণিত বর্ণনাগুলোকে 'ছহীহ' বলেছেন।[৩১৮] সুতরাং এই বর্ণনাটিও ছহীহ।

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

صنفت كتابي الْجَامِع فِي الْمَسْجِد الْحَرَام

'আমি আমার এই গ্রন্থটি হারামে তথা মক্কার মসজিদে হারামে বসে লিপিবদ্ধ করেছি।'[৩১৯]

তাহক্বীক্ব : এই মন্তব্যটির সনদ ছহীহ। এই সনদেই বর্ণিত হয়েছে তিনি প্রতিটি হাদীছ লিপিবদ্ধ করার আগে ইস্তিখারা করতেন। বিস্তারিত তাহক্বীক্ব 'ইস্তিখারা করা' পয়েন্টে আসছে।

সামঞ্জস্য : উভয় মন্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য হচ্ছে, যেহেতু গ্রন্থটি লিখতে ১৬ বছর লেগেছে সেহেতু তিনি মসজিদে নববী, হারামে মাক্কী সহ আরো বিভিন্ন জায়গায় গ্রন্থটি লিখেছেন এটাই স্বাভাবিক। কেননা টানা ১৬ বছর এক জায়গায় থাকা অস্বাভাবিক। তবে হতে পারে তিনি অধ্যায় রচনা করতেন মসজিদে নববীতে বসে। অতঃপর বিভিন্ন দেশ সফর করে হাদীছ সংগ্রহ করতেন যেটাকে আমরা রাফ বলি। হাদীছ সংগ্রহ শেষে তিনি মসজিদে নববী অথবা হারামে মাক্কীতে বসে সেই হাদীছগুলো থেকে ছহীহ বুখারীর জন্য হাদীছ চয়ন করতেন এবং ছালাত, গোসল ও ইস্তিখারার মাধ্যমে তা ফাইনাল করতেন।

ছহীহ বুখারী কিভাবে সংকলন করেছেন?

নিম্নে ছহীহ বুখারীর সংক্ষিপ্ত সংকলন পদ্ধতি পেশ করা হল।

১. যঈফ হাদীছ থেকে ছহীহ হাদীছ আলাদা করা :

ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রায় ৬ লক্ষ হাদীছের হাফেয ছিলেন।[৩২০] তিনি ৬ লক্ষ হাদীছ থেকে অত্র কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। ছহীহ বুখারীতে তিনি শুধু ছহীহ হাদীছ সংকলন করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

ما أدخلت في كتابي «الجامع» إلا ما صح،

---

৩১৭. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ১/৭৪; তারীখে বাগদাদ ২/৩২২।
৩১৮ আছামী, ইবনু আদী, মুহাক্কিক্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৩১৯ কাসতাল্লানী, ইরশাদুস সারী ১/২৯।
৩২০. তারীখে বাগদাদ ২/১৪।

'আমি আমার অত্র জামে' কিতাবে ছহীহ হাদীছ ব্যতীত অন্য কিছুই প্রবেশ করাইনি'।[৩২১]

এই সনদের মোট রাবী তিনজন। সকলেই পরিচিত শুধু হাসান বিন হুসাইন আল-বাযযায ব্যতীত। তিনি ইবনু আদী (রহঃ)-এর উস্তাদ কিন্তু তার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। অন্য দুইজন তথা-

ক. ইমাম ইবনু আদী।

খ. ইবরাহীম বিন মাক্বিল আন-নাসাফী।

তাদের সকলের বিষয়ে পূর্বে অনেকবার আলোচিত হয়েছে। তারা মযবূত।

২. প্রথমে অধ্যায় রচনা করার পরে হাদীছ অনুসন্ধান করা :

ছহীহ বুখারীতে অনেক অধ্যায় এমন দেখা যায় যেখানে শুধু অধ্যায়ের নাম আছে কিন্তু হাদীছ নাই। আমার উস্তাদ সাঈদ আহমাদ পালানপুরী (হাফিঃ) তার দারসে বলেছিলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) মূলত বিভিন্ন মাসআলার উপর ভিত্তি করে প্রথমে পুরো ইসলামী শরী'আতকে সামনে রেখে অধ্যায় তৈরি করেছেন। পরবর্তীতে সেই অধ্যায়কে ছাবিত করার জন্য তার মুখস্থ থেকে ছহীহ হাদীছ অনুসন্ধান করেছেন। এইভাবে প্রতিটি অধ্যায় ও হাদীছ তিনি জমা করেছেন। যখন অধ্যায় অনুযায়ী হাদীছ পাননি তখন অধ্যায় ফাঁকা রেখেছেন। তবে এভাবেই যে তিনি তার গ্রন্থ রচনা করেছেন এর উপর তার থেকে অকাট্য কোন দলীল নাই। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

حَوَّلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ تراجِمَ جَامِعِهِ بَيْنَ قَبْرِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمِنْبَرِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ تَرْجَمَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

'ইমাম বুখারী তার অধ্যায়গুলোর নাম রাসূল (ছাঃ)-এর কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তীস্থানে বসে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের আগে তিনি দুই রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[৩২২]

তাহক্বীক্ব : এই মন্তব্যটি ইমাম ইবনু আদী আব্দুল কুদ্দুস বিন হাম্মাম থেকে বর্ণনা করেছেন।[৩২৩] কিন্তু আব্দুল কুদ্দুস বিন হাম্মামের বিষয়ে আমরা কিছু জানতে পারিনি।

৩. প্রতিটি হাদীছের পূর্বে গোসল ও ছালাত :

ইমাম বুখারী বলেন,

ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.

'ছহীহ বুখারীর প্রতিটি হাদীছ লিখার পূর্বে আমি গোসল ও দুই রাক'আত ছালাত আদায় করেছি'।[৩২৪]

---

৩২১. তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৪২; ফাৎহুল বারী ১/৭।
৩২২. ইবনু আদী, আছামী, পৃঃ ৬১।
৩২৩. প্রাগুক্ত।
৩২৪. হাদইউস সারী, পৃঃ ৭।

তাহক্বীক্ব : হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার ফাৎহুল বারীর ভূমিকায় আবু যার আল-হারাবী থেকে অত্র ঘটনা বর্ণনা করেন। আমি আবু যার আল-হারাবী থেকে যথাসম্ভব খুঁজার পর সনদসহ ঘটনাটি পাইনি। তবে খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার তারীখে, ইমাম যাহাবী তার সিয়ারে, ইমাম মিযযী তার তাহযীবুল কামালে ও ইবনু আসাকির তার তারীখে নিজ নিজ সনদে অত্র ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[৩২৫] খত্বীব বাগদাদী থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত সনদে মোট রাবী তিনজন। সকলেই মযবূত ও গ্রহণযোগ্য রাবী। যথা-

ক. ইমাম কুশমিহানী। তার বিষয়ে আমরা বিস্তারিত ছহীহ বুখারীর নুসখা ও প্রকাশনা অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

খ. ইমাম ফিরাবরী। তার বিষয়েও আমরা বুখারীর নুসখা ও প্রকাশনা অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

গ. আবুল হুসাইন আলী বিন মুহাম্মাদ আল-আত্তার। তক্বিউদ্দীন আল-ইরাক্বী তার সর্ম্পকে বলেন,

فَاضِلٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، عَارِفٌ بِطُرُقِهِ، كَانَ يَحْفَظُ وَيُذَاكِرُ

'তিনি সম্মানিত আহলেহাদীছ। হাদীছের সূত্রাবলী বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি হাদীছ মুখস্থ ও মুযাকারা করতেন'।[৩২৬]

৪. ইস্তিখারা করা :

ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রতিটি হাদীছের পূর্বে শুধু গোসল ও দুই রাক'আত ছালাত নয়; বরং ইস্তিখারাও করতেন। যেমন তিনি বলেন,

صَنَّفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وَمَا أدخلت فِيهِ حَدِيثا حَتَّى استخرت الله تَعَالَى وَصليت رَكْعَتَيْنِ وتيقنت صِحَّته

'আমি ছহীহ বুখারী হারামে বসে লিখেছি। আর প্রতিটি হাদীছ উল্লেখ করার পূর্বে দুই রাকআত ছালাত আদায় করেছি এবং ইস্তিখারা করেছি। অতঃপর হাদীছের ছহীহ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তা ছহীহ বুখারীতে সন্নিবেশিত করেছি'।[৩২৭]

তাহক্বীক্ব : হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এই বর্ণনাটি তার ফাৎহুল বারীতে সনদসহ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি এই বর্ণনাটি তারীখে বগদাদ ও তারীখে দিমাশক্ব কোথাও পাইনি। পরবর্তীতে তাহক্বীক্ব করতে গিয়ে মনে হয়েছে আসক্বালানী (রহঃ)-এর নিকটে ইমাম ইদরীসীর

৩২৫. তারীখে বাগদাদ ২/৯; তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৭২; তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৪৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪০২।

৩২৬. আল-মুন্তাখাব মিন কিতাবিস-সিয়াক লি তারীখ নিশাপুর, রাবী নং ১২৮১।

৩২৭. কাসতাল্লানী, ইরশাদুস সারী ১/২৯।

লিখিত 'তারীখে সমরকন্দ' গ্রন্থটি ছিল। তিনি সেখান থেকে এই বর্ণনাটি সংগ্রহ করেছেন। এই বর্ণনার সনদে মোট রাবী ৪ জন সকলেই পরিচিত এবং গ্রহণযোগ্য। নিম্নে সনদের তাহক্বীক্ব পেশ করা হল-

ক. আবু সাঈদ আর-ইদরীসী। তার নাম আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ। 'তারীখে সমরকন্দ' সহ বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক তিনি। খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তাকে মযবূত বলেছেন।[৩২৮]

খ. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন হাশেম। তিনি তুস এলাকার মুহাদ্দিছগণের নেতা ছিলেন।[৩২৯]

গ. ওমর বিন মুহাম্মাদ। তিনি ছহীহ ও তাফসীর নামে দু'টি গ্রন্থের প্রণেতা।[৩৩০]

ঘ. সুলায়মান বিন দাউদ। তিনি মূলত আবুল মুযাফফার সুলায়মান বিন দাউদ আল-হারাবী আস-সয়দালানী। ইমাম সাম'আনী (রহঃ) তার বিষয়ে বলেন,

كان من عباد الله الصالحين والمشتغلين بالعبادة

'তিনি সৎ ও ইবাদতগুযার বান্দা ছিলেন'।[৩৩১] সুতরাং সনদ ছহীহ।

৫. আলেমগণকে দেখানো :

قَالَ الْعقيلِي لما ألف البُخَارِيّ كتاب الصَّحِيح عرضه على عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَأحمد بن حَنْبَل وَيحي بن معِين وَغَيرهم فاستحسنوه وشهدوا لَهُ بِالصِّحَّةِ إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث قَالَ الْعقيلِي وَالْقَوْل فِيهَا قَول البُخَارِيّ وَهِي صَحِيحَة

ইমাম উক্বাইলী (রহঃ) বলেন, 'যখন ইমাম বুখারী তার ছহীহ গ্রন্থ লেখা শেষ করেন, তখন তিনি গ্রন্থটি ইমাম আলী বিন মাদীনী, আহমাদ বিন হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈনের নিকট পেশ করেন। তখন তারা বইটিকে পসন্দ করেন এবং মাত্র ৪টি হাদীছ ব্যতীত বইটির সকল হাদীছ ছহীহ হওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ইমাম উক্বাইলী বলেন, এই ৪টি হাদীছে ইমাম বুখারীর কথাই ঠিক। তথা ৪টি হাদীছও ছহীহ'।[৩৩২]

তাহক্বীক্ব : ইমাম উক্বাইলীর এই কথাকে সনদ ছাড়াই বিভিন্ন বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি প্রথমদিকে কোন সনদ পাইনি। পরবর্তীতে অনেক অনুসন্ধানের পর ইমাম ইবনু খায়র ইশবিলীর প্রণীত ফিহরিস্ত গ্রন্থে বর্ণনাটি সনদসহ পেয়েছি।[৩৩৩] সনদে মোট রাবী দুইজন। একজন মুবহাম তথা তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। অন্যজন মাসলামা বিন ক্বাসেম। তিনি আন্দালুসের মুহাদ্দিছ।

---

৩২৮. তারীখে বাগদাদ ১১/৬১০।
৩২৯. তারীখুল ইসলাম ৭/২৮২।
৩৩০. তারীখে দিমাশক্ব ৪৫/৩১৭।
৩৩১. আনসাব ৫/২৯৭।
৩৩২. ফাৎহুল বারী ১/৭; তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৪২৩।
৩৩৩. মুহাম্মাদ বিন খায়র ইশবিলী, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ ফুয়াদ, ফিহরিস্ত, পৃঃ ৮৩।

কেউ কেউ তার বিষয়ে দুর্বলতাসূচক মন্তব্য করলেও হাফেয আসক্বালানী (রহঃ) তার প্রতিবাদ করেছেন।[৩৩৪]

এরপরেও সনদগত দিক থেকে সমস্যা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে ইমাম উক্বাইলী (রহঃ) ৩২২ হিজরীতে মারা গেছেন। তিনি সরাসরি ইমাম বুখারীর যুগ পাননি। তাহলে মন্তব্যটি তিনি কার নিকট থেকে বর্ণনা করছেন তাহক্বীক্বের জন্য তা জানা অবশ্যক। তবে কথাটি যুগে যুগে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাঝে প্রচুর প্রসিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, এই মন্তব্যটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কেননা ইমাম বুখারীর যুগ থেকে আজ অবধি জমহূর মুহাদ্দিছ এ বিষয়ে একমত যে, ছহীহ বুখারীর সকল হাদীছ ছহীহ।

৬. তিনবার করে লেখা :

ইমাম বুখারী অনেক সজাগ ও সচেতন লেখকগণের একজন ছিলেন। তিনি তাড়াহুড়া পসন্দ করতেন না। ধৈর্য ও ধীরস্থিরতা অনন্য নিদর্শন ছিলেন তিনি। তিনি কোন গ্রন্থ একবার লিখেই প্রকাশ করতেন না। বরং তার প্রতিটি গ্রন্থ তিনি তিনবার করে লিখেছেন। তার নিকটে নির্ভুল নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি তা জনগণের জন্য প্রকাশ করেন। যেমন তিনি বলেন,

صنفتُ جَمِيْعَ كُتُبِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

'আমি আমার সকল কিতাব তিনবার লিখেছি'।[৩৩৫]

সকল ছহীহ হাদীছ কি ছহীহ বুখারীতে আছে?

বর্তমানে অনেক সাধারণ জনগণের মাঝে একটি ভুল ধারণা কাজ করে থাকে। তারা ভাবেন, ছহীহ বুখারীর বাইরে হয়তো কোন ছহীহ হাদীছ নাই। সকল ছহীহ হাদীছ ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এটি একটি চরম ভুল ধারণা। স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول

'আমি আমার এই গ্রন্থে শুধু ছহীহ হাদীছ এনেছি। আর আমি অনেক ছহীহ হাদীছ ছেড়ে দিয়েছি লম্বা হওয়ার ভয়ে'।[৩৩৬]

তাহক্বীক্ব : ঘটনাটি খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) সনদসহ বর্ণনা করেছেন। সনদের সকল রাবী মযবূত হাসান বিন হুসাইন ব্যতীত।[৩৩৭] হাসান বিন হুসাইন আল আল-বাযযায। আমরা তার বিষয়ে কয়েকবার আলোচনা করেছি। তিনি ইমাম ইবনু আদী (রহঃ)-এর উস্তাদগণের একজন। তার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

---

৩৩৪. লিসানুল মীযান ৮/৬১, রাবী নং ৭৭৩৭।
৩৩৫. তাগলীকুত তা'লীক্ব ৫/৪১৮।
৩৩৬. ইবনুল মুলাক্কিন, তাওযীহ ১/৭৪
৩৩৭. তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৯/২০০ ও ৮/২৪০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৩/৪৯৩।

তবে ইমাম আবুবকর আল-ইসমাঈলীও অনুরূপ মন্তব্য ইমাম বুখারী থেকে নক্বল করেছেন। তিনি বলেন,

لم أخرج هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر

'আমি এই বইয়ে ছহীহ ছাড়া কোন হাদীছ আনিনি। তবে অনেক ছহীহ হাদীছ ছেড়ে দিয়েছি'।[৩৩৮]

তাহক্বীক্ব : ইমাম ইসমাঈলীর এই মন্তব্য ইমাম আসক্বালানী (রহঃ) সহ আরো অনেকেই তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইসমাঈলী ছহীহ বুখারীর উপর মুস্তাখরাজ নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। সম্ভবত এই গ্রন্থেই তিনি এই মন্তব্য ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি গ্রন্থটি এখনো অপ্রকাশিত। ইমাম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) তার তুহফাতুল আহওয়াযীর ভূমিকায় বলেছেন, গ্রন্থটি জার্মানির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে রয়েছে।[৩৩৯] ইমাম আসক্বালানী (রহঃ)-এর নিকট এই গ্রন্থটি ছিল তিনি তার ফাৎহুল বারীতে অনেক তথ্য এই বই থেকে গ্রহণ করেছেন।

ছহীহ বুখারীতে যে, সকল ছহীহ হাদীছ নাই তার প্রমাণ ছহীহ বুখারীর নামেই রয়েছে। ইমাম বুখারী তার গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'মুখতাছার' তথা সংক্ষিপ্ত। সুতরাং এই গ্রন্থে সকল ছহীহ হাদীছ নাই এটিই সঠিক। তবে এই গ্রন্থে যত হাদীছ আছে সব হাদীছ ছহীহ।

তারাজিমুল আবওয়াব বা অধ্যায়ের নামকরণ

ছহীহ বুখারীর অধ্যায় আজ পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামের নিকট এক রহস্যের নাম। এই রহস্য ভেদ করতে যুগে যুগে উচ্চ মেধাশক্তি সম্পন্ন ওলামায়ে কেরাম হিমশিম খেয়েছেন। আমরা আগে জেনেছি ইমাম বুখারী (রহঃ) আগে অধ্যায় রচনা করেছেন পরবর্তীতে সেই অধ্যায়ের নামকরণ সার্থক প্রমাণ করার জন্য হাদীছ খুঁজেছেন। কিন্তু সব হাদীছ তো তার বইয়ে আনা যাবে না। তার বইয়ের জন্য রয়েছে উচ্চ শর্ত। সেই উচ্চ শর্ত অনুযায়ী হাদীছ নিয়ে এসে অধ্যায় প্রমাণ করতে গিয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে অনেক সূক্ষ্মতা অবলম্বন করতে হয়েছে। ফলত আজও তার অধ্যায় ও হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্য করা ওলামায়ে কেরামের আগ্রহের কেন্দ্রস্থল হিসাবে রয়েছে। তার অধ্যায়ের নামকরণের ধরন বিষয়ে শাহ্ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধরন পেশ করা হল-

১. কখনো কখনো অধ্যায়ের অধীনে আসা হাদীছের বাক্য দ্বারা অধ্যায়ের নামকরণ করেন।
২. কখনো কখনো হাদীছের বাক্য দ্বারা অধ্যায়ের নামকরণ করেন। কিন্তু স্পষ্ট করে বলেন না যে, এটা হাদীছের বাক্য।

---

৩৩৮. ফাৎহুল বারী ১/৭।
৩৩৯. তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৩৩০।

৩. কখনো এমন হাদীছের বাক্য দ্বারা অধ্যায়ের নামকরণ করেন যে, হাদীছ তার শর্ত অনুযায়ী ছহীহ নয়। অধ্যায়ের অধীনে তার শর্ত অনুযায়ী ছহীহ হাদীছ নিয়ে এসে অধ্যায়কে এবং অধ্যায়ের হাদীছকে মযবূত করেন।

৪. অনেক সময় কুরআনের আয়াত দিয়ে অধ্যায়ের নামকরণ করেন। তখন অধ্যায়ের হাদীছটি কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ হয়।

৫. অনেক সময় প্রশ্নবোধক অধ্যায় রচনা করেন। পাঠককে অধ্যায়ের অধীনস্ত হাদীছ দেখে প্রশ্নের উত্তর বুঝে নিতে হয়।

৬. কখনো কখনো অধ্যায়ে অতীতের কোন ইমামের মত উল্লেখ করেন। কিন্তু সেই মতটি তার নিকট প্রণিধানযোগ্য কিনা তা অধ্যায়ের হাদীছ দেখে বুঝে নিতে হয়।

৭. কখনো কখনো শর্তবাচক বাক্য দিয়ে অধ্যায়ের নামকরণ করেন তথা 'যদি এই রকম হয়', ঐ রকম হয়.. ইত্যাদী বাক্য দ্বারা অধ্যায়ের নামকরণ করেন। এক্ষেত্রে অধ্যায়ের হাদীছটি সেই শর্তবাচক বাক্যের জবাব।

৮. কখনো কখনো অধ্যায়ের মূলভাব অধ্যায়ের অধীনস্থ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় না। বরং সেই হাদীছটির অন্য সনদে এমন শব্দ রয়েছে যা থেকে অধ্যায় প্রমাণিত হয়। হয়তো সেই অন্য সনদে বর্ণিত অতিরিক্ত শব্দসহ হাদীছটি স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারীর অন্য জায়গায় উল্লেখ করেছেন। অন্যথা অন্য কোন হাদীছের গ্রন্থে সেই সনদ ও অতিরিক্ত শব্দ থাকে।

৯. কখনো কখনো অধ্যায়ের অধীনে পরস্পর বিরোধী হাদীছ উল্লেখ করেন। তখন অধ্যায়ের নাম উভয় হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে থাকে।

১০. কখনো কখনো শুধু অধ্যায় রচনা করেন, কিন্তু সেই অধ্যায়ের অধীনে কোন হাদীছ থাকে না। হয়তোবা তিনি তার শর্ত অনুয়ায়ী কোন হাদীছ পাননি বা পরবর্তীতে লিখবেন মনে করে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু পূরণ করার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

১১. কখনো অধ্যায়টি অধ্যায়ের অধীনে আসা হাদীছের ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য হয়। যেমন- হাদীছ ব্যাপক অর্থবোধক কিন্তু অধ্যায় রচনা করেছেন খাছ হিসাবে। তথা তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন হাদীছের ব্যাপক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয় বরং হাদীছ খাছ হিসাবেই ব্যবহৃত হবে। তেমনি মুতলাক্ব, মুকায়্যাদ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি অধ্যায়কে হাদীছের ব্যাখ্যা হিসাবে পেশ করেছেন।

১২. কখনো কখনো এমন অধ্যায় রচনা করেন যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন গুরুত্ব রাখে না। কিন্তু গবেষণা করলে দেখা যাবে, সেই অধ্যায় দ্বারা ইমাম বুখারী এমন কিছুর প্রতিবাদ করতে চান, যা বর্তমান যুগে অনুপস্থিত হলেও কোন এককালে সেই মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব ছিল বা অতীতে কেউ সেই মতবাদ পেশ করেছিল।

১৩. অনেক সময় ইমাম বুখারী 'বাব' শব্দটিকে মুহাদ্দিছগণের 'ওয়া বি হাযাল ইসনাদ' এবং 'হা বর্ণ ' বা সনদের তাহবীল তথা পরিবর্তনের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে ব্যবহার করেন।

শায়খ ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) থেকে আব্দুল আলীম বাস্তাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'ছহীহ বুখারীর হাদীছ ও অধ্যায়গুলোর উপর গভীর দৃষ্টি দিলে অধ্যায় রচনার প্রায় ৩০টি ধরন পাওয়া যায়'।[৩৪০] কিন্তু মুবারকপুরী (রহঃ) এই ত্রিশ ধরন কোথাও লিখে যাননি এবং আব্দুল আলীম বাস্তাবীও বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। আমরা শাহ্ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী ও ইবনু হাজার আসক্বালানী থেকে উপরের ১৩টি ধরন পেশ করলাম। মহান আল্লাহ যদি আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করেন তাহলে আমরা মিন্নাতুল বারী পূর্ণ করতে করতে মুবারকপুরী (রহঃ)-এর বলা ৩০টি ধরন পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধানের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

নাম বিহীন অধ্যায়

অনেক সময় দেখা যায় ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেন কিন্তু অধ্যায়ের কোন নামকরণ করেন না। শুধু 'বাব' বা অধ্যায় বলে চুপ থাকেন এবং অধ্যায়ের অধীনে হাদীছ পেশ করেন। এই রকম নামহীন অধ্যায় রচনার কী উদ্দেশ্য তা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। তবে প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি মত নীচে পেশ করা হল।

ক. ছাত্রদের মেধা পরীক্ষার জন্য। ইমাম বুখারী দেখতে চান ছাত্ররা এতক্ষণ যাবত তার অধ্যায় রচনা ও অধ্যায়ের সাথে হাদীছের সামঞ্জস্যতার উপর জ্ঞান হাছিল করেছে, এখন সে নিজেই অত্র হাদীছের উপর অধ্যায় রচনা করুক। অধ্যায়ের নাম কী দিলে এই হাদীছের সাথে সামঞ্জস্য হবে এবং আগের-পরের অধ্যায়গুলোর সাথে সামঞ্জস্য হবে।

খ. আগের অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ স্বরূপ তিনি এই নামহীন অধ্যায় নিয়ে আসেন।

গ. পূর্বের অধ্যায়ের হাদীছের কারণে পাঠকের মনে কোন প্রশ্ন জাগরিত হয়েছে, সেই গোপন প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য তিনি নামহীন অধ্যায় রচনা করে হাদীছ নিয়ে আসেন।

ঘ. হাদীছ থেকে উদ্ঘাটিত মাসআলা অনেক হওয়ায় ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনার মাধ্যমে তার উপকারিতাকে সীমাবদ্ধ কর দিতে চান না; বরং তিনি চান ছাত্ররা হাদীছটি নিয়ে গবেষণা করুক এবং যত বেশী সম্ভব মাসআলা উদ্ঘাটন করুক!

তাকরার বা বারংবার উল্লেখিত হাদীছ

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের মধ্যে অন্যতম একটি পার্থক্য হচ্ছে, ইমাম বুখারী (রহঃ) একই হাদীছ বিভিন্ন জায়গায় বারবার নিয়ে আসেন। যেমন তিনি একটি হাদীছ প্রায় ৩৬ বার নিয়ে এসেছেন। কিন্তু কেন?

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে ইমাম বুখারী (রহঃ) একই হাদীছ কেন বারবার আনেন? অযথা শুধু কিতাবের সাইজ বড় করা। কিন্তু সত্যি বলতে কী, ইমাম বুখারী (রহঃ) যে হাদীছগুলো বারবার এনেছেন সেগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে নিজের উক্ত কথার জন্য লজ্জায় চক্ষু অবনত হয়ে যাবে। ইমাম বুখারীর সম্মানে হৃদয়ে এক অজানা সুর বেজে উঠবে। নিজের অজান্তেই মন বলে

৩৪০. সিরাতুল বুখারী ১/৩৪৫।

উঠবে সত্যিই ইনি আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর তাকরারের উপকার সমূহ উদাহরণসহ পেশ করা হল-

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) সাধারণত হুবহু একই হাদীছ দুইবার আনেন না। তিনি যদি একই হাদীছ দুইবার আনতে চান তাহলে উভয় হাদীছের মধ্যে অবশ্যই কোন পার্থক্য থাকবে। যেমন প্রথম হাদীছ যে সনদে গ্রহণ করেছিলেন দ্বিতীয় হাদীছ অন্য সনদে পেশ করবেন। ছাহাবী থেকে ইমাম বুখারীর শায়খ পর্যন্ত যে কোন জায়গায় পরিবর্তন থাকতে পারে। যেমন হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

وقلما يُورد حَدِيثا فِي موضعين بِإِسْنَاد وَاحِد وَلَفظ وَاحِد وَإِنَّمَا يُورِدهُ من طَرِيق أُخْرَى

'প্রায় যে হাদীছ তিনি দুই বা তিন জায়গায় উল্লেখ করেন সেগুলো একই সনদে ও একই শব্দে উল্লেখ করেন না; বরং ভিন্ন সনদে উল্লেখ করেন'।[৩৪১]

২. ভিন্ন সনদে ও ভিন্ন শব্দে হাদীছকে উল্লেখ করার ফলে অনেক উপকার সাধিত হয়। যেমন-

ক. এক সনদে মুরসাল থাকলে আরেক সনদে সেটা মুসনাদ পাওয়া যায়।

খ. এক সনদে রাবী শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট না করলে অন্য সনদে শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট করে থাকেন।

গ. এক সনদে রাবীর নাম অস্পষ্ট থাকলে অন্য সনদে রাবীর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যায়।

ঘ. একটি হাদীছের অত্যধিক সনদ হওয়ার ফলে হাদীছটি মযবূত হয়। হাদীছটির ছহীহ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চয়তা বাড়ে। ফলত মতভেদের সময় এই জাতীয় হাদীছ প্রাধান্য পায়।

ঙ. একটি হাদীছ আরেকটি হাদীছের ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়ায়।

চ. হাদীছে কোন ক্রটি থাকলে বিভিন্ন সনদ থেকে আসার কারণে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

এই রকম আরো অগণিত উপকারিতা রয়েছে। সুতরাং ছহীহ বুখারীর তাকরার বা বারংবার উল্লেখিত হাদীছগুলো অযথা নয়; বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সীমাহীন উপকারী ও দুর্লভ মানিক সমতুল্য।

ছহীহ বুখারীর তা'লীক্ব বা টীকা

ছহীহ বুখারীর প্রতিটি ছাত্র এবং সাধারণ জনগণ যারা মনোযোগ দিয়ে ছহীহ বুখারী পড়েছেন তারা ছহীহ বুখারীর একটি বিষয় অবশ্যই খিয়াল করে থাকবেন। তা হচ্ছে তা'লীক্বাতুল বুখারী। তা'লীক্ব শব্দের বাংলা অর্থ টীকা। তা'লীক্বাতুল বুখারী অর্থ ইমাম বুখারীর টীকাসমূহ। সাধারণভাবে টীকা যেমন মূল বইয়ের অংশ হিসাবে ধর্তব্য হয় না, তেমনি ছহীহ বুখারীর টীকাগুলোও মূল ছহীহ বুখারীর অন্তর্ভুক্ত নয়। যার অন্যতম দলীল হচ্ছে,

৩৪১. ফাতহুল বারী, ১/১৫।

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) মূল বুখারীতে কোন হাদীছ সনদ ছাড়া নিয়ে আসেননি। কিন্তু টীকাতে উল্লেখিত অধিকাংশ তথ্যই সনদ ছাড়া নিয়ে এসেছেন।
২. ইমাম বুখারী (রহঃ) মূল বুখারীতে সর্বদা মারফূ' ছহীহ হাদীছ নিয়ে আসেন। তিনি কখনো মূল বুখারীতে ছাহাবী বা তাবেঈনদের ফৎওয়া ও মন্তব্য নিয়ে আসেন না। কিন্তু টীকাগুলোতে সাধারণত ছাহাবায়ে কেরামের ও তাবেঈনে এজামের মন্তব্য ও ফৎওয়া থাকে।
৩. মূল বুখারীর জন্য তিনি ছহীহ হওয়ার শর্তারোপ করেছেন, কিন্তু টীকার জন্য ছহীহ হওয়ার শর্তারোপ করেননি; বরং টীকাতে অনেক সময় দুর্বল হাদীছও পাওয়া যায়।
৪. উপরের বিষয়গুলো এবং ছহীহ বুখারীর নামের যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে আলোচনা করেছি তা সামনে রাখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, ছহীহ বুখারীর টীকা ছহীহ বুখারীর অন্তর্ভুক্ত নয়। ছহীহ বুখারীর নামে বর্ণিত একটি শর্তও ছহীহ বুখারীর টীকার উপর প্রয়োগ হয় না। আর মূল বই এবং তার টীকা কেমন করে এক হতে পারে? সুতরাং তা'লীক্বে কোন দুর্বল হাদীছ পেলে ছহীহ বুখারীতে দুর্বল হাদীছ আছে প্রচারণা চালানো ইলমে হাদীছে অজ্ঞতা ও হাস্যকর বৈ কিছুই নয়।

ছহীহ বুখারীতে তা'লীক্ব বা টীকা কেন?

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে ইমাম বুখারী (রহঃ) কেন টীকা ব্যবহার করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে চাই, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ফিক্বহ অনেক সূক্ষ্ম। তিনি এমন হাদীছ থেকে এমন মাসআলার দলীল বের করেন যা মানুষের বিবেককে হয়রান করে দেয়। তিনি তার ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছগুলোর উপর যে অধ্যায় রচনা করেন সেই অধ্যায়ের সাথে অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছগুলোর সামঞ্জস্য খুঁজে পেতে ওলামায়ে কেরামকে হিমশিম খেতে হয় যা আমরা তারাজিমুল আবওয়াবের আলোচনাতে দেখেছি। হাদীছের সাথে অধ্যায়ের এই সমস্যা দূরীভূত করতেই মূলত ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীছ ও অধ্যায়ের মাঝে টীকা নিয়ে আসেন। টীকাগুলো হাদীছের সাথে অধ্যায়ের সামঞ্জস্যতা বুঝতে সাহায্য করে।

ছহীহ বুখারীর তা'লীক্ব বা টীকার হুকুম কী?

ছহীহ বুখারীর তা'লীক্বের উপর সরাসরি কোন হুকুম লাগানো সঠিক নয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) কখনো টীকায় প্রদত্ত হাদীছকে অন্য কোন অধ্যায়ে মূল হাদীছ হিসাবে পেশ করেন। কখনো নিশ্চিতসূচক শব্দ ব্যবহার করেন। আবার কখনো দুর্বলতা সূচক শব্দ ব্যবহার করেন। নিশ্চিত বলতে 'আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন' 'সে বর্ণনা করেছে' 'তিনি বলেছেন' এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা। আর দুর্বলতা সূচক শব্দ বলতে 'বর্ণিত আছে' 'বলা হয়ে থাকে' 'প্রচলিত আছে' 'কথিত আছে'। জমহূর মুহাদ্দিছগণের নিকটে ইমাম বুখারী যদি দুর্বলতা সূচক শব্দ ব্যবহার করেন তাহলে তথ্যটি দুর্বল বলে ধরে নেয়া হবে, আর যদি তিনি নিশ্চিত সূচক শব্দ ব্যবহার করেন তাহলে তথ্যটি নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেয়া হবে।

তাগলীকুত তা'লীক : হাফেয ইবুন হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর লিখিত একটি বই। অত্র বইয়ে তিনি ছহীহ বুখারীর যে টীকাগুলোকে ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্য জায়গায় সনদসহ বর্ণনা করেননি সেগুলোকে তিনি বিভিন্ন হাদীছের বই অনুসন্ধান করে সনদসহ উল্লেখ করেছেন। ফলত বর্তমানে ছহীহ বুখারীর প্রতিটি টীকায় বর্ণিত বর্ণনাগুলো অত্র বইয়ে বর্ণিত সনদের আলোকে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে।

সুক্ষ্ম বিষয়ঃ

১. অধ্যায়ের নাম ও মূল হাদীছের মাঝে যা থাকে অনেকেই সেগুলোর সবকিছুকে মুআল্লাক হাদীছ মনে করেন। এটা একটি ভুল ধারণা। শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত সনদবিহীন মারফু হাদীছকে মুআল্লাক বলা হয়। মিশকাত ও বুলুগুল মারামের সকল হাদীছ পারিভাষিক ভাবে মুআল্লাক। অধ্যায় ও মূল হাদীছের মাঝে অনেক সময় ছাহাবায়ে কেরামের মন্তব্য, তাবেয়ীনে ইজামের ফৎওয়া, বিভিন্ন কঠিন শব্দের অর্থ ইত্যাদী থাকে। সেগুলো মুআল্লাক হিসেবে ধর্তব্য নয়।

২. ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারীতে কিছু বর্ণনা 'মুযাকারা' থেকে বর্ণনা করেন। সেগুলো মুআল্লাক হিসেবে ধর্তব্য নয়। যখন দুইজন মুহাদ্দিছ পরস্পরে কোন হাদীছ নিয়ে আলোচনা করে তখন সেটাকে মুযাকারা বলা হয়। এই জাতীয় মুযাকারায় কোন বর্ণনা বা তথ্য পেলে ইমাম বুখারী সেটাকে হাদীছের মত করে বর্ণনা করেন না। 'আন' 'আখবারানা' 'হাদ্দাছানা' ইত্যাদী শব্দ ব্যবহার না করে 'কলা লি' বলে থাকেন। আর সাধারণত মুআল্লাক বর্ণনা গুলো থাকে অধ্যায়ের নাম ও মূল হাদীছের মাঝে। আর মুযাকারার বর্ণনা গুলো থাকে হাদীছের শেষে।

ছহীহ বুখারীর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য

ছহীহ বুখারীর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অনন্য। অন্য সকল হাদীছের কিতাব থেকে ছহীহ বুখারীকে আলাদা করার ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অপরিসীম। পূর্বে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা পয়েন্ট আকারে আলোচনা করেছি। নিম্নে আরো কিছু বৈশিষ্ট্য পেশ করা হল-

১. ছহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারী (রহঃ) মুকাতাবার মাধ্যমে একটি হাদীছও বর্ণনা করেননি। মুকাতাবা হচ্ছে রাবী এমন শায়খ থেকে হাদীছ বর্ণনা করে যার থেকে সে হাদীছটি শ্রবণ করেনি, তবে শায়খের পক্ষ থেকে চিঠি হিসাবে লিখিতভাবে পেয়েছে। মুহাদ্দিছগণ এই পদ্ধতিতেও অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) এই পদ্ধতিতে কোন হাদীছ বর্ণনা করেননি।

২. ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারীর অনেক অধ্যায় সেই হুকুমের ইতিহাস দিয়ে শুরু করেন। যেমন তিনি তার বই শুরু করেছেন 'কায়ফা বাদায়াল অহি'। তথা কিভাবে অহি শুরু হয়েছে। তারপর তিনি অহি শুরু হওয়ার ইতিহাস বলেছেন। অনুরূপ হায়য শুরু হওয়া, আযান শুরু হওয়া ইত্যাদী অধ্যায় রচনা করে সেই বিষয়ের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। অনেক সময় ইমাম বুখারী (রহঃ) স্পষ্ট আকারে অধ্যায় রচনা না করলেও ইশারায় হুকুমের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

৩. ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন কোন অধ্যায় শেষ করেন, তখন অধ্যায়ের শেষে এমন হাদীছ আনেন বা হাদীছের মধ্যে বা শেষে এমন শব্দ থাকে যা অধ্যায় শেষ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এটা ইমাম বুখারীর (রহঃ) সূক্ষ্মতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ বহন করে।

৪. ছহীহ বুখারীর মাঝে মাঝেই বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এর বিভিন্ন কারণ বলেছেন, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে, ইমাম বুখারী (রহঃ) অনেক সময় সফরের কারণে বা ব্যস্ততার কারণে হাদীছ লেখা বন্ধ রাখেন।পরবর্তীতে আবার যখন নতুন করে শুরু করেন তখন 'বিসমিল্লাহ' লেখেন। যেহেতু বইটি লিখতে ১৬ বছর নিয়েছেন সেহেতু অনুরূপ হওয়া স্বাভাবিক। তবে কেউ কেউ বলেছেন, যখনি কোন নতুন আলোচনা শুরু করেন বা নতুন অধ্যায় শুরু করেন তখনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম লেখেন।

ছহীহ বুখারীর শর্ত সমূহ : প্রতিটি গ্রন্থকারই তার গ্রন্থ প্রণয়নের সময় কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-কানূনকে সামনে রেখে সেই আলোকে গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমানে প্রায় সকল লেখক তাদের ভূমিকাতে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন ভূমিকা লিখেননি। এই জন্য তার গ্রন্থে তিনি কী কী বিষয় সামনে রেখে হাদীছ চয়ন করেছেন তা স্পষ্টভাবে তার পক্ষ থেকে জানা যায় না। শুধুমাত্র তার প্রদত্ত নাম থেকে যতটুকু ধারণা পাওয়া যায়। তবে পরবর্তীতে ওলামায়ে কেরাম যারা ছহীহ বুখারী সহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করেছেন, ব্যাখ্যা লিখেছেন, তারা বিষয়টি উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি এই বিষয় নিয়ে আলাদা গ্রন্থও রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম হাযিমীর লিখিত শুরুতুল আয়িম্মা আল-খামছা ও ইমাম মাক্বদিসীর লিখিত শুরুতুল আয়িম্মা আস-সিত্তাহ। আমরা এই দু'টি বই এবং ফাৎহুল বারীর ভূমিকা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী নীচে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। যথা -

১. হাদীছের বর্ণনাকারীকে মুসলিম হতে হবে। কাফের যেন না হয়।

২. বিবেক সম্পন্ন হতে হবে। পাগল বা একদম ছোট শিশু যেন না হয়। যে শিশু কথা শুনে ও বুঝে প্রশ্নোত্তর দিতে পারে এবং মুখস্থ করে শুনাতে পারে তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে।

৩. ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। ফাসেক্ব বা পাপিষ্ঠ যেন না হয়।

৪. মযবূত স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে। মুখত্বলিতের হাদীছ গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি মুখত্বলিত[৩৪২] হয় তাহলে তার এমন ছাত্র থেকে হাদীছ গ্রহণ করা হবে যে স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার আগেই তার থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছে।

৫. আক্বীদা যেন বিদ'আতী না হয়।

---

৩৪২. 'মুখতালিত্ব' সেই রাবীকে বলা হয়, যার স্মৃতিশক্তি পূর্বে ভাল ছিল কিন্তু পরবর্তীতে কোন কারণে খরাপ হয়ে যায়।

৬. রাবী যেন মুদাল্লিস না হয়। মুদাল্লিস রাবীর হাদীছ ইমাম বুখারী শুধু তখনই গ্রহণ করেন যখন বর্ণনাকারী শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে। চাই সেই সনদেই হোক বা অন্য সনদে।

৭. বর্ণনাকারী তার শায়খের সাথে দীর্ঘদিন থেকেছে এবং শায়খের হাদীছ বিষয়ে তার ভাল অভিজ্ঞতা রয়েছে।

৮. বর্ণনাকারী যেন তার শায়খের সাথে অন্ততপক্ষে একবার হলেও সাক্ষাৎ করে। এই সাক্ষাতের স্পষ্ট প্রমাণ থাকতে হবে।[৩৪৩]

কেমন রাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীছ গ্রহণ করেছেন

ইমাম হাযেমী (রহঃ) ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের শর্তকে একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করেছেন। নিম্নে সেই উদাহরণটি পেশ করা হল।

আমরা মনে করি ইমাম যুহরীর ছাত্রগণ ৫ স্তরে বিভক্ত।

১ম স্তরের ছাত্রগণ স্মৃতিশক্তির দিক থেকে অনেক মযবূত। পাশাপাশি তারা ইমাম যুহরীর নিকট থেকে বহুদিন ইলম হাছিল করেছে। সফরে বাড়ীতে কোন সময়ই ইমাম যুহরীর সঙ্গ পরিত্যাগ করেনি। এই স্তরে রয়েছে ইমাম মালেক, সুফিয়ান বিন উয়াইনা।

২য় স্তরের ছাত্রগণ স্মৃতিশক্তির দিক থেকে প্রথম স্তরের মত কিন্তু তারা ইমাম যুহরীর নিকট দীর্ঘদিন ইলম হাছিল করেনি। এই স্তরে রয়েছে ইমাম আওযাঈ, লায়ছ বিন সা'দ।

৩য় স্তরের ছাত্রগণ প্রথম স্তরের মতই ইমাম যুহরীর সঙ্গ বহুদিন পেয়েছেন। কিন্তু স্মৃতিশক্তির দিক থেকে তারা হালকা দুর্বল।

৪র্থ স্তরের ছাত্রগণ স্মৃতিশক্তির দিক থেকেও হালকা দুর্বল এবং ইমাম যুহরীর হাদীছ বিষয়েও বেশী অভিজ্ঞ নয়।

৫ম স্তরের ছাত্রগণ অপরিচিত ও অতি দুর্বল।

১ম স্তরের রাবীগণ ইমাম বুখারীর মূল লক্ষ্য। তিনি অধিকাংশ সময় তাদের হাদীছ তার বইয়ে গ্রহণ করে থাকেন। আর ২য় স্তরের হাদীছও মাঝে মাঝে তিনি গ্রহণ করেন। এই দুই স্তরের মাঝেই তার ছহীহ বুখারীর বর্ণনা সীমাবদ্ধ।[৩৪৪]

ছহীহ বুখারীতে বিদ'আতীর রিওয়ায়েত

ছহীহ বুখারীর শর্তের আলোচনাতে কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলাদা আলোচনা হওয়া সময়ের দাবী। সেই হিসাবে আমরা বিদ'আতীর রিওয়ায়েত দিয়েই শুরু করি।

---

৩৪৩. শুরুতুল আয়িম্মা আস-সিত্তাহ, মাক্বদেসী ও শুরুতুল আয়িম্মা আল-খামছা, ইমাম হাযিমী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, পৃঃ ৫০-৫৬।

৩৪৪. শুরুতুল আয়িম্মা আস-সিত্তাহ, মাক্বদেসী ও শুরুতুল আয়িম্মা আল-খামছা, ইমাম হাযিমী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, পৃঃ ৫৬-৫৭।

শরী'আতের মধ্যে নতুন সৃষ্টিকে বিদ'আত বলা হয়। বিদ'আতীর বিষয়ে আমাদের সালাফগণ চিরদিন কঠোর ছিলেন। তেমনি হাদীছ গ্রহণের বিষয়েও রাবীর আক্বীদা বা আমলে কোন বিদ'আত আছে কিনা তা মুহাদ্দিছীনে কেরাম খুব মনোযোগের সাথে যাচাই-বাছাই করতেন। তারা গড়ে সকল বিদ'আতীর হাদীছ পরিত্যাগ করেছেন এমন নয়। তাদের কিছু নিয়ম-নীতি ছিল যার আলোকে তারা বিদ'আতীর হাদীছ গ্রহণ করতেন। তেমনি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এরও কিছু নিয়ম-নীতি ছিল যার আলোকে তিনি কিছু বিদ'আতীর হাদীছ গ্রহণ করেছেন। প্রথমে আমরা জেনে নিই ছহীহ বুখারীতে মোট কতজন বিদ'আতী রাবীর হাদীছ রয়েছে। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর তার ভূমিকাতে ছহীহ বুখারীর সেই সমস্ত রাবীগণকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন যারা বিদ'আতী। তবে তাদের মধ্যে দুই ভাগ রয়েছে যারা সত্যিকার বিদ'আতী এবং যাদেরকে বিদ'আতী হওয়ার অভিযোগে ভুলভাবে বা মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যারা সত্যিকার বিদ'আতী তারা মোট ৬৯ জন। ইমাম আসক্বালানী (রহঃ) তাদের সকলেই কোন্ বিদ'আতের অভিযোগে অভিযুক্ত তাও উল্লেখ করেছেন। তাদের জীবনী নিয়ে গবেষণা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়।

১. তাদেও প্রত্যেকের বিদ'আত এমন নয়, যার দ্বারা মানুষ কাফের হয়ে যায়।
২. তাদের অধিকাংশই বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী নয় অথবা পরবর্তীতে তওবা করে নিয়েছে।
৩. তাদের সকলেই সত্যবাদী। কেউই মিথ্যার অভিযোগে বা পাপিষ্ঠ হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত নয়।
৪. তাদের সকলের স্মৃতিশক্তি মযবূত। স্মৃতিশক্তিতে কোন প্রকার ত্রুটি নাই।
৫. তাদের অধিকাংশের রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদের ক্ষেত্রে নিয়ে এনেছেন।
৬. তাদের থেকে বর্ণিত রিওয়ায়েতের সংখ্যা অতি অল্প।[৩৪৫]

ইমাম বুখারী বনাম ইমাম মুসলিম

ইমাম বুখারীর শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে, হাদীছের সনদ সংযুক্ত হওয়ার জন্য ছাত্রের সাথে শিক্ষকের অন্ততপক্ষে একবার সাক্ষাৎ হওয়ার প্রমাণ থাকতে হবে। অন্যদিকে ইমাম মুসলিমের নিকট সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেই হল। তাদের এই মতভেদ বিষয়ে ছহীহ বুখারীর ভূমিকায় বিস্তর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কেননা এই শর্তটি ছহীহ বুখারীর উপর কোন অভিযোগ নয় বা ছহীহ বুখারীর ত্রুটি নয় বরং ছহীহ বুখারীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা এই শর্তটি। তার এই কঠোর শর্তের কারণেই ওলামায়ে কেরাম ছহীহ বুখারীকে ছহীহ মুসলিমের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তারপরেও এই মাসআলা সংশ্লিষ্ট মৌলিক কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে নীচে পেশ করা হল।

---

৩৪৫ ফাতহুল বারী, ১/৬২।

ছাত্র-শিক্ষক যদি সমকালীন ও সমযুগের হয় কিন্তু তাদের মাঝে সাক্ষাৎ হওয়ার স্পষ্ট কোন প্রমাণ না থাকে এমতাবস্থায় তারা যদি পরস্পরের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করে তাহলে কি তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হবে? এই ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণের মাঝে বিস্তর ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম মুসলিমের নিকট সমকালীন হলে এবং দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকলে তাদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণীয়। অন্যদিকে ইমাম বুখারীর নিকট কমসে কম একবার তাদের মাঝে দেখা হওয়ার প্রমাণ থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারীর এই দেখা হওয়ার শর্ত কি শুধু তার ছহীহ বুখারীর জন্য, না সকল হাদীছের জন্য? এই নিয়েও মতভেদ আছে। আমরা সেই দিকে যাচ্ছি না। ইমাম মুসলিম তার নিজের মতের পক্ষে তার ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় অনেক দলীল-আদিল্লা পেশ করেছেন এবং যারা এই মতের বিরোধী তাদের জন্য অনেক কড়া শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার এই কড়া শব্দগুলো দ্বারা ইমাম বুখারী উদ্দেশ্য কিনা তা নিয়েও মতভেদ আছে, আজকে সেদিকে যাওয়ারও সময় নাই। আলোচনার শুরুতে আমরা দেখে নিব ইমাম বুখারী ও মুসলিম কী কী বিষয়ে একমত ।

ক. রাবী যদি মুদাল্লিস হন তাহলে সমকালীন হওয়ার পরেও নিঃসন্দেহে তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে না।

খ. যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তারা নিশ্চিত পরস্পরের সাথে দেখা করেননি তাহলেও সমকালীন হওয়ার কোন গুরুত্ব নাই। কোন মতভেদ ছাড়াই তখন হাদীছ নিশ্চিত যঈফ।

গ. দেখা হওয়া না হওয়া কোনটারই প্রমাণ নাই, কিন্তু হাদীছের অন্য সনদে ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে তৃতীয় একজন রাবীকে পাওয়া যায় তাহলে এই সনদটি বিচ্ছিন্ন ধরা হবে ।

সমস্যা কি?

ক. যখন রাবী মুদাল্লিস নন।

খ. দুইজন সমকালীন।

গ. উভয়ের মাঝে মুলাকাতের স্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই। মুলাকাত হয়নি তারও কোন প্রমাণ নাই। এমন দুইজন ছাত্র-শিক্ষকের পরস্পরের থেকে বর্ণিত হাদীছ কি একদম গ্রহণ করা হবে? না যঈফ বলে পরিত্যাগ করা হবে?

মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য : পরবর্তী যারা মুহাদ্দিছ এসেছেন তারাও এই বিষয় নিয়ে ইখতিলাফ করেছেন। তবে সকলেই একটি বিষয়ে একমত যে, ইমাম বুখারীর শর্ত বেশী কঠিন ও মযবূত এবং হাদীছের ছহীহ হওয়ার নিশ্চয়তার বিষয়ে বেশী সতর্কতাপূর্ণ পদ্ধতি। অন্যদিকে ইমাম মুসলিমের শর্ত হালকা। এই জন্যই ছহীহ বুখারীকে ছহীহ মুসলিমের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়।

সঠিক মন্তব্য : যদি এমন কোন আলামত পাওয়া যায়, যা উভয়ের মাঝে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয় এবং দেখা না হওয়াটাই অসম্ভব মনে হয়, সেই ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ কিছুটা শিথিলতা দেখিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তাদের হাদীছ গ্রহণ করাটাই তাদের লেখনীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত দলীলসহ আলোচনা করেছেন 'মাওক্বিফুল ইমামায়ন' গ্রন্থের লেখক ডঃ খালিদ মানছূর (হাফিঃ)। গ্রন্থটি মূলত তার

সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের থিসিস ছিল (দেখুন, ৪৮১ থেকে ৪৮৭ পৃষ্ঠা এবং ১৪৩ থেকে ১৫৭ পৃষ্ঠা)। তিনি অত্র গ্রন্থে সুন্দরভাবে বিষয়টি প্রমাণিত করেছেন।

সর্ব বিশুদ্ধ কিতাব কোন্‌টি

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

«مَا مِنْ كِتَابٍ أَكْثَرَ صَوَابًا بَعْدَ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كِتَابِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يَعْنِي الْمُوَطَّأَ».

মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র কুরআনের পরে সবচেয়ে ছহীহ কিতাব ইমাম মালেকের মুওয়াত্ত্বা।[৩৪৬]

ইমাম হাকেমের উস্তাদ ইমাম আবু আলী আন-নিশাপুরী বলেন,

ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج'

'আসমানের নীচে ছহীহ মুসলিমের চেয়ে ছহীহ গ্রন্থ আর নাই'।[৩৪৭]

মুওয়াত্ত্বা মালেক বনাম ছহীহ বুখারী

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) যখন মুওয়াত্ত্বা মালেককে সর্ববিশুদ্ধ কিতাব বলেছেন তখন ছহীহ বুখারী সংকলিতই হয়নি। কেননা ইমাম শাফেঈর মৃত্যু ২০৪ হিজরীতে অন্যদিকে ইমাম বুখারীর জন্ম ১৯৪ হিজরীতে। সুতরাং ইমাম শাফেঈর মন্তব্য তার যুগ অনুযায়ী সঠিক। কিন্তু ছহীহ বুখারী সংকলিত হওয়ার পর ছহীহ বুখারীই সর্ববিশুদ্ধ কিতাব এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কেননা হাফেয ইরাক্বী (রহঃ) বলেন,

أن مالكا رحمه الله لم يفرد الصحيح بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات

'নিশ্চয় মালেক (রহঃ) শুধু ছহীহ হাদীছ জমা করেননি বরং মুরসাল, মুনক্বাতে' ও বালাগাতকেও মুওয়াত্ত্বা মালেকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩৪৮]

হাফেয ইরাক্বীর বালাগাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইমাম মালেক তার মুওয়াত্ত্বা মালেকে অনেক হাদীছ এমন উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর কোন সনদ নাই বরং তিনি শুধু বলেন, 'আমার নিকট পৌঁছেছে যে, এই বলে তিনি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এই জাতীয় হাদীছকে বলা হয় বালাগাত মালেক। এই ধরনের অনেক মুনক্বাতে' ও মুরসাল হাদীছ রয়েছে মুওয়াত্ত্বা মালেকে।

কেউ অভিযোগ করতে পারে ছহীহ বুখারীতেও তো মু'আল্লাক্ব হাদীছ আছে। এর জবাবে ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন,

---

৩৪৬. ইবনু আব্দিল বার, ইস্তিযকার ১/১২; তামহীদ ১/৭৬; আবুল ক্বাসেম আব্দুর রহমান আল-জওহরী, তাহক্বীক্ব: লুতফী বিন মুহাম্মাদ, মুসনাদুল মুওয়াত্ত্বা হা/৭৫, পৃঃ ১১০।

৩৪৭. ক্বাযী ইয়ায, ইকমালুল মুলিম ১/৮০।

৩৪৮. ইরাক্বী, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ ওছমান, আত-তাক্বঈদ ওয়াল ইজাহ, পৃঃ ২৫।

وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا فِيهِ مِنَ الْمُنْقَطِعِ وَبَيْنَ مَا فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ الَّذِي فِي الْمُوَطَّأِ هُوَ كَذَلِكَ مَسْمُوعٌ لِمَالِكٍ غَالِبًا، وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَهُ، وَالَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ قَدْ حُذِفَ إِسْنَادُهُ عَمْدًا لِقَصْدِ التَّخْفِيفِ إِنْ كَانَ ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَوْصُولًا، أَوْ لِقَصْدِ التَّنْوِيعِ إِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ شَرْطِهِ لِيُخْرِجَهُ عَنْ مَوْضُوعِ كِتَابِهِ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُ مَا يَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ تَنْبِيهًا وَاسْتِشْهَادًا وَاسْتِئْنَاسًا وَتَفْسِيرًا لِبَعْضِ آيَاتٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : মুওয়াত্ত্বা মালেকের মুনক্বাতে' হাদীছ ও ছহীহ বুখারীর মুনক্বাতে' হাদীছের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে,

১. মুওয়াত্ত্বা মালেকে যে বর্ণনাগুলো আছে সেগুলো মূলত ইমাম মালেক এভাবেই শুনেছেন। তিনি ইচ্ছাকৃত সনদ বিলুপ্ত করেছেন এরূপ নয়। অন্যদিকে ছহীহ বুখারীতে যে বর্ণনাগুলো আছে সেগুলো ইমাম বুখারী ইচ্ছাকৃত সনদ বিলুপ্ত করেছেন। তার নিকটে এগুলো সনদসহ মুত্তাসিল ভাবেই বর্ণিত ছিল।
২. ইমাম মালেক মুওয়াত্ত্বা মালেকে যে মুরসাল, মুনক্বাতে' ও বালাগাতগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ইমাম বুখারী কোন মু'আল্লাক্ব হাদীছকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেননি। বরং বিভিন্ন শব্দের অর্থ বুঝানোর জন্য, অধ্যায়ের সাথে হাদীছের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ইস্তিশহাদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তথা মুওয়াত্ত্বা মালেকের মুনক্বাতে' হাদীছ মুওয়াত্ত্বার মৌলিক হাদীছ, অন্যদিকে ছহীহ বুখারীর মুনক্বাতে' হাদীছ ছহীহ বুখারীর মূল হাদীছ নয়।
৩. অন্যদিকে ছহীহ বুখারীর অধিকাংশ মু'আল্লাক্ব হাদীছ ইমাম বুখারী স্বয়ং অন্যত্র সনদসহ বর্ণনা করে দিয়েছেন। কিন্তু মুওয়াত্ত্বা মালেকের মুনক্বাতে' হাদীছগুলো এইরূপ নয়।[৩৪৯]

ছহীহ মুসলিম বনাম ছহীহ বুখারী

ছহীহ বুখারী ছহীহ মুসলিমের চেয়ে কয়েকটি কারণে বেশী বিশুদ্ধ যেমন ইমাম সুয়ূতী বলেন,[৩৫০]

لَنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِالْإِخْرَاجِ لَهُمْ دُونَ مُسْلِمٍ أَرْبَعُمِائَةٍ وَبِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا، الْمُتَكَلَّمُ فِيهِمْ بِالضَّعْفِ مِنْهُمْ ثَمَانُونَ رَجُلًا، وَالَّذِينَ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِالْإِخْرَاجِ لَهُمْ دُونَ الْبُخَارِيِّ سِتُّمِائَةٍ وَعِشْرُونَ، الْمُتَكَلَّمُ فِيهِمْ بِالضَّعْفِ مِنْهُمْ مِائَةٌ وَسِتُّونَ. إِنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ بِهِمُ الْبُخَارِيُّ مِمَّنْ تُكُلِّمَ فِيهِ لَمْ يُكْثِرْ مِنْ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِمْ، بِخِلَافِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ أَكْثَرَ تِلْكَ النُّسَخِ. إِنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ بِهِمُ الْبُخَارِيُّ مِمَّنْ تُكُلِّمَ فِيهِمْ أَكْثَرُهُمْ مِنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ لَقِيَهُمْ وَجَالَسَهُمْ وَعَرَفَ أَحْوَالَهُمْ، وَاطَّلَعَ عَلَى أَحَادِيثِهِمْ عَرَفَ جَيِّدَهَا مِنْ غَيْرِهِ، بِخِلَافِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَنْ تَفَرَّدَ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِ مِمَّنْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ عَنْ عَصْرِهِ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُحَدِّثَ أَعْرَفُ بِحَدِيثِ شُيُوخِهِ

---

৩৪৯. তাওযীহুন নাযর ১/২১৫।
৩৫০. তাদরীবুর রাবী ১/৯৬-৯৮।

إِنَّ مُسْلِمًا يَرَى أَنَّ لِلْمُعَنْعَنِ حُكْمَ الِاتِّصَالِ إِذَا تَعَاصَرَا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ اللُّقَى، وَالْبُخَارِيُّ لَا يَرَى ذَلِكَ حَتَّى يَثْبُتَ. إِنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي انْتُقِدَتْ عَلَيْهِمَا نَحْوُ مِائَتَيْ حَدِيثٍ وَعَشَرَةِ أَحَادِيثَ كَمَا سَيَأْتِي أَيْضًا، اخْتَصَّ الْبُخَارِيُّ مِنْهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَانِينَ. اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَجَلُّ مِنْ مُسْلِمٍ فِي الْعُلُومِ، وَأَعْرَفُ بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ، وَأَنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيذُهُ وَخِرِّيجُهُ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتْبَعُ آثَارَهُ، حَتَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَوْلَا الْبُخَارِيُّ مَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ.

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ :

১. ছহীহ বুখারীর ঐ সমস্ত রাবীর সংখ্যা যাদের থেকে শুধু ইমাম বুখারী হাদীছ গ্রহণ করেছেন ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেননি প্রায় ৪৩০ জন। তন্মধ্যে যাদের ব্যাপারে কেউ কেউ দুর্বলতা সূচক মন্তব্য করেছেন তাদের সংখ্যা ৮০ জন। অন্যদিকে ছহীহ মুসলিমের ঐ সমস্ত রাবীর সংখ্যা যাদের থেকে শুধু ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেছেন ইমাম বুখারী গ্রহণ করেননি প্রায় ৬২০ জন। তাদের মধ্যে যাদের বিষয়ে কেউ কেউ দুর্বলতা সূচক মন্তব্য করেছেন তাদের সংখ্যা ১৬০ জন। তথা ছহীহ মুসলিমে এমন রাবীর সংখ্যা ছহীহ বুখারীর চেয়ে প্রায় ৮০ জন বেশী যাদেরকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন। সুতরাং ছহীহ বুখারী বেশী বিশুদ্ধ।

২. ছহীহ বুখারীর যে সমস্ত রাবীগণকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন তাদের থেকে ইমাম বুখারী অনেক কম হাদীছ গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে ছহীহ মুসলিমের যে সমস্ত রাবীগণকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন ইমাম মুসলিম তাদের থেকে অনেক হাদীছ গ্রহণ করেছেন।

৩. ছহীহ বুখারীর যে সমস্ত রাবীগণকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন তাদের অধিকাংশ ইমাম বুখারীর সরাসরি শায়খ অন্যদিকে ছহীহ মুসলিমের যে সমস্ত রাবীকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন তাদের অধিকাংশ ইমাম মুসলিমের শায়খ নন বরং তার শায়খের উপরের স্তরের। আর একজন ব্যক্তি তার শায়খ বিষয়ে এবং শায়খের হাদীছ বিষয়ে বেশী অভিজ্ঞ হয়ে থাকে। সেই হিসাবে ইমাম বুখারী তার শায়খগণের অবস্থা দেখে হাদীছ যাচাই-বাছাই করে গ্রহণের বেশী সুযোগ পেয়েছেন, যা ইমাম মুসলিম পাননি।

৪. ইমাম বুখারীর নিকট সনদ সংযুক্ত হওয়ার জন্য রাবীর সাথে শায়খের অন্ততপক্ষে একবার সাক্ষাৎ হওয়া যরূরী। অন্যদিকে ইমাম মুসলিমের নিকট সমকালীন এবং দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেই সনদকে সংযুক্ত গণ্য করা হবে। আর নিঃসন্দেহে ইমাম বুখারীর শর্ত অনেক বেশী মযবূত ও শক্তিশালী।

৫. ছহীহ মুসলিমের যে হাদীছগুলোকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন সেগুলোর সংখ্যা প্রায় ২১০টি। অন্যদিকে ছহীহ বুখারীর যে হাদীছগুলোকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন সেগুলোর সংখ্যা আশির চেয়ে কম।

৬. সর্বোপরি সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, ইমাম মুসলিমের চেয়ে ইমাম বুখারী হাদীছ বিষয়ে বেশী জ্ঞানী। ইমাম মুসলিম তো ইমাম বুখারীর ছাত্র। এমনকি ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, যদি ইমাম বুখারী না থাকত তাহলে ইমাম মুসলিমের আবির্ভাবও হত না।[৩৫১] সুতরাং ইমাম বুখারীর লিখিত গ্রন্থ বেশী বিশুদ্ধ।

ছহীহ মুসলিম যেখানে এগিয়ে :

ছহীহ বুখারী যেমন ছহীহ হওয়ার দিক দিয়ে ছহীহ মুসলিমের চেয়ে এগিয়ে ঠিক তেমনি ছহীহ মুসলিম কয়েকটি ক্ষেত্রে ছহীহ বুখারীর চেয়ে এগিয়ে।

১. ছহীহ মুসলিমে বই শুরু হওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু ছহীহ হাদীছ। কোন প্রকার টীকা, ছাহাবী বা তাবেঈনদের আছার কিছুই নাই। শুধুই হাদীছ। এমনকি ইমাম মুসলিম অধ্যায়ও রচনা করেননি।[৩৫২]

২. ছহীহ মুসলিমে একই বিষয়ক হাদীছ বিভিন্ন সনদের শব্দের পার্থক্যসহ একসাথে এক জায়গাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু ছহীহ বুখারীতে একই বিষয়ের হাদীছ একসাথে এক জায়গায় পাওয়া যায় না। ইমাম বুখারীর ইস্তিদলাল যেহেতু অনেক সূক্ষ্ম সেহেতু কোন হাদীছ দিয়ে তিনি কী ইস্তিদলাল করবেন তা মানুষ ধরতে পারে না। এইদিক থেকে ছহীহ মুসলিম সাধারণ জনগণের জন্য অনেক সহজ।

উল্লেখ্য যে, ছহীহ মুসলিমের যেমন এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য আছে ঠিক তার বিপরীতে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হওয়ার পাশাপাশি ছহীহ বুখারীরও একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইমাম বুখারীর সূক্ষ্ম ইস্তিদলাল রীতি যা একজন ছাত্রকে যেমন ফক্বীহ করে গড়ে তুলে, তেমনি এই বিষয়েরও প্রমাণ বহন করে যে, সকল ফৎওয়ার উত্তর হাদীছেই পাওয়া সম্ভব, আমাদের সূক্ষ্ম ইস্তিদলালের অভাব তাই আমরা বুঝতে পারি না।

ছহীহ বুখারীর বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য

ইমাম ইবনুস সালাহ (রহঃ) বলেন,

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به

'যে সমস্ত হাদীছের বিষয়ে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম একমত পোষণ করেছেন সেগুলো নিঃসন্দেহে ছহীহ। এবং সেগুলোর দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞানের উপকারিতা পাওয়া যায়'।[৩৫৩]

তিনি আরো বলেন,

جَمِيع مَا حكم مُسلم بِصِحَّتِهِ من هَذَا الْكتاب فَهُوَ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَهَكَذَا مَا حكم البُخَارِيّ بِصِحَّتِهِ فِي كِتَابه وَذَلِكَ لِأَن الْأمة تلقت ذَلِك بِالْقبُولِ

---

৩৫১. তাদরীবুর রাবী ১/৯৬-৯৮।
৩৫২. ত্বাহির আল-জাযায়িরী, তাওজীহুন নাযর ১/৩০২।
৩৫৩. মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ পৃ.২৮।

'প্রত্যেক যে হাদীছকে ইমাম মুসলিম ছহীহ বলেছেন তা নিঃসন্দেহে ছহীহ। অনুরূপ ছহীহ বুখারীর প্রত্যেক হাদীছ ছহীহ। কেননা এই দুই গ্রন্থকে উম্মাত কবুল করে নিয়েছে'।[৩৫৪]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين، ووجوب العمل بأحاديثهما.

'আর উম্মাতে মুসলিমা এই দু'টি গ্রন্থের ছহীহ হওয়ার উপর এবং এই দু'টি গ্রন্থের হাদীছগুলোর উপর আমল ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছে'।[৩৫৫]

ইমামুল হারামাইন (রহঃ) বলেন,

لو حلف انسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لاجماع علماء المسلمين

'যদি কোন মানুষ তার বউয়ের ক্ষেত্রে এই কথা বলে যে, 'ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে যত হাদীছ আছে তার সবগুলো যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বাণী না হয় তাহলে তুমি তালাক্ব' তাহলে তার স্ত্রী তালাক হবেনা। এবং যদি কসম করে তাহলে কসমভঙ্গকারীও হবেনা কেননা এই বই দু'টির উপর ওলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে'।[৩৫৬]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

لَيْسَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ

'আসমানের নীচে পবিত্র কুরআনের পরে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের চেয়ে বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নাই'।[৩৫৭]

ছহীহ বুখারীর বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের সমস্ত মন্তব্য জমা করতে গেলে আলাদা একটি বই হয়ে যাবে। সত্যান্বেষীদের জন্য উপরে উল্লেখিত মহান কয়েকজন ইমামের মন্তব্যই যথেষ্ট। উল্লেখ্য যে, ছহীহ বুখারীর যে কিঞ্চিত হাদীছকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন তার জবাব আমরা অত্র বইয়ে আলাদাভাবে দিয়েছি আল-হামদুলিল্লাহ।

ছহীহ বুখারীর হাদীছ সংখ্যা :

ইমাম ইবনুছ ছালাহ (রহঃ) বলেন,

وَجُمْلَةُ مَا فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ سَبْعَةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا بِالْأَحَادِيثِ الْمُتَكَرِّرَةِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا بِإِسْقَاطِ الْمُكَرَّرَةِ أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدِيثٍ

---

৩৫৪. সিয়ানাতু ছহীহ মুসলিম পৃ.৮৫।
৩৫৫. তাহযিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, ১/৭৪।
৩৫৬. আল-হিত্তা পৃ.২০১; শারহ মুসলিম, নববী ১/১৯।
৩৫৭. মাজমুয়া ফাতাওয়া, ১৮/৭৪।

'এই ছহীহ বুখারীতে তাকরার[৩৫৮] সহ মোট হাদীছ সংখ্যা সাত হাজার দুইশ' পঁচাত্তর। আর তাকরার ব্যতীত মোট হাদীছ সংখ্যা চার হাজার।[৩৫৯]

ইমাম ইবনুছ ছালাহের অনুসরণে একই কথা বলেছেন ইমাম নববী ও ইমাম ইবনু কাছীর। উল্লেখ্য যে, এখানে শুধু মূল বুখারীর হাদীছ উদ্দেশ্য; ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত টীকা গণনার মধ্যে ধর্তব্য নয়।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার ফাৎহুল বারীর ভূমিকাতে উপরের সংখ্যার উপর বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন। সমালোচনা শেষে তিনি তার মত পেশ করেন-

فَجَمِيع أَحَادِيثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على مَا حررته وأتقنته سَبْعَة آلَاف وَثَلَاث مائَة وَسَبْعَة وَتسْعُونَ حَدِيثا

আমি যা অনুসন্ধান করেছি ও নিশ্চিত হয়েছি তাতে মু'আল্লাক্বাত ও মুতাবা'আত ছাড়া তাকরার সহ ছহীহ বুখারীর সকল হাদীছের সংখ্যা ৭৩৯৭।[৩৬০]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রদত্ত হিসাবের সারমর্ম :

তাকরার সহ মারফূ' মাওসুল হাদীছ- ৭৩৯৭।

মু'আল্লাক্ব হাদীছ- ১৩৪১।

মুতাবা'আত- ৩৪১।

সর্বমোট : ৯০৮২।[৩৬১]

তাহক্বীক্ব : উপরের সংখ্যাগুলোকে আমরা যদি সঠিকভাবে হিসাব করি, তাহলে মোট হিসাব ৯০৮২ হয় না; বরং ৯০৭৯ হয়। বিষয়টি তাহক্বীক্ব করলে দেখা যায়, ইমাম ক্বাসতাল্লানী (রহঃ) যখন এই বিষয়টি ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) থেকে নক্বল করেছেন, তখন তিনি মুতাবা'আত-এর সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ৩৪৪। তথা বর্তমানে আমাদের হাতে প্রকাশিত ফাৎহুল বারীর কপিগুলোতে ভুল রয়েছে। যারা কপি করেছেন তাদের নিকট থেকে ভুলটি হয়ে যায়। ইমাম ক্বাসতাল্লানী ইমাম আসক্বালানী (রহঃ) থেকে যা বর্ণনা করেছেন সেটাই হিসাব অনুযায়ী বিশুদ্ধ। মুতাবা'আত ৩৪৪ ধরলেই সর্বমোট ৯০৮২ হয়।

সতর্কতা : আমরা মু'আল্লাক্বাত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সময় বলেছিলাম মু'আল্লাক্বাতের মধ্যে শুধুমাত্র মারফূ' হাদীছ ধর্তব্য। মাওকূফ, মাক্বতূ' তথা ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইয়ামের ফৎওয়া ধর্তব্য নয়। সুতরাং উপরে আলোচিত মোট হিসাবের মধ্যে ছহীহ বুখারী বর্ণিত সকল মারফূ' হাদীছের হিসাব রয়েছে। চাই মুসনাদ তথা সনদসহ হোক বা মু'আল্লাক্ব তথা সনদ

৩৫৮. তাকরার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এই বইয়ের তাকরার বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৩৫৯. মুকাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ২০।
৩৬০. ফাৎহুল বারী ১/৪৬৭-৪৬৯।
৩৬১. ফাৎহুল বারী ১/৪৬৭-৪৬৯।

ছাড়া হোক বা মুতাবা'আত হিসাবে হোক। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের ফৎওয়ার হিসাব উল্লেখ করা হয়নি। এক হিসাব অনুযায়ী ছহীহ বুখারীতে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের ইযামের মোট ১৬০৮টি মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত সার্বিক বর্ণনার মোট হিসাব দাঁড়ায় ৯০৮২+১৬০৮ = ১০৬৯০, কথায়: দশ হাজার ছয়শ' নব্বই।

হাদীছের সংখ্যায় তারতম্যের কারণ :

উপরের আলোচনায় দেখলাম ইমাম ইবনুছ ছালাহ ও ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর বর্ণিত সংখ্যার মধ্যে তারতম্য রয়েছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, ইমাম বুখারী একই হাদীছ বারবার নিয়ে আসলেও সেটা ধরা অনেক সময় মুশকিল হয়ে যায়। যেমন কয়েক পৃষ্ঠার একটি বড় হাদীছকে এক জায়গায় সম্পূর্ণ উল্লেখ করলেন। তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী সেই হাদীছের ছোট ছোট অংশ বিভিন্ন জায়গায় আলাদাভাবে উল্লেখ করলেন। ইমাম ইবনুছ ছালাহ হয়তো সকল হাদীছকে আলাদা আলাদা মনে করেছেন। কিন্তু ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) সেটাকে একটি হাদীছ হিসাবে গণনা করেছেন। যেমন এই বিষয়ে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) স্বয়ং বলেন,

كان إذا رأى الحديث مطولا في موضع آخر يظن أن المختصر غير المطول...... ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير وحينئذ يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين

'ইমাম ইবনুছ ছালাহ যখন কোন দীর্ঘ হাদীছকে অন্য জায়গায় দেখেছেন তখন ভেবেছেন সংক্ষিপ্ত হাদীছ এবং বড় হাদীছ আলাদা হাদীছ। আর এই জাতীয় হাদীছ বইয়ে অনেক রয়েছে। সুতরাং সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কারণ স্পষ্ট'।[৩৬২] এছাড়া অনেক সময় নুসখা বা কপির পার্থক্যের কারণেও হাদীছের সংখ্যায় তারতম্য হয়ে যায়।

بعض الناس 'বা'যুন নাস' বা কিছু মানুষ :

আমরা পূর্বে জেনেছি ছহীহ বুখারী লেখার পিছনে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল ফিক্বহী মাসায়েল ইস্তিম্বাত করা। এই জন্য অনেক সময় তিনি তার মতের বিরোধী মতের জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন। এই জবাব তিনি ছহীহ বুখারীতে দুইভাবে দিয়েছেন।

ক. অধ্যায়ের নামের মাধ্যমে।

খ. বা'যুন নাস বা 'কিছু মানুষ বলেছে' মর্মে তাদের কথা পেশ করে সেটা খণ্ডন করেছেন।

ছহীহ বুখারীতে এই জাতীয় বা'যুন নাস প্রায় ২৫ জায়গায় এসেছে। এই 'কিছু মানুষ' দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য কী, সে বিষয়ে ইবনুত ত্বীন বলেন,

المراد ببعض الناس أبو حنيفة

---

৩৬২. ফাৎহুল বারী ১/৪৭৭।

'বাযুন নাস দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)' ।[৩৬৩]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَبَا حَنِيفَةَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ مِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ

'হতে পারে তিনি এর দ্বারা ইমাম আবু হানীফাকে এবং তিনি ছাড়া আরো যারা এই মত পোষণ করেন তাদেরকে বুঝাচ্ছেন' ।[৩৬৪]

সত্যি বলতে কী, যেহেতু ইমাম বুখারী স্বয়ং সরাসরি কোথাও বলেননি 'বা'যুন নাস' দ্বারা কারা উদ্দেশ্য। সুতরাং আমরাও নিশ্চিতভাবে দাবী করতে পারি না কারা উদ্দেশ্য। কেননা অনেক মাসআলা এমন রয়েছে যেগুলোতে শুধু ইমাম আবু হানীফা একক নন বরং আরো অনেকেই হয়তো সেই মত পোষণ করেছেন। যেমন হাদীছে রিকাযের মাসআলায় ইমাম বুখারী বা'যুন নাস বলে যে মাসআলার খণ্ডন করতেছেন, সেই মাসআলায় ইমাম আবু হানীফার সাথে ইমাম সুফিয়ান সাওরীও রয়েছেন। হ্যাঁ, এতটুকু বলা যায়, তিনি যে মাসআলাগুলোতে রাদ্দ করেছেন সেগুলো প্রায় সবই হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে। এছাড়া সত্যের নিকটবর্তী তো এটাই যে, বা'যুন নাস দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়, প্রত্যেক যারা ঐ মাসআলায় ইমাম বুখারীর মতের বিপরীত মত পোষণ করেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বা'যুন নাস বলেছেন।

বা'যুন নাস বিষয়ে লিখিত বই :

মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী (রহঃ) তার প্রকাশিত ছহীহ বুখারীর শুরুতে দাফউল ওয়াসওয়াস আন বা'যিন নাস নামে একটি প্রবন্ধ যোগ করেছেন, যেখানে তিনি ইমাম বুখারীর জবাব দিয়েছেন। পরবর্তীতে আল্লামা শামসুল হক্ব আজিমাবাদী (রহঃ) তার লেখনীর জবাবে রাফউল ইলতিবাস আন বা'যিন নাস আরবীতে একটি বই রচনা করেন। যেখানে তিনি সাহারানপুরী (রহঃ) ইমাম বুখারীর যে জবাব দিয়েছেন তার খণ্ডন করত ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মতকে সঠিক প্রমাণিত করেছেন। দু'টি গ্রন্থই বর্তমানে প্রকাশিত।

হানাফী বা আহলুর রায়গণের সাথে ইমাম বুখারীর সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বলে রাখতে হয়, ইতিহাস ঘাটলে হানাফী বা আহলুর রায়গণের সাথে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর তিক্ত কিছু ঘটনার নযীর পাওয়া যায়। যেমন-

১. ইমাম বুখারী যখন বোখারায় আসেন তখন সেখানে হানাফী মাযহাবের একজন বড় আলেম আবু হাফস বসবাস করতেন। তিনি ইমাম বুখারীকে ফৎওয়া দেওয়ার অযোগ্য হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।[৩৬৫] উল্লেখ্য যে, ফৎওয়া তাতারখানীতে একটি ঘটনা বর্ণনা

---

৩৬৩. তাওযীহ ২৫/৪২৯; উমদাতুল কারী ১৪/৪১।

৩৬৪. ফাতহুল বারী ৩/৩৬৪।

৩৬৫. আব্দুল ক্বাদির আল-ক্বারশী, আল-জাওয়াহেরুল মুযীয়া ফী তাবাক্বাতিল হানাফিয়্যাহ ১/৬৭, জীবনী নং ১০৫; 'আত- ত্বাবাক্বাত আস-সানিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ ১/৩৯৫, জীবনী নং ১৮৯; 'আল-ফাওয়াদুল বাহিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, পৃঃ ১৮।

করা হয়েছে। একদা বোখারায় একজন ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া এবং ছালাতে রাফঊল ইয়াদায়ন করা শুরু করে। এই খবর হানাফী আলেম আবু হাফসের নিকট পৌঁছলে তিনি বাদশাহর মাধ্যমে তাদেরকে চাবুক দিয়ে প্রহার করার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার এই রকম করবে না মর্মে শপথ করলে তাদেরকে তওবা করিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এক কথায় নতুনভাবে ইসলামে প্রবেশ করানোর মত ঘটনা।[৩৬৬]

২. ইমাম বুখারীকে বোখারা থেকে বহিষ্কারের ঘটনায় আমরা দেখেছি যারা ইমাম বুখারীকে বোখারা থেকে বহিষ্কারে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল 'হুরাইছ'। তার নামে ইমাম বুখারী (রহঃ) বদ দু'আ করেছিলেন এবং সেই বদ দু'আর ফলে সে তার পরিবার নিয়ে ফিৎনায় পতিত হয়েছিল। এই হুরাইছের জীবনী ঘাটলে দেখা যায় সে হানাফী মাযহাবের তৎকালীন যুগের অনেক বড় আলেম ছিলেন। হানাফী ত্বাবাক্বাতের উপর লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ ত্বাবাক্বাত আস-সানিয়্যাহ এবং জাওয়াহির আল-মুযীয়া গ্রন্থে তার বিষয়ে বলা হয়েছে,

أحد الأَئِمَّة الْكِبَار من فُقَهَاء أَصْحَاب أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى ببخارى

'তিনি হানাফী মাযহাবের অনেক বড় ফক্বীহ'।[৩৬৭]

ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত গ্রন্থ

ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত গ্রন্থ বলতে আমরা মনে করি হয়তো শুধু ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা। আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়। আমরা ছহীহ বুখারীর উপর সার্বিকভাবে লিখিত গ্রন্থগুলো বুঝাচ্ছি। যেমন কেউ ছহীহ বুখারীকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, কেউ ইস্তিদরাক করেছেন, কেউ ইস্তিখরাজ করেছেন ইত্যাদী যাবতীয়ভাবে লিখিত গ্রন্থগুলোর মোট সংখ্যা ও তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, ছহীহ বুখারীর উপর অদ্যাবধি কত গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার সঠিক হিসাব নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। এই বিষয়ে আলাদা গ্রন্থই লিপিবদ্ধ হয়েছে। যথা-

ক. ইত্তিহাফুল ক্বারী বি মা'রিফাতি জুহূদ আমালিল ওলামা আলা ছহীহ আল বুখারী- মুহাম্মাদ ইসাম। দিমাশক্ব থেকে প্রকাশিত। এই বইয়ের লেখক প্রায় ৩৭০ জন এমন আলেমের নাম একত্রিত করেছেন যারা ছহীহ বুখারীর উপর গ্রন্থ লিখেছেন।

খ. শুরূহ আল-বুখারী। গাযালা বাট। পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত। এই বইয়ের লেখক একজন মহিলা। তিনি তার মাস্টার্সের গবেষণা সন্দর্ভ হিসাবে বইটি লিখেন। এই বইটিতে সেই সমস্ত বই জমা করার চেষ্টা করা হয়েছে যেগুলো ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা।

---

৩৬৬. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, পৃঃ ১৮৪।

৩৬৭. আব্দুল ক্বাদির আল-ক্বারশী, আল-জাওয়াহিরুল মুযীয়া ফী তাবাক্বাতিল হানাফিয়্যাহ ১/১৮৫, জীবনী নং ৪২৪; 'আত- ত্বাবাক্বাত আস-সানিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, পৃঃ ২১৮, জীবনী নং ৬৪৩।

গ. ইমাম আজুলুনী প্রায় ৭১ জন লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন যারা ছহীহ বুখারীর উপর গ্রন্থ লিখেছেন।[৩৬৮] আব্দুস সালাম মুবারকপুরী (রহঃ) ১৪২টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন যেগুলো ছহীহ বুখারীর উপর লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৩৬৯] আত-তাওযীহ গ্রন্থের মুহাক্কিক্বগণ তাদের ভূমিকাতে ১৪৩টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন যেগুলো ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত হয়েছে।[৩৭০]

উপরের গবেষকগণের গবেষণা দেখলে ধারণা করা যায়, প্রায় তিন শতাধিক মুহাদ্দিছ ছহীহ বুখারীর উপর গ্রন্থ লিখেছেন।

ছহীহ বুখারীর রাবীগণের উপর লিখিত গ্রন্থ :

ছহীহ বুখারীতে যত রাবীর হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেছেন তাদের জীবনীকে আলাদা আকারে জমা করে অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে 'আছামী মান রাওয়া আনহুমুল বুখারী'। এই গ্রন্থের মুহাক্কিক্ব বদর বিন মুহাম্মাদ আল-আম্মাশের গবেষণা অনুযায়ী এই বিষয়ে লিখিত গন্থের সংখ্যা ৩৫টি।[৩৭১] তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল।

১. ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عند البخاري

এই গ্রন্থটি লিখেছেন ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ)। এই গ্রন্থটিতে ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের উভয়ের রাবীগণের নাম উল্লেখ করেছেন। বইটিকে তিনি আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। তিনি রাবীর নাম ও বংশধারা উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। রাবীর উপর কোন আলোচনা করেননি। যে রাবীকে শুধু ইমাম বুখারী গ্রহণ করেছেন সেই রাবীর শেষে কোন চিহ্ন থাকে না। আর যে রাবীকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই গ্রহণ করেছেন সেই রাবীর শেষে 'মীম' চিহ্ন দেওয়া আছে। তবে এই চিহ্ন বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে বিস্তারিত এই বইয়ের মুহাক্কিক্ব শায়খ আব্দুল আযীয আব্দুল লতীফ (রহঃ)-এর টীকা দ্রষ্টব্য।[৩৭২]

২. أسماء من روي عنهم البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح

এই গ্রন্থটি লিখেছেন ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আদী আল-জুরজানী (রহঃ)। তিনি ৩৬৫ হিজরীতে মারা গেছেন। তিনি এই গ্রন্থে ছহীহ বুখারীর সকল রাবীকে উল্লেখ করেননি। বরং শুধু ইমাম বুখারীর ঐ সমস্ত উস্তাদ বা শিক্ষকগণের নাম উল্লেখ করেছেন যাদের থেকে তিনি ছহীহ বুখারীতে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তথা গ্রন্থটি শুধু ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ বিষয়ক। এই বইয়ের

---

৩৬৮. ইমাম আজুলুনী, আল ফাওয়াদে আদ-দারারী, পৃঃ ১৬০-১৭৪।

৩৬৯. আব্দুস সালাম মুবারপকপুরী, আরবী অনুবাদ ও তাহক্বীক্ব: আব্দুল আলীম বাস্তাবী ১/৩৬৪-৪৫০।

৩৭০. ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন, তাহক্বীক্ব: দারুল ফালাহ, আত-তাওযীহ ১/১০০-১৯২।

৩৭১. আছামী, ইবনু আদী, তাহক্বীক্ব: বদর, পৃঃ ৫৪।

৩৭২. যিকরু আসমায়িত তাবিয়ীন, ইমাম দারাকুৎনী, পৃঃ ৫৮, টীকা দ্রষ্টব্য; আল-বায়ান ওয়াত তাফসীল, ডঃ আনিস ত্বাহির, পৃঃ ৩৩৫-৩৭০।

একটি কমতি হচ্ছে এই বইয়ে ইমাম ইবনু আদী (রহঃ) এটা উল্লেখ করে দেননি যে, এই সমস্ত শায়খের হাদীছ ছহীহ বুখারীর কোন্ কোন্ জায়গায় রয়েছে।[৩৭৩]

৩. تسمية المشايخ الذين روي عنهم البخاري في صحيحه

এই বইটি ইমাম ইবনু মান্দা (রহঃ) লিখেছেন। তিনি ৩৯৫ হিজরীতে মারা যান। এই বইয়ে শুধু ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ঐ সমস্ত শায়খগণের নাম রয়েছে যাদের থেকে তিনি হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তথা বইটি শুধুমাত্র ইমাম বুখারীর উস্তাদগণের উপর। ছহীহ বুখারীর অন্য রাবীদের আলোচনা এই বইয়ে নাই। বইটি তিনি আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন।[৩৭৪]

৪. الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقات السداد الذين أخرجهم البخاري في جامعه

গ্রন্থটি লিখেছেন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-কুল্লাবাযী (রহঃ)। তিনি ৩৯৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এই বইয়ে তিনি সমস্ত রাবীকে জমা করেছেন যাদের থেকে ইমাম বুখারী হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তিনি এই গ্রন্থটিকে হুরূফে মু'জাম তথা আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। তবে 'আহমাদ' নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন রাসূল (ছাঃ)-এর নামের সম্মানার্থে। ছহীহ বুখারীর রাবীগণের নাম তাদের বংশ পরিচয় তাদের ছাত্র ও শিক্ষকগণের নাম এবং মৃত্যু সাল বর্ণনা করেছেন। তিনি রাবীগণের উপর কোন প্রকার জারাহ ও তা'দীলের মন্তব্য উল্লেখ করেননি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি ইমাম কুল্লাবাযী করেছেন সেটি হচ্ছে, তিনি রাবীগণের নামের সাথে সেই রাবীর হাদীছ ছহীহ বুখারীর কোন্ কোন্ অধ্যায়ে আছে তা উল্লেখ করে দিয়েছেন।[৩৭৫]

৫. التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح

এই গ্রন্থের লেখক সুলায়মান বিন খলফ আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী (রহঃ)। তিনি ৪৭৪ হিজরীতে মারা গেছেন। ইনি অনেক বড় ইমাম। ইমাম খত্বীব বাগদাদী ও ইমাম ইবনু আব্দিল বার (রহঃ) তার ছাত্র। তিনি এই বইটি পশ্চিমাদের অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। তবে 'আহমাদ' নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন রাসূল (ছাঃ)-এর নামের সম্মানার্থে। উল্লেখ্য যে, এখানে পশ্চিমা দ্বারা স্পেন, মরোক্কো সহ আফ্রিকান দেশ ও হিজাজের পশ্চিম দিকে অবস্থিত দেশসমূহ উদ্দেশ্য। তাদের নিকট আরবী অক্ষরক্রম পূর্বের দেশগুলোর থেকে আলাদা। অবশ্য বর্তমানে মুহাক্কিক্বগণ বইটিকে আমাদের নিকট পরিচিত অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। এই বইয়ে ইমাম বাজী প্রতিটি রাবীর বিষয়ে জারাহ ও তা'দীলের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। এই বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই বইয়ে ইমাম বাজী শুধুমাত্র সেই সমস্ত রাবীগণকে উল্লেখ করেছেন যাদের থেকে ইমাম বুখারী দলীলের জন্য মূল বইয়ে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তাদের নাম উল্লেখ করেননি যাদের থেকে মুতাবা'আতান, শাওয়াহেদ ও মু'আল্লাক হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[৩৭৬]

---

৩৭৩. আল-বায়ান ওয়াত তাফসীল, ডঃ আনিস ত্বাহির, পৃঃ ৩৩৫-৩৭০।

৩৭৪. প্রাগুক্ত।

৩৭৫. প্রাগুক্ত।

৩৭৬. আল-বায়ান ওয়াত তাফসীল, ডঃ আনিস ত্বাহির, পৃঃ ৩৩৫-৩৭০।

রাবীগণের উপর লিখিত গ্রন্থের উপকারিতা :

ছহীহ বুখারীর রাবীগণের উপর লিখিত এই জাতীয় গন্থের উপকারিতা সীমাহীন। কেননা ছহীহ বুখারীর রাবীগণের গুরুত্ব চিরস্বীকৃত বিষয়। আর ছহীহ বুখারীর রাবীগণের বিষয়ে জানার অন্যতম মাধ্যম এই বইগুলো। কোন হাদীছকে ছহীহ বুখারীর শর্তে ছহীহ বলতে হলে এই জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এ ছাড়া কোন রাবীকে ইমাম বুখারী মুতাবা'আতান গ্রহণ করেছেন আর কোন রাবীকে ইহতিজাজান গ্রহণ করেছেন তা জানার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে এই বইগুলো। এছাড়া আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে যা বইগুলো পাঠের মাধ্যমেই অনুধাবন করা সম্ভব।

ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ :

ছহীহ বুখারীর কত ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। তন্মধ্যে যেগুলো প্রকাশিত এবং প্রসিদ্ধ সেগুলোর নাম ও হালকা পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হল।

১. **আলামুল হাদীছ।** (أعلام الحديث) - আবু সুলায়মান হামদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাত্ত্বাবী (রহঃ)। তিনি ৩৮৮ হিজরীতে মারা গেছেন। ইমাম বুখারীর মৃত্যুর একশ' বছরের মাথায় লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ এটি। ছহীহ বুখারীর যত ব্যাখ্যা গ্রন্থ আমাদের পরিচিত রয়েছে তন্মধ্যে এটিই সর্বপ্রথম লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ। উল্লেখ্য যে, ইমাম খত্ত্বাবী (রহঃ) আলামুস সুনানের আগে সুনানে আবু দাউদের পৃথিবী খ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মা'আলিমুস সুনান' লিখেছিলেন। মা'আলিমুস সুনান লেখার পরে তিনি ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা লেখার কাজ শুরু করেন। যেমন- ইমাম খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন,

وأن جماعة من إخواني ببلخ كانوا سألوني عند فراغي لهم من إملاء كتاب معالم السنن لأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله أن أشرح لهم كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري

মা'আলিমুস সুনান লেখানোর পরে বালখের কিছু ভাই আমার নিকট বুখারীর ব্যাখ্যা লেখার অনুরোধ করে।[৩৭৭]

তিনি এই গ্রন্থে শুধু সেই হাদীছগুলোর বিস্তর ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলোর ব্যাখ্যা মা'আলিমুস সুনানে করেননি। আর যে হাদীছগুলো মা'আলিমুস সুনেন ব্যাখ্যা করেছেন সেগুলোর এই বইয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সাধারণত সনদ নিয়ে তেমন কোন আলোচনা করেননি। তার মূল আলোচনা হাদীছের মূল টেক্সটের ব্যাখ্যা।[৩৭৮] কঠিন শব্দগুলোর অর্থ এবং বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য তথ্যের ভাণ্ডার হচ্ছে তার এই ব্যাখ্যা। মোট ৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থটি বর্তমানে মুহাম্মাদ বিন সা'দ আলে সঊদের তাহক্বীক্বে প্রকাশিত।

---

৩৭৭. ইমাম খাত্ত্বাবী, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ বিন সা'দ, আলামুস সুনান ১/৩।
৩৭৮. ইমাম খাত্ত্বাবী, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ বিন সা'দ, আলামুস সুনান ১/৩-৫, ইমাম খাত্ত্বাবীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২. **শারহুল বুখারী লি ইবনিল বাত্তাল**। আবুল হাসান আলী বিন খালফ বিন বাত্তাল। তিনি ৪৪৯ হিজরীতে মারা গেছেন। আমাদের মাঝে প্রকাশিত ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে ২য় পুরাতন ব্যাখ্য গ্রন্থ এটি। ইমাম খাত্তাবীর পরে লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটিই প্রকাশিত। এই ব্যাখ্যা গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইমাম ইবনুল বাত্তাল এই বইয়ে ফিক্বহী বিষয়ের দিকে বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ ও যুদ্ধের ঘটনাগুলো, ছাহাবায়ে কেরামের সম্মানে বর্ণিত হাদীছগুলোর কোন ব্যাখ্যা করেননি। ইল্লা মাশাআল্লাহ। প্রায় প্রতিটি মাসআলায় ফক্বীহগণের মাযহাব, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের মত পেশ করেছেন। আর বিশেষ করে ইমাম মালেক এবং তার ছাত্রগণের মাযহাব খুব বেশী উল্লেখ করেছেন। তবে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের মতকে প্রাধান্য দেয়া তার স্বভাব নয়। বরং তার কাছে দলীলের আলোকে যেটা স্পষ্ট মনে হয় সেটাকেই তারজীহ প্রদান করেছেন। হাদীছের সনদ বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা করেননি। বরং সনদ বিলুপ্ত করে শুধু মূল মতন বা টেক্সট উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য তিনি তার ব্যাখ্যায় মহান আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলীর তা'বীল বা দূরবর্তী ব্যাখ্যা করেছেন।[৩৭৯]

৩. **আল-আজবিবা আল-মুস্তাওয়াবা** (الأجوبة المستوعبة)। ইমাম ইবনু আব্দিল বার। তার পূর্ণ নাম ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বার। মুওয়াত্ত্বা মালেকের পৃথিবী খ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ তামহীদ ও ইস্তিযকারের লেখক তিনি। তিনি ৪৬৩ হিজরীতে মারা গেছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি মূলত ছহীহ বুখারীর কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থ নয়; বরং ছহীহ বুখারী কিছু কঠিন হাদীছ সংশ্লিষ্ট কিছু কঠিন প্রশ্নের উত্তর। এই প্রশ্নগুলো ইমাম ইবনু আব্দিল বারকে তৎকালীন যুগের বড় ইমাম ইমাম মুহাল্লাব করেছিলেন।[৩৮০] ইমাম ইবনু আব্দিল বারের এই প্রশ্নোত্তরের গ্রন্থটি আব্দুল মুনঈম সালীমের তাহক্বীক্বে বর্তমানে প্রকাশিত।

জ্ঞাতব্য : ইমাম ইবনু আব্দির বারকে প্রশ্নকারী ইমাম মুহাল্লাবও ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা লিখেছিলেন।[৩৮১] ইমাম মুহাল্লাবের ব্যাখ্যা থেকে ইমাম ইবনুল বাত্তাল তার ব্যাখ্যায় অনেক মন্তব্য নক্বল করেছেন।

৪. **শারহ ছহীহ আল-বুখারী**। ইমাম নববী। মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারাফ আন-নাবাবী। ছহীহ মুসলিমের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল-মিনহাজের লেখক তিনি। ইমাম নববী (রহঃ) মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে একজন। তিনি ৬৩১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে ৬৭৬ হিজরীতে মারা যান। মাত্র ৪৫ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে

---

৩৭৯. ইবনুল বাত্তাল, তাহক্বীক্ব: আবু তামীম ইয়াসীর বিন ইবরাহীম, পৃঃ ১/১০-১৬, মুহাক্কিক্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩৮০. ইবনু আব্দিল বার, মুহাক্কিক্ব: আব্দুল মুনঈম সালিম, আল-আজবিবা, পৃঃ ৩৯-৪৬, মুহাক্কিক্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩৮১. ইমাম আজুলুনী, আল-ফাওয়ায়েদ আদ-দারারী, পৃঃ ১৫৯।

যা খিদমত করেছেন তা কল্পনাকেও হার মানায়। ইমাম নববী (রহঃ) ছহীহ বুখারীরও ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছিলেন। তিনি স্বয়ং তার ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় বলেন,

فأما صحيح البخاري رحمه الله فقد جمعت في شرحه جملا مستكثرات مشتملة على نفائس من انواع العلوم بعبارات وجيزات وانا مشمر في شرحه راج من الله الكريم في اتمامه المعونات

'আর ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় আমি সংক্ষিপ্ত ভাষায় বিক্ষিপ্ত কিছু বাক্য জমা করেছি, যাতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মূল্যবান আলোচনা রয়েছে। আর আমি মহান আল্লাহর সহযোগিতার আশাবান হয়ে ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকে পূর্ণ করার ইচ্ছা রাখি'।[৩৮২] ইমাম নববী ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় কিতাবুল ঈমান পর্যন্ত পৌছতে পেরেছিলেন মাত্র। যা প্রকাশিত হয়েছিল এবং ইমাম আসক্বালানী ও ক্বাসতাল্লানী সহ অনেক ব্যাখ্যাকার তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বর্তমানে গ্রন্থটির ভূমিকা আলী হাসান আব্দুল হামিদের তাহক্বীক্বে বৈরূত থেকে 'মা তামাসসু ইলাইহি হাজাতুল ক্বারী লি ছহীহিল ইমাম আল-বুখারী' এই নামে প্রকাশিত।

৫. **শারহু ইবনিল মুনায়্যির**। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার ফাৎহুল বারীতে এই গ্রন্থ থেকে অনেক মন্তব্য নক্বল করেছেন। ইমাম যায়ন বিন মুনাইয়্যির ৬৯৬ হিজরীতে মারা গেছেন। উল্লেখ্য যে, যায়ন বিন মুনায়্যির ও নাছিরুদ্দীন বিন মুনায়্যির দুই ভাই। তারা ছহীহ বুখারীর আলাদা আলাদা খিদমত করেছেন। যায়ন বিন মুনাইয়্যির প্রায় ১০ খণ্ডে ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা লিখেছেন। নাছিরুদ্দীন বিন মুনাইয়্যির ছহীহ বুখারীর অধ্যায়গুলোর সাথে হাদীছের সামঞ্জস্য বিধানের উপর আলাদা একটি গ্রন্থ লিখেছেন।[৩৮৩] ইমাম সুয়ূতী সহ অনেক মুহাদ্দিছ ইবনুল মুনায়্যিরের লেখা এই ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। বর্তমানে এই গ্রন্থের কোন পাণ্ডুলিপি আছে কি না, থাকলে কোন্ লাইব্রেরীতে আছে তা আমাদের জানা নাই। তবে আমরা অন্তর থেকে দু'আ করি যেন মহান আল্লাহ হিফাযতে রাখেন।

জ্ঞাতব্য : ক. মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী ও আব্দুস সালাম মুবারপকপুরী (রহঃ) সহ অনেকেই নাছিরুদ্দীন বিন মুনায়্যির ও যায়ন বিন মুনায়্যির দুই ভাইয়ের মধ্যে পার্থক্য না করতে পেরে নাম নির্ধারণে ভুল করে ফেলেছেন।[৩৮৪]

খ. অনেকেই ভুল করে মুনায়্যির না পড়ে মুনীর পড়ে থাকে। যা সঠিক নয়। তাদের উভয়ের পিতার নামের সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে মুনায়্যির।

৬. **আত-তালবীহ**। (التلويح) - আলাউদ্দীন মুগলত্বয়ী। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। একশ'-এর অধিক গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি ৭৬২ হিজরীতে মারা গেছেন। প্রায় বিশ খণ্ডে তার ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে। আল্লামা আইনী তার উমদাতুল ক্বারীতে এই গ্রন্থ থেকে

---

৩৮২. ইমাম নববী, ইহইয়াউত তুরাছ, মিনহাজ ১/৪ ।

৩৮৩. ইমাম আজুলুনী, আল-ফাওয়ায়েদ আদ-দারারী, পৃঃ ১৬০।

৩৮৪. লামিউদ দারারী ১/২৮৫-২৮৬; সিরাতুল বুখারী ১/৩৭০-৩৭১।

অনেক তথ্য গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আছে কি নাই বা থাকলে কোন্ লাইব্রেরীতে রয়েছে তা আমাদের জানা নাই।

জ্ঞাতব্য : উমদাতুল ক্বারীতে যখনি তালবীহ শব্দটি আসে তখনি তার দ্বারা ইমাম মুগলত্বয়ীর এই তালবীহ গ্রন্থটি উদ্দেশ্যে হয়। অনেকেই এই বিষয়টি বুঝতে না পেরে ভুল করে থাকেন।

৭. আল-কাওয়াকিবুদ দারারী (الكواكب الدراري)। মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-কিরমানী। তিনি ৭৮৬ হিজরীতে মারা গেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকাতে ইমাম কিরমানী বলেন,

أني لم أرله شرحا مشتملا.. والشروح التي شرحها الشارحون لا تشفي عليلا ولا تسقي غليلا

'ছহীহ বুখারীর কোন বিস্তর ব্যাখ্যা গ্রন্থ আমি দেখিনি। আর যারা ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা লিখেছেন তা ইলম পিপাসুদের পিপাসা মিটাতে সক্ষম নয় এবং একজন ছাত্রের মনে উদিত প্রশ্নের জন্য ঔষধ স্বরূপ নয়'।[৩৮৫] এই মন্তব্যের পর তিনি ইমাম খাত্তাবী, ইমাম ইবনুল বাত্তাল ও ইমাম মুগলত্বয়ীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে কী কী অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। আর তাই তিনি চেয়েছেন ছহীহ বুখারীর একটি সুন্দর ব্যাখ্যা লিখতে। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এই গ্রন্থ বিষয়ে বলেন,

وهو شرح مفيد على أوهام فيه

'এটি একটি উপকারী ব্যাখ্যা গ্রন্থ যদিও এই গ্রন্থে কিছু ভুল রয়েছে'।[৩৮৬] বর্তমানে এই গ্রন্থটি ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত।

জ্ঞাতব্য :

ক. বর্তমানে প্রকাশিত বইয়ে ইমাম কিরমানীর দেওয়া নাম 'আল-কাওয়াকিবুদ-দারারী' সরিয়ে শুধু 'ছহীহ আল-বুখারী বি শারহিল কিরমানী' দেওয়া হয়েছে।

খ. ইমাম কিরমানীর ছেলে ইয়াহইয়া (রহঃ) ছহীহ বুখারীর 'মাজমাউল বাহরাইন' নামে ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন।

৮. আত তানক্বীহ লি আলফাযিল জামিয়িছ ছাহীহ। (التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح) বাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আয-যারকাশী (৭৪৫-৭৯৪)। উছূলে হাদীছের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহের উপর ইমাম যারকাশীর লিখিত নুকাত একটি পৃথিবী খ্যাত গ্রন্থ। তেমনি উছূলে ফিক্বহের উপর অদ্যাবধি সবচেয়ে বিস্তর গ্রন্থ আল-বাহরুল মুহীতের লেখক তিনি। এই মহান ইমাম ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাও লিখেছিলেন। শুধু একটি নয় বরং দু'টি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছিলেন। যেমন তিনি তার ভূমিকাতে বলেছেন,

وسميته التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ومن أراد استيفاء طرق الشرح علي الحقيقة فعليه بالكتاب المسمي ب الفصيح في شرح الجامع الصحيح

---

৩৮৫. কিরমানী, ইহইয়াউত তুরাছ ১/৩ পৃঃ।

৩৮৬. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহক্বীক্ব: আব্দুল মুঈদ, আদ-দুরার আল-কামিনা ৬/৬৬।

'আমি আমার এই গ্রন্থটির নাম রাখছি 'আত-তানক্বীহ লি আলফাযিল জামিয়িছ-ছহীহ' আর যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে প্রকৃত ব্যাখা জানতে চায় তাহলে সে যেন ফাসীহ গ্রন্থটি পড়ে'।[৩৮৭]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফাসীহ নামে ইমাম যারকাশীর আরেকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের কথা স্বীকার করেছেন।[৩৮৮] বর্তমানে ফাসীহ গ্রন্থটির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে তানক্বীহ গ্রন্থটি আহমাদ ফারীদ ও ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ দুইজনের আলাদা আলাদা তাহক্বীক্বে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে ইমাম যারকাশী আরবী ভাষা ও আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে ছহীহ বুখারীর হাদীছের বাক্য ও শব্দগুলোর উপর গভীর আলোচনা করেছেন। যা এক কথায় অতুলনীয়।

৯. **আত-তাওযীহ। (التوضيح)** ইবনুল মুলাক্কিন। পূর্ণ নাম সিরাজুদ্দীন ওমর বিন আলী ইবনুল মুলাক্কিন। তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-বাদরুল মুনীর' ও ইকমালু তাহযিবিল কামালের লেখক। তিনি প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন ৮০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ৩৫ খণ্ডে প্রকাশিত। বর্তমান প্রকাশিত ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যা গ্রন্থ এটি। আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিঃ) বলেছেন, 'ফাৎহুল বারীর পর ছহীহ বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা গ্রন্থ হচ্ছে ইবনুল মুলাক্কিনের তাওযীহ'। ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন এই ব্যাখ্যা গ্রন্থে সার্বিক দিক থেকে বিস্তর আলোচনা করেছেন। ইলমুর রিজাল, ইলমুল ই'লাল, আরবী ভাষা, আরবী ব্যাকরণ, ফিক্বহী মাসায়েল সার্বিক দিক থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই মানসিকতার সাথে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। যা ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ)-এর উঁচু হিম্মতের প্রমাণ বহন করে। বইটি আহমাদ মা'বাদ আব্দুল করীমের নেতৃত্বে দারুল ফালাহের একদল মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বে প্রকাশিত। ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন ব্যাখ্যার শুরুতে উছূলে হাদীছ সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ভূমিকাতে ইমাম বুখারীর জীবনী ও ছহীহ বুখারী প্রণয়নের পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য : ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) তার এই নামকে অপসন্দ করতেন। তার পিতার নাম মূলত আলী। নাহু শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী হওয়ায় তার পিতাকে নাহবী বলা হয়। ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) চাইতেন তাকে যেন ইবনুন নাহবী বলা হয়। কেননা মুলাক্কিন মূলত কুরআন মাজীদের পাঠ দানকারী একজন ব্যক্তি। বাবে তাফঈলের তালকীন থেকে ইসমু ফায়েলের ওজনে মুলাক্কিন বলা হয়। ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ)-এর পিতা মৃত্যুবরণ করলে তার অছিয়ত অনুযায়ী ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ)-এর মায়ের সাথে কুরআন পাঠ দানকারী মুলাক্কিনের বিবাহ হয়। তখন থেকে তিনি ইবনুল মুলাক্কিন নামে প্রসিদ্ধ হন।[৩৮৯]

---

৩৮৭. ইমাম যারকাশী, তাহক্বীক্ব: আহমাদ ফারীদ, তানক্বীহ, পৃঃ ১।

৩৮৮. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহক্বীক্ব: আব্দুল মুঈদ, আদ-দুরার আল-কামিনা ৫/১৩৪।

৩৮৯. ইবনুল মুলাক্কিন, তাহক্বীক্ব: দারুল ফালাহ, আত-তাওযীহ ১/১৯৬, মুহাক্কিক্বের ভূমিকা দৃষ্টব্য।

১০. **ফাৎহুল বারী।** (فتح الباري) ইবনু রজব হাম্বলী। পূর্ণ নাম আবুল ফারজ যায়নুদ্দীন ইবনু রজব। পৃথিবী খ্যাত গ্রন্থ জামেউল উলূম ওয়াল হিকামের লেখক তিনি। তিনি ৭৯৫ হিজরীতে মারা গেছেন। তিনি ছহীহ বুখারীর কিতাবুল জানায়েয পর্যন্ত ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। তার গ্রন্থ বিষয়ে বলা হয়,

لو كمل كان من عجائب الدهر

যদি তিনি পূর্ণ করতেন তাহলে তা যুগের আশ্চর্য বিষয়ে পরিণত হত।[৩৯০] আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী বলেছেন, যদি এই গ্রন্থটি তিনি পূর্ণ করতেন তাহলে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর ফাৎহুল বারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হত এবং ছহীহ বুখারীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা গ্রন্থ হত। বর্তমানে এই গ্রন্থটি মাকতাবাতুল গুরাবা থেকে তাহক্বীক্বসহ ৯ খণ্ডে প্রকাশিত।

১১. **ফাৎহুল বারী ও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী :** হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী। পূর্ণ নাম আহমাদ বিন আলী বিন হাজার আসক্বালানী। তিনি ৮৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। অদ্যাবধি ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ধরা হয় এটিকে। ফাৎহুল বারীর আগে এবং পরে অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে কিন্তু কোন গ্রন্থই ওলামা ও ছাত্রদের জনপ্রিয়তা অর্জনে ফাৎহুল বারীর সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। আমার মনে হয় হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর এই গ্রন্থটি কয়েকটি কারণে প্রসিদ্ধিতার শীর্ষে আরোহন করেছে। যথা-

ফাৎহুল বারীর জনপ্রিয়তা অর্জনের কারণ :

ক. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর ইলম ও কামাল। ৭ম শতাব্দীতে ইলমে হাদীছকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর যে কাজ ইমাম যাহাবী ও ইমাম মিযযী শুরু করেছিলেন তা তিনি পূর্ণ করেছেন। হাদীছ শাস্ত্রের ইমাম ও হাফেয। তার ইলমী যোগ্যতার অন্যতম নির্দশন ফাৎহুল বারী।

খ. সুউচ্চ পদ। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) মিশরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি তার এই পদকে কাজে লাগিয়ে ইলমী বিষয়ে অনেক উপকার হাছিল করেছেন। কথিত আছে তিনি পদ বলে বাদশাহকে দিয়ে সারা পৃথিবীতে যত গ্রন্থ ছিল সকল গ্রন্থের কপি তার নিজের কাছে জমা করেছিলেন। যার প্রমাণ ফাৎহুল বারীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। আসক্বালানী (রহঃ) তার ফাৎহুল বারীতে প্রায় সাড়ে ১৪শত গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যে গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে আমাদের মাঝে নাই। কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে অথবা ইউরোপের কোন লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে।

গ. আসক্বালনী (রহঃ)-এর ধন-সম্পদ। ধন-সম্পদ যে মহান আল্লাহ্‌র নে'মত তা বলার অবকাশ রাখে না। ইলম হাছিলে ও ইলম প্রচারে ধন-সম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম অঢেল ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন তাদের মধ্যে হাফেয ইবনু হাজার

---

৩৯০. ইবনু রজব হাম্বলী, তাহক্বীক্ব: মুহাক্কিকগণের একটি দল, ফাৎহুল বারী ১/৩৩, মুহাক্কিকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

আসক্বালানী (রহঃ) অন্যতম। তিনি যেই দিন ফাৎহুল বারী লেখা শেষ করেন। সেই দিন সারা পৃথিবীর বড় বড় ওলামায়ে কেরামকে নিজ খরচে মিশরে দাওয়াত করেছিলেন। বর্তমানে যেমন বিভিন্ন বই মেলাতে বইয়ের 'মোড়ক উন্মোচন' অনুষ্ঠান হয় ঠিক সেই রকম একটি বড় খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। সকল ওলামায়ে কেরামকে একটি করে কপি হাদিয়া দিয়েছিলেন। যার ফলে তার ফাৎহুল বারী অতি দ্রুত পৃথিবীর কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রসিদ্ধিতা অর্জন করে। ইমাম সাখাবী (রহঃ) তার এই অনুষ্ঠান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৩৯১]

ফাৎহুল বারীতে আসক্বালানী (রহঃ)-এর মানহাজ :

ফাৎহুল বারী বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে তিনটি বই বিষয়ে আলোচনা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ক. **ফাৎহুল বারীর ভূমিকা :** ফাৎহুল বারীর ভূমিকার নাম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন হাদইউস সারী। এই নামটিই প্রসিদ্ধ। কেউ বলেছেন হুদাস সারী। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার এই ভূমিকায় হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

ক. ছহীহ বুখারীর যে রাবীদেরকে ইমাম দারাকুৎনী সহ অনেকেই দুর্বল বলেছেন, সেগুলোর উপর ধারাবাহিক আলোচনা।

খ. ছহীহ বুখারীর যে হাদীছগুলোকে ইমাম দারাকুৎনী সহ অনেকেই দুর্বল বলেছেন, সেগুলোর জবাবমূলক ধারাবাহিক আলোচনা।

গ. ছহীহ বুখারীতে যত কঠিন শব্দ আছে, সেগুলোর ধারাবাহিক অর্থ বর্ণনা করা।

ঘ. ছহীহ বুখারীতে যত মু'আল্লাক্ব হাদীছ আছে, সেগুলোর মধ্যে যে হাদীছগুলোকে ইমাম বুখারী সনদসহ তার বইয়ে অন্য জায়গায় উল্লেখ করেছেন, সেগুলো কোন্ অধ্যায়ে, কোন্ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন, তা ধারাবাহিক বর্ণনা করা।

ঙ. ছহীহ বুখারীতে যে সমস্ত রাবীর শুধু নাম উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু পিতার নাম উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি যাদের শুধু লক্বব বা উপনাম উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু মূল নাম উল্লেখ করা হয়নি, এক কথায় ছহীহ বুখারী সংক্রান্ত রিজাল শাস্ত্রের সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে।

চ. ইমাম বুখারীর জীবনী, ছহীহ বুখারী লেখার কারণসহ ছহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারীর মানহাজ ইত্যাদী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. **তাগলীকুত তা'লীক্ব :** এই গ্রন্থে ছহীহ বুখারীর মু'আল্লাক্ব হাদীছগুলো সনদসহ উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে ছহীহ বুখারীর সেই সমস্ত মু'আল্লাক্বাতের আলোচনা করেছেন, যেগুলোকে ইমাম বুখারী (রহঃ) তার বইয়ে কোথাও সনদসহ উল্লেখ করেননি। সেই মু'আল্লাক্ব হাদীছগুলো কোন্ গ্রন্থে কোথায় সনদসহ আছে তা তিনি এই গ্রন্থে স্পষ্টভাবে

---

৩৯১. ইমাম সাখাবী, তাহক্বীক্বঃ ইবরাহীম আব্দুল মাজীদ, দার-ইবনু হাযম, বৈরূত, আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ২/৭০৩ পৃঃ।

উল্লেখ করে দিয়েছেন। বইয়ের শেষে ইমাম বুখারীর জীবনী আলোচনা করেছেন। যা ফাৎহুল বারীর ভূমিকায় আলোচিত জীবনীর চেয়ে বেশী তথ্যবহুল।

গ. ফাৎহুল বারী : ফাৎহুল বারীতে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালনী (রহঃ) ছহীহ বুখারীর সার্বিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। সনদ, মতন, অধ্যায়ের সাথে হাদীছের সম্পর্ক, হাদীছ থেকে নির্গত মাসায়েল, আরবী ব্যাকরণ, আরবী ভাষাসহ সকল বিষয়কে সামনে রেখে ছহীহ বুখারীর অন্যান্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ। ফাৎহুল বারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রতিটি হাদীছের তাখরীজে হাদীছটি কতটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা বিস্তরভাবে বলেন। যা দেখলে অনেক সময় বিবেক হয়রান হয়ে যায়। কেননা আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা থেকে আমি যতটুকু দেখেছি তাতে বর্তমান যন্ত্রপাতি, কম্পিউটারের যুগে বিভিন্ন সফটওয়্যার, প্রোগ্রাম ও ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়ে একটি হাদীছের সকল সূত্র ভালভাবে জমা করতে তাও নিম্নপক্ষে ৫ ঘণ্টা লাগে। সেখানে তিনি কোন প্রকার যন্ত্রপাতি তো দূরে থাক বরং নিকট অতীতে মুস্তাশরিক্বীন তথা প্রাচ্যবিদগণের কারণে হাদীছের যে বড় বড় সূচীপত্র, গ্রন্থ, হাদীছের শব্দাবলী নিয়ে ডিকশনারী মূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা হাদীছের গবেষণাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে সেগুলোও তার যুগে ছিল না। এমনকি বর্তমানে এত কিছুর সাহায্য নিয়ে কেউ যদি কোন হাদীছের সকল সূত্র জমা করে তাহলে দেখা যাবে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানীর (রহঃ)-এর চেয়ে খুব কম এগিয়ে থাকবে। উল্লেখ্য যে, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর ফাৎহুল বারীর মূল্য সাধারণ পড়াশোনায় বোঝা যাবে না বরং যারা বিভিন্ন মাসায়েল ও হাদীছ নিয়ে তাহক্বীক্ব করে থাকেন তারা তাদের তাহক্বীক্ব শেষে সেই বিষয়ে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর আলোচনা পড়লে তার ফাৎহুল বারীর গুরুত্ব বুঝতে পারবে। বর্তমানে এই মহান গ্রন্থটি প্রায় ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত। এই গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশনা ধরা হয় শায়খ বিন বাযের টীকাসহ ফুয়াদ আব্দুল বাকীর হাদীছের নাম্বারে মাকতাবা সালাফিয়া থেকে প্রকাশিত কপি।

জ্ঞাতব্য : উপরের তিনটি গ্রন্থ ছাড়াও হাফেয ইবনু হাজার আলক্বালানী (রহঃ) শুধু ছহীহ বুখারীর উপর আরো দশটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। যেগুলোর নাম ইমাম সাখাবী তার আল-জাওয়াহির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।৩৯২ আমরা তার মধ্যে থেকে আরো একটি গ্রন্থের আলোচনা উমদাতুল ক্বারীর অধীনে করব ইনশাআল্লাহ।

ফাৎহুল বারীর বিষয়ে সর্তকতা : দার্শনিকগণের প্রতিবাদে মুতাকাল্লিমীনের আবির্ভাবে উম্মতে মুসলিমার আক্বীদার বিশুদ্ধতার যে ক্ষতি সাধন হয়েছে তা সীমাহীন। আশ'আরী ও মাতুরিদী আক্বীদার প্রভাবে ওলামায়ে কেরাম এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, যারা আহলুল হাদীছ হওয়ার দাবী রাখতেন তাদের অনেকেই আশ'আরী আক্বীদায় বিশ্বাস পোষণ করতেন। তন্মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছে, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)। তিনি তার বইয়ের বহু জায়গায় মহান আল্লাহ্র আক্বীদার তা'বীল বা দূরবর্তী ব্যাখ্যা করেছেন। ফাৎহুল বারীতে উল্লেখিত আক্বীদাগত ভুলের উপর আলাদ গ্রন্থ রচিত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

---

৩৯২. ইমাম সাখাবী, তাহক্বীক্ব: ইবরাহীম আব্দুল মাজীদ, দার-ইবনু হাযম, বৈরূত, আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ২/৬৬০-৬৮০ পৃঃ।

ক. আক্বীদাতুত তাওহীদ ফী ফাৎহিল বারী।
খ. আত-তাম্বীহ আলাল মুখালাফাত আল-আক্বদিয়্যাহ ফী ফাৎহিল বারী।
গ. আল-আখতা আল আসাসিয়্যাহ আল-উলূহিয়্যাহ আল-ওয়াক্বিয়া ফী ফাৎহিল বারী।

আমরা ইনশাআল্লাহ আশ'আরী, মাতুরিদীসহ বিভিন্ন ফিরক্বার আক্বীদার উপর 'মিন্নাতুল বারীতে' বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ওয়াল্লাহুল মুয়াফফাক্ব।

১২. **উমদাতুল ক্বারী।** (عمدة القاري) বদরুদ্দীন আইনী। পূর্ণ নাম মাহমূদ বিন আহমাদ আল-আইনী। তিনি ৮৫৫ হিজরীতে মারা যান। প্রায় ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত ছহীহ বুখারীর উপর তার বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ উমদাতুল ক্বারী। এই গ্রন্থে আল্লামা আইনী প্রতিটি হাদীছের পিছনে বিস্তর ব্যাখ্যা করেছেন। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি প্রত্যেক হাদীছের ব্যাখ্যায় প্রথমে প্রতিটি রাবীর জীবনী আলোচনা করেছেন। তারপর সনদের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকলে তা বলেছেন। তারপর হাদীছ সংশ্লিষ্ট বালাগাত বা আরবী অলংকার শাস্ত্রের আলোচনা করেছেন। তারপর হাদীছটিকে ইমাম বুখারী ছাড়া আর কে কে তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তা বর্ণনা করেছেন। তারপরে হাদীছ থেকে নির্গত মাসায়েল আলোচনা করেছেন। এইভাবে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ছহীহ বুখারীর বিস্তর ব্যাখ্যা করেছেন।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বনাম ইমাম আইনী

উপরের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে পড়লে পাঠক অবশ্যই খিয়াল করেছেন, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ৮৫২ হিজরীতে মারা গেছেন এবং আল্লামা আইনী (রহঃ) ৮৫৫ হিজরীতে মারা গেছেন তথা তারা সমকালীন ছিলেন। তারা শুধু সমকালীন নয় বরং আরো কয়েকটি বিষয়ে তাদের মিল রয়েছে। তারা উভয়েই মিশরের কায়রোতে থাকতেন। উভয়েই বিভিন্ন সময় বিচারপতি ছিলেন। উভয়েই ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। শুধু একটি জায়গায় তাদের অমিল ছিল। আসক্বালানী (রহঃ) শাফেঈ মাযহাবের ছিলেন এবং আইনী (রহঃ) হানাফী মাযহাবের ছিলেন। যা তাদের মাঝে ইলমী বিতর্ক সৃষ্টি করে। উভয়ের মাঝে আসক্বালানী (রহঃ)-ই প্রথম ব্যাখ্যা লেখার কাজ শুরু করেন। আসক্বালানী (রহঃ) যা লিখতেন তা তিনি ছাত্রদের সামনে দারসও দিতেন। আসক্বালানী (রহঃ)-এর দারসের একজন ছাত্র আইনী (রহঃ)-এর দারসেও যেত তার মাধ্যমে আইনী (রহঃ) ফাৎহুল বারীর প্রতিদিনের দারস সংগ্রহ করতেন। এই বিষয়ে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) বলেন,

واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها وكان يستعيره من البرهان بن خضر بإذن مصنفه له، وتعقبه في مواضع

'আইনী (রহঃ) তার উমদাতুল ক্বারীতে ফাৎহুল বারীর অনেক সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। তিনি বুরহান বিন খিযিরের মাধ্যমে আসক্বালানী (রহঃ)-এর অনুমতিতে ফাৎহুল বারীর পৃষ্ঠা ধার নিতেন এবং অনেক জায়গায় তিনি আসক্বালানী (রহঃ)-এর ভুল ধরেছেন'।[৩৯৩]

---

৩৯৩. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, হিত্তাহ, পৃ.১৮৮।

এইভাবে একই সাথে ফাৎহুল বারী ও উমদাতুল ক্বারীর কাজ চলতে থাকে। আসক্বালানী (রহঃ) আগে লিখেন আর আইনী (রহঃ) তার ভুল ধরতে থাকেন। এইভাবে ফাৎহুল বারী প্রকাশ হওয়ার পর উমদাতুল ক্বারীও প্রকাশিত হয়। উমদাতুল ক্বারীতে আইনী (রহঃ) আসক্বালানী (রহঃ) যত ভুল ধরেছেন, সেগুলোর জবার হিসাবে আসক্বালানী (রহঃ) আলাদা দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম

ক. ইন্তিক্বাযুল ই'তিরায। এই গ্রন্থটি দুই খণ্ডে হামদী আব্দুল মাজীদ সালাফীর তাহক্বীক্বে প্রকাশিত।

খ. আল-ইস্তিনসার আলাত-তয়িনিল মুছার।

যেহেতু আইনী (রহঃ) আগে থেকেই আসক্বালানী (রহঃ)-এর প্রতিদিনের দারস সংগ্রহ করতেন সেহেতু তিনি ভালভাবে সময় নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করতে পেরেছেন। কিন্তু যখন তার উত্থাপিত অভিযোগগুলো আসক্বালানী (রহঃ)-এর সামনে আসে ততদিনে তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছিল। সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি অনেক অভিযোগের জবাব দিয়েছেন আবার অনেক অভিযোগের জবাব দিবেন মনে করে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই সময় হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যেমন ক্বাসতাল্লানী (রহঃ) বলেন,

ولعله كان يكتب الاعتراضات ويبيض لها ليجيب عنها فاخترمته المنيّة

'সম্ভবত তিনি অভিযোগগুলোর জবাব দিবেন মনে করে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু মৃত্যু তার ইচ্ছাকে সফল হতে দেয়নি'।[৩৯৪]

ফাৎহুল বারী বনাম উমদাতুল ক্বারী

ফাৎহুল বারী এবং উমদাতুল ক্বারী পড়তে গিয়ে উভয়ের মাঝে যে পার্থক্য আমাদের স্বল্প জ্ঞানে ফুটে উঠেছে তা নিম্নে পেশ করা হল-

ক. ফাৎহুল বারীর রচনা পদ্ধতি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম। শুরুতে যেই রকম তাহক্বীক্বী ইলমী আলোচনা সমৃদ্ধ তেমনিভাবে পুরো বই একদম শেষ পর্যন্ত একই রকম তাহক্বীক্বী ইলমী আলোচনায় ভরপুর। অন্যদিকে উমদাতুল ক্বারীর শুরুর দিকে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট অনেক বিস্তর আলোচনা থাকলেও শেষের দিকে সম্ভবত আইনী (রহঃ)-এর সেই মানসিক জোর আর ছিল না। এই জন্য অনেক সময় অনেক হাদীছের ব্যাখ্যা মাত্র কয়েক লাইনে শেষ করে দিয়েছেন।

খ. ফাৎহুল বারীতে এক আলোচনা এক জায়গায় একবার হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার আর সেই আলোচনা আসক্বালানী (রহঃ) করেন না বরং শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেন যে, এই আলোচনা আগে হয়ে গেছে। সাধারণত কোন পৃষ্ঠা নাম্বার, অধ্যায় নাম্বার বলা ছাড়াই বলেন যে, আগে হয়ে গেছে। ফলত একজন ছাত্রের জন্য এই আলোচনা আগে কোথায় হয়ে গেছে তা খুঁজে বের করা মুশকিল হয়ে যায়। অন্যদিকে আইনী (রহঃ) উমদাতুল ক্বারীতে এক আলোচনা বারবার আসলেও তিনি সংক্ষিপ্ত করে হলেও বারবার সেই আলোচনা করেন।

---

৩৯৪. ক্বাসতাল্লানী, ইরশাদুস সারী ১/৪৪।

গ. উমদাতুল ক্বারীতে আরবী অলংকার শাস্ত্র নিয়ে প্রচুর আলোচনা রয়েছে, যা ফাৎহুল বারীতে নাই। এই বিষয়ে ক্বাসতাল্লানী (রহঃ) বলেন,

قد حكي أن بعض الفضلاء ذكر للحافظ ابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره، فقال بديهة هذا شيء نقله من شرح لركن الدين، وكنت قد وقفت عليه قبله ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم.. ولذا لم يتكلم البدر العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك

'বর্ণিত আছে যে, কিছু আলেম আসক্বালানী (রহঃ)-কে অলংকার শাস্ত্রের আলোচনার কারণে উমদাতুল ক্বারীর প্রাধান্যের কথা জানালেন। জবাবে আসক্বালানী (রহঃ) বললেন, এগুলো তিনি রুকনুদ্দিনের ব্যাখ্যা থেকে সংগ্রহ করেছেন। আমি তার আগেই এই বই পেয়েছিলাম কিন্তু রুকনুদ্দীনের বই অসম্পূর্ণ হওয়ায় আমি সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করিনি। এই জন্যই বদরুদ্দীন আইনী শুধু সেই পর্যন্ত অলংকার শাস্ত্রের আলোচনা করেছে যে পর্যন্ত রুকনুদ্দীন করেছে। তারপরে আর করেননি'।[৩৯৫]

যাই হোক উমদাতুল ক্বারীতে অলংকার শাস্ত্র বিষয়ক আলোচনা রয়েছে যা ফাৎহুল বারীতে নাই।

ঘ. ফাৎহুল বারী আসক্বালানী (রহঃ)-এর জীবদ্দশাতেই প্রসিদ্ধিতা পায় এবং অদ্যাবধি এমন এক স্থানে পৌঁছে গেছে যে, হাদীছের গ্রন্থগুলোর মধ্যে ছহীহ বুখারী যেমন ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোর মধ্যে ফাৎহুল বারী তেমন। অন্যদিকে উমদাতুল ক্বারী লেখকের জীবদ্দশাতেও তেমন একটা প্রসিদ্ধি পায়নি, যা অদ্যাবধি জারী আছে। আর এটাই হয়তো মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

ঙ. সর্বোপরি বিস্তর ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে উমদাতুল ক্বারী এগিয়ে এবং তাহক্বীক্বী দৃষ্টিকোণ থেকে ফাৎহুল বারী এগিয়ে।

১৩. **ইরশাদুস সারী শারহ ছহীহ আল-বুখারী**।(ارشاد الساري) শিহাবুদ্দীন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-ক্বাসতাল্লানী। ছহীহ বুখারীর যত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ওলামায়ে কেরামের মাঝে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে, তন্মধ্যে ক্বাসতাল্লানী (রহঃ)-এর লিখিত ইরশাদুস সারী অন্যতম। ইমাম ক্বাসতাল্লানী (রহঃ) ৮৫১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে ৯২৩ হিজরীতে মারা গেছেন। তার ব্যাখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি অতীতে লিখিত সকল ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে উপকার হাছিল করার সুযোগ পেয়েছেন। ফাৎহুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, তাওযীহ থেকে শুরু করে বড় বড় ব্যাখ্যা গ্রন্থের সারমর্ম হচ্ছে ক্বাসতাল্লানী (রহঃ)-এর ইরশাদুস সারী। এই জন্য অনেক ওলামায়ে কেরাম বলে থাকেন ফাৎহুল বারী ও উমদাতুল ক্বারী বাদ দিয়ে শুধু ক্বাসতাল্লানীর ইরশাদুস সারী পড়লে বই দু'টির সার নির্যাস পাওয়া যায়। ক্বাসতাল্লানী (রহঃ) গ্রন্থটির ভূমিকায় আহলেহাদীছগণের মর্যাদা, উছূলে হাদীছের যরূরী আলোচনা, ইমাম বুখারীর জীবনী এবং ছহীহ বুখারী প্রণয়নে তার পদ্ধতির উপর প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করেছেন। তারপর মূল বুখারীর ব্যাখ্যা শুরু করেছেন। প্রায়

৩৯৫. ক্বাসতাল্লানী, ইরশাদুস সারী ১/৪৩।

দশ খণ্ডে গ্রন্থটি বর্তমানে প্রকাশিত। তবে কোন তাহক্বীক্ব হয়েছে কিনা আমার জানা নাই।

১৪. **ফায়যুল বারী**। ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ এটি। গ্রন্থটি মূলত কাশ্মিরী (রহঃ)-এর নিজে হাতে লিখিত নয়। ছহীহ বুখারীর উপর দেয়া তার দারসগুলোকে তার ছাত্র বদর আলম মিরাঠী আরবীতে জমা করে। মাওলানা ইউসুফ বিন্নোরী (রহঃ)-এর প্রচেষ্টায় সেটিই ফায়যুল বারী নামে প্রকাশিত।[৩৯৬] কাশ্মিরী (রহঃ)-এর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ও পড়াশোনা অত্যন্ত প্রশস্ত হওয়ায় এই বইটি সংক্ষিপ্ত হলেও অনেক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ইলমী আলোচনায় ভরপুর। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি সম্মানিত লেখক হানাফী মাযহাবের হওয়ায় তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন সকল মাসায়েলে হানাফী মাযহাবের ফৎওয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বনাম আল্লামা কাশ্মিরী

আইনী (রহঃ)-এর মত কাশ্মিরী (রহঃ)ও আসক্বালানী (রহঃ)-এর ভুল ধরার চেষ্টা করেছেন। তার ফায়যুল বারীতে প্রায় একশ' এর কাছাকাছি মাসায়েলে তিনি আসক্বালানী (রহঃ)-এর ভুল ধরেছেন। তাদের উভয়ের এই ইলমী পর্যালোচনা নিয়ে 'তাআক্কুবাত আল-কাশ্মিরী' নামে আলাদা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সম্মানিত গবেষক নাছির বিন ইউসুফ এই বইয়ে কাশ্মিরী (রহঃ)-এর প্রতিটি পর্যালোচনার ইলমী পর্যালোচনা করেছেন । কাশ্মিরী ও আসক্বালানী (রহঃ)-এর মাঝে যার মন্তব্য তার নিকট সঠিক মনে হয়েছে তা ইলমী আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, আসক্বালানী (রহঃ)-এর ভুল ধরলেও কাশ্মিরী (রহঃ) স্বয়ং তার ফায়যুল বারীতে বিভিন্ন জায়গায় বহু ভুল করেছেন। ভারত উপমহাদেশের অনেক আহলেহাদীছ আলেম সেই ভুলগুলো বিভিন্ন বইয়ে তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন পাকিস্তানের বিখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম আমার উস্তাদের উস্তাদ শ্রদ্ধেয় শায়খুল হাদীছ মুহাম্মাদ গোন্দলবী (রহঃ)। ফায়যুল বারীতে কাশ্মিরী (রহঃ) যত ভুল করেছেন, তিনি সেগুলোকে জমা করে ইরশাদুল ক্বারী নামে আলাদা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৫. **আওনুল বারী**। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী। ভারপ উপমহাদেশে জন্মগ্রহণ করে যার আরবী ভাষায় লেখালেখি করেছেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে থাকবেন ভূপালী (রহঃ)। তার জীবনী আমরা ভারত উপমহাদেশের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের জীবনীর সাথে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছি। তার লিখিত ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ হচ্ছে 'আওনুল বারী লি হাল্লি আদিল্লাতিল বুখারী'। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ভূপালী (রহঃ) বলেন,

---

৩৯৬. কাশ্মিরী, ইমলাঃ বদর আলম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, ফায়যুল বারী ১/৪ ।

فوقفت في أثناء تصحف الصحف علي كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للشيخ أبي العباس الزبيدي . . .ولم أقف علي شرح له يفيد القاري. . . فانتدبت لشرحه.

'একদিন বই উল্টাতে উল্টাতে আমি শায়খ আবুল আব্বাস যুবায়দীর লিখিত 'আত-তাজরীদ আস-সরীহ গ্রন্থটি পাই। কিন্তু এই তাজরীদ গ্রন্থের কোন শারাহ আমি পাইনি, যা পাঠকের উপকারে আসতে পারে। তাই আমি এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি'।[৩৯৭]

ভূপালী (রহঃ)-এর মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় তার আওনুল বারী সরাসরি ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা নয় বরং ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত 'আত-তাজরীদ আস-সরীহ' গ্রন্থের ভূমিকা। আত-তাজরীদ আস-সরীহ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। তবে এখানে এতটুকু বলে রাখা যথেষ্ট, ছহীহ বুখারীতে অনেক হাদীছ বিভিন্নভাবে বারবার আসে যাকে তাকরার বলা হয়। যা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইমাম যুবায়দী এই তাকরার হাদীছগুলো বাদ দিয়ে এবং হাদীছের সনদ বাদ দিয়ে মিশকাত ও বুলূগুল মারামের মত শুধু ছহীহ বুখারীর মতন জমা করে একটি গ্রন্থ লিখেছেন যার নাম আত-তাজরীদ আস-সরীহ। আওনুল বারী মূলত এই গ্রন্থটির ব্যাখ্যা। আওনুল বারী বিষয়ে স্বল্প জ্ঞানে আমার মন্তব্য হচ্ছে, 'একজন সাধারণ ছাত্র ও সাধারণ মানুষ যদি শুধু ছহীহ বুখারীর হাদীছগুলো জানতে ও বুঝতে চায় তাহলে তার জন্য আওনুল বারীর চেয়ে ভাল গ্রন্থ আর হতে পারে না'।

ছহীহ বুখারীর অধ্যায়ের উপর লিখিত গ্রন্থ

ছহীহ বুখারীর অধ্যায়ের নাম ও তার সাথে হাদীছের সামঞ্জস্যতা বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখন আমরা শুধু এই বিষয়ের উপর ওলামায়ে কেরামের লিখিত আলাদা গ্রন্থগুলোর পরিচয় দেখব।

১. **আল-মুতাওয়ারি আলা আবওয়াবিল বুখারী**। নাছিরুদ্দীন বিন মুনাইয়্যির। আমাদের সামনে ছহীহ বুখারীর অধ্যায়ের উপর লিখিত যত গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন গ্রন্থ এটি। ইমাম ইবনুল মুনাইয়্যির (রহঃ) ৬২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৮৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে সকল ব্যাখ্যাকার তার এই গ্রন্থ থেকে উপকার হাছিল করেছেন। ইমাম বুখারীর অধ্যায়ের সাথে হাদীছের সামঞ্জস্য বুঝতে না পেরে অনেকেই ইমাম বুখারীকে গয়র ফক্বীহ বলে দিয়েছেন। নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা। তাদের জবাবেই মূলত ইমাম ইবনুল মুনাইয়্যির এই গ্রন্থটি লিখেছেন।[৩৯৮] এই গ্রন্থে কতটি অধ্যায়ের উপর আলোচনা আছে সে বিষয়ে ইমাম ইবনুল মুনাইয়্যির বলেন,

ومجموع ما وجدت له من هذه الأنواع قريب أبرع مائة ترجمة تحتاج التنبيه فأثبتها ونبهت علي كل نوع منها في مكانه بأقصي الإمكان وأخصر وجوه البيان.

---

৩৯৭. ভূপালী, আওনুল বারী ১/২, লেখকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৩৯৮. ইনুল মুনাইয়্যির, তাহক্বীক্বঃ ছালাহুদ্দীন মাক্ববূল, পৃঃ ৩৬।

'আর এই জাতীয় যে অধ্যায়গুলোর বিষয়ে সতর্ক করার প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো প্রায় ৪০০টি। আমি সেগুলো জমা করেছি এবং সংক্ষিপ্ত ভাষায় সবচেয়ে নিকটবর্তী সম্ভাবনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছি'।[৩৯৯]

গ্রন্থটির ভূমিকায় ইবনুল মুনাইয়্যির (রহঃ) অন্য সকলের মত ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। বর্তমানে গ্রন্থটি ভারতের বিখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম ছালাহুদ্দীন মাক্বূলের তাহক্বীক্বে বৈরূত থেকে প্রকাশিত।

২. **তরজুমানুত তারাজিম :** মুহিব্বুদ্দীন বিন রশীদ আল-ফিহরী। কেউ কেউ তার নামে রুশাইদ আল-ফিহরী বলেছেন।[৪০০] তার লিখিত এই গ্রন্থের বিষয়ে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

وصل فِيهِ إِلَى كتاب الصّيام وَلَو تمّ لَكَانَ فِي غَايَة الإفادة وَأَنه لكثير الْفَائِدَة مَعَ نَقصه

'তিনি এই গ্রন্থে ছহীহ বুখারীর কিতাবুছ ছিয়াম পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। যদি তিনি পূর্ণ করতে পারতেন তাহলে অনেক উপকারী হত। আর অসম্পূর্ণ হলেও এই গ্রন্থটিতে অনেক উপকার রয়েছে'।[৪০১]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ইমাম আইনী উভয়েই এই গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে এই গ্রন্থটি বর্তমানে কোথায় আছে তা আমাদের জানা নাই।

৩. **শারহ তারাজিম আবওয়াবিল বুখারী**। শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী। ছহীহ বুখারীর অধ্যায়ের নামগুলোর উপর অনেক সুন্দর একটি গ্রন্থ। ভারত উপমহাদেশের সকল আলেম এই গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। এই গ্রন্থের শুরুতে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) ছহীহ বুখারীর অধ্যায়গুলো নিয়ে প্রায় দশটির মত মৌলিক কিছু ক্বায়েদা উল্লেখ করেছেন। এই ক্বায়দাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ং শাহ ওলিউল্লাহ (রহঃ) ক্বায়েদাগুলোর শেষে বলেছেন,

فهذه مقدمة لا بد من حفظها لمن أراد أن يقرأ البخاري ويفهم

'প্রত্যেক যে ব্যক্তি ছহীহ বুখারী পড়তে চায় এবং বুঝতে চায় তার জন্য এই ক্বায়েদা সম্বলিত ভূমিকাটি মুখস্থ করা যরূরী।[৪০২]

আল-হামদুলিল্লাহ আমরা এই মৌলিক ক্বায়েদাগুলো পূর্বেই আলোচনা করেছি।

বর্তমানে আব্দুল হাকীম আল-ক্বাযীর তত্ত্বাবধানে একটি সুন্দর কাজ হয়েছে। তিনি মুহাক্কিক্ব ইযযাত মুহাম্মাদকে দিয়ে ফাৎহুল বারীর শুধু সেই অংশগুলোকে আলাদা করেছেন যেগুলো হাদীছের সাথে অধ্যায়ের সামঞ্জস্যতা সংশ্লিষ্ট। অতঃপর প্রতিটি অধ্যায়ে প্রথমে শাহ ওলিউল্লাহর বইয়ের ব্যাখ্যা তারপর আসক্বালানী (রহঃ)-এর ফাৎহুল বারী থেকে চয়নকৃত অংশ দিয়ে 'শারহু

---

৩৯৯. ইনুল মুনাইয়্যির, তাহক্বীক্ব: ছালাহুদ্দীন মাক্বূল, পৃঃ ৩৮।
৪০০. যিরিকলী, আলাম ৬/৩১৪; মু'জামু শুয়ারায়িল আরাব, রাবী নং ১৯৬৮।
৪০১. ফাৎহুল বারী ১/১৪।
৪০২. শারহু আবওয়াবিল বুখারী, ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ওলিউল্লাহ দেহলভী, পৃঃ ২২।

আবওয়াবিল বুখারী' নামে আলাদা একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৪০৩] যা আমার দৃষ্টিতে ছাত্রদের জন্য অসাধারণ উপকারী।

জ্ঞাতব্য : শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) হাদীছের সাথে অধ্যায়ের সামঞ্জস্য বিধানের চেয়ে অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করার দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। প্রত্যেক যিনি বইটি পাঠ করবেন তিনি বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন।

৪. **মুনাসাবাত তারাজিমিল বুখারী**। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ বদরুদ্দীন বিন জামা'আহ এই গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি মূলত পূর্বে উল্লেখিত ইবনুল মুনাইয়্যির (রহঃ)-এর মুতাওয়ারি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তরূপ।[৪০৪] গ্রন্থটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইবনু জামা'আহ নিজেও একজন বড় মাপের মুহাদ্দিছ হওয়ায় তিনি সংক্ষিপ্ত করার সাথে সাথে নিজের পক্ষ থেকেও অনেক তথ্য যোগ করেছেন। যেমন হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

جمع الْعَلامَة نَاصِر الدّين أَحْمد بن الْمُنِير خطيب الإسْكَنْدَرِيَّة من ذَلِك أَرْبَعمِائَة تَرْجَمَة وَتكلم عَلَيْهَا ولخصها الْقَاضِي بدر الدّين بن جمَاعَة وَزَاد عَلَيْهَا أَشْيَاء

'ইসকান্দারিয়ার খত্বীব নাছিরুদ্দীন বিন মুনাইয়্যির এই জাতীয় প্রায় ৪০০ অধ্যায় জমা করেছেন এবং তার উপর আলোচনা করেছেন। বদরুদ্দীন বিন জামা'আহ সেগুলো সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং তার নিজের পক্ষ থেকেও কিছু বাড়িয়েছেন'।[৪০৫]

আর ইনছাফের সাথে বলতে হলে বলতে হয় ছহীহ বুখারীর অধ্যায়ের সাথে হাদীছের সামঞ্জস্যতা বিষয়ে সবচেয়ে উপযোগী বই এটি। বর্তমানে গ্রন্থটি মুম্বাইয়ের দার আস-সালাফিয়্যাহ থেকে মুহাম্মাদ ইসহাক্ব সালাফীর তাহক্বীক্বে প্রকাশিত।

৫. **আবওয়াব ওয়াত তারাজিম**। ফাযায়েলে আমল গ্রন্থের লেখক মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী (রহঃ) এই গ্রন্থের রচয়িতা। ওলিউদ্দীন নাদভীর তাহক্বীক্বে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত।

জ্ঞাতব্য : ছহীহ বুখারীর প্রায় প্রতিটি ব্যাখ্যা গ্রন্থে কম-বেশী এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত ছহীহ বুখারীর অধ্যায়ের সাথে হাদীছের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। আমরা শুধু সেই গ্রন্থগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম যেগুলো ছহীহ বুখারীর কোন ব্যাখ্যা নয়; বরং শুধুমাত্র ছহীহ বুখারীর অধ্যায় নিয়ে রচিত।

ছহীহ বুখারীকে সংক্ষিপ্ত করে লিখিত গ্রন্থ

আমরা আগেই আলোচনা করেছি ইমাম বুখারী (রহঃ) তার বইয়ে মারফূ' মুসনাদ ছহীহ হাদীছের পাশাপাশি ছাহাবায়ে কেরামের ফৎওয়া, তাবেঈনদের আছার উল্লেখ করেছেন। অনেক সময়

---

৪০৩. শারহু আবওয়াবিল বুখারী, ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ওলিউল্লাহ দেহলভী, মুহাক্কিক্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৪০৪. বদরুদ্দীন বিন জামা'আহ, তাহক্বীক্ব: ইসহাক্ব সালাফী, পৃঃ ১৫, মুহাক্কিক্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৪০৫. ফাৎহুল বারী ১/১৪।

একই হাদীছকে কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেন। এইজন্য কিছু মুহাদ্দিছ চেয়েছেন ছহীহ বুখারীকে সংক্ষিপ্ত করতে। যাতে সেখানে শুধু মারফূ' ও মুসনাদ হাদীছ থাকে এবং এক হাদীছ বারংবার উল্লেখিত না হয়। এই খিদমতটি সাধারণ মানুষের জন্য অনেক অনেক উপকারী। এই বিষয়ে লিখিত কিছু বইয়ের পরিচয় নিম্নে দেয়া হল। উল্লেখ্য যে, প্রায় সকলেই তাদের সংক্ষিপ্তরূপের 'মুখতাছার ছহীহ আল-বুখারী' এই একই নাম রেখেছেন। এই জন্য আমরা শুধু লেখকের নাম উল্লেখ করেছি।

১. **নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।** ছহীহ বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুখতাছার বা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। বইটির নামে আলবানী (রহঃ) বলেন,

حَوي جَميع أحاديثه المرفوعة، والآثار الموقوفَة؛ الموصولة منهَا والمعلّقة، مَعَ حَذف الأسانيد والمكرّرات مِن المتون، وجَمع إليها الزوائد من الروايات المحذوفة، ووُضعَت كل زيادة منها في مكانها المناسِب لها من الأحاديث، بطريقة علمية لا مثيلَ لها فيما أعلم؛ جمعت كل فوائِد "الصحيح" بإذن الله تعالى

'এই বইটিতে ছহীহ বুখারীর সনদ এবং তাকরার বিলুপ্ত করে সকল মারফূ', মাওকূফ, মাওসুল ও মু'আল্লাক্ব হাদীছ জমা করা হয়েছে। বেনযীর কাজের মাধ্যমে, ছহীহ বুখারীর বিভিন্ন নুসখা থেকে যে বর্ণনাগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছিল সেগুলোকে তার উপযুক্ত স্থানে জমা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি ছহীহ বুখারীর সকল উপকারিতা এই বইয়ে জমা করে দিয়েছি'।[৪০৬]

আলবানী (রহঃ) তার বইয়ের ভূমিকাতে এই বইয়ের রচনা পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন সেখান থেকে কয়েকটি পয়েন্টের সারর্মম নিম্নে পেশ করা হল।

حذفت أسانيد أحاديثه كلها.. أختار من الروايات المكررة أتمها وأكملها،..(والقسم الثاني) الأحاديث المعلقة.. فهذا أيضاً قد احتفظتُ بمتونه في "المختصر"..ثم إنني رقَّمت هذه الأنواع الثلاثة بأرقام خاصة،.. وكذلك رقمت كتب "الصحيح" كلها.. وكذلك رقمت أبواب كل كتاب على حدة ..محتفظاً بكل باب من أبوابه،

ক. সকল হাদীছের সনদ বিলুপ্ত করেছি।
খ. বারংবার আসা বর্ণনাগুলোর মধ্যে যে বর্ণনাটি পরিপূর্ণ সেটা চয়ন করেছি।
গ. ছহীহ বুখারীর সকল প্রকার রিওয়ায়েত সেই ভাবেই রেখেছি। চাই মাওকূফ হোক বা মাওসুল বা মু'আল্লাক্ব।
ঘ. হাদীছের নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে সবগুলোর আলাদা আলাদা নাম্বার উল্লেখ করেছি। মারফূ' মুসনাদের জন্য আলাদা নাম্বার। মারফূ' মু'আল্লাকের জন্য আলাদা নাম্বার। মাওকূফ আছারের জন্য আলাদা নাম্বার যোগ করেছি।

---

৪০৬. আলবানী, দায়িরাতুল মা'আরিফ, মুখতাছার ছহীহ আল-বুখারী, প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য।

ঙ. ছহীহ বুখারীর প্রতিটি কিতাবের ধারাবাহিক নাম্বার যোগ করেছি।
চ. ছহীহ বুখারীর প্রতিটি অধ্যায়ের নাম ঠিক রেখে তাতে সিরিয়াল নাম্বার লাগিয়েছি।[৪০৭]

এই বইটি ইমাম মুসলিমের পদ্ধতিতে রচনা করেছেন। একই বিষয়ক সকল হাদীছকে এক জায়গায় উল্লেখ করে দিয়েছেন। যাতে হাদীছ খুঁজে পেতে সুবিধা হয়।
এই গ্রন্থটি মাকতাবাতুল মা'আরিফ থেকে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত।

২. **শায়খ সা'দ বিন নাছির।** এই বইয়ে শায়খের রচনাপদ্ধতি তার ভূমিকা থেকে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

حذفت الأسانيد وأثار التابعين والمعلقات ..جمعت أطراف الحديث في الموطن الأول.. ذكرت جميع تبويبات البخاري على الحديث في الهامش.. شرحت بعض الألفاظ الغريبة.

ক. সকল মু'আল্লাক্বাত ও তাবেঈনদের আছার বিলুপ্ত করেছি।
খ. কোন হাদীছ যেখানে প্রথম এসেছে সেখানেই সেই হাদীছ ছহীহ বুখারীতে যতভাবে যত জায়গায় এসেছে তা একসাথে উল্লেখ করেছি।
গ. হাদীছের সাথে সাথে সেই হাদীছের উপর যত জায়গায় ইমাম বুখারী যে নামে অধ্যায় রচনা করেছেন, সে অধ্যায়গুলো হাদীছের পাশে একসাথে উল্লেখ করে দিয়েছি।
ঘ. কিছু কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা করেছি।[৪০৮]

৩. **যায়নুদ্দীন আয-যুবাইদী।** আমাদের সামনে ছহীহ বুখারীর যত সংক্ষিপ্ত বা মুখতাছার আছে তার মধ্যে এটাই সর্বপ্রথম লিখিত। এই গ্রন্থে তার রচনা পদ্ধতি তিনি স্বয়ং ভূমিকাতে বলেছেন। নিম্নে তার ভূমিকা থেকে তা পেশ করা হল-

أجرد أحاديث صحيح البخاري من غير تكرار ، وجعلتها محذوفة الأسانيد ليقرب تناول الحديث من غير تعب وقد يأتي حديث مختصر ويأتي بعد في رواية أخرى أبسط وفيه زيادة على الأول فأكتب الثاني وأترك الأول لزيادة الفائدة ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسنداً متصلاً وأما ما كان مقطوعاً أو معلقاً فلا أتعرض له وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم فلا أذكره . ثم إني أذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث في كل حديث ليعلم من رواه ، .

'আমি এই গ্রন্থে ছহীহ বুখারীতে বারংবার আসা হাদীছগুলোকে বিলুপ্ত করেছি। দ্রুত যেন হাদীছের নিকটবর্তী হওয়া যায় এজন্য সনদগুলোকে বিলুপ্ত করেছি। যদি কোন হাদীছ ছহীহ বুখারীর এক জায়গায় সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে, আরেক জায়গায় বিস্তারিতভাবে এসেছে, তাহলে আমি বিস্তারিতটা উল্লেখ করেছি। আমি শুধু মারফূ' ও মুসনাদ হাদীছ উল্লেখ করেছি। মাক্বতূ' ও মু'আল্লাক্ব হাদীছ উল্লেখ করিনি। তেমনিভাবে ছাহাবীগণের আছারও উল্লেখ করিনি। আর প্রতিটি

৪০৭. আলবানী, দায়িরাতুল মা'আরিফ, মুখতাছার ছহীহ আল-বুখারী, পৃঃ ১০-১৩।
৪০৮. সা'দ বিন নাছির, দার ইশবিলিয়া, মুখতাছার ছহীহ আল-বুখারী, পৃঃ ৬।

হাদীছের সাথে সেই হাদীছের বর্ণনাকারী ছাহাবীর নাম উল্লেখ করেছি যাতে বুঝা যায় হাদীছটি কার বর্ণিত'।[৪০৯]

ছহীহ বুখারীর উপর ইস্তিখরাজ

ছহীহ বুখারীর উপর উম্মতে মুসলিমার ওলামায়ে কেরাম যত রকমের খিদমত করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইস্তিখরাজ। ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত ইস্তিখরাজ বিষয়ে জানতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের জানতে হবে মুস্তাখরাজ কাকে বলে?

মুস্তাখরাজ কাকে বলে?

ইমাম সাখাবী (রহঃ) বলেন,

وَالِاسْتِخْرَاجُ أَنْ يَعْمَدَ حَافِظٌ إِلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَثَلًا، فَيُورِدَ أَحَادِيثَهُ حَدِيثًا حَدِيثًا بِأَسَانِيدَ لِنَفْسِهِ، غَيْرَ مُلْتَزِمٍ فِيهَا ثِقَةَ الرُّوَاةِ، وَإِنْ شَذَّ بَعْضُهُمْ حَيْثُ جَعَلَهُ شَرْطًا، مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ إِلَى أَنْ يَلْتَقِيَ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ، أَوْ فِي شَيْخِ شَيْخِهِ،

'ইস্তিখরাজ হচ্ছে, উদাহরণ স্বরূপ, কোন একজন হাফেয ছহীহ বুখারীর প্রতিটি হাদীছকে ইমাম বুখারীর সনদ ছাড়া নিজ সনদে বর্ণনা করে। যদিও তার সনদে দুর্বল রাবী থাকে। অবশ্য কেউ জমহূর মুহাদ্দিছীনের বিরোধিতা করে রাবীর মযবূত হওয়া শর্ত করেছেন। আর ইস্তিখরাজ কারীর সনদ এবং ইমাম বুখারীর সনদ কখনো তার শায়খে গিয়ে একত্রিত হয় অথবা তার শায়খের শায়খে গিয়ে মিলিত হয়'।[৪১০]

ইমাম যারকাশী (রহঃ) বলেন,

وَحَقِيقَته أَن يَأْتِي الْمُصَنّف إِلَى كتاب البُخَارِيّ أَو مُسلم فَيخرج أَحَادِيثه بأسانيد لنَفسِهِ من غير طَرِيق البُخَارِيّ أَو مُسلم فيجتمع إِسْنَاد الْمُصَنّف مَعَ إِسْنَاد البُخَارِيّ أَوْ مُسلم فِي شَيْخه أَو من فَوْقه

'মুস্তাখরাজ গ্রন্থের লেখক ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের হাদীছগুলোকে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সনদ ছাড়া নিজ সনদে বর্ণনা করেন। লেখকের সনদ এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সনদ লেখকের শায়খের স্থলে গিয়ে অথবা তারো উপরে গিয়ে মিলিত হয়'।[৪১১]

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, ছহীহ বুখারীর উপর যে মুস্তাখরাজ গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে তাতে মূলত ছহীহ বুখারীর-ই হাদীছ রয়েছে। শুধুমাত্র সনদে পার্থক্য। আর সনদে পার্থক্য হওয়ার কারণে অনেক সময় মতনেও কিছু পার্থক্য দেখা দেয়। কেননা মুস্তাখরাজ গ্রন্থের লেখক তার নিজ সনদে হাদীছটি যেভাবে পেয়েছেন সেভাবে বর্ণনা করেন। মূল হাদীছে ছহীহ বুখারীর সাথে মিল থাকলেও শব্দগত অনেক পার্থক্য দেখা যায়। যেমন ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

---

৪০৯. মুখতাসার যুবাইদী, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪১০. সাখাবী, তাহক্বীক্ব, আলী হুসাইন, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, মিসর, পৃঃ ১/৫৭।

৪১১. যারকাশী, তাহক্বীক্ব: যায়নুল আবেদীন, আযওয়াউস সালাফ ১/২২৯ পৃঃ।

الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى،

'আর ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে উপর যে মুস্তাখরাজ গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এইরূপ কোন শর্তারোপ করা হয়নি যে, মুস্তাখরাজের শব্দের সাথে মূল গ্রন্থের শব্দের হুবহু মিল থাকবে। বরং উভয় গ্রন্থের মাঝে শব্দগত ও অর্থগত হালকা পার্থক্য রয়েছে'।[৪১২]

মুস্তাখরাজ গ্রন্থগুলোর নাম :

ইত্তিহাফুল গ্রন্থের লেখক প্রায় ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত প্রায় ১৪টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।[৪১৩] কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত একটি মুস্তাখরাজ গ্রন্থও বর্তমানে প্রকাশিত হয়নি। মুস্তাখরাজ ইসমাঈলী নিম্নে ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত কিছু মুস্তাখরাজ গ্রন্থের নাম হালকা পরিচয় সহ পেশ করা হল-

১. মুস্তাখরাজ আবুবকর আহমাদ বিন ইবরাহীম আল-ইসমাঈলী (মৃ. ৩৭১ হিঃ)।
২. মুস্তাখরাজ আবুবকর আল-বারক্বানী।
৩. মুস্তাখরাজ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-গিতরিফী (মৃ. ৩৭৭ হিঃ)।
৪. মুস্তাখরাজ আবুবকর বিন মারদোয়াহ (মৃ. ৪১৬ হিঃ)।
৫. মুস্তাখরাজ আবুবকর বিন মাঞ্জোয়াহ।
৬. মুস্তাখরাজ আবু নুয়াইম আল-আস্পাহানী। ডঃ মুহাম্মাদ আবদে মানছূর।

শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী মুহাদ্দিছ মদীনা (রহঃ) বলেন,

أحسن المستخرجات مستخرج البرقاني والإسماعيلي.

'সর্বোত্তম মুস্তাখরাজ মুস্তাখরাজ বারক্বানী ও মুস্তাখরাজ ইসমাঈলী'।[৪১৪]

মুস্তাখরাজ গ্রন্থের উপকারিতা :

মুস্তাখরাজ গ্রন্থের উপকারিতা সীমাহীন। নিম্নে কিছু উপকারিতা পেশ করা হল-

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

وللكتب المخرجة عليهما فائدتان: علو الإسناد، وزيادة الصحيح

'মুস্তাখরাজ গ্রন্থগুলোর দু'টি উপকারিতা রয়েছে। উঁচু সনদ ও ছহীহ হাদীছের বৃদ্ধি'।[৪১৫]

ব্যাখ্যা :

১. ছহীহ বুখরীর কোন হাদীছকে যদি মুস্তাখরাজ গ্রন্থের লেখক ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেন তাহলে তার মাঝে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মাঝে ৫ জন ব্যক্তি হয়। কিন্তু সেই হাদীছটিই যদি তিনি নিজ সনদে রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত বর্ণনা করেন তাহলে

---

৪১২. নববী, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ ওছমান, দারুল কিতাব আল-আরাবী, পৃঃ ২৭।
৪১৩. ইত্তিহাফুল ক্বারী, পৃঃ ১৫।
৪১৪. আব্দুল আওয়াল বিন হাম্মাদ আনসারী, তারজামাতু শায়খ হাম্মাদ আনসারী ২/৫১৭।
৪১৫. নববী, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ ওছমান, দারুল কিতাব আল-আরাবী, পৃঃ ২৭-২৯।

তার মাঝে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মাঝে মাত্র ৪ জন ব্যক্তি হয়। এটাকেই বলা হয় উঁচু সনদ। মুস্তাখরাজ গ্রন্থগুলোর মূল লক্ষ থাকে উঁচু সনদ।

২. আমরা আগেই বলেছি মুস্তাখরাজ গ্রন্থগুলোর সাথে মূল গ্রন্থের শব্দগত পার্থক্য থাকে। সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় ছহীহ বুখারীতে যে শব্দ আসেনি সেটি মুস্তাখরাজে চলে আসে। মুস্তাখরাজের মাধ্যমে নতুন প্রাপ্ত শব্দগুলো অধিকাংশ সময় ছহীহ হয়ে থাকে। যদি ছহীহ হয় তাহলে তার উপকারিতা হাদীছের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সীমাহীন। মুস্তাখরাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত এই জাতীয় অতিরিক্ত শব্দগুলোর সাহায্যে সাধারণত ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকারগণ ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা করেছেন।

এই দুইটি উপকারিতা ছাড়া মুস্তাখরাজের আরো উপকারিতা রয়েছে, যেমন ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন,

مِنْهَا الْقُوَّةُ بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ لِلتَّرْجِيحِ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ، وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مُصَنِّفُ الصَّحِيحِ رَوَى عَمَّنِ اخْتَلَطَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ سَمَاعُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَيُبَيِّنُهُ الْمُسْتَخْرِجُ، إِمَّا تَصْرِيحًا أَوْ بِأَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ.

وَمِنْهَا: أَنْ يُرْوَى فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُدَلِّسٍ بِالْعَنْعَنَةِ، فَيَرْوِيهِ الْمُسْتَخْرِجُ بِالتَّصْرِيحِ بِالسَّمَاعِ.

'সনদের ভিন্নতার কারণে হাদীছটি মযবূত হয় যা বিরোধিতার সময় কাজে দেয়। কোন মুখতলিত রাবী থেকে ইমাম বুখারী হাদীছ গ্রহণ করেছেন কিন্তু সে মুখতালিত্ব রাবী হাদীছটি ইখতিলাতের আগে শ্রবণ করেছে না পরে শ্রবণ করেছে, সে বিষয়ে সনদে স্পষ্ট কিছু নাই। মুস্তাখরাজের বর্ণনার মাধ্যমে সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। আরো একটি উপকারিতা হচ্ছে, ছহীহ বুখারীতে কোন সনদে যদি 'আন' শব্দের সাথে মুদাল্লিস রাবীর বর্ণনা থাকে তাহলে মুস্তাখরাজে সেটা শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট সূচক শব্দের মাধ্যমে পাওয়া যায়'।[৪১৬]

ব্যাখ্যা :

৩. কোন হাদীছের কয়েকটি সনদে বর্ণিত হওয়া সেই হাদীছটিকে মযবূত করে দেয়। ছহীহ বুখারীর হাদীছগুলো যখন মুস্তাখরাজে অন্য সনদে পাওয়া যায় তখন ছহীহ বুখারীর হাদীছগুলো আরো মযবূত হয়। যখন পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীছ পাওয়া যাবে তখন সবচেয়ে মযবূত হাদীছকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই জন্য মুস্তাখরাজের মাধ্যমে সনদ বৃদ্ধি পাওয়াতে ছহীহ বুখারীর হাদীছগুলো বিরোধিতার সময় প্রাধান্য পাওয়ার বেশী হক্বদার রাখে।

৪. হাদীছের অনেক বর্ণনাকারী রাবী আছেন যারা শুরু জীবনে মযবূত স্মৃতিশক্তির অধিকারী হলেও পরবর্তীতে কোন কারণে তাদের স্মৃতিশক্তি খারাপ হয়ে যায় এবং তারা হাদীছ বর্ণনায় ভুল করেন। এই জাতীয় রাবীগণের অনেক হাদীছ ছহীহ বুখারীতে আছে। এই রকম কোন হাদীছ যখন মুস্তাখরাজে অন্য সনদে আসে তখন

৪১৬. সুয়ূতী, তাহক্বীক্বঃ আবু কুতায়বা, তাদরীবুর রাবী ১/১২১-১২৩।

দেখা যায় মুস্তাখরাজে বর্ণনাকারী স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন যে, তিনি হাদীছটি তার উস্তাদের স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার পূর্বে শুনেছেন। অথবা এমন বর্ণনাকারী থেকে হাদীছটি পাওয়া যায় যে, স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার পর তার উস্তাদ থেকে কোন হাদীছ-ই গ্রহণ করেনি। সুতরাং তার সকল হাদীছ উস্তাদের স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার পরে শ্রবণ করা।

৫. মুদাল্লিস রাবীর বিষয়ে নিয়ম হচ্ছে সে যদি শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ বর্ণনা না করে তাহলে তার হাদীছ গ্রহণ করা হয় না। ইমাম বুখারী অনেক মুদাল্লিসের হাদীছ তার ছহীহ বুখারীতে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছে হয়তো মুদাল্লিস রাবী শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট কোন শব্দ ব্যবহার করেনি তখন ছহীহ বুখারীর উপর অভিযোগ উত্থাপন করার সুযোগ থাকে। কিন্তু মুস্তাখরাজের বর্ণনায় দেখা যায়, মুদাল্লিস রাবী শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এইভাবে প্রত্যেক যে অভিযোগ ছহীহ বুখারীর উপর পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা মুস্তাখরাজের হাদীছগুলোর মাধ্যমে দূর হয়ে গেছে। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

أَنَّ كُلَّ علةٍ أُعلَّ بها حديثٌ في أحدِ الصحيحينِ، جاءت روايةُ المستخرجِ سالمةً منها،

'প্রত্যেক যে কারণে ছহীহ বুখারীর কোন হাদীছকে দুর্বল বলার চেষ্টা করা হয়েছে সেই হাদীছটিই মুস্তাখরাজে একদম ত্রুটিমুক্ত ও নিরাপদভাবে বর্ণিত হয়েছে'।[৪১৭]

৬. কোন রাবীর নাম যদি ছহীহ বুখারী বা মুসলিমে অস্পষ্ট থাকে তথা রাবীকে তা চিনার মত কোন উপায় না থাকে তাহলে মুস্তাখরাজে সেই রাবীর পূর্ণ নাম পাওয়া যায় যার ফলে রাবীর পরিচয় জানতে সুবিধা। এই জাতীয় আরো অগণিত উপকারিতা রয়েছে এই জাতীয় গ্রন্থের।

মুস্তাখরাজ ও মুখতাছার গ্রন্থগুলোর মধ্যে পার্থক্য ও একটি সর্তকতা :

ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত মুখতাছার বা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থগুলো এবং মুস্তাখরাজ গ্রন্থগুলোতে মূল হাদীছ একই হয়ে থাকে। কিন্তু মুখতাছার এবং মূল ছহীহ বুখারীর মধ্যে শব্দগত কোন পার্থক্য থাকে না। অন্যদিকে মুস্তাখরাজ গ্রন্থগুলোর সাথে ছহীহ বুখারীর শব্দগত পার্থক্য থাকে যেমনটা আমরা আগে দেখেছি। এই জন্য অনেক সময় ইমাম বায়হাক্বী তার সুনানে এবং বাগাভী (রহঃ) তার শারহুস সুন্নাহতে যখন কোন হাদীছের ক্ষেত্রে বলেন, এই হাদীছটি বুখারী বা মুসলিম বর্ণনা করেছে। তখন এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, হুবহু হাদীছটি বুখারী বা মুসলিমে রয়েছে। বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে হাদীছের মূল বিষয়টি ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে রয়েছে।[৪১৮] সুতরাং প্রতিটি ছাত্রের এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত যে, কোন হাদীছের সাথে বুখারী-মুসলিমের মৌলিক মিল পেলে সাথে সাথে সেটাকে যেমন ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের দিকে সম্পৃক্ত করা যায় না, তেমনি কেউ যদি বলি হাদীছটি ছহীহ বুখারী বা মুসলিমে আছে তাহলে তা যাচাই করে দেখা

---

৪১৭. বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, তাহক্বীক্ব: মাহির ইয়াসিন, আন-নুকাত আল-ওফিয়্যাহ ১/১৫১।

৪১৮. সুয়ূতী, তাহক্বীক্ব: আবু কুতায়বা, তাদরীবুর রাবী ১/১১৮।

উচিত যে, হাদীছটি কি হুবহু ছহীহ বুখারী বা মুসলিমে আছে না, শুধু মৌলিক কথায় মিল রয়েছে।

ছহীহ বুখারীর ইস্তিদরাক

ইস্তিদরাক বলা হয় ছুটে যাওয়া কোন কিছু জমা করা। এক কথায় বলা যায় সংশোধন ও সংস্কার করা। ছহীহ বুখারীর ইস্তিদরাক হচ্ছে, এমন হাদীছ জমা করা যেটা ছহীহ বুখারীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে অথচ ইমাম বুখারী সেটাকে ছহীহ বুখারীর অন্তর্ভুক্ত করেননি। এই বিষয়ে মোট তিনজন আলেমের বই লেখার কথা জানা যায়।

ক. মুস্তাদরাকে হাকেম।

খ. মুস্তাদরাক দারাকুৎনী।

গ. মুস্তাদরাক আবু যার আল-হারাবী।

নিম্নে এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও বর্তমানে প্রকাশিত মুস্তাদরাকে হাকেমের উপর আলোচনা করা হল-

মুস্তাদরাকে হাকেম ও ইমাম বুখারীর শর্তে ছহীহ :

ইমাম হাকেমের এই বইয়ের উপর আমরা কয়েক পর্বে আলোচনা করব।

ক. তার নিকটে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলতে কি বুঝায়।

খ. মুস্তাদরাকে হাকেমে তার ভ্রান্তি ও ওলামায়ে কেরাম ও ছাত্রদের জন্য সূক্ষ্ম একটি বিষয়।

গ. মুস্তাদরাকে হাকেমের হাদীছ বিষয়ে আমাদের করণীয়।

ছহীহ আলা শারতিল বুখারী কাকে বলে?

মুহাদ্দিছগণের মাঝে বহুল প্রচলিত কয়েকটি শব্দ 'ছহীহ আলা শারতিল বুখারী', 'ছহীহ আলা শারতি মুসলিম' ও 'ছহীহ আলা শারতিশ শায়খাঈন'। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) তাদের বইয়ে যাদের হাদীছ গ্রহণ করেছেন তাদেরকে মুহাদ্দিছগণ অন্য দৃষ্টিতে দেখেন। তাদের মাঝে একটি এ বিষয়ে একটি কথা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ,

ومن روى له أحد الشيخين فقد جاوز القنطرة

'যে রাবীকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম গ্রহণ করেছেন সে সন্দেহের ব্রীজ বা পুল অতিক্রম করেছে'।

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে কোন রাবীর স্থান পাওয়া মানে সেই রাবী কমসে কম হাসান পর্যায়ের। এই জন্য যে হাদীছ ছহীহ বুখারী বা মুসলিমে স্থান পায়নি কিন্তু সেই হাদীছের সকল বর্ণনাকারী ছহীহ বুখারী বা মুসলিমের রাবী তাহলে সেই হাদীছকে বলা হয় ইমাম বুখারী বা মুসলিমের শর্তে ছহীহ। আর যদি এমন হয় যে ঐ হাদীছের সকল রাবীকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম দুইজনই গ্রহণ করেছেন তাহলে সেই হাদীছকে শায়খাইনের শর্তে ছহীহ বলা হয়। আর এটাই মুহাদ্দিছগণের নিকট গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা আর এটাই ইমাম হাকেমের মত। যেমন শায়খ মুক্ববিল বিন হাদী আল-বিদায়ী বলেন,

اذا قال الحاكم صحيح علي شرطهما فمعناه أن رجال السند رجال الشيخين. وهكذا اذا قال صحيح علي شرط البخاري فمعناه أن رجاله رجال البخاري وهكذا اذا قال صحيح علي شرط مسلم فمعناه رجاله رجال المسلم

'যখন ইমাম হাকেম বলেন, শায়খাইনের শর্তে ছহীহ তখন অর্থ হচ্ছে সনদের সকল রাবী শায়খাইনের রাবী। তেমনি তিনি যদি বলেন, বুখারীর শর্তে ছহীহ তাহলে অর্থ হচ্ছে সনদের সকল রাবী ছহীহ বুখারীর রাবী। তেমনি তিনি যদি বলেন ছহীহ মুসলিমের শর্তে ছহীহ তাহলে অর্থ হচ্ছে সনদের সকল রাবী ছহীহ মুসলিমের রাবী।'[৪১৯]

এরপর শায়খ মুক্ববিল এই বিষয়ে মুস্তাদরাকে হাকেম থেকে দলীল দিয়েছেন।

অতি সূক্ষ্ম বিষয় :

ইমাম হাকেম সহ বড় থেকে বড় আলেম ও মুহাদ্দিছ শায়খাইনের শর্তে ছহীহ ও ছহীহ বুখারী বা মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলাতে ভুল করে থাকেন। কোন হাদীছের বর্ণনাকারী ছহীহ বুখারী বা মুসলিমের রাবী হলে সাথে সাথে ছহীহ বুখারী বা মুসলিমের শর্তে ছহীহ হুকুম লাগানো এক প্রকার বোকামী। কেননা ছহীহ বুখারীতে এমন অনেক রাবী আছেন যাদের হাদীছকে ইমাম বুখারী (রহঃ) শুধু বিশেষ অবস্থায় গ্রহণ করে থাকেন। যেমন-

১. সুফিয়ান বিন হুসাইন। এই রাবীকে ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী তা'লীক্বে এবং মুতাবা'আতে গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে ইমাম যুহরীর হাদীছ সকলেই গ্রহণ করেছেন। এখন কোন হাদীছ যদি সুফিয়ান বিন হুসাইন ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করে তাহলে কি আমরা বলব বুখারী মুসলিমের শর্তে ছহীহ? বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু গভীরে গেলে দেখা যাবে যুহরী থেকে বর্ণিত সুফিয়ানের কোন হাদীছ তারা গ্রহণ করেননি। সুফিয়ানকে আলাদা গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম যুহরীকে আলাদা গ্রহণ করেছেন। কেন তারা এমন করলেন? ইমাম ইবনু হিব্বান সুফিয়ান বিষয়ে বলেন,

روايته عن الزهري فإن فيها تخاليط يجب أن تجانب وهو ثقة في غير حديث الزهري

'ইমাম যুহরী থেকে সুফিয়ানের বর্ণনা করা রিওয়ায়েতে অনেক ত্রুটি আছে। সুতরাং ইমাম যুহরী থেকে তার রিওয়ায়েত পরিহার করা উচিত। তবে সে যদি ইমাম যুহরী ছাড়া অন্যদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করে তাহলে গ্রহণ করা হবে'।[৪২০]

ইমাম ইবনু হিব্বানের মত আরো অনেক মুহাদ্দিছ একই মন্তব্য করেছেন। এই জন্য সুফিয়ান বিন হুসাইন থেকে ইমাম মুসলিম শুধু সেই রিওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন যেটা সে ইমাম যুহরী ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে বর্ণনা করেছে। অতএব উপরের আলোচনা থেকে আশা করি স্পষ্ট হয়েছে, কোন রাবী শুধু ছহীহ বুখারী বা মুসলিমের রাবী হলেই সেই হাদীছকে বুখারী বা

৪১৯. মুস্তাদরাকে হাকেম, তাহক্বীক্ব: মুক্ববিল বিন হাদী, মুহাক্কিক্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৪২০. সিকাত ইবনু হিব্বান রাবী নং-৮৩০১।

মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলা যাবে না। বরং দেখতে হবে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম সেই রাবীকে কোন বিশেষ অবস্থায় গ্রহণ করেছেন কিনা এবং সেই অবস্থাটা কী।

২. অনেক সময় ইমাম বুখারী ও মুসলিম কিছু মুখতৃলিত রাবীর হাদীছ গ্রহণ করেন। কিন্তু তারা মুখতৃলিত রাবীর হাদীছ বিষয়ে গবেষণা করত গ্রহণ করেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালান (রহঃ) বলেন,

لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط.

'ইমাম বুখারী ও মুসলিম কোন মুখতৃলিত রাবীর হাদীছ তখনি গ্রহণ করেন যখন নিশ্চিত হন যে, এই মুখতৃলিত রাবীর ছাত্র তার নিকট থেকে স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার আগে শ্রবণ করেছে'।[৪২১] যেমন ইমাম মুসলিম ইবনু লাহিয়ার হাদীছ গ্রহণ করেছেন। ইবনু লাহিয়া শিক্তিশালী। কিন্তু তার মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে তার কিতাবাদীতে আগুন লেগে পুড়ে যায়। *ইন্নালিল্লাহ*। অতঃপর তিনি মুখস্থ শক্তি থেকে হাদীছ বর্ণনা শুরু করেন এবং হাদীছের মধ্যে ভুল হতে থাকে। এই জন্য মুহাদ্দিছগণ তার কিতাব পুড়ে যাওয়ার আগের হাদীছ গ্রহণ করেছেন এবং কিতাব পুড়ে যাওয়ার পরের হাদীছ বর্জন করেছেন।

সুধীপাঠক! যারা তার নিকট কিতাব পুড়ে যাওয়ার আগে হাদীছ শুনেছে এবং স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার পর আর কোন হাদীছ শোনেনি তাদের বিষয়ে ইমাম যাহাবী (রহঃ) মুহাদ্দিছগণের পক্ষ থেকে নকল করে বলেন, 'কিতাব পুড়ে যাওয়ার পূর্বে ৪ জন রাবী তার নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তারা হল- (১) আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক (২) আব্দুল্লাহ বিন ওহাব (৩) আব্দুল্লাহ বিন মুকরী (৪) আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা আল-কা'নাবী'।[৪২২]

উপরিউক্ত চারজনের সাথে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) কুতাইবা বিন সাঈদ নামের আরও একজনকে যুক্ত করেছেন। তার সম্পর্কে তিনি বলেন,

قُتَيْبَةُ يَقُوْلُ قَالَ لِي أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أَحَادِيْثُكَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ صِحَاحٌ.

'কুতাইবা বলেন, ইমাম আহমাদ আমাকে বলেছেন, তোমার বর্ণিত ইবনু লাহিয়ার হাদীছ ছহীহ'।[৪২৩] উল্লেখিত হাদীছটি এই কুতাইবা বিন সাঈদ (রহঃ) ইবনু লাহিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমরা যদি ছহীহ মুসলিম দেখি তাহলে দেখব ইমাম মুসলিম ইবনু লাহিয়ার সেই হাদীছটি গ্রহণ করেছে যেটা তার নিকট থেকে আব্দুল্লাহ বিন ওহাব বর্ণনা করেছেন। আর আমরা আগেই দেখেছি ইবনু লাহিয়ার স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার আগে যারা শুনেছেন তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন

---

৪২১. নুকাত ইবনুস সালাহ, আসক্বালানী, ১/৩১৫।
৪২২. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/১১ পৃঃ।
৪২৩. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/১৭ পৃঃ।

ওহাব একজন। সুতরাং কোন হাদীছে ইবনু লাহিয়া আসলে চোখ বন্ধ করে ছহীহ মুসলিমের শর্তে ছহীহ মন্তব্য করলে তা হবে চরম বোকামী।

৩. অনেক রাবী এমন রয়েছে যাদের থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম দলীল গ্রহণের জন্য কোন সময় হাদীছ গ্রহণ করেননি। বরং তা'লীক্ব হিসাবে বা মুতাবা'আত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সেই সমস্ত রাবীর বর্ণিত হাদীছকেও ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলা যাবে না।

আশা করি এই তিনটি উদাহরণই যথেষ্ট। এই জন্য তাড়াহুড়া নয় বরং উপরে আলোচিত সূক্ষ্ম বিষয়টির প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতে হবে। কোন হাদীছের রাবী শুধু ছহীহ বুখারীর বা মুসলিমের রাবী হলেই হবে না বরং 'আলা নাফসিল কায়ফিয়্যাহ' তথা যেই অবস্থায় ইমাম বুখারী বা মুসলিম গ্রহণ করেছেন ঠিক তদ্রূপ হতে হবে।

মুস্তাদরাকে হাকেমের হাদীছের প্রকারভেদ

ইমাম হাকেমের রচিত মুস্তাদরাক বইটি যেমন উপকারী তেমনি তাতে অনেক সমস্যাও রয়েছে। তিনি অনেক জাল হাদীছকে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলেছেন। তেমনি এমন অনেক রাবীর হাদীছকে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলেছেন যে হাদীছের রাবীকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম গ্রহণ করা তো দূরে থাক তিনি স্বয়ং অন্য জায়গায় দুর্বল বলেছেন। নিম্নে তার বই বিষয়ে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর প্রকারভেদ পেশ করা হল-

ينقسم المستدرك أقساما:

الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته٣ في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل، ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو١ أصلا إلا القليل. نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط، لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما في ذلك ظنا أنهما لم يخرجاها.

القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره

وهذا القسم هو عمدة الكتاب.

القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات. وهذا قد أكثر منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم.

ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صحح،، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح فضلا عن١ أن يرتفع إلى درجة الشيخين - والله أعلم -.

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : মুস্তাদরাকের হাদীছগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম প্রকার : কিছু হাদীছ এমন রয়েছে যেগুলোর রাবী ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রাবী এবং সেই অবস্থাতেই রয়েছে ঠিক যে অবস্থাতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম গ্রহণ করেছে। হাদীছের মধ্যে কোন গোপন ত্রুটিও নাই। এই জাতীয় হাদীছ নিঃসন্দেহে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ। কিন্তু মুস্তাদরাকে হাদীছে এই জাতীয় হাদীছের সংখ্যা অল্প। তবে হ্যাঁ! এই রকম অনেক হাদীছ মুস্তাদরাকে হাকেমে রয়েছে যেগুলো ছহীহ বুখারী ও মুসলিমেও রয়েছে। ইমাম হাকেম ভুলবশত মনে করেছেন এই হাদীছ ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে নাই। এই জন্য তিনি মুস্তাদরাকে হাকেমে উল্লেখ করত বলেছেন এই হাদীছ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ। অথচ সেই হাদীছটিকে স্বয়ং ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার : মুস্তাদরাকে হাকেমে কিছু হাদীছ এমন রয়েছে যেগুলোর রাবী ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদেরকে শুধু মুতাবা'আত, শাওয়াহেদ, তা'লীক্ব এবং অন্যের সাথে গ্রহণ করেছেন। কোন সময়ই দলীল হিসাবে গ্রহণ করেননি। এই রকম হাদীছ কখনোই ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ হতে পারে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য মুস্তাদরাকে হাকেমে এই জাতীয় হাদীছ অনেক রয়েছে।

তৃতীয় প্রকার : মুস্তাদরাকে হাকেমে কিছু হাদীছ এমন রয়েছে যেগুলোর রাবী না ছহীহ বুখারীর রাবী না ছহীহ মুসলিমের রাবী। বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইমাম হাকেম এই জাতীয় অনেক হাদীছ মুস্তাদরাকে হাকেমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন

আর ইমাম হাকেম এই হাদীছগুলোকে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলেন না। শুধু বলেন সনদ ছহীহ বা হাদীছ ছহীহ। অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় ভুলবশত এই হাদীছগুলোকেও ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলেছেন। আর এই জাতীয় হাদীছগুলোই হচ্ছে এই বইয়ের সবচেয়ে বড় বিপদ। এই হাদীছগুলো ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের শর্তে ছহীহ হওয়া দূরে থাক এগুলোর অধিকাংশই নরমালী ছহীহ হাদীছের মধ্যে পড়ে না।[৪২৪]

মুস্তাদরাকে হাকেমের হাদীছ বিষয়ে আমাদের করণীয় :

মুস্তাদরাকে হাকেমের হাদীছ বিষয়ে ইমাম ইবনুস ছালাহ বলেন,

مَا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ، وَلَمْ نَجِدْ ذَلِكَ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الصَّحِيحِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ، يُحْتَجُّ بِهِ وَيُعْمَلُ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ.

> 'ইমাম হাকেম যে হাদীছগুলোকে ছহীহ বলেছেন কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ সেই হাদীছ বিষয়ে ছহীহ-যঈফ কোন রকম মন্তব্য করেননি সেই হাদীছগুলো ছহীহ না হলেও অন্তত পক্ষে হাসান হবে। সেগুলো দ্বারা দলীল গ্রহণ করা এবং আমল করা বিশুদ্ধ হবে। তবে হ্যাঁ! যদি কোন স্পষ্ট ত্রুটি প্রকাশ পায় যা হাদীছকে যঈফ প্রমাণিত করে তাহলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবেনা'।[৪২৫]

৪২৪. নুকাত ইবনুস সালাহ, আসক্বালানী ১/৬৫

৪২৫. মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ পৃ.২২।

ইবনুস ছালাহ (রহঃ)-এর মন্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে ইমাম হাকেম কোন হাদীছকে ছহীহ বলেছেন কিন্তু সেই হাদীছ বিষয়ে দুনিয়ার কোন মুহাদ্দিছের কোন মন্তব্য পাওয়া যায় না তাহলে সে হাদীছ গ্রহণ করা হবে। যতক্ষণ না হাদীছের মধ্যে কোন ত্রুটি প্রকাশ পায়। আর যদি অন্য মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য পাওয়া যায় তাহলে তাদেরটাই গ্রহণ করা হবে।

ইমাম ইবনুস সালাহের এই মূলনীতির সাথে অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ একমত নন। যেমন ইমাম বদরুদ্দীন বিন জামা'আহ ও হাফেয ইরাক্বী বলেন,

إنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله وهذا هو الصواب

'মুস্তাদরাকে হাকেমের প্রতিটি হাদীছের বিষয়ে গবেষণা করে সেই হাদীছের জন্য যে হুকুমটা উপযুক্ত হবে সেটাই প্রয়োগ করতে হবে। আর এই এটিই সঠিক মত'।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ইমাম যাহাবী মুস্তাদরাকে হাকেমের উপর 'তালখীস' রচনা করেছেন। কিন্তু তালখীসে অনেক হাদীছের উপর তিনি কোন হুকুম আরোপ করেননি আবার তিনিও অনেক যঈফ হাদীছকে ছহীহ বলে অতিক্রম করেছেন। বর্তমান যুগে শায়খ আবু ইসহাক্ব আল-হুয়াইনী এই বিষয়ে 'ইত্তিহাফুন নাক্বিম' বিস্তর গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সুতরাং মুস্তাদরাকে হাকেমের হাদীছ বিষয়ে একজন ছাত্র ও আলেমের সর্বদা থাকা উচিত।

ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমকে জমা করে লিখিত গ্রন্থ

উম্মতের মুহাদ্দিছীনে কেরাম ছহীহ বুখারীর উপর যত ধরনের খিদমত করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের হাদীছকে একত্রিত করে গ্রন্থ রচনা করা। এই বিষয়ে লিখিত ইমাম ইশবিলীর গ্রন্থের মুহাক্কিক্ব হামদ বিন মুহাম্মাদ বইটির ভূমিকাতে ৯০০ হিজরীর পূর্বে লিখিত প্রায় ১৪টি এমন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন যেগুলোতে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের হাদীছ জমা করা হয়েছে।[৪২৬] ইত্তিহাফুল ক্বারী গ্রন্থের লেখক প্রায় ২২টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন যেগুলো ৯০০ হিজরীর পূর্বে এই বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন।[৪২৭] ৯০০ হিজরীর পর থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আমাদের সংক্ষিপ্ত হিসাব অনুযায়ী এই বিষয়ে প্রায় ১০-এর অধিক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নিম্নে এই বিষয়ে রচিত প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয় দেয়া হল।

১. **আল-জামউ বায়নাছ ছহীহায়ন-আবু নাছর মুহাম্মাদ আল হুমাইদী (৪৮৮ হিঃ) :** তিনি ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ)-এর অন্যতম ছাত্র। তার রচিত এই গ্রন্থটি এই বিষয়ে রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। তার গ্রন্থের বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম অনেক প্রশংসা করেছেন। যেমন- ইমাম ইবনুল আছীর তার বিখ্যাত জামেউল উছূল গ্রন্থে বলেন,

واعتمدت في النقل من كتابي البخاري ومسلم على ما جمعه الإمام أبو عبد الله الحُميدي في كتابه، فإنه أحسن في ذكر طرقه، واستقصى في إيراد رواياته،

---

৪২৬. ইমাম ইশবিলী, মুহাক্কিক্ব, হামদ বিন মুহাম্মাদ, আল-জামউ বায়নাছ-ছহীহায়ন, পৃঃ ১০-১৪, মুহাক্কিক্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪২৭. ইত্তিহাফুল ক্বারী, পৃঃ ২৩-২৫।

'আমি আমার জামিউল উসূল গ্রন্থে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ নকল করার জন্য ইমাম হুমায়দীর লিখিত 'আল-জামউ বায়নাছ-ছহীহায়ন' গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছি। কেননা তিনি তার গ্রন্থটিতে হাদীছের বিভিন্ন সূত্র সুন্দর ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন রিওয়াত পেশ করার জন্য যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছেন'।[৪২৮]

তার এই গ্রন্থটি বর্তমানে ডঃ আলী হুসাইনের তাহক্বীক্বে প্রকাশিত। নিম্নে ইমাম হুমায়দীর গ্রন্থের রচনা পদ্ধতির বিষয়ে তার ভূমিকার আলোকে আলোচনা করা হল।

ক. ইমাম হুমায়দী তার গ্রন্থটিকে মুসনাদ গ্রন্থের অনুসরণে সাজিয়েছেন। তথা ছাহাবীদের নাম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। প্রথমে ছাহাবীর নাম তারপর সেই ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের সকল হাদীছ জমা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

وجمعنا حَدِيث كل صَاحب على حِدة، ورتبناهم على خمس مَرَاتِب: فبدأنا بِمُسْنَد الْعشرَة، ثمَّ بالمقدمين بعد الْعشرَة، ثمَّ بالمكثرين، ثمَّ بالمقلين، ثمَّ بِالنسَاء.

'আমি প্রতিটি ছাহাবীর হাদীছ আলাদা আলাদা জমা করেছি এবং ৫ স্তরে ভাগ করেছি। ১. প্রথমে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর হাদীছ। ২. তারপর যারা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের হাদীছ। ৩. তারপর যে সমস্ত ছাহাবী অধিক হাদীছ বর্ণনা করেন তাদের হাদীছ। ৪. তারপর যে সমস্ত ছাহাবী অল্প হাদীছ বর্ণনা করেন তাদের হাদীছ। ৫. তারপর মহিলা ছাহাবীগণের হাদীছ'।

খ. প্রতিটি ছাহাবীর নামের অধীনে সেই সমস্ত হাদীছকে আগে উল্লেখ করেছেন যেগুলো ছহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে রয়েছে। তারপর যে হাদীছগুলো শুধু ছহীহ বুখারীতে তারপর যে হাদীছগুলো শুধু ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করেছেন।

গ. প্রতিটি হাদীছের ক্ষেত্রে ছহীহ বুখারীর মুস্তাখরাজ গ্রন্থসমূহ এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থগুলোতে হাদীছটি কিভাবে এসেছে সেদিকে গভীর দৃষ্টি দিয়েছেন। সেই হিসাবে প্রায় প্রতিটি হাদীছ উল্লেখ করার পর অন্য সূত্রে এই হাদীছের কী কী শাব্দিক, অর্থগত ও সনদগত পার্থক্য রয়েছে তা বলে দিয়েছেন।

ঘ. হাদীছ সাজানোর ক্ষেত্রে রাবীগণের উপর গভীর দৃষ্টি দিয়েছেন। যেমন- ইবনু ওমর (রাঃ)-এর অধীনে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ প্রায় ১০টি তন্মধ্যে ৫টি হাদীছ ইবুন ওমর থেকে সালিম শুনেছেন অন্য ৫টি হাদীছ ইবুন ওমর থেকে নাফী শুনেছেন। ইবনু ওমর (রাঃ)-এর নামের অধীনে এই দশটি হাদীছ সাজাতে গিয়ে ইমাম হুমায়দী নাফে'-এর বর্ণিত ৫টি হাদীছ পরস্পর উল্লেখ করবেন এবং সালিমের বর্ণিত ৫টি হাদীছ পরস্পর উল্লেখ করবেন। একটার সাথে আরেকটাকে মিশ্রিত করবেন না। অথচ দশটিই মুত্তাফাক্ব আলাইহ বা ছহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয়ের হাদীছ। এইভাবে রাবীগণের উপর গভীর দৃষ্টি দিয়ে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি

৪২৮. মাজদুদ্দীন ইবনুল আছীর, তাহক্বীক্ব: আব্দুল ক্বাদির আরনাউত, জামিউল উসূল, ১/৫৫।

গ্রন্থটিকে সাজিয়েছে। তার গ্রন্থের সূক্ষ্ম রচনা পদ্ধতি বিষয়ে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার নুকাতে বিস্তর আলোচনা করেছেন।[৪২৯]

সতর্কতা : যেহেতু ইমাম হুমায়দী তার গ্রন্থটিকে নিজের মনের মত করে সাজিয়েছেন সেহেতু ছাত্রদের তার গ্রন্থের বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। কেননা অনেক সময় হাদীছের অর্থগত মিল থাকার কারণে তিনি ছহীহ বুখারীর মুস্তাখরাজ থেকে বড় কোন হাদীছ সংগ্রহ করেন। তারপর হাদীছ শেষে বলেন, এই হাদীছ ছহীহ বুখারীতে সংক্ষিপ্ত আকারে আছে। কিন্তু ছহীহ বুখারীতে কতটুকু আছে, কিভাবে আছে তা আর বিস্তারিত বলেন না। এখন আমরা যদি এই বিস্তর বর্ণনাকে ছহীহ বুখারীর বর্ণনা বলি তাহলে ভুল হবে।

২. **আল-জামউ বায়নাছ-ছহীহায়ন- আব্দুল হক্ব আল-ইশবিলী (৫৮২ হিঃ) :** অনেক উঁচু মাপের ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছ। তার লিখিত এই গ্রন্থের রচনা পদ্ধতি তার ভূমিকার আলোকে বর্ণনা করা হল।

ক. তিনি ছহীহ মুসলিমকে মূল হিসাবে ধরে ছহীহ বুখারীর সেই হাদীছগুলো যোগ করেছেন যেগুলো ছহীহ মুসলিমে নাই।

খ. ছহীহ বুখারীর হাদীছগুলোকে ছহীহ মুসলিমের অধ্যায় অনুসারে সাজিয়েছেন। তবে অনেক সময় হাদীছটি ইমাম বুখারী কী কী অধ্যায়ে এনেছেন তা উল্লেখ করে দেন।

গ. প্রতিটি হাদীছের ক্ষেত্রে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের মাঝে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও তিনি তা বর্ণনা করেন। এই বৈশিষ্ট্যটি তার গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

ঘ. ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের বিভিন্ন নুসাখ ও রিওয়ায়েতের পার্থক্য বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন।

ঙ. গ্রন্থের শেষে ছহীহ বুখারীর যত মু'আল্লাক্ব রিওয়ায়েত ও আছার ছিল সব এক সাথে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

তার এই গ্রন্থের বিষয়ে ইমাম ইবনু নাছিরুদ্দীন বলেন,

إن عبد الحق أحسن من جمع بين الصحيحين

'যারা ছহীহ বুখারী জমা করেছেন তাদের মধ্যে নিশ্চয় আব্দুল হক্ব (রহঃ) সবচেয়ে সুন্দর করেছেন'।[৪৩০]

৩. **মাশারিকুল আনওয়ার- ইমাম সগানী (৬৫০ হিঃ) :** ইমাম সগানী এই গ্রন্থ প্রণয়নে সকলের থেকে আলাদা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তিনি গ্রন্থটিকে না অধ্যায় আকারে সাজিয়েছেন না ছাহাবীগণের নাম ভিত্তিক না আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী। মুহাদ্দিছগণের এই তিনটি পদ্ধতি থেকে সরে গিয়ে তিনি আরবী গ্রামারের শব্দ অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন- মান মাওসূলার অধ্যায়। মান ইস্তিফহামিয়ার অধ্যায় ইত্যাদী। এছাড়া তিনি শুধু ক্বওলী হাদীছগুলোকে গ্রহণ করেছেন। ছহীহ

৪২৯. আল-জামউ বায়নাছ ছহীহায়ন, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪৩০. আব্দুল হক্ব ইশবিলী, মুহাক্কিক্বাঃ উম্মে মুহাম্মাদ বিনতে আহমাদ, আল-আহক্বাম আছ-ছুগরা ১/৬৩ পৃঃ, মুহাক্কিক্বার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বুখারী ও মুসলিম ছাড়া এমন কিছু হাদীছ অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও সংগ্রহ করেছেন যেগুলো তার নিকটে ছহীহ।

৪. **আল-লুলু ওয়াল মারজান :** ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী। ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী তার গ্রন্থ বিষয়ে বলেন,

ترتيب صحيح مسلم هو الترتيب الذي توخيته وارتضيته. فأخذت منه أسماء كتبه وأبوابه مع أرقامها، وأخذت من صحيح البخاري نص الحديث النى وافقه مسلم عليه. وبينت عقب سرد كل حديث موضعه من صحيح البخاري، بذكر اسم الكتاب، وعنوان الباب، مع أرقامها

'ছহীহ মুসলিমের সাজানোর ধরণটা আমার পছন্দ হয়েছে। এই জন্য আমি ছহীহ মুসলিম থেকে নাম্বারসহ কিতাব ও অধ্যায়ের নাম গ্রহণ করেছি। আর ছহীহ বুখারী থেকে হাদীছের শব্দ গ্রহণ করেছি। প্রতিটি হাদীছের শেষে ছহীহ বুখারীতে হাদীছটা কোথায় আছে তা অধ্যায়ের নাম ও হাদীছের নাম্বার সহ বলে দিয়েছি'।[৪৩১]

আল-লুলু ওয়াল মারজানের উপকারিতা ও অপকারিতা

১. আল-লুলু ওয়াল মারজানে শুধু সেই সমস্ত হাদীছ জমা করা হয়েছে যেগুলো মুত্তাফাক্ব আলাইহ তথা ছহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবে আছে। কিন্তু সে হাদীছগুলো জমা করা হয়নি যেগুলো মুসলিমে আছে কিন্তু বুখারীতে নাই অথবা শুধু বুখারীতে আছে কিন্তু মুসলিমে নাই। অন্যদিকে এই বিষয়ে লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের সকল হাদীছ জমা করা হয়েছে।

২. আল-লুলু ওয়াল মারজানে ছহীহ বুখারীর শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু ছহীহ মুসলিমের সাথে সেই হাদীছের শব্দগত কোন পার্থক্য উল্লেখ করা হয়নি। কেননা একই হাদীছ বুখারীতে এক শব্দে থাকে ছহীহ মুসলিমে আরেক শব্দে থাকে। মুহাদ্দিছগণের নীতি অনুযায়ী তারা এই পার্থক্য উল্লেখ করে দেয়াকে যরূরী মনে করেন। যেমনটা আমরা ইমাম ইশবিলীর কিতাবে দেখেছি।

৩. আল-লুলু ওয়াল মারজান গ্রন্থের উপকারিতা হচ্ছে প্রাথমিক যারা হাদীছ মুখস্থ করতে চাইবে তাদের জন্য সবচেয়ে সহজ ও উপকারী গ্রন্থ এটি।

বর্তমান যুগে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ :

১. মুসনাদুছ ছহীহায়ন- আব্দুল হক্ব আল-হাশেমী।
২. আল-জামে' বায়নাছ ছহীহায়ন- ছালিহ আশ-শামী।
৩. যাদুল মুসলিম- হাবীবুল্লাহ আশ-শানক্বিতী।
৪. কিফায়াতুল মুসলিম- আহমাদ বাদাবী।

---

৪৩১. আল-লুলু ওয়াল মারজান, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৫. হাদইউস সাক্বালায়ন- লুক্বমান সালাফী ।
৬. আল-জামউ বায়নছ ছহীহায়ন- ইয়াসির আস-সালামা।
৭. আল-জামউ বায়নাছ-ছহীহায়ন লিল হুফফায- ইয়াহইয়া বিন আব্দুল আযীয।

সারমর্ম : ইলমে হাদীছের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবচেয়ে সুন্দর গ্রন্থ ইমাম ইশবিলীর জামউ বায়নাছ ছহীহায়ন। মুখস্থ করার দিক থেকে সবচেয়ে সহজ আল-জামউ বায়নাছ ছহীহায়ন লিল হুফফায ও আল-লুলু ওয়াল মারজান।

মুত্তাফাক্ব আলাইহ ও জামউ বায়নাছ ছহীহায়ন বিষয়ে সতর্কতা

১. 'মুত্তাফাক্ব আলাইহ' বহুল ব্যবহৃত একটি পরিভাষা। কিন্তু অনেকেই এই পরিভাষাটি ব্যবহারে ভুল করে থাকেন। একটি হাদীছের মুত্তাফাক্ব আলাইহ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত লাগে।

ক. হাদীছটিকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম বুখারী উভয়েই তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

খ. দুই গ্রন্থে উল্লেখিত সেই হাদীছটির বর্ণনাকারী ছাহাবী একজন। এই দ্বিতীয় শর্তটির ক্ষেত্রে অনেকেই ভুল করে থাকে। এই বিষয়ে একজন ছাত্রে সতর্ক থাকা উচিত। হাদীছ যতই এক হোক না কেন ছাহাবী যদি আলাদা হয় তাহলে তাকে মুত্তাফাক্ব আলাইহ বলা যায় না।

২. জামউ বায়নাছ ছহীহায়ন এবং মুত্তাফাক্ব আলাইহের মধ্যে পার্থক্য আছে। জামউ বায়নাছ ছহীহায়ন গ্রন্থগুলোর সকল হাদীছ মুত্তাফাক্ব আলাইহ নয়। কেননা সেগুলোতে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের সকল হাদীছ জমা করা হয়েছে চাই সেটা শুধু মুসলিমের হাদীছ হোক বা শুধু বুখারীর হাদীছ হোক। মুত্তাফাক্ব আলাইহ তখনি হবে যখন হাদীছটি উভয় গ্রন্থে থাকবে।

ছহীহ বুখারীর রিওয়ায়েত, নুসখা ও প্রকাশনা বিষয়ে ছাত্রদের জন্য যরূরী কিছু জ্ঞাতব্য :

আশা করি হেডলাইনেই স্পষ্ট হয়েছে যে, রিওয়ায়েত, নুসখা ও প্রকাশনা আলাদ আলাদা। আমরা প্রতিটির উপর সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

রিওয়ায়েত কী? রিওয়ায়েত অর্থ বর্ণনা। ইমাম বুখারীর যুগে আমাদের মত কম্পিউটার, প্রিন্টার, প্রেস ছিল না। তৎকালীন যুগে বই লেখার পর লেখক সেই বইটির দারস দিতেন। ছাত্রগণ তার থেকে বইটি পড়তেন এবং তার লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে নিজে কপি করে নিতেন। তারপর ইমাম বুখারীর ছাত্রগণ থেকে পরবর্তী ছাত্রগণ পড়েছেন এবং কপি করেছেন। ছাত্র-শিক্ষক পরম্পরায় চলতে থাকা এই সিলসিলাকে রিওয়ায়েত বলা হয়।

ছহীহ বুখারীর প্রসিদ্ধ রাবীগণ :

১. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরাবরী (রহঃ)। তিনি ইমাম বুখারীর নিকট দুইবার ছহীহ বুখারী পড়েছেন। যেমন আবু নাছর আল-কুল্লাবাযী বলেন,

كَانَ سَماع مُحَمَّد بن يُوسُف الْفربرِي بِهَذَا الْكتاب من مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ مرَّتَيْنِ مرّة بفربر فِي سنة ٢٤٨ وَمرَّة ببخارى

'মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরাবরী ছহীহ বুখারী ইমাম বুখারীর নিকট দুইবার শ্রবণ করেছেন। একবার ফিরাবরে ২৪৮ হিজরীতে আরেকবার বোখারাতে'।[৪৩২]

ইমাম ফিরাবরী নিজের বিষয়ে বলেন,

سمع الصَّحِيح تسعون ألفا فَمَا بَقِي أحد يرويهِ غَيْرِي

'ইমাম বুখারীর নিকট থেকে ৯০ হাজার ছাত্র ছহীহ বুখারী শ্রবণ করেছে আমি ছাড়া তাদের কেউ বেঁচে নাই'।[৪৩৩]

ইমাম যাহাবী ও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার এই মন্তব্যের রাদ্দ করেছেন, যেমন ইমাম যাহাবী বলেন,

قَدْ رَوَاهُ بَعْد الفَرَبْرِيّ أَبُو طَلْحَةَ مَنْصُوْرُ بنُ مُحَمَّدٍ البَزْدَوِيُّ النَّسَفِيّ، وَبَقِيَ إِلَى سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ.

'ফিরাবরীর মৃত্যুর পরে আবু ত্বালহা মানছূর বাযদাবী নাসাফী তিনি প্রায় ৩২৯ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন'।[৪৩৪]

আর ইমাম ফিরাবরী মারা গেছেন ৩২০ হিজরীতে।[৪৩৫] সুতরাং ইমাম ফিরাবরীর পরে তিনি প্রায় ৯ বছর ছহীহ বুখারী বর্ণনা করেছেন।

আমরা বলব, তিনি তার জ্ঞান অনুযায়ী নিজেকে সর্বশেষ জীবিত ছাত্র মনে করেছেন। যেমন হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

وَأطلق ذَلِك بِنَاء على مَا فِي علمه

'তিনি তার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এইভাবে বলেছেন'।[৪৩৬] তার নিকট হয়তোবা সংবাদ পৌঁছেনি।

ইমাম ফিরাবরীর বিষয়ে ইবনুস সাম'আনী বলেন,

كَانَ ثقة، ورعًا،

'তিনি মযবূত ও পরহেযগার'।[৪৩৭] তার রিওয়ায়েত সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

---

৪৩২. আবুবকর মুহাম্মাদ বিন খায়র আল-ইশবিলী, তাহক্বীক্বঃ ফুয়াদ মানছূর, ফিহরিসত ইবন খায়র আল-ইশবিলী, পৃঃ ৮৩।

৪৩৩. সুয়ূতী, তাহক্বীক্বঃ আবু কুতায়বা, তাদরীবুর রাবী ১/১১৮।

৪৩৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৩৫২।

৪৩৫. প্রাগুক্ত।

৪৩৬. ফাৎহুল বারী ১/৪৯১।

২. ইবরাহীম বিন মাক্বীল আন-নাসাফ। তিনি নাসাফের ক্বাযী ছিলেন। ছহীহ বুখারীর রাবীগণের মধ্যে অন্যতম একজন রাবী। তার বিষয়ে ইমাম সাম'আনী বলেন,

فكان من أجلة أهل السنة وأصحاب الحديث ومن ثقاتهم وأفاضلهم، كتب الكثير، وجمع المسند والتفسير وحدث بهما

'তিনি আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীছের মযবূত ও সম্মানিতদের একজন। তিনি অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। মুসনাদ ও তাফসীর নামে তার লিখিত দু'টি গ্রন্থের তিনি দারস দিতেন'।[৪৩৮] ইবরাহীম বিন মাক্বীল আন-নাসাফীর সনদে ও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর নিকট ইজাযাত ছিল।

৩. হাম্মাদ বিন শাকির আন-নাসাফী। তিনি ইমাম বুখারীর নিকট থেকে তার ছহীহ বুখারী এবং ইমাম তিরমিযীর নিকট থেকে তার সুনানে তিরমিযী রিওয়ায়েত করেছেন।[৪৩৯] তার বিষয়ে ইমাম সাম'আনী বলেন,

كان شيخا جليلا ثقة،

'তিনি সম্মানিত এবং মযবূত শায়খ'।[৪৪০]

আবুল আব্বাস আল-মুস্তাগফিরী (৪৩২ হিঃ) তার তারীখে নাসাফে বলেন,

هُوَ ثقة مأمون

'তিনি মযবূত এবং বিশ্বস্ত'।[৪৪১] তার রিওয়ায়েতে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ও ইমাম ক্বাসতাল্লানী (রহঃ)-এর নিকট ইজাযা ছিল।

৪. আবু ত্বালহা মানছূর বিন মুহাম্মাদ। তার বিষয়ে আমীর ইবন মাকূলা (রহঃ) বলেন,

حدث عن محمد بن إسماعيل بكتاب الجامع الصحيح وهو آخر من حدث به عنه وكان ثقة توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.

'তিনি ইমাম বুখারীর নিকট থেকে তার ছহীহ বুখারী রিওয়ায়েত করেছেন। আর ছহীহ বুখারী বর্ণনাকারীগণের মধ্যে তিনি সর্বশেষ জীবিত রাবী। তিনি মযবূত গ্রহণযোগ্য। ৩২৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন'।[৪৪২]

তার মৃত্যু সালে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, তিনি ইমাম ফিরাবরীর মৃত্যুর ৯ বছর পর মারা গেছেন। ইবন মাকূলা (রহঃ)-এর এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আসক্বালানী ও যাহাবী (রহঃ) উপরে আলোচিত ফিরাবরী (রহঃ)-এর মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন।

---

৪৩৭. তারীখুল ইসলাম, ৭/৩৭৫।
৪৩৮. সাম'আনী, আনসাব ১৩/৯৩।
৪৩৯. সাম'আনী, আনসাব ১৩/৩৬৬।
৪৪০. সাম'আনী, আনসাব ১৩/৩৬৬।
৪৪১. তারীখুল ইসলাম ৭/২৩৯।
৪৪২. আমীর ইবন মাকূলা, আল-ইকমাল ৭/১৮৭।

ইমাম ফিরাবরীরর রিওয়ায়েত প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ :

ইমাম ফিরাবরীরর রিওয়ায়েত প্রসিদ্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ তিনটি।

ক. ইমাম ফিরাবরী (রহঃ) ছহীহ বুখারী পড়েছেন ইমাম বুখারীর শেষ জীবনে। যেমন ইমাম সাম'আনী বলেন,

وسمع الفربري الكتاب من البخاري في ثلاث سنين: في سنة ثلاث، وأربع، وخمس وخمسين ومائتين،

'ফিরাবরী ছহীহ বুখারী ইমাম বুখারীর নিকট থেকে তিন বছরে শুনেছে ২৫৩ হিজরী থেকে ২৫৫ হিজরী পর্যন্ত'।[৪৪৩] আমরা জানি ইমাম বুখারী (রহঃ) ২৫৬ হিজরীতে মারা গেছেন। তথা ইমাম বুখারী মারা যাওয়ার মাত্র এক বছর পূর্বে ইমাম ফিরাবরী তার নিকট ছহীহ বুখারী শুনেছেন। আর একজন লেখক তার বইয়ের মধ্যে কম-বেশী করতে থাকেন। নতুন নতুন গবেষণা বা নতুন কোন তথ্য প্রকাশ হওয়ার পর নিজের মত পরিবর্তন করেন। এই কাজটি ইমাম বুখারীও করতেন। আমরা ছহীহ বুখারী লেখা শেষ হওয়ার যে হিসাব পূর্বে আলোচনা করেছি সেই হিসাব অনুযায়ী ইমাম বুখারী অন্ততপক্ষে প্রায় ২৫ বছর যাবৎ ছহীহ বুখারীর দারস দিয়েছেন। সুতরাং যারা ইমাম বুখারীর প্রথম জীবনের ছাত্র তাদের তুলনায় যারা শেষ জীবনের ছাত্র তাদের রিওয়ায়েত বেশী প্রাধান্য পাবে।

খ. ইমাম বুখারীর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম ফিরাবরী বহুদিন ছহীহ বুখারীর দারস দিয়েছেন। তার নিজের মন্তব্য আমরা উপরে আলোচনা করেছি। এছাড়া তার ইতিহাসও এই বিষয়টিকে প্রমাণ করে। তিনি ৩২০ হিজরীতে মারা গেছেন।[৪৪৪] আর ইমাম বুখাবী ২৫৬ হিজরীতে মারা গেছেন। তথা তিনি প্রায় ৬৪ বছর ছহীহ বুখারীর দারস দিয়েছেন। বহুদিন দারস দেয়ার ফলে তিনি সীমাহীন প্রসিদ্ধিতা অর্জন করেন। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছহীহ বুখারী পড়ার জন্য মানুষ তার নিকটে আসত।[৪৪৫]

গ. ইমাম বুখারীর অন্যান্য ছাত্রগণের ছাত্রদের চেয়ে ইমাম ফিরাবরীর ছাত্রগণ বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাদের অনেকেই নিজ যুগের ইমাম ছিলেন। যা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এছাড়া যারা ইমাম ফিরাবরীর নিকট থেকে ছহীহ বুখারী লিখেছিলেন এবং পড়েছিলেন তারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন।

উপরের তিনটি কারণেই মূলত ফিরাবরীর রিওয়ায়েত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

ইমাম ফিরাবরী থেকে ছহীহ বুখারী যারা রিওয়ায়েত করেছেন :

ইমাম ফিরাবরী থেকে অগণিত ছাত্র ছহীহ বুখারী রিওয়ায়েত করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়েছেন প্রায় ৭ জন ছাত্র। এই সাতজন ছাত্র থেকেই আলাদা আলাদা সনদে ইমাম ক্বাসতাল্লানী ও হাফেয

---

৪৪৩. সুয়ূতী, তাহক্বীক্ব: আবু কুতায়বা, তাদরীবুর রাবী ১/১১৮।
৪৪৪. তারীখুল ইসলাম ৭/৩৭৫।
৪৪৫. সাম'আনী, আনসাব ১০/১৭০।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর নিকট ইজাযাত ছিল। এই সাতজনের মধ্যে বর্তমানে প্রকাশিত ছহীহ বুখারীর সংরক্ষণে যে ৪ জনের রিওয়ায়েতের অবদান রয়েছে তাদের পরিচয় বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. **ইবরাহীম বিন আহমাদ আবু ইসহাক্ব আল-মুস্তামলী**। তার নিকট থেকে অগণিত ছাত্র ছহীহ বুখারী শ্রবণ করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন দুইজন। যেমন ইমাম ক্বাসতাল্লানী বলেন,

فأما المستملي فرواه عنه الحافظ أبو ذر وعبد الرحمن الهمداني

'ইমাম মুস্তামলী থেকে হাফেয আবু যার আল-হারাবী ও আব্দুর রহমান আল-হামদানী ছহীহ বুখারী রিওয়ায়েত করেছেন'।[৪৪৬]

ইমাম মুস্তামলীর বিষয়ে ইমাম সাম'আনী (রহঃ) বলেন,

وكان عالما عارفا بأحاديث أهل بلخ ومشايخهم والتواريخ، وجمع علومهم ، وكان يروى الصحيح الجامع للبخاريّ عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري، وكان بندارا في الحديث

'তিনি বালখের হাদীছ, মাশায়েখ এবং ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বালখের মাশায়েখগণের ইলমকে জমা করেছিলেন। তিনি ইমাম ফিরাবরী থেকে ছহীহ বুখারী রিওয়ায়েত করতেন। তিনি হাদীছের ভাণ্ডার ছিলেন'।[৪৪৭]

হাফেয যাহাবী (রহঃ) তার বিষয়ে বলেন,

سمع الكثير، وخرّج لنفسه معجماً، وحدّث بصحيح البخاري مراتٍ عن الفربري، وكان ثقة صاحب حديث.

'তিনি অনেক হাদীছ শুনেছেন নিজের জন্য মু'জাম নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। ইমাম ফিরাবরীর রিওয়ায়েতে তিনি বহুবার ছহীহ বুখারীর দারস দিয়েছেন। তিনি মযবূত এবং আহলেহাদীছ ছিলেন'।[৪৪৮]

২. **মুহাম্মাদ বিন মাক্কী আবুল হায়ছাম আল-কুশমিহানী**। তিনি ইমাম ফিরাবরীর নিকট থেকে ছহীহ বুখারী শুনেছেন। তার নিকট থেকে অগণিত ছাত্র ছহীহ বুখারী শুনেছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আবু যার আল-হারবী ও মহিলা মুহাদ্দিছা কারীমা আল-মারওয়াযী।[৪৪৯]

ইমাম কুশমিহানীর বিষয়ে ইমাম আবুবকর ইবনুস সাম'আনী (রহঃ) বলেন,

الفقيه الزاهد الأديب

---

৪৪৬. ক্বাসতাল্লানী, ইরশাদুস সারী ১/৩৯।
৪৪৭. সাম'আনী, আনসাব ১২/২৪৪।
৪৪৮. যাহাবী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, আল-ইবারু ফী খাবরি মান গবার ২/১৪৭।
৪৪৯. ইমাম মুহাল্লাব, তাহক্বীক্ব: আহমাদ ফারিস, আল-মুখতাছার আন-নাসীহ ১/৮৭।

'তিনি ফক্বীহ, সাহিত্যিক এবং অত্যন্ত পরহেযগার'।[৪৫০]
তার বিষয়ে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন,

ولا أعلمه إلا من الثقات.

'আমি তার বিষয়ে মযবূত ছাড়া অন্য কিছু জানি না। তথা নিশ্চিত তিনি মযবূত'।[৪৫১]

৩. **আব্দুল্লাহ বিন হম্মোয়াহ আবু মুহাম্মাদ আস-সারাখসী (৩৮১ হিঃ)**। তিনি ইমাম ফিরাবরীর নিকট ছহীহ বুখারী শুনেছেন। তার নিকট থেকে অনেক ছাত্র ছহীহ বুখারী পড়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম আবু যার আল-হারাবী।[৪৫২] ইমাম আবু যার আল-হারাবী তার বিষয়ে বলেন,

قرأت عليه وهو ثقة وصاحب أصول حِسَان

'আমি তার নিকট পড়েছি। তিনি মযবূত এবং তিনি সুন্নাত অনুযায়ী জীবন যাপন করেন'।[৪৫৩]
ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার বিষয়ে বলেন,

الإمام المحدث الصدوق

'তিনি ইমাম, মুহাদ্দিছ ও সত্যবাদী'।[৪৫৪]

৪. **আবু যায়দ আল-মারওয়াযী (৩৭১ হিঃ)** : তিনি ইমাম ফিরাবরীর নিকট ছহীহ বুখারী পড়েছেন। তার নিকটে অনেক ছাত্র ছহীহ বুখারী পড়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম আসিলী, ইমাম আবু নুয়াইম ও আবুল হাসান আল-ক্বাসী।

ইমাম খত্বীব বাগদাদী তার বিষয়ে বলেন,

وكان أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي وأحسنهم نظرا وأزهدهم في الدنيا

'তিনি মুসলমানদের ইমামগণের একজন ছিলেন। শাফেঈ মাযহাবের সবচেয়ে বড় হাফেয ছিলেন এবং সুন্দর চিন্তাশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। তিনি সীমাহীন দুনিয়া বিমুখ পরহেযগার ছিলেন'।[৪৫৫]

ছহীহ বুখারীর বিশুদ্ধ সংরক্ষণে যে চারজন আলেমের মৌলিক অবদান রয়েছে :

১. **ইমাম আবু যার আল-হারাবী**। ছহীহ বুখারীর সংরক্ষণে এই ইমামের অবদান সীমাহীন। তার জীবনীতে সকলেই স্বীকার করেছেন তিনি হাদীছের জন্য প্রচুর সফর করতেন। তার এই সফরের ফলে তিনি ইমাম ফিরাবরীর তিনজন ছাত্রের নিকট থেকে ছহীহ বুখারী

---

৪৫০. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল গনী আল-বাগদাদী, আত-তাক্বঈদ লি মা'রিফাতি রুয়াতিস সুনান, পৃঃ ১২।
৪৫১. ছালাহুদ্দীন খলীল বিন আইবেক, মুহাক্কিক্ব: আহমাদ আল-আরনাউত, ইহইয়াউত তুরাছ, আল-ওয়াফি বিল অফায়াত ৫/৩৯।
৪৫২. আব্দুল হক্ব আন্দালুসী, তাহক্বীক্ব: আবুল আজফান, ফিহরিস্ত ইবন আতিয়্যা, পৃঃ ১৩৭।
৪৫৩. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল গনী আল-বাগদাদী, আত-তাক্বঈদ লি মা'রিফাতি রুয়াতিস সুনান, পৃঃ ৩২২।
৪৫৪. আব্দুল হামিদ আল-কাশশি, তাহক্বীক্ব: মুছত্বফা আল-আদাবী, মুন্তাখাব মিন মুসনাদে আবদ বিন হুমায়দ ১/২০, মুহাক্কিক্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৪৫৫. তারীখে দিমাশক্ব ৫১/৬৭; তারীখে বাগদাদ ২/১৫৪।

শ্রবণের এবং পাণ্ডুলিপি তৈরি করার সুযোগ পেয়েছেন। যেমনটি আমরা ইমাম ফিরাবরীর ছাত্রগণের লিস্টে দেখেছি। ইমাম ক্বাসতাল্লানী (রহঃ) বলেন,

فمشايخ أبي ذر ثلاثة المستملي والكشميهني والسرخسي

'আবু যার আল-হারবীর শিক্ষক তিনজন। মুস্তামলী, কুশমিহানী ও সারাখসী'।[৪৫৬]
ইমাম খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার বিষয়ে বলেন,

وكان ثقة ضابطا، دينا فاضلا وكتب إلينا من مكة بالإجازة لجميع حديثه

'তিনি মক্কা থেকে আমাকে তার সকল রিওয়ায়েতের লিখিত অনুমতি পাঠিয়েছিলেন। তিনি মযবূত স্মৃতিশক্তির অধিকারী, পরহেযগার ও সম্মানিত আলেম'।[৪৫৭]
হাফেয যাহাবী (রহঃ) তার বিষয়ে বলেন,

الحَافِظُ، الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، شَيْخُ الحرم

'হাফেয, ইমাম এবং মক্কার হারামের শায়খ'।[৪৫৮]

২. **আব্দুল্লাহ বিন ইবরাহীম আবু মুহাম্মাদ আল-আসিলী (৩৯২ হিঃ)**। অনেক মহান মাপের মুহাদ্দিস। বলা হয়ে থাকে আন্দালুসের জ্ঞান তার নিকটে শেষ হয়েছে। তিনি আদ-দালায়িল নামে উঁচু মাপের ফিক্বহী গ্রন্থ লিখেছিলেন। ইমাম ফিরাবরীর দুইজন ছাত্রের নিকট তিনি ছহীহ বুখারী পড়েছেন ও লিখেছেন।
   ক. ইমাম আবু যায়দ আল-মারওয়াযী।
   খ. আবু আহমাদ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-জুরজানী।[৪৫৯]

ইমাম আসিলীর বিষয়ে ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেন,

لم أر مثله

'আমি তার মত কাউকে দেখিনি'।[৪৬০]
আবু জা'ফর আয-যব্বী তার বিষয়ে বলেন,

من كبار أصحاب الحديث والفقه

'তিনি মহান মাপের আহলেহাদীছ ও উঁচু স্তরের ফক্বীহ'।[৪৬১]
ক্বাযী ইয়ায তার বিষয়ে বলেন,

---

৪৫৬. ক্বাসতাল্লানী, ইরাশাদুস সারী ১/৪০।
৪৫৭. তারীখে বাগদাদ ১২/৪৫৬।
৪৫৮ সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭/৫৫৪।
৪৫৯. ডঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম, রিওয়ায়াত ও নুসাখ ছহীহ বুখারী, পৃঃ ২৪।
৪৬০. নায়িফ আল-মানছূরী, আদ-দালীল আল-মুগনী, পৃঃ ২৩০।
৪৬১. আবু জা'ফর আয-যব্বী, বুগইয়াতুল মুলতামিস, পৃঃ ৩২৪।

كان من حُفَّاظ مذهب مالك، ومن العالمين بالحديث وعلله ورجاله

'তিনি ইমাম মালেকের মাযহাবের হাফেয ছিলেন। রিজাল শাস্ত্র এবং হাদীছের ই'লাল বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন'।[৪৬২]

ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার বিষয়ে বলেন,

وكان عالمًا بالحديث والسُّنَّة.

'তিনি হাদীছ এবং সুন্নাত বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন'।[৪৬৩]

৩. **ইমাম ইউনিনী :** ছহীহ বুখারীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি গণ্য করা হয় তার পাণ্ডুলিপিকে। ছহীহ বুখারীকে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য তার পরিশ্রম অনস্বীকার্য। আমরা তার পরিশ্রম বিষয়ে বিস্তারতি জানব ইনশাআল্লাহ। এখানে শুধু তার বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য দেখব। তিনি ইমাম যাহাবীর মত মহান মুহাদ্দিছের উস্তাদ। ইমাম যাহাবী তার বিষয়ে বলেন,

الإمام العالم المحدث الحافظ الشهيد

'ইমাম, আলেম, মুহাদ্দিছ, হাফেয ও শহীদ'।[৪৬৪]

তার আরেকজন ছাত্র ইমাম আল-বারযালী তার বিষয়ে বলেন,

كان شيخا، جليلا، حسن الوجه، بهي المنظر، له سمت حسن وعليه سكينة ولديه فضل كثير. فصيح العبارة، حسن الكلام، له قبول من النّاس، وهو كثير التّودد إليهم. قاض للحقوق.

'তিনি ছিলেন সুন্দর চেহারার অধিকারী সম্মানিত শায়খ। তার স্বভাব-চরিত্র অনেক সুন্দর। ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ ও অনেক মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। বিশুদ্ধ ভাষা ও সুন্দর বাচনভঙ্গীর অধিকারী। মানুষের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তিনি মানুষের সাথে ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন এবং মানুষের হক্ব বিষয়ে অনেক সচেতন ছিলেন।[৪৬৫]

৪. **ইমাম ইবনু মালেক আল-জিইয়্যানী :** ছহীহ বুখারীকে বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণের পিছনে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন ইমাম ইবনু মালেক। তার অবদান আমরা বিস্তারিত দেখব ইনশাআল্লাহ। তার বিষয়ে ইমাম সুবকী বলেন,

وَكَانَ إِمَامًا فِي اللُّغَة إِمَامًا فِي حفظ الشواهد وضبطها إِمَامًا فِي الْقرَاءَات وعللها وَله الدّين المتين وَالتَّقوى الراسخة

---

৪৬২. তারীখুল ইসলাম ৮/৭১২।
৪৬৩. প্রাগুক্ত।
৪৬৪. তাযকিরাতুল হুফফায ৪/১৯৪।
৪৬৫. আব্দুল হাই বিন আহমাদ আল-হাম্বলী, তাহক্বীক্ব: মাহমূদ আরনাউত, শাযারাত আয-যাহব ৮/৮।

'তিনি আরবী ভাষার ইমাম ছিলেন। আরবী ভাষার প্রামাণ্যস্বরূপ জাহেলী যুগের কবিতা মুখস্থ রাখা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইমাম ছিলেন। আরবী পঠন ও উচ্চারণরীতির ইমাম ছিলেন এবং এগুলোর ভুলত্রুটি বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন। পাশাপাশি গভীর পরহেযগারিতা ও মযবূত দ্বীনের অধিকারী ছিলেন'।[৪৬৬]

ইমাম যাহাবী তার বিষয়ে বলেন,

وتصدّر بحلب لإقراء العربيّة وصرف همّته إِلَى إتقان لسان العرب حَتَّى بلغ فِيهِ الغاية، وحاز قَصَب السَّبْق، وأربى على المتقدّمين.

'তিনি হালবে আরবী পড়ানোর মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তার সকল পরিশ্রম আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য ব্যয় করেন এবং তিনি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যান। আরবী ভাষার উচ্চ শিখরে আরোহন করেন এবং পূর্ববর্তীদের থেকে অনেক এগিয়ে যান'।[৪৬৭]

ইমাম যাহাবী তার বিষয়ে আরো বলেন,

وكان إمامًا فِي القراءات وعِللها؛ وأما اللغة فكان إليه المُنتَهى فِي الإكثار من نقل غريبها والإطّلاع على وحشِيّها، وأمّا النّحْو والتّصريف فكان فِيهِ بحرا لا يُجارى وحَبْرًا لا يُبارى، وأمّا أشعار العرب الّتي يُستشهَد بها على اللّغة والنّحْو فكانت الأئمّة الأعلام يتحيّرون فِيهِ ويتعجبّون من أَيْنَ يأتي بها، وكان نظم الشّعر سهلًا عليه، هَذَا مع ما هُوَ عليه من الدّين المتين وصِدْق اللّهجة وكثْرة النّوافل، وحُسْن السَّمْت، ورقّة القلب وكمال العقل والوقار والتُّؤَدَة.

'আরবী পঠন ও উচ্চারণরীতির ইমাম ছিলেন এবং এগুলোর ভুলত্রুটি বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন। আরবী ভাষার কঠিন-জটিল শব্দগুলোর অর্থের জ্ঞানের সর্বশেষ পণ্ডিত বলা যায় তাকে। আরবী ভাষার গ্রামার বিষয়ে তিনি এমন সাগর যার কোন দৃষ্টান্ত নাই আর এমন জ্ঞানী যার কোন সমকক্ষ নাই। আর যে সমস্ত আরবী কবিতা আরবী ভাষার প্রামাণ্যস্বরূপ সেগুলো তিনি এমনভাবে মুখস্থ বলতেন যে জ্ঞানী ও পণ্ডিত সাহিত্যিকগণ দিশেহারা হয়ে যেতেন যে তিনি কোথায় থেকে এগুলো বলছেন। আরবী কবিতা রচনা করা তার জন্য অনেক সহজ ছিল। এগুলোর পাশাপাশি তিনি সত্যবাদী, মযবূত দ্বীনের অধিকারী, অত্যধিক নফল ছালাত আদায়কারী ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এছাড়া তিনি নরম মন, পরিপক্ক বুদ্ধি, ভাব গাম্ভীর্যতা ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন'।[৪৬৮]

---

৪৬৬. ত্বাবাক্বাত আশ-শাফিঈয়্যাহ ৮/৬৭।
৪৬৭. তারীখুল ইসলাম ১৫/২৪৯।
৪৬৮. প্রাগুক্ত।

নুসখা কী?

নুসখা শব্দের অর্থ কপি বা পাণ্ডুলিপি। উপরের রাবীগণ যে পাণ্ডুলিপিগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রসিদ্ধ হয়েছে সেগুলোকে তার দিকে সম্পৃক্ত করে নুসখা বা পাণ্ডুলিপি বলা হয়। যেমন হারাবীর নুসখা, আসিলীর নুসখা, ইবনু আসাকিরের নুসখা।

ছহীহ বুখারীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নুসখা বা পান্ডুলিপি :

ইমাম ইউনিনীর পাণ্ডুলিপি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি। ইমাম ইউনিনীর বিষয়ে আমরা আগেই জেনেছি। ইমাম ইউনিনী তার এই পাণ্ডুলিপিটি কিভাবে তৈরি করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল। ইমাম ক্বাসতাল্লানী (রহঃ) বলেন,

وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسن عليّ ابن شيخ الإسلام ومحدّث الشام تقي الدين بن محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله اليونيني الحنبلي رحمه الله تعالى بضبط رواية الجامع الصحيح، وقابل أصله... بأصل مسموع على الحافظ أبي ذر الهروي، وبأصل مسموع على الأصيلي، وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أبي القاسم بن عساكر، وبأصل مسموع على أبي الوقت.. بحضرة سيبويه وقته الإمام جمال الدين بن مالك بدمشق

'ইমাম ইউনিনী ছহীহ বুখারীর রিওয়ায়েতকে সংরক্ষণ করার বিষয়ে অনেক পরিশ্রম করেছেন। তিনি তার যুগের সিবওয়াইহ খ্যাত ইমাম ইবনু মালেক আল-জিইয়্যানীর উপস্থিতিতে তার পাণ্ডুলিপিকে মূল চারটি পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে পর্যালোচনা করেন। পাণ্ডুলিপি চারটি হল-

ক. আবু যার আল-হারাবীর পাণ্ডুলিপি। খ. ইমাম আসিলীর পাণ্ডুলিপি। গ. তারীখে দিমাশক্বের লেখক ইবনু আসাকিরের পাণ্ডুলিপি। ঘ. আবুল ওয়াক্বতের পাণ্ডুলিপি'।[৪৬৯]

স্মর্তব্য যে, এই মন্তব্যে উল্লেখিত ইমাম হারাবী, ইমাম আসিলী, ইমাম ইউনিনী ও ইমাম ইবনু মালেক সকলের আলাদা আলাদা পরিচয় আমরা আগে জেনে এসেছি।

এরপর ইমাম ক্বাসতাল্লানী (রহঃ) বলেন,

فلقد أبدع فيما رقم، وأتقن فيما حرر وأحكم. ولقد عوّل الناس عليه في روايات الجامع لمزيد اعتنائه وضبصه ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة ممارسته له، حتى أن الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في سنة واحدة إحدى عشرة مرة،

'তিনি এই পাণ্ডুলিপির নাম্বার লাগাতে নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। এই পাণ্ডুলিপিতে প্রত্যেক যা তিনি লিখেছেন তা নিশ্চিত হয়েই লিখেছেন। ছহীহ বুখারীকে হুবহু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তার এই পরিশ্রম এবং উপরে উল্লেখিত নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপির সাথে অত্যধিক মিলিয়ে দেখার কারণে

---

৪৬৯. ক্বাসতাল্লানী, ইরাশাদুস সারী ১/৪০-৪২।

মানুষ ছহীহ বুখারীর রিওয়ায়েত বিষয়ে তার মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। এমনকি ইমাম যাহাবী তার বিষয়ে নকুল করেছেন, তিনি এক বছরে প্রায় ১১ বার পাণ্ডুলিপি অন্যগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখতেন'।[৪৭০]

এরপর ইমাম ক্বাসতাল্লানী বলেন,

كان الجمال بن مالك لما حضر عند المقابلة المذكورة إذا مرّ من الألفاظ يتراءى أنه مخالف لقوانين العربية قال للشرف اليونيني هل الرواية فيه كذلك، فإن أجاب بأنه منها شرع ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه، ومن ثم وضع كتابه المسمى بشواهد التوضيح.

'পাণ্ডুলিপিগুলো মিলিয়ে দেখার সময় যখনি কোন এমন শব্দ আসত আরবী গ্রামারের নিয়ম-ক্বানূনের বিরোধী তখনী ইমাম ইবনু মালেক ইমাম ইউনিনীকে জিজ্ঞেস করতেন সকল পাণ্ডুলিপিতে কি এইভাবেই বর্ণিত হয়েছে? যদি তিনি হ্যাঁ, বলতেন। তাহলে সাথে সাথে ইমাম ইবনু মালেক হাদীছের এই শব্দের পক্ষে আরবী ভাষার কবিতা থেকে কোন সাক্ষ্য পেশ করতেন এবং তার সাধ্য অনুযায়ী এই শব্দের সামঞ্জস্য বিধান করতেন। আর এই কারণেই তিনি তার শাওয়াহিদুত-তাওযীহ গ্রন্থটি লিখেছেন'।[৪৭১]

ইমাম ক্বাসতাল্লানী (রহঃ) ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা করার জন্য এই পাণ্ডুলিপি থেকে হুবহু কপি করে তার ব্যাখ্যার মূল মতন হিসাবে নির্বাচন করেন। যেমন তিনি বলেছেন,

قلت وقد قابلت متن شرحي هذا إسنادًا وحديثًا على هذا الجزء المذكور من أوّله إلى آخره حرفًا حرفًا، وحكيته كما رأيته حسب طاقتي. وانتهت مقابلتي له في العشر الأخير من المحرم سنة سبع عشرة وتسعمائة نفع الله تعالى به،

'আমি ক্বাসতাল্লানী বলছি, আমার ব্যাখ্যার মূল মতন বা টেক্সটের হাদীছ ও সনদকে এই পাণ্ডুলিপির সাথে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অক্ষর বাই অক্ষর মিলিয়েছি। আর আমি যেভাবে দেখেছি আমার সাধ্যমত সেভাবেই নকুল করার চেষ্টা করেছি। আমার এই মিলানোর কাজ শেষ হয় ৯১৭ হিজরীতে শেষ হয়'।[৪৭২]

সারর্মম : ইমাম ইউনিনী দিমাশক্বের বড় বড় হুফফাযে হাদীছগণকে জমা করে ছহীহ বুখারীর পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজ শুরু করেন। প্রায় ৭১টি মজলিসের মাধ্যমে তিনি উপরে উল্লেখিত চারটি পাণ্ডুলিপিকে সামনে রেখে ছহীহ বুখারী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েন। সেই মজলিসে হুফফাযে কেরামের সাথে বড় বড় নাহুবিদ ছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আলফিয়া ইবন মালেকের লেখক নিজ যুগের সিবওয়াইহ ইমাম ইবনু মালেক আল-জিইয়্যানী। প্রতিটি শব্দ ও

৪৭০. প্রাগুক্ত।
৪৭১. প্রাগুক্ত।
৪৭২. প্রাগুক্ত।

বাক্য ইমাম ইবনু মালেক মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করতেন। কোন শব্দ বা বাক্য আরবী গ্রামার শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রুটিপূর্ণ মনে হলে তিনি অন্যান্য পাণ্ডুলিপি দেখতে বলতেন। সব পাণ্ডুলিপিতে একই রকম ইবারত থাকলে তিনি নাহু শাস্ত্রের কোন একটি নিয়মের মাধ্যমে অথবা জাহেলী যুগের কোন কবিতার মাধ্যমে সেই বাক্যটিকে সঠিক প্রমাণ করতেন। এভাবে ইমাম ইউনিনী ছহীহ বুখারীর সর্ববিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করেন।

ছহীহ বুখারীর প্রকাশনা :

ছহীহ বুখারীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্রকাশনী হচ্ছে সুলতানী প্রকাশনা। ইমাম আহমাদ শাকেরের মন্তব্য অনুযায়ী আমীরুল মুমিনীন সুলতান আব্দুল হামিদ (রহঃ) ১৩১১ হিজরীতে ছহীহ বুখারী প্রকাশের নির্দেশনা জারী করেন। ইমাম ক্বাসতাল্লানীর শারহের পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে ১৩১৩ হিজরীতে ৯ খণ্ডে ছহীহ বুখারী প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর পর্যালোচনার জন্য মিশরের আযহার বিশ্বাবিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। ইমাম আহমাদ শাকের বলেন,

وأصدر السلطان عبد الحميد أمره إلي مشيخة الأزهر بأن يتولي قراءة المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة جمع من أكابر علماء الأزهر الذين لهم في خدمة الحديث الشريف قدم راسخة بين الأنام وشيخ الأزهر جمع ستة عشر عالما من الأعلام وقابلوا المطبوع علي النسخة اليونانية التي أرسلها لهم صاحب الدولة الغازي أحمد مختار باشا المندوب العالي العثماني في القطر المصري

'হাদীছ শাস্ত্রের গভীর জ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের সংস্কারের মাধ্যমে ছহীহ বুখারীর যে কপিটি প্রকাশিত হয় সেটি পড়ে দেখার জন্য সুলতান আব্দুল হামিদ আযহারের প্রধান শায়খের নির্দেশ জারী করেন। প্রধান শায়খ প্রায় ১৬ জন মহান ওলামায়ে কেরামকে জমা করে প্রকাশিত কপিটিকে নুসখা ইউনানীর সাথে মিলিয়ে দেখেন। নুসখা ইউনিনী তার নিকট নিয়ে এসেছিলেন মিশরীয় ভূখণ্ডে ওছমানী খিলাফাতের প্রতিনিধি অহমাদ মুখতার পাশা'।[৪৭৩]

আমাদের নিকট ছহীহ বুখারী যেভাবে পৌঁছল :

১. ইমাম ফিরাবরী নিকট থেকে ছহীহ বুখারী বর্ণনা করেন ইমাম মুস্তামলী, ইমাম কুশমিহানী ও ইবন হাম্মোয়াহ। তাদের তিনজনের নিকট থেকে ছহীহ বুখারী শুনেছেন ও পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন ইমাম আবু যার আল-হারাবী।
২. অন্যদিকে ইমাম ফিরাবরীর নিকট ছহীহ বুখারী পড়েছেন আবু যায়দ আল-মারওয়াযী ও ইবন মাক্কী আল-জুরজানী। তাদের দুইজনের নিকট ছহীহ বুখারী পড়েছেন এবং পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন ইমাম আসিলী।
৩. ইমাম আসিলী ও ইমাম আবু যার আল-হারাবীর পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে বিস্তর গবেষণা ও পরিশ্রম করে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন ইমাম ইউনিনী।

---

৪৭৩. আহমাদ শাকের, নাক্বদ নুসখা আল-ইউনিনিয়্যাহ, পৃঃ ১০-১১।

৪. ইমাম ইউনিনীর পাণ্ডুলিপি থেকে হুবহু নকল করে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন ইমাম ক্বাসতাল্লানী।

৫. ইমাম ক্বাসতাল্লানীর পাণ্ডুলিপিকে সামনে রেখে আযহারের মাশায়েখগণের তত্ত্বাবধানে ছহীহ বুখারী প্রকাশিত হয়।

ছহীহ বুখারীর ভারতীয় নুসখা ও ভারতীয় প্রকাশনা :

শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) ছহীহ বুখারীর যে পাণ্ডুলিপিটি দেখে পড়াতেন, সেই পাণ্ডুলিপিটি দেখেই পরবর্তীতে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী, শাহ ইসহাক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভী ও মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী পড়িয়েছেন। এই পাণ্ডুলিপিতে তাদের হাতে লেখা টীকাও সংযুক্ত ছিল। আব্দুস সালাম মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, এই পাণ্ডুলিপিটি মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-এর নিকটে তার জীবনের চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। সাহারানপুরের হানাফী আলেম মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরীর সাথে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাদের উভয়ের মাঝে চিঠি আদান-প্রদান হত। যার কিছু চিঠি ইমাম শামসুল হক্ব আজিমাবাদি (রহঃ)-এর নিকটে সংরক্ষিত ছিল। মাওলানা আহমাদ সাহারানপুরী এই পাণ্ডুলিপিটি শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ সাহেবের নিকট থেকে ধার নিয়ে সেটা থেকে ছহীহ বুখারীর ভারতীয় নুসখা তৈরি করে তা প্রকাশ করেন। তার এই কাজ অনেক প্রশংসনীয়। তারপরেও দুঃখের সাথে বলতে হয়, তিনি এই প্রকাশনার সাথে পাশে টীকা যোগ করেন এবং শুরুতে একটি ভূমিকা লিখেন যার সবই ছিল হানাফী মাযহাবকে সকল মাসায়েলে সঠিক প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা। অদ্যাবধি এই প্রকাশনাটিই ভারতে বিখ্যাত।

ভারতীয় নুসখার ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্য :

ভারতীয় নুসখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি ইমাম সগানীর নুসখার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা। ইমাম সগানীর নুসখাটি অনেক প্রসিদ্ধ একটি নুসখা। তিনি বাগদাদে ইমাম ফিরাবরীর নিজে হাতে লেখা নুসখা পেয়েছিলেন। সেটার সাথে মিলিয়ে তিনি তার নুসখাটি প্রণয়ন করেন। ভারতীয় নুসখার মূল ভিত্তি ইমাম সগানীর এই নুসখা। ভারতীয় নুসখাতে মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী আরো অনেক নুসখা জমা করেছেন এবং প্রতিটি নুসখায় যে পার্থক্য রয়েছে তা টীকায় উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি নুসখার জন্য আলাদা সংক্ষিপ্ত প্রতিকী চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। ফলত ভারতীয় নুসখাটিও ইলমী দুনিয়ায় প্রসিদ্ধিতা অর্জন করে।

ওলামায়ে কেরামের প্রতি আহব্বান!

উপরের আলোচনা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়লে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমাদের সামনে প্রকাশিত ছহীহ বুখারী মূলত ইমাম ফিরাবরীর নুসখার উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত। হিন্দী ও সুলতানী উভয়টার মূল ভিত্তি ইমাম ফিরাবরী ও তার ছাত্রগণের নুসখা। যদিও ইমাম বুখারীর

আরো তিনজন ছাত্রের বর্ণনার সনদ ও ইজাযাত হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ইমাম ক্বাসতাল্লানীর নিকট ছিল বলে তারা জানিয়েছেন। ইমাম আসক্বালানী তার ফাৎহুল বারীতে বিভিন্ন হাদীছে রিওয়ায়েতের, পার্থক্য বলতে গিয়ে বাকী তিন রিওয়ায়েতের কথাও উল্লেখ করেছেন। ছহীহ বুখারীর আরো ব্যাখ্যাকারগণ তাদের নিকট যে রিওয়ায়েত যেভাবে ছিল সেগুলোর পার্থক্য তাদের ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। ছহীহ বুখারীর বিভিন্ন রিওয়ায়েত ও সনদগুলো বিষয়ে বিস্তারিত জানা-যাবে ইমাম মুহাল্লাবের গ্রন্থ আল-মুখতাছারুল ফাসীহে। এক্ষণে ওলামায়ে কেরাম বা মুসলিম উম্মাহের নেতাগণের জন্য করণীয় হচ্ছে, ইমাম ইউনিনীর মূল নুসখার সাথে অন্যান্য রিওয়ায়েতের মৌলিক কোন পাণ্ডুলিপি পুরাতন কোন লাইব্রেরীতে পাওয়া গেলে সেটা জমা করা।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমাদ শাকেরের ধারণা অনুযায়ী ইউনিনীর নুসখার মূল পাণ্ডুলিপি এখনো 'খাযানা আল-মুলুকিয়্যাহ বিল আস্তানা আলিয়্যাহ'তে রয়েছে। যদি ইউনিনীর ছাড়া অন্য নুসখাগুলো না পাওয়া যায় তাহলেও চিন্তার কোন কারণ নাই। ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন রিওয়ায়েতের যে পার্থক্যগুলো বলা হয়েছে, সেগুলো রিওয়ায়েত ভিত্তিক আলাদা করতে হবে তাহলে আলাদা রিওয়ায়েতের আলাদা আলাদা নুসখা তৈরি হবে। অতঃপর ছহীহ বুখারীর যত হাদীছ ছহীহ মুসলিম, আবুদাউদ সহ অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে, সেগুলো কিভাবে এসেছে তা আলাদাভাবে জমা করতে হবে। সাথে সাথে ছহীহ বুখারীর উপর লিখিত মুস্তাখরাজ, মুখতাছার গ্রন্থগুলোকে একত্রিত করতে হবে।

উপরে উল্লেখিত সবগুলোকে সামনে রেখে ছহীহ বুখারীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল পাণ্ডুলিপি তৈরি করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানি না এই জাতীয় কাজ কোথাও হচ্ছে কিনা। যদি হয় তাহলে আল-হামদুলিল্লাহ। নাহলে মহান আল্লাহ যেন উম্মতে মুসলিমাহকে এই কাজটি করার তাওফীক্ব দান করেন সেই দু'আ করি। যেন পবিত্র কুরআনকে ওছমান (রাঃ) যেভাবে সংরক্ষণ করেছেন, ঠিক সেভাবে যেন ছহীহ বুখারীকে সংরক্ষণ করা যায়। আর আমি অধম ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা লেখার সময় সাধ্য অনুযায়ী এই জাতীয় কাজ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ওয়াল্লাহুল মুয়াফফিক্ব!

ছহীহ বুখারীর যে হাদীছগুলোকে আলবানী (রহঃ) দুর্বল বলেছেন

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) গত শতাব্দীর বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর পর হাদীছ শাস্ত্রের ব্যাপক খিদমতে যারা অবদান রেখেছেন তাদের শীর্ষে তিনি। প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীছের উপর তিনি কাজ করেছেন। ভুল-ত্রুটি মানুষেরই হয়। তারও ভুল-ত্রুটি হতে পারে; না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক, ত্রিশ বছরের অধিককাল ধরে উসূলে হাদীছের দারস দানকারী আমার শ্রদ্ধেয় উস্তায শায়খ আওয়াদ আর-রুওয়াইছি (হাফিঃ) বলেন, 'শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) হাদীছ শাস্ত্রেও মুতলাক মুজতাহিদ'। তথা ইমাম বুখারী যেমন হাদীছ শাস্ত্রের মুজতাহিদ, হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) যেমন হাদীছ শাস্ত্রের মুজতাহিদ, তিনিও তেমন হাদীছ শাস্ত্রের মুজতাহিদ। তিনি স্বাধীনভাবে হাদীছ গবেষণা করেছেন। গবেষণা করতে গিয়ে বুখারীর কিছু হাদীছকেও তিনি বিভিন্ন জায়গায় যঈফ বলেছেন। আমরা অত্র প্রবন্ধে সেই হাদীছগুলোর তাহক্বীক্ব পেশ করব ইনশাআল্লাহ। তার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা বলে নেয়া যরূরী।

আলবানী (রহঃ)-এর কৈফিয়ত :

যারা আলবানী (রহঃ)-এর সাথে হিংসাবশত শত্রুতা পোষণ করে থাকে, তারা এই বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। মুনকিরীনে হাদীছরা যেমন ছহীহ বুখারীর বিভিন্ন হাদীছের উপর যুগে যুগে অভিযোগ উঠিয়েছে, ছহীহ বুখারীর সকল হাদীছ ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমজাতির মনে সন্দেহ প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছে, ইমাম আলবানী (রহঃ)ও না-কি অনুরূপ করেছেন *(নাউযুবিল্লাহ)*। আলবানী (রহঃ) হচ্ছেন হাদীছ শাস্ত্রের মুহাফিয। এই শতাব্দীতে হাদীছ শাস্ত্রের আমানতদার। তিনি নিজে বিভন্ন জায়গায় ছহীহ বুখারীর সকল হাদীছ ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় মন্তব্য পেশ করেছেন যা আমরা অচিরেই পেশ করব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কেন তিনি ছহীহ বুখারীর কিছু হাদীছকে দুর্বল বললেন। তার জবাবে প্রথমত আমরা বলতে চাই, তিনিই প্রথম মুহাদ্দিছ নন, যিনি ছহীহ বুখারীর হাদীছকে দুর্বল বলেছেন। বরং তাঁর পূর্বে ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ)ও ছহীহ বুখারীর কিছু হাদীছকে দুর্বল বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ও ইমাম নববী (রহঃ) দু'জনই দারাকুৎনী (রহঃ)-এর সুন্দর জবাব দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাঁর ফাৎহুল বারীর ভূমিকায় প্রত্যেক ঐ রাবী ও হাদীছের জবাব দিয়েছেন, যে হাদীছগুলোকে ও যে রাবীগণকে দারাকুৎনী (রহঃ) দুর্বল বলেছেন। *ফালিল্লাহিল হামদ*। ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ)-এর এই কাজের জন্য তাঁকে কি কেউ মুনকিরীনে হাদীছগণের দোসর বলেছে? না। দ্বিতীয়ত আলবানী (রহঃ) ইচ্ছাকৃত ও পৃথকভাবে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের হাদীছের গবেষণা করেননি বরং অনিচ্ছাকৃতভাবেই যখন সামনে চলে এসেছে এবং তাঁর নিকট ত্রুটি মনে হয়েছে তখন তিনি তা উল্লেখ করেছেন। অথচ ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) ইচ্ছাকৃত ও পৃথকভাবে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের হাদীছ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তারপরেও যদি ইমাম দারাকুৎনী দোষী না হন আর আলবানী (রহঃ) দোষী হন, তাহলে এর চেয়ে বড় ডাবল স্টান্ডার্ড আর হতে পারে না।

মূলত এগুলোকে বলা হয় 'ইলমী মুনাক্বাশা'। তথা জ্ঞানপূর্ণ পারস্পরিক আলোচনা। ইমাম দারাকুৎনী যেমন মুজতাহিদ, ইমাম বুখারীও তেমন মুজতাহিদ। ইমাম বুখারীর বুঝে যে হাদীছ ছহীহ হয়েছে তাঁর বুঝে সেটা ছহীহ হয়নি, তাই তিনি মন্তব্য করেছেন। তেমনি আলবানী (রহঃ) স্বাধীনভাবে গবেষণা করতে গিয়ে ছহীহ বুখারীর কোন হাদীছকে তাঁর দৃষ্টিতে দুর্বল মনে হওয়ায় তিনি দুর্বল বলেছেন। কিন্তু এর দ্বারা কখনোই তাঁদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মুসলিম উম্মাহর যে বিশ্বাস ছহীহ বুখারীর উপর রয়েছে তাতে কমতি সৃষ্টি করা বা মুনকিরীনে হাদীছদের সহযোগিতা করা। এটা শুধু ইলমী গবেষণার ফল। আর হাদীছ প্রমাণ করে, তাদের এই গবেষণা সঠিক হলে দুই নেকী পাবেন এবং ভুল হলে এক নেকী পাবেন।[৪৭৪]

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ বিষয়ে স্বয়ং আলবানী (রহঃ) বলেন,

والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة يتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، على قواعد متينة، وشروط دقيقة، وقد وفقوا في ذلك توفيقًا بالغًا لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح، كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم حتى صار عرفًا عاما أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما، فقد جاوز القنطرة، ودخل في طريق الصحة والسلامة. ولا ريب في ذلك، وأنه هو الأصل عندنا.

'আর ছহীহায়ন মুসলমানগণের ওলামাগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র কিতাবের পরে সর্ব বিশুদ্ধ কিতাব। কেননা এই বই দু'টি প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি ও সূক্ষ্ম শর্তাবলীর মাধ্যমে সর্ব বিশুদ্ধ হাদীছ সংগ্রহ, যঈফ হাদীছ ও মুনকার মাতন পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে অন্য হাদীছ গ্রন্থগুলোর থেকে নিজেকে আলাদা করে চিনিয়েছে। আর তারা এই কাজে পূর্ণ তাওফীক্ব পেয়েছেন যা তাদের পরবর্তীতে আসা অন্য মুহাদ্দিছগণ পাননি যারা তাদের মত করে শুধু ছহীহ হাদীছ জমা করার চেষ্টা করেছিলেন। যেমন- ইবনু খুযায়মাহ, ইবনু হিব্বান, হাকিম ও অন্যান্যরা। এমনকি এই কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, যদি কোন হাদীছকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের বইয়ে নিয়ে আসেন তাহলে তা পুল পার করে নিরাপদ ও সঠিকতার গলিতে প্রবেশ করেছে। আর এতে কোন সন্দেহ নাই। আর এটাই আমাদের মূলনীতি'।[৪৭৫]

আলবানী (রহঃ)-এর উপরের মন্তব্য প্রমাণ করে তিনিও মুসলিম উম্মাহর সাথে এ বিষয়ে একমত যে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের সকল হাদীছই ছহীহ।

---

৪৭৪. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫২; ছহীহ মুসলিম হা/১৭১৬; তিরমিযী হা/১৩২৬।
৪৭৫. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বাহাবিয়া, তাহক্বীক্ব আলবানী, দারুস সালাম প্রকাশনী, ভূমিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৩।

ছহীহ বুখারীর যঈফ হাদীছের প্রকারভেদ :

(ক) মূল বুখারীর যঈফ হাদীছ। এটাই আমাদের অত্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

(খ) ছহীহ বুখারীর টীকায় বর্ণিত যঈফ হাদীছ।

(গ) মুতাবাআত ও শাওয়াহেদের ক্ষেত্রে বর্ণিত যঈফ হাদীছ।

ছহীহ বুখারীর টীকা :

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে যে অধ্যায়গুলো রচনা করেছেন, তা মূলত তাঁর ফিক্বহ। তাঁর প্রদত্ত অধ্যায়ের সাথে অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছগুলোর সামঞ্জস্য খুঁজে পেতে ওলামায়ে কেরামকে হিমশিম খেতে হয়। তিনি এমন হাদীছ থেকে এমন মাসয়ালার দলীল বের করেন যা মানুষের বিবেককে হয়রান করে দেয়। হাদীছের সাথে অধ্যায়ের এই অসামাঞ্জস্যতা দূরীভূত করতেই মূলত ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীছ ও অধ্যায়ের মাঝে টীকা নিয়ে আসেন। তাঁর টীকা পাঠককে হাদীছের সাথে অধ্যায়ের সামঞ্জস্যতা বুঝতে সুবিধা করে দেয়। এটাই মূলত তাঁর টীকা নিয়ে আসার মূল কারণ।

বর্তমান যুগের কিছু অজ্ঞ মানুষ ছহীহ বুখারীর টীকায় বর্ণিত হাদীছকে দলীল হিসাবে পেশ করে বলতে চায়, ছহীহ বুখারীতে যঈফ হাদীছ আছে। অথচ এটি অজ্ঞতা বৈ-কিছুই নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা 'তালীক্বাত বুখারী' বা 'ছহীহ বুখারীর টীকা অধ্যায়ে' করেছি।

মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদ :

মুতাবা'আত হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট রাবীর তদস্থলে আরেকজন রাবী পাওয়া, আর শাওয়াহেদ হচ্ছে নির্দিষ্ট হাদীছের সমার্থবোধক হাদীছ পাওয়া।[৪৭৬] আমাদের মাঝে একটি চরম ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে থাকে, আমরা মনে করি মুহাদ্দিছগণ যখন কোন অধ্যায়ের অধীনে হাদীছ আনয়ন করেন তখন তাদের উদ্দেশ্য শুধু হাদীছ থেকে ফিক্বহী মাসায়েল বলে দেয়া। না। কখনোই না। মুহাদ্দিছগণ হাদীছের যেমন ফিক্বহী মাসায়েল বলতে চান তেমনি হাদীছটা বর্ণনায় রাবীদের কোন মতভেদ হয়েছে কি-না, সনদে কোন সমস্যা আছে কি-না তাও স্পষ্ট করতে চান। অনেক মুহাদ্দিছ স্পষ্টভাবে বলেন, যেমন ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ)। কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই জাতীয় বিষয়গুলো সরাসরি বলেন না বরং ইশারায় বুঝাতে চান, যা তাদের রচনা পদ্ধতিকে সামনে রেখে বারংবার পাঠের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। তিনি ছহীহ বুখারীতে কোন হাদীছ পেশ করার পর হাদীছে কোন ইখতিলাফ আছে কি-না তা দেখানোর জন্য হাদীছটির মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদ পেশ করেন। আর এটার দ্বারা তিনি বুঝাতে চান ছহীহ বুখারীতে সন্নিবেশিত অত্র হাদীছের ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে এই ইখতিলাফগুলো কোন সমস্যা নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কিভাবে বুঝব এই হাদীছ তিনি মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদ হিসাবে পেশ করেছেন, মূল বুখারীর দলীল হিসাবে নয়?

---

৪৭৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য লেখক প্রণীত 'মুছত্বলাহুল হাদীছ শিক্ষায় মণি-মুক্তা উপহার'।

সত্যি বলতে কী, এই বিষয়টি বুঝা অত্যন্ত কঠিন। গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও ছহীহ বুখারীর সাথে দীর্ঘ সম্পর্ক ছাড়া তা সম্ভব নয়। তারপরেও আমরা কয়েকটি পদ্ধতি পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

(ক) মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য। ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকারগণ এই বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। যদি তাদের পক্ষ থেকে আমরা কোন মন্তব্য পাই তাহলে সেটা গ্রহণ করে নিব।

(খ) যারা ছহীহ বুখারীর রাবীদের জীবনীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং যারা কুতুবে সিত্তাহর রাবীগণের জীবনী রচনা করেছেন তারা রাবীর নামের পাশে উল্লেখ করে দেন এই রাবীকে ইমাম বুখারী দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন না শাওয়াহেদ ও মুতাবা'আত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

(গ) ইমাম বুখারী যদি সমার্থবোধক হাদীছ একের অধিকবার নিয়ে আসেন, তাহলে সেই হাদীছের রাবীগুলোর উপর গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। কোন এক সনদে যদি এমন কোন রাবী থাকে যাকে শুধু এই এক জায়গাতেই নিয়ে এসেছেন অন্য কোথাও আনেননি, তাহলে বুঝতে হবে এই রাবীকে তিনি মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদের জন্য এনেছেন, দলীল গ্রহণের জন্য নয়।

(ঘ) যদি কোন রাবীকে অন্য রাবীর সাথে 'আতফের সীগা' ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ে আসেন। 'ও, 'এবং' এগুলো হচ্ছে আরবীতে ব্যবহৃত 'আতফের সীগা'র বাংলা রূপ। যেমন আমরা মনে করি ইমাম বুখারী বললেন, 'আমাকে হাদীছ শুনিয়েছে আলী ও আহমাদ। তারা দুইজন ইয়াহিয়া থেকে'। এখানে আলী ও আহমাদের নাম একসাথে নিয়েছেন। এখন যদি আলীকে শুধু এইভাবে অন্য রাবীর নামের সাথে সংযুক্ত করে উল্লেখ করেন, কোথাও স্বাধীনভাবে একক নাম উল্লেখ না করেন, তাহলে বুঝতে হবে ইমাম বুখারী বুঝাতে চাচ্ছেন আলী তার নিকট দলীল যোগ্য নয়, এই জন্য অন্য একজনের নামের সাথে তার নাম নিয়েছেন।

(ঙ) অধ্যায়ের অধীনে যে হাদীছকে আগে পেশ করেন সে হাদীছ নিঃসন্দেহে দলীল যোগ্য। আর ঐ হাদীছের সমার্থবোধক কোন হাদীছকে যদি অধ্যায়ের শেষের দিকে নিয়ে আসেন তাহলে বুঝতে হবে আগের হাদীছের কোন অর্থকে স্পষ্ট করার জন্য তিনি এই হাদীছ এনেছেন।[৪৭৭]

সতর্কতা :

উপরের আলোচনা থেকে অনেকের ভুল ধারণা হতে পারে মুতাবা'আত বা শাওয়াহেদ মানেই দুর্বল। কিন্তু না। ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদও ছহীহ। বুখারীতে তালীক্ব বা টীকা ব্যাতীত দুর্বল হাদীছের স্থান নাই। আমরা মূলত মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদের আলোচনা দিয়ে এটা বুঝাতে চেয়েছি, ছহীহ বুখারীতে যদি একেকটা হাদীছ দুর্বল থাকেও তাহলে সে দুর্বল হাদীছগুলো মূলত এই জাতীয় মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদ সংশ্লিষ্ট।

---

৪৭৭. শেষ তিনটি তথ্য আমার শ্রদ্ধেয় উস্তায শায়খ আওয়াদ আর-রুওয়াইছি (হাফিঃ)-এর নিকট থেকে গ্রহণ করা।

ছহীহ বুখারীর হাদীছকে যঈফ বলার মৌলিক জবাব :

(ক) আলবানী (রহঃ) যেমন মুহাদ্দিছ, ইমাম বুখারী (রহঃ)ও তেমনি মুহাদ্দিছ। হাদীছটিকে আলবানী (রহঃ) যঈফ বলেছেন কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বলেছেন। আর অবশ্যই ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মন্তব্য আলবানী (রহঃ)-এর চেয়ে অগ্রগণ্য হবে। ইমাম বুখারীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ছহীহ বুখারী প্রণয়নে ১৬ বছর পরিশ্রম, প্রতিটি হাদীছের জন্য গোসল ও ছালাত তার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে। সর্বোপরী তিনি হাদীছ সংকলনের যুগের মুহাদ্দিছ হওয়ায় তার মন্তব্য বেশী প্রাধান্য পাবে। যতক্ষণ না তার বিপরীতে স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়।

(খ) ছহীহ বুখারীর যে কয়েকটি হাদীছকে কেউ কেউ যঈফ বলেছেন, সেই হাদীছগুলোর যঈফ হওয়ার প্রমাণে তারা যে কারণগুলো পেশ করেছেন, তার একটাও রাবীর ন্যায়পরায়ণতা, রাবীর অপরিচিত হওয়া, মিথ্যুক হওয়া, ফাসেক্ব হওয়া, রাবীর স্মৃতিশক্তি অত্যধিক খারাপ, সনদ বিচ্ছিন্ন এই জাতীয় অভিযোগে নয়। আবার হাদীছ মুনকার ও মাতরূকও নয়, বরং সবগুলোই ইল্লাত সংশ্লিষ্ট। যা মূলত অত্যন্ত হালকা দুর্বলতা এবং মুজতাহিদ ভেদে পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সে হিসাবে ইল্লাত বিষয়ে ইমাম বুখারীর চেয়ে পারদর্শী কেউ আসমানের নীচে দুনিয়ার উপরে জন্ম হয়নি। ইল্লাতের কারণে যে হাদীছগুলোকে কেউ যঈফ বলেছে, সেগুলোতে যঈফ মন্তব্যকারীর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ইমাম বুখারী এমন দলীলকে সামনে রেখে হয়তো হাদীছটি এনেছেন যা অভিযোগকারী মুহাদ্দিছের জানা নেই।

(গ) ইমাম বুখারী অত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করার পর যুগ শ্রেষ্ঠ ৪ জন মুহাদ্দিছের সামনে বইটি পেশ করেন। আলী বিন মাদিনী, ইয়াহিয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) তাঁরা সকলেই বইয়ের সকল হাদীছকে ছহীহ বলে মন্তব্য করেছেন মাত্র ৪টি হাদীছ ছাড়া।[৪৭৮] সুতরাং পরবর্তীতে আসা কেউ যদি ৪টি হাদীছের বাইরে কোন হাদীছকে যঈফ বলেন তাহলে তার যঈফ বলা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ইমাম উকাঈলী তো বলেছেন, এই ৪টি হাদীছের ক্ষেত্রেও ইমাম বুখারীর ছহীহ মন্তব্য অধিকতর সঠিক। কেননা হাদীছের জ্ঞানে উপরের তিনজন এবং ইমাম বুখারীর চেয়ে অধিক পাণ্ডিত্যসম্পন্ন কেউ জন্ম নেয়নি।[৪৭৯]

(ঘ) ছহীহ বুখারীর যে হাদীছগুলোকে কেউ কেউ যঈফ বলেছেন, সেগুলোর অধিকাংশই ইমাম বুখারী ইহতিজাজান বা দলীল হিসাবে তাঁর গ্রন্থে নিয়ে আসেননি, বরং মুতাবা'আতান বা মাকরূনান বিগাইরিহি বা শাওয়াহেদ হিসাবে নিয়ে এসেছেন। মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করেছি।

(ঙ) অনেক সময় হাদীছের সনদ যঈফ হলেও মতন বা মূল টেক্সট যঈফ হয় না বরং ছহীহ হয় বিভিন্ন শাহেদ ও মুতাবা'আত থাকার জন্য। যা জারাহ ও তাদীলের ছাত্র মাত্রই জ্ঞান রাখেন। ছহীহ বুখারীর যে হাদীছগুলোর উপর কিছু মুহাদ্দিছ মন্তব্য করেছেন সেগুলো প্রায় সবগুলোই সনদের উপর মন্তব্য, মূল টেক্সেটের উপর মন্তব্য নয়। যেমন-

৪৭৮. আল-মুন্তাখাব মিন কিতাবিস-সিয়াক লি তারীখ নিশাপুর, রাবী নং ১২৮১।
৪৭৯. প্রাগুক্ত।

একটি হাদীছকে ইমাম বুখারী (রহঃ) যে সনদে উল্লেখ করেছেন সেই সনদের বর্ণনাকারীর সংখ্যা ৪ জন। ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ)-এর নিকট সেই হাদীছ যে সনদে পৌঁছেছে সেই সনদে বর্ণনাকারীর সংখ্যা হয়তো ৩ জন বা ৫ জন। তখন তিনি ছহীহ বুখারীর এই সনদকে যঈফ বলেছেন। লক্ষণীয় হচ্ছে, তিনি হাদীছকে যঈফ বলেননি, হাদীছ তাঁর নিকটেও ছহীহ। তিনি মূলত সেই সনদের উপর মন্তব্য করছেন যে সনদ ছহীহ বুখারীতে আছে। কিন্তু সবসময় যে তাঁর এই মন্তব্য সঠিক হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। কেননা হতে পারে কোন এক স্তরে বর্ণনাকারী নিজ সহপাঠীর নিকট থেকেও হাদীছ বর্ণনা করে আবার সহপাঠীর শায়খের নিকট থেকেও হাদীছ বর্ণনা করে। যেমন- ইমাম আহমাদ যদি একটি হাদীছ তাঁর সহপাঠী ইসহাক বিন রাহওয়াইহ থেকে বর্ণনা করেন তিনি আব্দুর রাযযাক বিন হাম্মাম আন সানআনী থেকে। তাহলে সনদের রাবীর সংখ্যা বাড়বে। পরবর্তীতে ইমাম আহমাদের সাথে ইমাম আব্দুর রাযযাকের দেখা হলে তিনি সেই একই হাদীছ সরাসরি ইমাম আব্দুর রাযযাক থেকে বর্ণনা করা শুরু করেন। এখন সনদে রাবীর সংখ্যা কম হবে। এই জাতীয় ঘটনার ফলে সনদের রাবীর সংখ্যা কম-বেশী হয়। রাবীর সংখ্যা এইরূপ কম-বেশী হলেও সেই হাদীছ দুর্বল হবে বিষয়টি এমন নয়। এই আলোচনাকে হাদীছের পরিভাষায় মাযিদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ বলা হয়।[৪৮০]

অভিযোগকারী মুহাদ্দিছ হয়তো ছহীহ বুখারীর কোন হাদীছের সনদে বিশৃঙ্খলা দেখতে পেয়েছেন তখন তিনি সনদকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু সত্যি বলতে কী সনদে বিশৃঙ্খলা থাকলেই হাদীছ যঈফ হবে বিষয়টি এমন নয়। বরং শর্ত হচ্ছে সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যাচ্ছে কি-না, যদি সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তাহলে হাদীছ নিঃসন্দেহে ছহীহ, আর যদি সামঞ্জস্য বিধান না করা যায় তাহলে যঈফ। ইমাম বুখারীর নিকট হয়তো এই সনদে সামঞ্জস্য বিধানের কোন রাস্তা ছিল যা হয়তো অভিযোগকারী মুহাদ্দিছের নিকট নাই।

ইমাম বুখারী যে সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন সেই সনদের কোন রাবী হাদীছের শেষে কিছু শব্দ অতিরিক্ত করেছেন, যা হয়তো অন্যের নিকট যে সনদ আছে সেই সনদে নাই। এটাকে বলা হয় যিয়াদাতিয়ে সিকাত মযবুত রাবী কতৃক বর্ণিত অতিরিক্ত অংশ। যিয়াদাতিয়ে ছিকাত মানেই শায বিষয়টি এমন নয় বরং যিয়াদাতিয়ে ছিকাত গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ না তার বিরোধী কিছু পাওয়া যায়।

ছহীহ বুখারীর যে কয়েকটি হাদীছকে কেউ কেউ যঈফ বলতে চেয়েছেন সেগুলো মূলত উপরে আলোচিত উদাহরণ জাতীয়। আর এই জাতীয় সূক্ষ্ম ইল্লাত বিষয়ে ইমাম বুখারী সবচেয়ে পারদর্শী। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্তই বেশী অগ্রগণ্য হবে।

(চ) কোন যঈফ রাবী থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) যদি হাদীছ গ্রহণ করেই থাকেন যদিও তা গণনায় ধরা যায় না, তাহলে হয় তিনি এই দুর্বল রাবীর হাদীছ ইতিহাস বিষয়ক আলোচনায় নিয়ে এসেছেন যার সাথে হুকুম-আহকামের কোন সর্ম্পক নাই অথবা সেই রাবীর যে হাদীছকে ছহীহ মনে হয়েছে সেটা গ্রহণ করেছেন। আর এই বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য সেই রাবীর সকল

---

৪৮০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য লেখক প্রণীত 'মুছত্বলাহুল হাদীছ শিক্ষায় মণি-মুক্তা উপহার'।

হাদীছগুলোকে সামনে রেখে হাদীছের ইবারাত, সনদের অবস্থা, অন্যান্য সনদ ও হাদীছ শাস্ত্র এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে আপেক্ষিক পর্যালোচনা করতে হয়। এই কার্যক্রমকে বলা হয় 'ইনতিকা' তথা দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছগুলোর মধ্যে থেকে ছহীহ খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া। কেননা আমাদের মনে রাখতে হবে কোন রাবী যঈফ হলে তার সকল হাদীছ দুর্বল হবে বিষয়টি এমন নয়। বিশেষ করে যখন দুর্বলতা হালকা হয় তখন রাবীর কিছু হাদীছ ছহীহ হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যায়। তখন হাদীছশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মুহাদ্দিছগণ বুঝতে পারেন তার কোন হাদীছটি ছহীহ হতে পারে। আর এইদিক দিয়ে ইমাম বুখারীর সমতুল্য কেউ নাই।

(ছ) সর্বোপরি আমরা বলতে চাই, ছহীহ বুখারী প্রণয়নে ইমাম বুখারীর ১৬ বছরের পরিশ্রম, প্রতিটি হাদীছের পূর্বে গোসল ও দুই রাক'আত ছালাত,[৪৮১] উম্মাতে মুসলিমার তাঁর গ্রন্থকে কবুল করে নেয়া, তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, তাক্বওয়া ও ইখলাছ এটাই প্রমাণ করে তাঁর এই গ্রন্থের সকল হাদীছ ছহীহ।

মৌলিক জবাবগুলোর পরিশেষে বলতে চাই, আমরা উপরে আলোচিত জবাবগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ও প্রমাণ বিস্তারিত গবেষণায় পাব ইনশাআল্লাহ।

হাদীছ নং : ১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় বান্দা নিজের অজান্তেই এমন কোন কথা বলে যাতে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে। মহান আল্লাহ তার দ্বারা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর বান্দা নিজের অজান্তেই এমন কোন কথা বলে যাতে মহান আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি রয়েছে। যার দ্বারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন'।

উক্ত হাদীছকে ইমাম বুখারী (রহঃ) 'জিহব্বার সংরক্ষণ' অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন।[৪৮২] শায়খ আলবানী (রহঃ) সিলসিলা যঈফাতে হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন।[৪৮৩] যঈফ বলার জন্য তিনি দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন-

(ক) আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন দিনার একজন দুর্বল রাবী।

---

৪৮১. তারীখে বাগদাদ ২/৯; তারীখে দিমাশক্ব ৫২/৭২; তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৪৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪০২।

৪৮২. ছহীহ বুখারী হা/৬৪৭৮।

৪৮৩. সিলসিলা যঈফা হা/১২৯৯।

(খ) সে অত্র হাদীছ বর্ণনায় ইমাম মালেকের বিরোধিতা করেছে। ইমাম মালিক অত্র হাদীছ তাঁর মুওয়াত্ত্বায় মাওক্বূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং অত্র হাদীছে মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জান্নাত শব্দ নির্দিষ্ট করেছেন।[৪৮৪]

জবাব :

প্রথমত আমরা স্পষ্ট করে নিতে চাই, ইমাম বুখারী অত্র হাদীছকে এখানে শাওয়াহেদ হিসাবে পেশ করেছেন, দলীল হিসাবে নয়। তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সমার্থবোধক ছহীহ হাদীছ এই হাদীছের আগেই পেশ করেছেন। মূলত ইখতিলাফ দেখানোর জন্য এবং আগের হাদীছের ব্যাখ্যাস্বরূপ তিনি এই হাদীছটি এনেছেন। এখন আমরা আলবানী (রহঃ) যে দু'টি কারণে হাদীছকে দুর্বল বলেছেন তার তাহক্বীক্ব পেশ করব।

প্রথম অভিযোগের তাহক্বীক্ব :

যারা দুর্বল বলেছেন :

ইয়াহিয়া বিন মাঈন বলেন, وفي حديثه عندي ضعف 'আমার নিকটে তাঁর হাদীছে দুর্বলতা রয়েছে'।[৪৮৫]

তাহক্বীক্ব : যারা এই রাবীকে দুর্বল বলেছেন তাদের সবচেয়ে বড় দলীল এটি। শায়খ আলবানী (রহঃ) ইয়াহিয়া বিন মাঈন (রহঃ)-এর কথাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ইয়াহিয়া বিন মাঈন (রহঃ) থেকে আব্বাস আদ-দুরী এই মন্তব্য বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে ইসহাক আল-কাওসাযের বর্ণনা ইমাম ইবনু শাহীন নিয়ে এসেছেন,

روى ابْن شاهين أَن يحيى بن معِين قَالَ فِي رِوَايَة إِسْحَاق الكوسج إِنَّه صَالح.

'ইবনু শাহীন বর্ণনা করেন, নিশ্চয় ইয়াহিয়া বিন মাঈন (রহঃ) ইসহাক আল-কাওসাযের রিওয়ায়েতে বলেন, 'আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন দীনার' ছালেহ্'[৪৮৬]

অন্যদিকে আব্বাস আদ-দুরীর রিওয়ায়েতেও তিন রকমভাবে এসেছে- যথাক্রমে :

(ক) ইয়াহিয়া বিন মাঈন বলেন, 'আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন দীনার থেকে ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান হাদীছ বর্ণনা করেছেন'।

(খ) 'আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন দীনার থেকে ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান হাদীছ বর্ণনা করে কিন্তু আমার নিকট তার ভিতরে দুর্বলতা রয়েছে'।

---

৪৮৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৬১২।

৪৮৫. তারীখ ইবন মাঈন (রিওয়ায়াত দুরী), রাবী নং ৩৩৩৯, ৩৯৫৯, ৪৫৪৪।

৪৮৬. যিকরু মান উখতুলিফা ফিহিম, আবু হাফস ওমর বিন আহমাদ ইবনু শাহীন, মাকতাবা আযওয়াসি সালাফ, রাবী নং ২৩, পৃঃ ৬৭।

(গ) আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন দীনার থেকে ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান হাদীছ বর্ণনা করেন, আর তার থেকে ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তানের বর্ণনা করাটাই যথেষ্ট।[৪৮৭]

স্মর্তব্য যে, ইমাম ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান দুর্বল রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেননা। তাই এই রাবী থেকে তার হাদীছ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় এই রাবী তার নিকট গ্রহণযোগ্য।

অতএব উপরের আলোচনা সামনে রাখলে স্পষ্ট হয়ে উঠে ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈন এই রাবীকে নিশ্চিতভাবে দুর্বল বলেননি, বরং তিনি বুঝাতে চেয়েছেন রাবী গ্রহণযোগ্য কিন্তু তার কিছু হাদীছে দুর্বলতা রয়েছে।

ইমাম আবু হাতিম বলেন,

فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به

'তার হাদীছে দুর্বলতা রয়েছে। তার হাদীছ লিখা হবে, কিন্তু দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হবে না'।[৪৮৮]

ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন ,

كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد

'সে তার পিতা থেকে এককভাবে এমন হাদীছ বর্ণনা করে যার কোন মুতাবি' নাই, সাথে সাথে সে হাদীছ বর্ণনায় ভুল করে। সে যদি কোন হাদীছ বর্ণনায় একক হয় তাহলে তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হবে না'।[৪৮৯]

তাহক্বীক্ব : ইবনু হিব্বান (রহঃ) যদি কোন রাবীর ক্ষেত্রে বলেন যে, 'সে যদি কোন হাদীছ বর্ণনায় একক হয় তাহলে তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হবে না'। তার এই মন্তব্যের দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা তিনি তার মাজরুহীন কিতাবে স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন,

وكل مَا تقول فِي هَذَا الْكتاب إِنَّه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذا انْفَرد فسبيله هَذَا السَّبِيل أَنه يجب أَن يتْرك مَا أَخطَأ فِيهِ وَلَا يكَاد يعرف ذَلِك إِلَّا الممعن البازل فِي صناعَة الحَدِيث فَرَأَيْنَا من الِاحْتِيَاط ترك الِاحْتِجَاج بِمَا انْفَرد جملَة.

'যখনি আমি এই বইয়ে বলি, সে যদি কোন হাদীছ বর্ণনায় একক হয় তাহলে তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হবে না। তাহলে সেটা প্রয়োগের রাস্তা হচ্ছে এই রাস্তা, তথা সে যে হাদীছে ভুল করবে শুধু সেই হাদীছ ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু যে হাদীছে সে ভুল করেছে সেই হাদীছটি

৪৮৭. তারীখ ইবন মাঈন (রিওয়ায়াত দুরী), রাবী নং ৩৩৩৯, ৩৩৫৯, ৪৫৪৪।
৪৮৮. আল-জারহু ওয়াত তাদীল, ইবনু আবী হাতিম, রাবী নং ১২০৪।
৪৮৯. মাজরুহীন, রাবী নং ৫৮৭।

নির্দিষ্টভাবে খুঁজে বের করা কাজটা হাদীছ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছাড়া কেউ করতে পারবে না। এই জন্য সাবধানতার খাতিরে আমি বলেছি যখনি সে এককভাবে কোন হাদীছ বর্ণনা করবে তখন তার একক বর্ণিত সকল হাদীছ ছেড়ে দেয়া হবে'।[৪৯০]

ইমাম ইবনু হিব্বানের কথা থেকে স্পষ্ট তিনি বলতে চাচ্ছেন এই রাবীর সকল হাদীছ বাস্তাবে পরিত্যাজ্য নয়। কেননা তার ভুলের সংখ্যা অল্প বরং তার শুধু সেই হাদীছগুলো পরিত্যাজ্য যে হাদীছে সে ভুল করেছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু যেহেতু এটা জানা গভীর পাণ্ডিত্য ছাড়া সম্ভব নয়, এই জন্য আমি সাবধানতার খাতিরে বলেছি, যখনি সে এককভাবে কোন হাদীছ বর্ণনা করবে তখন তার হাদীছ ছেড়ে দেয়া হবে। আর ইমাম বুখারী হাদীছ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। রাবী কোন্ হাদীছে ভুল করেছে এটা তাঁর খুঁজে বের করা অবশ্যই সম্ভব।

ইবনু আদী বলেন,

بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء

'সে যা বর্ণনা করে তার কিছু মুনকার যার কোন মুতাবি' নাই। আর সে এমন রাবীদের অন্তর্ভুক্ত যার হাদীছ লেখা হবে'।[৪৯১]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, صدوق يخطىء 'সত্যবাদী কিন্তু ভুল করে'।[৪৯২]

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, রাবীর ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে কারো কোন প্রশ্ন নাই। রাবী নিঃসন্দেহে সত্যবাদী কিন্তু সে মাঝে মাঝে ভুল করে।

যারা গ্রহণযোগ্য বলেছেন :

(১) ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান (রহঃ) তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন।[৪৯৩] আর তার নিয়ম হচ্ছে তিনি দুর্বল রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন না। এই জন্য ইয়াহিয়া বিন মাঈন বলেছেন, ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তানের তার থেকে রিওয়ায়াত করাটাই তার জন্য যথেষ্ট।[৪৯৪]

(২) আলী বিন মাদিনী বলেন, صدوق 'সত্যবাদী'।[৪৯৫]

(৩) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, لا بأس به، مقارب الحديث 'কোন সমস্যা নাই সে মুক্বারিবুল হাদীছ'।[৪৯৬] ইমাম আহমাদের এই মন্তব্য হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী ও

---

৪৯০. মাজরূহীন, রাবী নং ১২০৮।
৪৯১. আল-কামিল, ইবনু আদী ৫/৪৮৮।
৪৯২. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৯১৩।
৪৯৩. তাহযীবুল কামাল, ইমাম মিযযী, রিসালা প্রকাশনী, পৃঃ ১৭/২০৯, রাবী নং ৩৮৬৬।
৪৯৪. তারীখ ইবন মাঈন (রিওয়ায়াত দুরী), রাবী নং ৩৩৩৯, ৩৯৫৯, ৪৫৪৪।
৪৯৫. তাহযীবুত তাহযীব, দায়িরাতুল মা'আরিফ ৬/২০৭.
৪৯৬. মাওসুয়াতু আকওয়ালিল ইমাম আহমাদ, রাবী নং ১৫৪০।

আলবানী (রহঃ) কেউ নকল করেননি। হয়তোবা তাঁরা অত্র মন্তব্যটি পাননি। যদি পেতেন তাহলে এই হাদীছ ও রাবীর অবস্থা তাঁদের জন্য আরো স্পষ্ট হয়ে যেত।

(৪) আবুল কাসিম আল-বাগাভী বলেন, صالح الحديث 'ছালিহুল হাদীছ'।[৪৯৭] এটি সুদূক পর্যায়ের তা'দীল।

(৫) ইমাম যাহাবী বলেন, 'মযবুত'।[৪৯৮]

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, অত্র রাবীর ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে যেমন কারো কোন প্রশ্ন নাই, তেমনি রাবী হাদীছ বর্ণনায় ভুল করলেও সে একদম পরিত্যাজ্য নয় বরং গ্রহণযোগ্য।

সারমর্ম : স্বয়ং আলবানী (রহঃ) এই রাবীর হাদীছকে ছহীহ বলেছেন এবং রাবীকে হাসানুল হাদীছ বলেছেন। যেমন তিনি সিলসিলা ছহীহাতে বলেন-

وإن روى له البخاري فهو متكلم فيه وقال الذهبي في الميزان إنه صالح الحديث وقد وثق وفي التقريب صدوق يخطىء فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.

'যদিও ইমাম বুখারী (রহঃ) তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন কিন্তু সে মতভেদপূর্ণ রাবী। ইমাম যাহাবী মিযানে বলেছেন, সে ছালিহুল হাদীছ এবং তাকে মযবুতও বলা হয়েছে। আর তাক্বরীবে রয়েছে, 'সত্যবাদী কিন্তু ভুল করে'। সুতরাং সে হাসানুল হাদীছ ইনশাআল্লাহ।[৪৯৯]

অন্য এক হাদীছের তাহক্বীক্বে আলবানী (রহঃ) বলেন,

قلت: فحسب مثله أن يحسن حديثه، أما الصحة فلا

'আমি (আলবানী) বলছি তার মত রাবীর হাদীছকে হাসান বলা যায় তবে ছহীহ নয়'।[৫০০]

উপরের মুহাদ্দিছগণের আলোচনা থেকে এবং স্বয়ং আলবানী (রহঃ)-এর কথা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, অত্র রাবী একেবারেই দুর্বল নয়, বরং তার মত রাবীদের হাদীছগুলোকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক) যে হাদীছগুলোতে রাবীর ভুল স্পষ্ট সে হাদীছগুলো নিঃসন্দেহে পরিত্যাজ্য। যেমন অত্র রাবীর যে হাদীছগুলোতে ভুল হয়েছে সেগুলোর কিছু উদাহরণ ইমাম ইবনু আদী তার আল-কামিলে জমা করেছেন।

(খ) যে হাদীছগুলোকে হাদীছ শাস্ত্রের ইমামগণ ছহীহ বলবেন সেগুলো গ্রহণ করা হবে। যেমন আলবানী (রহঃ) অত্র রাবীর কিছু হাদীছকে তার সিলসিলা ছহীহাতে ছহীহ বলেছেন সেগুলো

---

৪৯৭. মুজামুছ ছাহাবা, দারুল বায়ান-কুয়েত, ২/৪৪।
৪৯৮. দিওয়ানুয যুয়াফা, রাবী নং ২৪৫৯।
৪৯৯. সিলসিলা ছহীহা হা/৯৯৯।
৫০০. সিলসিলা ছহীহা হা/১০১৮।

গ্রহণ করা হবে। আর আলবানী (রহঃ)-এর যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে ইমাম বুখারী অত্র রাবীর যে হাদীছগুলোকে ছহীহ বুখারীতে এনেছেন সেগুলো নিঃসন্দেহে ছহীহ বলে গ্রহণ করা হবে।

(গ) বাকী যে হাদীছগুলো থাকে সেগুলো সাবধানতা অবলম্বন হিসাবে পরিত্যাগ করা হবে। যতক্ষণ না হাদীছ শাস্ত্রের কোন পণ্ডিত হাদীছগুলোর বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করেন।

২য় অভিযোগের তাহক্বীক্ব :

শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর দ্বিতীয় অভিযোগটি ছিল অত্র হাদীছ বর্ণনায় রাবী ইমাম মালেকের সাথে দুই ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছে। হাদীছকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং ইমাম মালেক 'জান্নাত' শব্দ ব্যবহার করলেও এই রাবী তা করেনি। আমরা অত্র অভিযোগের কয়েকভাবে জবাব দিব।

(ক) রাবী যদি স্মৃতি শক্তি খারাপের কারণে ভুল করে থাকেন। তাহলে তার বর্ণনা হবে বিশৃঙ্খল। একেক সময় একেকভাবে বর্ণনা করবেন। রাবীর ছাত্রগণের বর্ণনা জমা করলে স্পষ্ট হয় রাবী কি হাদীছটি সঠিকভাবে মুখস্থ করেছেন না-কি, তার মুখস্থে সমস্যা ছিল। রাবীর ছাত্রগণ যদি তার থেকে বর্ণনায় একমত থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে রাবীর মুখস্থে কোন সমস্যা নাই বরং রাবী হাদীছটি এভাবেই শুনেছেন তাই সেভাবেই ছাত্রদের নিকট বর্ণনা করেছেন। যদি তার বর্ণনায় কোন ভুল হয় তাহলে মূলত অন্য কোন রাবী থেকে সেটি হয়েছে। আমরা আব্দুর রহমান বিন দীনার থেকে অত্র হাদীছ বর্ণনাকারী তিন জন ছাত্র পেয়েছি।

(১) ইমাম বুখারীর সূত্রে অত্র হাদীছ আব্দুর রহমান বিন দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন আবুন নাযরা।

(২) মুসনাদে বাযযারের সূত্রে অত্র হাদীছ আব্দুর রহমান বিন দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন হাসান বিন মূসা।[৫০১]

(৩) শু'আবুল ঈমানের সূত্রে অত্র হাদীছ আব্দুর রহমান বিন দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন আব্দুস সামাদ বিন নু'মান।[৫০২]

লক্ষণীয় হচ্ছে, তাদের সকলের বর্ণনায় হাদীছ মারফূ' হওয়া ও হাদীছের বাক্য গঠন সবদিক থেকে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং বলা যায় অত্র হাদীছ আব্দুর রহমান বিন দীনার এইভাবেই মুখস্থ করেছেন। যদি তিনি মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করতে ভুল করেন তাহলে মূলত অন্য কারো ভুল। যদিও মুহাদ্দিছগণের মূলনীতি অনুযায়ী সনদের দুর্বল রাবীকেই ভুলের জন্য দায়ী করা হয়।

(খ) ইমাম মালেক থেকে এই রিওয়াত ইবনু আব্দিল বার (রহঃ) বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি হাদীছটিকে মারফূ' বর্ণনা করেছেন।[৫০৩] যদিও মুহাক্কিক্বগণের মন্তব্য হচ্ছে এটা ইবনু আব্দিল বার

৫০১. মুসনাদে বাযযার হা/৮৯৭৯।
৫০২. শু'আবুল ঈমান হা/৪৬০৪।
৫০৩. মুসনাদে আহমাদ হা/৮৪১১ এর অধীনে শু'আবই আল-আরনাউত (রহঃ)-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

(রহঃ)-এর ত্রুটি। ইমাম মালেক এই হাদীছকে মাওকূফ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম দারাকুৎনীও সেটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৫০৪]

(গ) হাদীছটি ইমাম বুখারী তাঁর তারীখুল কাবীরে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৫০৫] যদিও তারীখুল কাবীরের সূত্রে হাদীছের শেষাংশ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের মাক্বছাদ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে আছে কি-না, তা প্রমাণ করা। যা আমরা পেরেছি ফালিল্লাহিল হামদ।

(ঘ) যদি আমরা মেনেই নিই হাদীছটি মূলত মাওকূফ। তাহলে বলব, অত্র হাদীছের ছহীহ মারফূ' শাহেদ রয়েছে।[৫০৬] বিলাল বিন হারিছ আল-মুযানী (রহঃ) থেকে। এই শাহেদকে আলবানী (রহঃ), ইমাম হাকিম, ইমাম তিরমিযী ছহীহ বলেছেন ।[৫০৭]

(ঙ) যদিও ইমাম মালেক হাদীছ শাস্ত্রের পাহাড় তবুও এই হাদীছের রাবী আব্দুর রহমান তার নিজ পিতা থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর স্বভাবতই পুত্র পিতার হাদীছ সর্ম্পকে বেশী অবগত হবে।

সারমর্ম : আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি স্বয়ং আলবানী (রহঃ) ছহীহ বুখারীর এই হাদীছকেই তাঁর ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীবে 'ছহীহ লিগইরিহি' বলেছেন।[৫০৮] মিশকাতেও তিনি এই হাদীছকে ছহীহ বলেছেন।[৫০৯] অতএব আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ছহীহ বুখারীর এই হাদীছকে ছহীহ বলার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সিদ্ধান্ত শতভাগ সঠিক। ওয়াল্লাহু আ'লামু মিন্না।

হাদীছ নং : ২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ مَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى فَلاَ أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ.

---

৫০৪. ইলালুদ দারাকুৎনী হা/১৫২৫।

৫০৫. তারীখুল কাবীর, দায়িরাতুল মা'আরিফ ৪/২৭৬।

৫০৬. মারফূ', মাওকূফ, শাহেদ এই জাতীয় পরিভাষাগুলোর পরিচয় জানতে দেখুন লেখক প্রণীত 'মুছত্বলাহুল হাদীছ শিক্ষায় মণি-মুক্তা উপহার'।

৫০৭. সিলসিলা ছহীহা হা/৮৮৮।

৫০৮. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৮৭৬।

৫০৯. মিশকাত হা/৪৮১৩।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, দেখি একদল মানুষ। আমি যখন তাদেরকে চিনতে পারলাম তখন আমার এবং তাদের মধ্যে থেকে একজন ব্যক্তি বের হল। সে বলল, এই দিকে আস! আমি বললাম, কোথায়? সে বলল, আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের দিকে। আমি বললাম, তাদের ত্রুটি কী? সে বলল, তারা আপনার মৃত্যুর পর পিছন দিকে ফিরে যায়। অতঃপর আরেক দল মানুষ বের হল। আমি যখন তাদেরকে চিনতে পারলাম তখন আমার এবং তাদের মধ্যে থেকে একজন ব্যক্তি বের হল। সে বলল, এই দিকে আস! আমি বললাম, কোথায়? সে বলল, আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের দিকে। আমি বললাম, তাদের ত্রুটি কী? সে বলল, তারা আপনার মৃত্যুর পর পিছন দিকে ফিরে যায়। অতঃপর আমি তাদেরকে দেখব রাখাল বিহীন উটের মত গুটিকয়েক মানুষ ব্যতীত কেউ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাচ্ছে না'।

এই হাদীছটিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) 'হাউযে কাউছার' বিষয়ক অধ্যায়ে এনেছেন।[৫১০] শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে তার সিলসিলা যঈফাহতে যঈফ বলেছেন।[৫১১]

যঈফ বলার কারণ :

আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে দু'টি কারণে যঈফ বলেছেন। (ক) হাদীছের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ ও তার পিতা দুর্বল রাবী। (খ) হাদীছের টেক্সটকে আলবানী (রহঃ) অন্য ছহীহ হাদীছগুলোর বিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন।

সনদ সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিশ্লেষণ :

মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ :

(১) ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈন (মৃ. ২৩৩ হিঃ) বলেন,

قال سمعت يحى بن معين يقول فليح بن سليمان ليس بثقة ولا ابنه

'ফুলায়হ বিন সুলায়মান এবং তার ছেলে উভয়ই মযবুত নয়'।[৫১২]

তাহক্বীক্ব : মিযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে আহমাদ বিন আবী খায়ছামাহ-এর রিওয়ায়েতে ইমাম ইবনু মাঈন থেকে নকল করা হয়েছে তিনি এই রাবীর বিষয়ে বলেন,

أحمد بن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة قد كتبت عنه

'রাবী মযবুত আমি তার থেকে হাদীছ লিখেছি'।[৫১৩]

উল্লেখ্য যে, তারীখ ইবনু আবী খায়ছামাহতে ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈন থেকে এই বর্ণনাটি এই রাবীর আলোচনায় আমরা পাইনি। তবে ইবনু আবী হাতিম তার আল-জারহু আত-তাদীল গ্রন্থে

৫১০. ছহীহ বুখারী হা/৬৫৮৭।
৫১১. সিলসিলা যঈফা হা/৬৯৪৫।
৫১২. আল-জারহু ওয়াত তাদীল, ইবনু আবী হাতিম, দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ওছমানিয়্যাহ, রাবী নং ২৬৯।
৫১৩. মীযানুল ই'তিদাল, রাবী নং ৮০৬৩।

এই মন্তব্যটি মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম আল-আসাদী নামক রাবীর আলোচনায় পেশ করেছেন।[৫১৪] কিন্তু আসাদীকে অনেক মুহাদ্দিছ মিথ্যুক বলেছেন এমনকি স্বয়ং ইমাম ইবনু মাঈনও মিথ্যুক বলেছেন।[৫১৫] সেই হিসাবে একই রাবীকে মিথ্যুক ও মযবুত বলা পরস্পর চরম বিরোধী মন্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, যা অসম্ভব। হয়তো এই জন্যই এই মন্তব্যটি ইমাম যাহাবী আমাদের আলোচিত রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লামু মিন্না।

(২) ইমাম আবু হাতিম (রহঃ) (মৃ. ২৭৭ হিঃ) তিনি ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈন (রহঃ)-এর উপরের মন্তব্য নকল করার পর বলেন,

كان يحيى بن معين يحمل على محمد ابن فليح بن سليمان فقلت لابي فما قولك فيه قال ما به بأس ليس بذاك القوى.

'ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈন মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হকে ক্রটিযুক্ত বলতেন। আমি আমার পিতা আবু হাতিমকে জিজ্ঞেস করলাম, তার বিষয়ে আপনার কী মন্তব্য? তিনি বললেন, তার মধ্যে কোন সমস্যা নাই, তবে সে অতটা মযবুত নয়'।[৫১৬]

ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈনের মন্তব্যের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হাতিমের অত্র মন্তব্যে বুঝা যায়, রাবী অতটা দুর্বল নয় বরং গ্রহণের কাছাকাছি।

(৩) ইমাম আবু যুরআ' আর-রাযী (রহঃ) বলেন,

قيل له فليح فحرك رأسه وقال واهي الحديث هو وابنه محمد ابن فليح جميعا واهيان.

'তাকে জিজ্ঞেস করা হল ফুলায়হ সর্ম্পকে, তিনি তার মাথা ঝুঁকালেন এবং বললেন, 'ওয়াহিল হাদীছ'। সে এবং তার ছেলে উভয়েই 'ওয়াহিল হাদীছ'।[৫১৭]

তাহক্বীক্ব : 'ওয়াহিল হাদীছ' শব্দটি সাধারণভাবে কঠিন দুর্বলতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হলেও ইমাম আবু যুরআ' (রহঃ) ২য় স্তরেরর দুর্বলতা বাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। তথা তার নিকটে 'ওয়াহিল হাদীছ' শব্দটি হালকা দুর্বলতার দিকে ইশারা করে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ড. সাদী হাশমী।[৫১৮]

(৪) ইমাম উকাঈলী (রহঃ) বলেন, لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ অর্থাৎ 'তার হাদীছের মুতাবাআত করা হয় না'।[৫১৯]

ব্যাখ্যা : ইমাম যাহাবী এই মত উল্লেখ করার পর বলেন,

---

৫১৪. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, আব্দুর রহমান বিন আবী হাতিম ৮/৫৯।
৫১৫. মাওসুয়া আক্বওয়ালি ইয়াহিয়া বিন মাঈন, বাশশার আওয়াদ, রাবী নং ৩৫৫৭।
৫১৬. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল, ইবনু আবী হাতিম, দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ওছমানিয়্যাহ, রাবী নং ২৬৯।
৫১৭. কিতাবুয যুয়াফা, আবু যুরআ' আর-রাযী, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ২/৪২৫।
৫১৮. আবু যুরআ' ওয়া জুহুদুহু ফিস সুন্নাহ আন নাবাবিয়্যাহ, ড. সাদী হাশেমী, পৃঃ ২৯৪।
৫১৯. আয যুয়াফাউল কাবীর, আবু জাফর উকাঈলী, রাবী নং ১৬৮২।

كثير مِن الثِّقات قد تفردوا فيصحّ أن يقال فيهم لا يُتابَعُون عَلَى بعض حديثهم.

অর্থাৎ 'অনেক মযবুত রাবীই এককভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাই তাদের ক্ষেত্রে বলা উচিত যে, তাদের কিছু হাদীছের মুতাবাআত করা হয় না'।[৫২০] ইমাম যাহাবী এখানে ইমাম উকাঈলীর মন্তব্যের সার্থকতা বুঝাতে এবং যাঁরা রাবীকে সরাসরি দুর্বল বলেছেন তাদের মন্তব্যের সংশোধনী স্বরূপ মন্তব্যটি করেছেন।

রাবী যখন তার উস্তায থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করেন যা তার অন্য সহপাঠীরা সেই উস্তায থেকে বর্ণনা করেননি, তখন সেই রাবীর ক্ষেত্রে বলা হয় 'তার হাদীছের মুতাবাআত করা হয় না'। কিন্তু অনেক সময় অনেক মযবুত রাবীর প্রায় হাদীছেই মুতাবাআত আছে। কিন্তু কিছু হাদীছ সে এমন বর্ণনা করেছে যা তার অন্য কোন সহপাঠী বর্ণনা করেনি, তখন তাকে মযবুতদের কাতার থেকে বের করে দেয়া উচিত নয় বরং তাকে গ্রহণীয় পর্যায়ে রেখে বলতে হবে, তার কিছু হাদীছ এমন রয়েছে যার মুতাবাআত করা হয় না; হাদীছগুলোর ক্ষেত্রে সে একক|

(৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) তার আত-তারীখুল কাবীরে মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ সর্ম্পকে চুপ থেকেছেন।[৫২১]

(৬) ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ) মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হকে তার কিতাবুছ ছিক্বাত এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫২২] তথা রাবী তার নিকট মযবুত।

(৭) ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেন, রাবী মযবুত।[৫২৩]

(৮) ইমাম যাহাবী (রহঃ) তাকে মযবুত বলেছেন।[৫২৪]

(৯) ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, صدوق يهم 'সত্যবাদী কিন্তু ভুল করে'।[৫২৫]

সারমর্ম : ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈনের মন্তব্যের যে ব্যাখ্যা ইমাম আবু হাতিম দিয়েছেন এবং ইমাম উকাঈলীর মন্তব্যের যে ব্যাখ্যা ইমাম যাহাবী দিয়েছেন তা সামনে রাখলে বুঝা যায়, রাবীর ন্যায়পরায়ণতা জনিত কোন সমস্যা নাই। রাবী সত্যবাদী, কিন্তু হাদীছ বর্ণনায় হালকা ভুল করে। তাইতো হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, সত্যবাদী কিন্তু ভুল করে।

ফুলায়হ বিন সুলায়মান :

ইনি উপরে আলোচিত রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ-এর পিতা।

(১) আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক (রহঃ) তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন।[৫২৬]

---

৫২০. তারীখুল ইসলাম, ইমাম যাহাবী, দারুল কিতাব, বৈরূত ১৩/৩৭৭।
৫২১. আত-তারীখুল কাবীর, ইমাম বুখারী, রাবী নং ৬৫৭।
৫২২. কিতাবুছ ছিক্বাত, দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ওছমানিয়্যাহ, রাবী নং ১০২৮২।
৫২৩. সুয়ালাত আল-হাকিম লিদ দারাকুৎনী, রাবী নং ৪৬৫।
৫২৪. দিওয়ানুয যুয়াফা, ইমাম যাহাবী, রাবী নং ৩৯৩২; মান তুকুল্লিমা ফীহি, রাবী নং ৩১২।
৫২৫. তাকরীবুত তাহযীব, আসক্বালানী, রাবী নং ৬২২৮।

(২) ইয়াহিয়া বিন মাঈন (রহঃ) (মৃ. ২৩৩ হিঃ) বলেন, ضعيف الحديث 'যঈফুল হাদীছ' তথা দুর্বল।[৫২৭]

তাহক্বীক্ব : ইমাম উকাঈলী তার 'আয-যুয়াফাউল কাবীর' গ্রন্থে ইয়াহিয়া বিন মাঈন থেকে আরো কয়েকটি মত নকল করেছেন, যার সবগুলোতেই ইয়াহিয়া বিন মাঈন এই রাবীকে দুর্বল বলেছেন।[৫২৮] কিন্তু ইমাম ইবনু শাহীন তার 'তারীখ আসমাউস সিকাত' বইয়ে ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈন থেকে নকল করেন ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈন ফুলায়হকে ছিক্বাহ বা মযবুত বলেছেন।[৫২৯] যদিও এই ফুলায়হ দ্বারা কে উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট নয়। তবে ইমাম আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি ইয়াহিয়া বিন মাঈন থেকে আরো একটি মন্তব্য নকল করেছেন, যা রাবীর অবস্থাকে স্পষ্ট করে দেয়। ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈন বলেন, فليح صالح وليس حديثه بذاك الجائز 'ফুলায়হ সৎ। কিন্তু তার হাদীছ অতটা গ্রহণযোগ্য নয়।[৫৩০]

উল্লেখ্য যে, কিছু বইয়ে এই বাক্যের আরবী ইবারাতে ভুল রয়েছে। শেষ শব্দটি জাবির লেখা আছে, কিন্তু সঠিক হচ্ছে জায়িয।

(৩) আলী বিন মাদিনী (রহঃ) (মৃ. ২৩৪ হিঃ) বলেন, كَانَ فليح وَأَخُوهُ عبد الحميد ضعيفين 'ফুলায়হ এবং তার ভাই আব্দুল হামিদ উভয়ই দুর্বল'।[৫৩১]

(৪) ইমাম যাকারিয়া আস-সাজী (রহঃ) (মৃ. ২৩৪ হিঃ) বলেন, يَهِمُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ 'সে ভুল করত, যদিও সে সত্যবাদী'।[৫৩২]

(৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) (মৃ. ২৫৬ হিঃ) তার তারীখুল কাবীরে ফুলায়হ বিন সুলায়মান বিষয়ে চুপ থেকেছেন।[৫৩৩]

(৬) ইমাম মুসলিম ফুলায়হের বর্ণিত হাদীছকে গ্রহণ করেছেন।[৫৩৪] তথা ফুলায়হ শুধু ইমাম বুখারীর নিকট নির্ভরযোগ্য তা নয় বরং ইমাম মুসলিমের নিকটেও নির্ভরযোগ্য।

---

৫২৬. তাহযীবুল কামাল, ইমাম মিযযী ২৩/৩১৯।

৫২৭. সুয়ালাত ইবনুল জুনাইদ, ইয়াহিয়া বিন মাঈন, মাকতাবাতুদ দার, রাবী নং ৮১৭, পৃঃ ৪৭৩; তারীখ ইয়াহিয়া বিন মাঈন ১/৬৯।

৫২৮. আয-যুয়াফাউল কাবীর, ইমাম উকাঈলী, রাবী নং ১৫২২।

৫২৯. তারীখ আসমাউস সিকাত, ইবনু শাহীন, আদ-দার আস-সালাফিয়্যাহ, রাবী নং ১১৪২।

৫৩০. আত-তাদীল ওয়াত তাজরীহ, আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী, দারুল লিওয়া, রিয়াদ, ৩/১০৫৪, রাবী নং ১২৩৪।

৫৩১. সুয়ালাত ইবনু আবী শায়বা, আলী বিন মাদিনী, রাবী নং ১৩৭।

৫৩২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী।

৫৩৩. আত-তারীখুল কাবীর, রাবী নং ৬০১।

৫৩৪. ছহীহ মুসলিম হা/২৩৮২, ২৭৭০, ২৪০, ৮৩৯।

(৭) আবু যুরআ' আর-রাযী (রহঃ) (মৃ. ২৬৪ হিঃ) বলেন, فليح بن سليمان ضعيف الحديث 'ফুলায়হ বিন সুলায়মান 'যঈফুল হাদীছ' বা দুর্বল'।[৫৩৫]

(৮) ইমাম আবু হাতিম (রহঃ) (মৃ. ২৭৭ হিঃ) বলেন, 'সে মযবুত নয়'।[৫৩৬]

(৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) (মৃ. ২৭৯ হিঃ) ফুলায়হ বিন সুলায়মানের হাদীছকে তার ইলালে হাসান বলেছেন।[৫৩৭]

(১০) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) (মৃ. ৩০৩ হিঃ) বলেন, 'সে মযবুত নয়'।[৫৩৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাসাঈ, আবু যুরআ', আবু হাতিম ও আলী বিন মাদিনী (রাঃ) এই রাবীর বিষয়ে যে দুর্বলতা বাচক শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, সেগুলো হচ্ছে লাইসা বিল কাবি, যঈফুল হাদীছ, যঈফ। এই শব্দগুলো ১ম স্তর ও ২য় স্তরের দুর্বলতা বাচক শব্দ।[৫৩৯] যা হালকা দুর্বলতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(১১) ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ) (মৃ. ৩৫৪ হিঃ) ফুলায়হ বিন সুলায়মানকে তার 'কিতাবুছ ছিক্বাত'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫৪০] তথা তার নিকটে রাবী মযবুত।

(১২) ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেন, لَا بَأْسَ بِهِ 'তার মধ্যে কোন সমস্যা নাই'।[৫৪১] অন্যত্র তিনি ছিক্বাহ বা মযবুত বলেছেন।[৫৪২]

(১৩) ইমাম ইবনু আদী (রহঃ) (মৃ. ৩৬৫ হিঃ) ফুলায়হ সর্ম্পকে দুর্বলতা নির্দেশক মন্তব্যগুলো বর্ণনা করার পর তার আল-কামিল গ্রন্থে বলেন,

ولفليح أحاديث صالحة يرويها يروي عن نافع عنِ ابن عُمَر نسخة ويروي عن هلال بن علي عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عمرة عَن أَبِي هريرة أحاديث ويروي عن سائر الشيوخ من أهل المدينة مثل أَبِي النضر وغيره أحاديث مستقيمة وغرائب وقد اعتمده البُخارِيّ فِي صحيحه وَهو عندي لا بأس به.

'ফুলায়হ-এর অনেক সঠিক হাদীছ রয়েছে, যা সে নাফে' থেকে ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন এবং হেলাল বিন আলী থেকে সে আব্দুর রহমান থেকে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর

৫৩৫. যুয়াফা, আবু যুরআ', মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ২/৩৬৭।
৫৩৬. আল-জারহু ওয়াত তাদীল, ইবনু আবী হাতিম ৭/৮৫, রাবী নং ৪৭৯।
৫৩৭. আল-ইলালুল কাবীর, ইমাম তিরমিযী, মাকতাবাতুন নাহযা, বৈরূত, পৃঃ ৩৬, হা/২৫।
৫৩৮. আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরুকীন, নাসাঈ, রাবী নং ৪৮৬।
৫৩৯. যওয়াবেতুল জারহি ওয়াত তাদিল, ড. আব্দুল আযীয, পৃঃ ২২৫।
৫৪০. কিতাবুছ ছিক্বাত, দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ওছমানিয়্যাহ, রাবী নং ১০৮৮২।
৫৪১. তারীখুল ইসলাম, ইমাম যাহাবী, দারুল কিতাব, বৈরূত ১০/৩৯৯; মীযানুল ই'তিদাল ৩/৩৬৬।
৫৪২. আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরুকনীন, ইমাম দারাকুৎনী, রাবী নং ৩৪৮।

সূত্রে বর্ণনা করেন। আরো অনেক সঠিক হাদীছ সে মদীনার শায়খগণের নিকট থেকে বর্ণনা করে। যেমন, আবুন-নাযর থেকে। তবে তার এমন অনেক হাদীছ আছে, যা সে ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করে না এবং ইমাম বুখারী তাকে ছহীহ বুখারীর জন্য নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। আর তার বিষয়ে আমার মন্তব্য হচ্ছে 'তার মধ্যে কোন সমস্যা নাই'।[৫৪৩]

(১৪) ইমাম হাকিম বলেন, اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره 'ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর তার বিষয়ে একমত হওয়া তার বিষয়টিকে মযবুত করে'।[৫৪৪]

(১৫) ইমাম যাহাবী বলেন, الحَافِظُ أَحَدُ أَئِمَّةِ الأَثَرِ 'হাফিয এবং হাদীছের একজন বড় আলেম'।[৫৪৫]

ইমাম যাহাবী আরো বলেন, كان ثقة مشهوداً كثير العلم لينه ابن معين 'তিনি মযবুত ও অনেক জ্ঞানের অধিকারী। তাকে ইবনু মাঈন হালকা দুর্বল বলেছেন'।[৫৪৬] তিনি আরো বলেন, وكان صادقا عالما صاحب حديث وما هو بالمتين 'তিনি সত্যবাদী ছিলেন এবং হাদীছের বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন। তবে তিনি স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে মযবুত নন'।[৫৪৭]

তিনি আরো বলেন,

وَلَيْسَ فُلَيْحٌ فِي الْإِتْقَانِ كَمَالِكٍ وَلَا هُوَ فِي اللِّينِ كَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى.

'ফুলায়হ মযবুত হওয়ার দিক দিয়ে ইমাম মালেকের মত নয় এবং দুর্বল হওয়ার দিক দিয়ে ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহিয়ার মত নয়'।[৫৪৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম মালেকের বিষয়ে একটি বক্তব্যই যথেষ্ট তিনি হিফযের পাহাড়। ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহিয়াকে মুহাদ্দিছগণ মাতরূক বা পরিত্যক্ত বলেছেন।[৫৪৯] যা চতুর্থ স্তরের দুর্বলতা বাচক শব্দ, যা কঠিন দুর্বলতা নির্দেশ করে। অতএব ইমাম যাহাবীর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট ফুলায়হের দুর্বলতা হালকা দুর্বলতা।

ইমাম যাহাবী আরো বলেন,

حَدِيثُهُ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الصَّحِيحِ وَأَشْرَاطِهِ.

---

৫৪৩. আল-কামিল ফী যুয়াফাইর রিজাল, ইবনু আদী ৭/১৪৪, রাবী নং ১৫৭৫।
৫৪৪. তাহযীবুত তাহযীব, আসকালানী ৮/৩০৪।
৫৪৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী।
৫৪৬. আল-ইবারু ফী খাবারি মান গবার, ইমাম যাহাবী, দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাহ ১/১৯৬।
৫৪৭. তাযকিরাতুল হুফফায, ইমাম যাহাবী ১/১৬৪।
৫৪৮. আল-মুজামুল মুখতাস, ইমাম যাহাবী, মাকতাবাতুস সিদ্দীক, তায়েফ, পৃঃ ৮, অধ্যায় : হারফুল আলিফ।
৫৪৯. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৪১।

'ফুলায়হের হাদীছ ছহীহের ২য় পর্যায়ের হাদীছ'।[৫৫০]

তিনি আরো বলেন, كَانَ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ অর্থাৎ 'তিনি নিজ যুগের অনেক বড় আলেম ছিলেন'। তিনি আরো বলেন, وَغَيْرُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ 'অন্যরা তার চেয়ে মযবুত'।[৫৫১]

এই মন্তব্যটি ১ম স্তরের দুর্বলতা বাচক শব্দ। যা অত্যন্ত হালকা দুর্বলতা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়।[৫৫২]

(১৬) হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, صدوق كثير الخطأ 'সত্যবাদী কিন্তু অত্যধিক ভুলকারী'।[৫৫৩]

তাহক্বীক্ব : মদীনার বিখ্যাত মুহাদ্দিছ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় উস্তায মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী (হাফিঃ) আমাদের দারসে বলেন, এই রাবীর উপর হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানীর এই মন্তব্য গবেষণার মুখাপেক্ষী। তার ধারণা এই রাবী অত্যধিক নয় বরং অল্প ভুল করে।[৫৫৪]

(১৭) ইমাম আলবানী (রহঃ) বলেন,

فليح بن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه.

'ফুলায়হ বিন সুলায়মান তার ভিতরে স্মৃতিশক্তিগত দুর্বলতা রয়েছে'।[৫৫৫] অন্যত্র তিনি বলেছেন,

فهو ثقة ولكنه كثير الخطأ.

'সে মযবুত কিন্তু অত্যধিক ভুল করে'।[৫৫৬] তিনি আরো বলেন,

فلا ضير على أصل حديثه ما دام أنه لم يتفرد به.

'মূল হাদীছের উপর কোন প্রভাব পড়বে না যতক্ষণ না সে একাই হাদীছটি বর্ণনা করছে'।[৫৫৭]

আলবানী (রহঃ)-এর মন্তব্যগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাবীর দুর্বলতা স্মৃতিশক্তি জনিত। আর তার হাদীছ তখনি গ্রহণ করা হবে না, যখন সে হাদীছটি বর্ণনায় একা হবে তথা তার কোন মুতাবাআত বা শাওয়াহেদ থাকবে না।

---

৫৫০. আল-মুজামুল মুখতাস, ইমাম যাহাবী, মাকতাবাতুস সিদ্দীক, তায়েফ, পৃঃ ৮, অধ্যায় : হারফুল আলিফ।
৫৫১. তারীখুল ইসলাম, ইমাম যাহাবী, দারুল কিতাব, বৈরূত ১০/৩৯৭, রাবী নং ৩২২।
৫৫২. যওয়াবেতুল জারহি ওয়াত তাদীল, ড. আব্দুল আযীয, পৃঃ ২২৫।
৫৫৩. তাক্বরীবুত তাহযীব, আসক্বালানী, রাবী নং ৫৪৪৩।
৫৫৪. মুযাক্কিরা সুনানি আবীদাউদ, মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী, খিদমাতুত তুলিব, পৃঃ ১৩।
৫৫৫. ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ২/১৬, হা/৩০৯।
৫৫৬. ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৬/৩৩৩।
৫৫৭. সিলসিলা ছহীহা হা/৪৭৮।

সারমর্ম : ইমাম ইবনু আদীর মন্তব্যকে সামনে রাখলে রাবীর অবস্থা স্পষ্ট হয়। রাবীর ন্যায়পরায়ণতা জনিত কোন ত্রুটি নাই। রাবী সত্যবাদী ও সৎ কিন্তু সে কিছু হাদীছ বর্ণনায় ভুল করেছে। যার কারণে অনেকেই তাকে দুর্বল বলেছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কৈফিয়ত :

(ক) আমরা আগেই জেনেছি ছহীহ বুখারীর দুর্বল রাবীগণ কেউই ন্যায়পরায়ণতা জনিত কারণে ত্রুটিযুক্ত নয়। পাপাচার, মিথ্যাচার এই জাতীয় কোন কারণে দুর্বল নয়। বরং স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে দুর্বল এবং হালকা দুর্বল। আমাদের আলোচ্য অত্র দুইজন রাবীও সত্যবাদী ও সৎ। তাদের মাঝে কঠিন কোন সমস্যা নাই। যা একেকটু আছে তা স্মৃতিশক্তি জনিত, তবুও হালকা।

(খ) আমরা জেনেছি ইমাম বুখারী (রহঃ) যদি হালকা দুর্বল হাদীছ নিয়ে আসেন তাহলে শাওয়াহেদের ক্ষেত্রে নিয়ে আসেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) মূলত এই হাদীছটিকে শাওয়াহেদ হিসাবে নিয়ে এসেছেন। কেননা এই হাদীছের আগে সমার্থবোধক প্রায় ৪টি হাদীছ উল্লেখ করার পর তিনি এই হাদীছটি এনেছেন। সুতরাং শাহেদ হিসাবে এই হাদীছ অবশ্যই গ্রহণীয়।

(গ) ইমাম বুখারীর অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে তিনি দুর্বল রাবীদের হাদীছের মধ্যে থেকে বাছাই করে ছহীহ হাদীছ গ্রহণ করেন। কেননা হালকা দুর্বল রাবীগণ প্রত্যেক হাদীছ বর্ণনায় ভুল করেন বিষয়টি এমন নয়। বরং কিছু হাদীছ তারাও সঠিকভাবে বর্ণনা করেন। যেমনটি ফুলায়হ বিষয়ে ইমাম ইবুন আদী-এর মন্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে। ইমাম বুখারী হালকা দুর্বলগণের বর্ণিত সকল হাদীছকে তাদের সহপাঠী ও সমকালীন রাবীদের বর্ণিত হাদীছের সাথে মিলিয়ে এবং পুরো হাদীছ শাস্ত্রের সাথে আনুপাতিক পর্যবেক্ষণ করত বাছাইকৃত কিছু হাদীছকে ছহীহ বলেছেন। আর এটাই একজন সত্যিকার বিচক্ষণ মুহাদ্দিছের পরিচয়। আর সকলের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র ইমাম আহমাদ, বুখারী (রহঃ)-এর মত হাফেযে হাদীছগণের পক্ষেই সম্ভব।

এই জন্য বিখ্যাত মুহাদ্দিছ মুক্ববিল বিন হাদী (রহঃ) ফুলায়হ বিন সুলায়মানের বর্ণিত হাদীছ বিষয়ে বলেন,

وفليح بن سليمان حديثه في الصحيحين" مقبول لتحري صاحبي الصحيح.

'ফুলায়হ বিন সুলায়মানের বর্ণিত ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের হাদীছ গ্রহণীয়। কেননা ইমাম মুসলিম ও ইমাম বুখারী দুর্বলদের হাদীছ বাছাই করত গ্রহণ করেন'।[৫৫৮]

তেমনি মানহাজুল ইমাম বুখারী গ্রন্থের লেখক আবুবকর কাফী বলেন, أن الإمام البخاري يروي عن الضعفاء الذين لم يصلوا إلى حد الترك ولكن لا يروي لهم إلا ما صح من حديثهم 'ইমাম বুখারী ঐ সমস্ত দুর্বল রাবীর হাদীছ গ্রহণ করেন, যাদের দুর্বলতা এত কঠিন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে

---

৫৫৮. আহাদিছ মুইল্লাহ, মুক্ববিল বিন হাদী ১/৪৩৫, হা/৪৬৬।

তাদেরকে পরিত্যাগ করা হবে এবং এই হালকা দুর্বল রাবীদের শুধু ঐ হাদীছগুলো গ্রহণ করেন যা ছহীহ'।[৫৫৯]

তার এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় ইমাম বুখারী হালকা দুর্বল রাবীগণের হাদীছ যাচাই-বাছাই করত গ্রহণ করেন।

এই রাবীর বিষয়ে ইমাম বুখারীর সূক্ষ্মতা ও সতর্কতা :

(ক) উপরে আলোচিত দুইজন রাবী থেকে ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত সকল হাদীছকে সামনে রাখলে আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় যে, ইমাম বুখারী উক্ত দুই রাবীর হাদীছ গ্রহণে তাদের শায়খগণের দিকে বিশেষভাবে খিয়াল করেছেন। এই দুই রাবীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু শায়খ থেকে বর্ণিত হাদীছই শুধু গ্রহণ করেছেন। যেমন মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ থেকে তিনি প্রায় ১৬টি হাদীছ নিয়ে এসেছেন, যার ১৪টি হাদীছই মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছে। বাকী দু'টি হাদীছ মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ মূসা বিন উক্বা থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ধারণা করা যায় ইমাম বুখারীর নিকটে হয়তো স্পষ্ট হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ তার পিতা থেকে বর্ণনা করলে ভুল কম করে থাকে। হয়তো সে তার পিতার হাদীছগুলো ভালভাবে মুখস্থ করেছিল। আর এটাই স্বাভাবিক যে সন্তান পিতার বিষয়ে ভাল অবগত থাকবে।

অন্যদিকে ফুলায়হ থেকে ত্রিশ-এর অধিক হাদীছ ছহীহ বুখারীতে নিয়ে এসেছেন। যার সবগুলো হাদীছই ফুলায়হ তার মদীনার অধিবাসী শায়খ থেকে বর্ণনা করেছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ হাদীছ হিলাল বিন আলী থেকে বর্ণনা করেছে এবং তার থেকে তার সন্তান মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ বর্ণনা করেছে। সুতরাং ধারণা করা যায় ইমাম বুখারী বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ফুলায়হ যদি মদীনাবাসীর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করে তাহলে তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে, অন্যথা নয়। আর ইমাম বুখারীর এই সিদ্ধান্তটি সত্যিই তার সূক্ষ্মতার পরিচয়ক।

কেননা ইমাম যাহাবী বলেন, قُلْتُ لَمْ يَرحَلْ فِي الحَدِيْثِ 'ফুলায়হ হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য সফর করেনি'।[৫৬০]

তথা সে নিজ শহর মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য সফর করেনি। ফলত মদীনার শায়খগণের হাদীছ তার ভালভাবে মুখস্থ হলেও মদীনা ছাড়া অন্য শহরের মুহাদ্দিছগণের হাদীছ ভালভাবে মুখস্থ করার সুযোগ পায়নি। কেননা শুধু হজ্জের মওসুমে যখন বিভিন্ন শহর থেকে মুহাদ্দিছগণ মদীনায় বা মক্কায় এসেছেন তখন ছাড়া তাদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করার আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নাই। সুতরাং মদীনা ছাড়া অন্য শহরের মুহাদ্দিছগণ থেকে হাদীছ বর্ণনায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

(খ) এই হাদীছের সনদের সকল রাবী মাদানী বা মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী।[৫৬১] আর একই শহরের অধিবাসীদের পরস্পর থেকে বর্ণিত হাদীছ অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

---

৫৫৯. মানহাজুল ইমাম আল-বুখারী, আবুবকর কাফী, পৃঃ ১১৪।
৫৬০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী ৭/৪৭, রাবী নং ১১১৩।

সারমর্ম : মুহাম্মাদ বিন ফুলায়হ যদি তার পিতা থেকে হাদীছ বর্ণনা করে তাহলে তার হাদীছে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আর ফুলায়হ যদি মদীনাবাসী থেকে হাদীছ বর্ণনা করে তাহলে তার হাদীছে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী ঢালাওভাবে যঈফ রাবীর সকল হাদীছ গ্রহণ করেননি, যেমনটি এই দুই রাবীর ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল। বরং যাচাই-বাছাই করত গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তার সিদ্ধান্ত অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী সূক্ষ্ম ও বেশী অগ্রগণ্য। ওয়াল্লাহু আ'লামু মিন্না।

হাদীছের টেক্সট নিয়ে অভিযোগের বিশ্লেষণ :

আলবানী (রহঃ) হাদীছের সনদের পাশাপাশি মতন নিয়েও অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তিনি এই হাদীছকে এই বিষয়ে বর্ণিত অন্যান্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী মনে করেছেন। বিশেষ করে দু'টি ক্ষেত্রে ঃ

১ম অভিযোগ : এই হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ঘুমের মধ্যে দেখেছেন মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি একটি স্বপ্ন। কিন্তু অন্য হাদীছে হাউযে কাউছারে এরূপ ঘটবে মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে; স্বপ্ন হিসাবে নয়।

জবাব : হাদীছের গ্রন্থগুলো সম্পর্কে অত্যন্ত যরূরী একটি জ্ঞাতব্য হচ্ছে, আগের যুগে আজকের মত বই প্রকাশনা ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না; ছাত্ররা মুহাদ্দিছগণের কিতাবকে দিনের পর দিন বসে থেকে নিজে লিখে নিতেন বা কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। এভাবেই ছাত্র-শিক্ষক পরম্পরায় কপি হতে থেকেছে। তন্মধ্যে কিছু কপি প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, যেগুলো বর্তমান যুগে প্রকাশনা ব্যবস্থা আসার আগ পর্যন্ত বাকী থাকে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, প্রত্যেকটি কপির সাথে অন্য কপির কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে ঃ (ক) কপিকারক অসচেতনতাবশতঃ ভুল কপি করেছেন। (খ) মুহাদ্দিছগণ একটা বই লিখার পর থেকে দারস দেয়া শুরু করতেন এবং সংস্কার করতে থাকতেন। যে ছাত্র প্রথম বছর পড়া শেষ করে বইটি কপি করে নিয়ে গেছেন, তার কপির মাঝে আর যে ছাত্র মুহাদ্দিছের মৃত্যুর আগের বছর পড়েছেন এবং কপি করেছেন, তার কপির মাঝে অবশ্যই পার্থক্য হবে। মূলতঃ এদু'টি কারণে কপিগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। ঠিক অনুরূপ কাহিনী ঘটেছে আমাদের আলোচিত হাদীছটির ক্ষেত্রেও। এই হাদীছটি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখার কথাটি কিছু কপিতে উল্লেখ আছে, কিন্তু বিখ্যাত ইমাম কুশমিহানীর কপিতে হাউযে কাউছারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার কথা আছে। ঘটনা হচ্ছে, আরবী শব্দ 'নায়েম' অর্থ: ঘুমন্ত এবং 'ক্বায়েম' অর্থ: দণ্ডায়মান। ক্বায়েমের ক্বাফ-এর দুই নুক্বতা বা ফোটা পরিবর্তন হয়ে ভুলক্রমে একটি ফোটা বা নুক্বতায় পরিণত হয়ে তা 'নায়েম' হয়ে যায়। যার অর্থ: ঘুমন্ত। এই ছোট্ট একটি নুক্বতা বা ফোটার পরিবর্তনের কারণে বিভ্রান্তিটি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং হাদীছের আসল ইবারাত অনুযায়ী ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের কথা নয়; বরং হাউযে কাউছারের পাশে রাসূল (ছাঃ)-এর দাঁড়িয়ে থাকার কথা এসেছে। যদি স্বপ্নের কথাও মেনে নেয়া হয়, তাহলে আমরা বলব, ভবিষ্যতে যেটা ঘটবে রাসূল (ছাঃ) স্বপ্নে সেটা দেখেছেন।

৫৬১. উমদাতুল ক্বারী, ইমাম আঈনী, ইহইয়াউত তুরাছ, বৈরূত ২৩/১৪২।

২য় অভিযোগ : অন্যান্য হাদীছে হাউযে কাউছারের পানি থেকে বঞ্চিত দলের কথা শুধুমাত্র একবার বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এই হাদীছে দুইবার দুই দল মানুষের কথা বলা হয়েছে।

জবাব : হতে পারে ইমাম বুখারী এই দুইবার দুই দলের কথা দেখানোর জন্যই হাদীছটি নিয়ে এসেছেন। কেননা যে ছহীহ হাদীছগুলোকে ইমাম আলবানী (রহঃ) এই হাদীছের বিরোধী বলেছেন, সে হাদীছগুলো স্বয়ং বুখারী (রহঃ) এই অধ্যায়েই নিয়ে এসেছেন। তন্মধ্যে ৪টি হাদীছ এই হাদীছের আগে উল্লেখ করেছেন। যেগুলোতে হাউযে কাউছারের এই ঘটনা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাহলে একই অর্থবোধক এই রকম একটি বিতর্কিত হাদীছকে আনার অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ছিল। কেননা ইমাম বুখারীর পুরো বইটিই ফিক্বহী সূক্ষ্মতায় ভর্তি। যা বারবার পড়ার মাধ্যমে বুঝে নিতে হয়। তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। আমাদের ধারণা, ইমাম বুখারী হাদীছের শেষ বাক্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে হাদীছটি এনেছেন। শেষ বাক্যে রাসূল (ছাঃ) গুটিকয়েক মানুষের জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাওয়ার কথা বলেছেন। এই কথাটি তিনি ১ম দলের ক্ষেত্রে বলেননি। এই বাক্যকে সামনে রেখে ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন,

وَهَذَا يشعر بِأَنَّهُم صنفان: كفار وعصاة.

'এই শেষ বাক্য থেকে অনুধাবন করা যায়, হাউযে কাউছারের পানি থেকে বঞ্চিতরা দুই দল হবে। একদল কাফের এবং একদল নাফরমান বা ফাসিক্ব মুসলিম'।[৫৬২] সুতরাং অসম্ভব নয় যে, ইমাম বুখারী এই সূক্ষ্ম ফায়েদার দিকে ইশারা করার জন্য অত্র হাদীছটি এনেছেন।

৩য় অভিযোগ : এই হাদীছে যার সাথে রাসূল (ছাঃ) কথোপকথন করেছেন, তাকে হাদীছে একজন ব্যক্তি বলা হয়েছে। অথচ হাউযে কাউছার সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীছে তাকে ফেরেশতা বলা হয়েছে।

জবাব : ফেরেশতাগণ সাধারণত দুনিয়াতে পুরুষের আকৃতিতেই এসেছেন। হয়তো আখেরাতেও তারা পুরুষের আকৃতিতেই আসবেন। এই হাদীছে পুরুষ দ্বারা কোন মানুষ উদ্দেশ্য নয় বা ফেরেশতাকে পুরুষ লিঙ্গ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং হয়তো ফেরেশতা মানুষের রূপে থাকবেন তাই মানুষ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। মহান আল্লাহই অধিক অবগত।

সারমর্ম : হাদীছটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হাদীছ নং : ৩

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللُّخَيْفُ.

---

৫৬২. উমদাতুল ক্বারী, ইমাম আইনী, ইহইয়াউত তুরাছ, বৈরূত ২৩/১৪২।

সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের আঙ্গিনায় রাসূল (ছাঃ)-এর একটি ঘোড়া ছিল, যাকে 'লুহাইফ' বলে ডাকা হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, কেউ কেউ বলেছেন 'লুখাইফ'।

উক্ত হাদীছটিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) 'ঘোড়ার নামকরণ করা জায়েয' অধ্যায়ে পেশ করেছেন।[৫৬৩] শায়খ আলবানী (রহঃ) তার সিলসিলা যঈফাহ-তে হাদীছটিকে দুর্বল বলেছেন।[৫৬৪]

যঈফ বলার কারণ : অত্র হাদীছের রাবী উবাই ইবনে আব্বাস যঈফ বা দুর্বল রাবী।

উবাই ইবনে আব্বাসের বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য :

(১) ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (মৃ. ২৩৩ হিঃ) বলেছেন, দুর্বল রাবী।[৫৬৫]

(২) ইমাম আহমাদ (মৃ. ২৪১ হিঃ) বলেছেন, মুনকারুল হাদীছ।[৫৬৬]

ব্যাখ্যা : এই রাবীর ব্যাপারে যতগুলো দুর্বলতা জ্ঞাপক বাক্য বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই প্রায় ১ম স্তরের দুর্বলতা জ্ঞাপক শব্দ। শুধুমাত্র ইমাম আহমাদের এই শব্দটিই কঠিন দুর্বলতা জ্ঞাপক শব্দ। কিন্তু শব্দটি স্বাভাবিকভাবে কঠিন দুর্বলতা বুঝালেও ইমাম আহমাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ইমাম আহমাদ মুনকারুল হাদীছ শব্দটি দ্বারা কী বুঝিয়ে থাকেন এ বিষয়ে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

هَذِه اللَّفْظَة يطلقهَا أَحْمد على من يغرب على أقرانه بِالْحَدِيثِ.

এই শব্দটি ইমাম আহমাদ তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যারা এমন হাদীছ বর্ণনা করেন, যা তাদের সহপাঠীরা বর্ণনা করেন না।[৫৬৭] সুতরাং ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর এই মন্তব্যটি তার পরিভাষার সাথে খাছ। তিনি কঠিন দুর্বলতার জন্য নয়; বরং রাবী যখন এমন হাদীছ বর্ণনা করেন, যা তার সহপাঠীরা করেন না। অর্থাৎ কিছু হাদীছ বর্ণনায় তিনি একক হন, তখন তিনি তাকে মুনকারুল হাদীছ বলেন।

(৩) ইমাম নাসাঈ (মৃ. ৩০৩ হিঃ) বলেন, রাবী মযবুত নন।[৫৬৮]

(৪) আবু জা'ফর আল-উকাঈলী (মৃ. ৩২২ হিঃ) বলেন,

لَهُ أَحَادِيث لَا يُتَابع شَيْء مِنْهَا.

তার কিছু হাদীছ এমন রয়েছে, যেগুলোর মুতাবা'আত করা হয় না।[৫৬৯] অর্থাৎ তিনি একাই বর্ণনা করেছেন।

---

৫৬৩. ছহীহ বুখারী হা/২৮৫৫।
৫৬৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২২৬।
৫৬৫. আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন, ইবনুল জাওযী, রাবী নং ১৪৫।
৫৬৬. আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন, ইবনুল জাওযী, রাবী নং ১৪৫; তাহযীবুল কামাল, ইমাম মিযযী ২/২৫৯-২৬০ পৃঃ।
৫৬৭. ফাৎহুল বারী, হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী, দারুল মারিফাহ, বৈরূত ১/৪৫৩।
৫৬৮. আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরুকীন, ইমাম নাসাঈ, দারুল অয়ি, হালব, রাবী নং, পৃঃ ১৫।

(৫) ইমাম ইবুন হিব্বান (মৃ. ৩৫৪ হিঃ) তাকে তার 'কিতাবুছ-ছিক্বাত'-এ উল্লেখ করেছেন।[৫৭০] অর্থাৎ রাবী ইমাম ইবনু হিব্বানের নিকট মযবুত।

(৬) ইবনু আদী (রহঃ) (মৃ. ৩৬৫ হিঃ) বলেন,

وَهو يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَهو فَرْدُ الْمُتُونِ وَالأَسَانِيدِ.

তার হাদীছ লিখা হবে। আর তিনি মতন ও সনদে একক।[৫৭১] অর্থাৎ তার হাদীছ একদম ফেলে দেয়ার নয়; বরং পর্যালোচনার জন্য লেখা হবে। তবে তিনি এমন কিছু হাদীছ বর্ণনা করেন, যেগুলো অন্য কেউ বর্ণনা করেন না।

(৭) ইমাম দারাকুৎনী (মৃ. ৩৮৫ হিঃ) বলেন, তিনি মযবুত।[৫৭২]

(৮) ইমাম দূলাবী বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, তিনি মযবুত নন।

তাহক্বীক্ব :

(ক) ইমাম মিযযী শেষোক্ত মন্তব্যটি ইমাম দুলাবীর মন্তব্য হিসাবে পেশ করেছেন। কিন্তু ইমাম যাহাবী ও আসক্বালানী (রহঃ) সেটিকে ইমাম বুখারীর মন্তব্য হিসাবে পেশ করেছেন এবং সকলেই ইমাম দূলাবীর কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু কেউই সেই কিতাবের নাম উল্লেখ করেননি। আমার নিকটে ইমাম দূলাবীর দু'টি প্রকাশিত গ্রন্থ আছে : ১. কিতাবুল কুনা ২. আয যুররিয়া আত-ত্বহেরা। আমি এই দু'টি বইয়ে অনুসন্ধান করে এই মন্তব্যটি পাইনি। অন্যদিকে ইমাম বুখারীর কোন বইয়েও এই রাবী বিষয়ে ইমাম বুখারীর কোন মন্তব্য পাইনি। তবে ইমাম দূলাবীর আরো একটি বই রয়েছে 'যু'আফা' নামে। হতে পারে সেই বইয়ে এই মন্তব্য আছে। কিন্তু বইটি বর্তমানে পাওয়া যায় না। বইটির পাণ্ডুলিপি বিষয়েও কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। সুতরাং এই মন্তব্যটি ইমাম বুখারীর না ইমাম দুলাবীর তা নির্ধারণ করা দুরহ।

(খ) যদি মেনে নিই এই মন্তব্যটি ইমাম বুখারীর, তাহলে আরো বেশী প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল জানার পরেও তার হাদীছ তার বইয়ে অবশ্যই আনবেন না। যদি আনেন, তাহলে অবশ্যই কোন কারণ আছে।

(৯) ইমাম যাহাবী (রহঃ) (মৃ. ৭৪৮ হিঃ) বলেন,

أبي وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث.

উবাই যদিও মযবুত নন, তবুও তিনি হাসানুল হাদীছ।

---

৫৬৯. আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন, ইমাম জাওযী, রাবী নং ১৪৫।
৫৭০. ইকমালু তাহযিবিল কামাল, আলাউদ্দীন মুগলত্বঈ ২/৫।
৫৭১. আল-কামিল, ইবনু আদী, আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ২/১২৮ পৃঃ।
৫৭২. ইকমালু তাহযিবিল কামাল, আলাউদ্দীন মুগলত্বঈ ২/৫।

(১০) ইমাম শাওকানী বলেন, مُخْتَلَفٌ فِيهِ মুখতালাফ ফিহি।[৫৭৩] আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)ও একই মন্তব্য করেন।[৫৭৪]

সারমর্ম : উপরের সকল মন্তব্যকে সামনে রাখলে বুঝা যায়, এই রাবীর ত্রুটি হচ্ছে, তিনি এমন হাদীছ বর্ণনা করতেন, যা তার সহপাঠীরা কেউ বর্ণনা করতেন না। এই ত্রুটির কারণেই রাবীকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন। আবার যেহেতু তার সব হাদীছ এই রকম হত না; বরং কিছু হাদীছ সহপাঠীদের মত বর্ণনা করতেন, এজন্য কেউ কেউ তাকে মযবুত বলেছেন। বাকীরা কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে **'মুখতালাফ ফীহি'** বলে চুপ থেকেছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কৈফিয়ত :

(১) আমরা জেনেছি, ইমাম বুখারী (রহঃ) যদি হালকা দুর্বল হাদীছ নিয়ে আসেন, তাহলে শাওয়াহেদের ক্ষেত্রে নিয়ে আসেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) মূলতঃ এই অধ্যায়ে ঘোড়া ও গাধার নামকরণ করা জায়েয প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যার জন্য তিনি এই অধ্যায়ে মোট ৪টি হাদীছ নিয়ে এসেছেন, যার সবগুলোই অকাট্য ছহীহ। শুধুমাত্র এই হাদীছ ব্যতীত। সুতরাং শাওয়াহেদ হিসাবে হাদীছটি নিঃসন্দেহে গ্রহণীয়।

(২) হালকা দুর্বল রাবীগণ প্রত্যেক হাদীছ বর্ণনায় ভুল করেন বিষয়টি এমন নয়। বরং কিছু হাদীছ তারাও সঠিকভাবে বর্ণনা করেন। তাই ইমাম বুখারীর অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, তিনি দুর্বল রাবীদের হাদীছ অনুসন্ধান করে বের করার চেষ্টা করেন। কোন হাদীছটি বর্ণনায় তিনি ভুল করেছেন, আর কোন্ হাদীছটি বর্ণনায় তিনি ভুল করেননি, তা যাচাই করে দেখেন। যেমন তিনি বলেন,

وَكُلُّ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُ صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ لَا أَرْوِي عَنْهُ وَلَا أَكْتُبُ حَدِيثَهُ.

যে রাবীর ছহীহ হাদীছ থেকে দুর্বল হাদীছ আলাদা করতে পারিনা, তাদের থেকে আমি হাদীছ বর্ণনা করি না এবং তাদের হাদীছ লিখি না।[৫৭৫] ইমাম বুখারীর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, তিনি প্রতিটি দুর্বল রাবীর কোন্ হাদীছটি ছহীহ ও কোন্ হাদীছটি দুর্বল, সে বিষয়ে তার আলাদা দৃষ্টি ছিল। যদি কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত দুর্বল ও সঠিক হাদীছের মধ্যে পার্থক্য না করতে পারতেন, তাহলে তিনি তার থেকে হাদীছই লিখেননি। সুতরাং কোন দুর্বল রাবীর হাদীছ ছহীহ বুখারীতে আনা অর্থ হচ্ছে, এই হাদীছটিকে ইমাম বুখারী তার বর্ণিত বর্ণনাগুলোর মধ্যে থেকে সঠিক হিসাবে বাছাই করেছেন।

(৩) ইমাম বুখারী দুর্বল রাবীগণের বর্ণিত সকল হাদীছকে তাদের সহপাঠী ও সমকালীন রাবীদের বর্ণিত হাদীছের সাথে মিলিয়ে এবং পুরো হাদীছ শাস্ত্রের সাথে আনুপাতিক পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করেন। আর এটাই একজন সত্যিকার বিচক্ষণ মুহাদ্দিছের পরিচয়। আর

৫৭৩. নায়লুল আওতার, ইমাম শাওক্বানী ১/১৭২; তুহফাতুল আহওয়াযী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ১/৯৫।
৫৭৪. ইকমালু তাহযিবিল কামাল, আলাউদ্দীন মুগলত্বঈ ২/৫।
৫৭৫. আল-ইলালুল কাবীর, ইমাম তিরমিযী, আলামুল কুতুব, বৈরূত, পৃঃ ৩৯৪।

সকলের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র ইমাম আহমাদ, বুখারী প্রমুখের মত হাফেযে হাদীছগণের পক্ষেই সম্ভব।

(৪) লক্ষণীয় হচ্ছে, রাবী উবাই ইবনে আব্বাস তার পারিবারিক ঘটনা শুনাচ্ছেন। তাদের বাড়ীতে আল্লাহ্র রাসূলের ঘোড়া ছিল। এটি তার দাদা ছাহাবীর মাধ্যমে পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত একটি সংবাদ। যেহেতু উবাই ইবনে আব্বাস মিথ্যুক নন এবং তার ন্যায়পরায়ণতা ও সততার উপর কোন মুহাদ্দিছ কোন মন্তব্য করেননি। অন্যদিকে তিনি একজন তাবেঈ এবং ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে ছিক্বাহগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেই হিসাবে তার স্মৃতি শক্তি খারাপ হওয়ার কারণে অন্য হাদীছগুলো দুর্বল হলেও পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত কোন সংবাদ মনে রাখার জন্য স্মৃতি শক্তির প্রয়োজন হয় না; বরং মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্মরণ রাখতে পারে। সেই হিসাবে তার বর্ণিত এই হাদীছটিকে ছহীহ বলতে কোন বাধা নেই। আর আমার মনে হয়, হয়তো ইমাম বুখারী (রহঃ) এই বিষয়টির দিকে দেখেই হাদীছটি তার বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা এই রাবীর এই একটি হাদীছ ছাড়া অন্য কোন হাদীছ তিনি গ্রহণ করেননি।

(৫) ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত রাসূল (ছাঃ)-এর লুহাইফ নামে একটি ঘোড়া ছিল। প্রায় সকল ঐতিহাসিক রাসূল (ছঃ)-এর ঘোড়া বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'লুহাইফ' নামক ঘোড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম দিময়াত্বী বলেন,

فهذه سبعة أفراس متفق عليه فأما لزاز فأهداه له المقوقس وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء وأما الظرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي.

এই হল সাতটি ঘোড়ার তালিকা, যার উপর ঐতিহাসিকগণ একমত হয়েছেন। তন্মধ্যে মুক্বাওক্বাস রাসূল (ছাঃ)-কে উপহার দিয়েছিলেন 'লিযায' নামক ঘোড়া। আর 'লুহাইফ' নামক ঘোড়াটি রাসূল (ছাঃ)-কে উপহার দিয়েছিলেন রাবীয়া ইবনু আবিল বারা।[৫৭৬]

হাদীছ নং : ৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

৫৭৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/৩০৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬/১০; তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, ইমাম নববী ১/৩৬।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) এক বৈঠকে জনগণের সাথে কথা বলছিলেন। একজন বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করলেন, ক্বিয়ামত কখন হবে? রাসূল (ছাঃ) তার কথা বলতেই থাকলেন। কিছু লোক বললেন, রাসূল (ছাঃ) তার প্রশ্ন শুনেছেন কিন্তু অপসন্দ করেছেন (এই জন্য উত্তর না দিয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন)। আরেক দল বললেন, রাসূল (ছাঃ) তার প্রশ্নই শুনতে পাননি, এজন্য উত্তর না দিয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাসূল (ছাঃ) তার কথা শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি? প্রশ্নকারী বললেন, এই তো আমি, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখন আমানাত নষ্ট করা হবে, তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর। প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন, আমানত কিভাবে নষ্ট করা হবে? রাস~ল (ছাঃ) বললেন, যখন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করা হবে, তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর!

ইমাম বুখারী এই হাদীছকে তার ছহীহ বুখারীর 'ইলম' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[৫৭৭] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সিলসিলা যঈফাহতে দুর্বল বলেছেন।[৫৭৮]

যঈফ বলার কারণ : গত পর্বে আলোচিত ২নং হাদীছকে আলবানী (রহঃ) যে কারণে দুর্বল বলেছেন, এই হাদীছকেও সে কারণে দুর্বল বলেছেন। আর সে কারণটি হচ্ছে দুই জন রাবী। মুহাম্মাদ ইবনে ফুলায়হ ও ফুলায়হ ইবনে সুলায়মান। এই দুই জন রাবীর উপর ভিত্তি করেই এই হাদীছকে আলবানী (রহঃ) দুর্বল বলেছেন।

জবাব :

(১) আমরা দুই নং হাদীছে এই দুই রাবী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যার সারমর্ম হচ্ছে, মুহাম্মাদ ইবনে ফুলায়হ যদি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাহলে তার হাদীছ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তেমনি ফুলায়হ ইবনে সুলায়মান যদি মদীনাবাসীর নিকট থেকে বর্ণনা করেন, বিশেষ করে হিলাল বিন আলী থেকে তাহলে তার হাদীছও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আমাদের আলোচিত হাদীছটিও মুহাম্মাদ ইবনে ফুলায়হ তার পিতা থেকে এবং তিনি হিলাল ইবনে আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। হিলাল ইবনে আলী মদীনার অধিবাসী একজন মাদানী রাবী।[৫৭৯] সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইমাম বুখারী এই হাদীছটিকে বাছাই করে গ্রহণ করেছেন।

(২) এই হাদীছটি ফুলায়হ ইবনে সুলায়মান থেকে শুধুমাত্র তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনে ফুলায়হ বর্ণনা করেছেন, এমন নয়। বরং আরো ৪ জন রাবী এই হাদীছটি ফুলায়হ ইবনে সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেছেন। যথা-

ইউনুস- মুসনাদে আহমাদ হা/৮৭১৪।

সুরাইজ ইবনে ন'মান- মুসনাদে আহমাদ হা/৮৭১৪; আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাক্বী হা/২০৩৬৩।

---

৫৭৭. ছহীহ বুখারী হা/৫৯।
৫৭৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯৪৭।
৫৭৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/২৬৫।

উছমান ইবনে ওমর- ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১০৪।

মুহাম্মাদ ইবনে সিনান- শারহুস-সুন্নাহ হা/৪২৩২।

উক্ত চারজনের বর্ণিত হাদীছের শব্দ ও মুহাম্মাদ ইবনে ফুলায়হের বর্ণিত হাদীছের শব্দের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, হাদীছের শব্দে তেমন কোন পরিবর্তন নেই। যা প্রমাণ বহন করে যে, এই হাদীছটি ফুলায়হ ইবনে সুলায়মান ভালভাবেই মুখস্থ করেছিলেন। সুতরাং হাদীছটিকে ইমাম বুখারীর ছহীহ বলার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সঠিক। ফালিল্লাহিল হামদ।

হাদীছ নং : ৫

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি ক্বিয়ামতের দিন কথা বলব। যে ব্যক্তি আমার নামে কোন চুক্তি করল, অতঃপর তা ভঙ্গ করল। যে ব্যক্তি কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে সেই মূল্য ভক্ষণ করল। যে ব্যক্তি কোন কর্মচারীকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিল, কিন্তু তাকে তার পাওনা পরিশোধ করল না'।

আলবানী (রহঃ) এই হাদীছটিকে তার ইরওয়াউল গালীলে 'হাসান' বলেছেন।[৫৮০] কিন্তু পরবর্তীতে তার 'সিলসিলা যঈফাহ'তে 'যঈফ' বলেছেন।[৫৮১]

যঈফ বলার কারণ: আলবানী (রহঃ) এই হাদীছকে ইরওয়াউল গালীলে ছহীহ না বলে হাসান বলেছিলেন মূলত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইম-এর কারণে। পরবর্তীতে এই হাদীছকে দুর্বল বলেছেন 'ইযত্বিরাব' বা বিশৃঙ্খলার জন্য।

সনদে বিশৃঙ্খলা:

আলবানী (রহঃ)-এর দাবী অনুযায়ী এই হাদীছের সনদে ও মতনে বিশৃঙ্খলা রয়েছে। নিম্নে সনদের বিশৃঙ্খলা পেশ করা হল:

ছহীহ বুখারীতে এই হাদীছটি যে সনদে এসেছে তা নিম্নরূপ:

يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইম বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যা থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু আবী সাঈদ আল-মাক্বুবুরী থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে।[৫৮২]

৫৮০. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৫/৩০৮।
৫৮১. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭৬৩।

এই হাদীছটিই যখন আবু জা'ফর নুফাইলী বর্ণনা করেছেন, তখন সনদে একটু ভিন্নতায় বর্ণনা করেছেন। যথা-

النُّفَيْلِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

নুফাইলী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইম থেকে, তিনি ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যা থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু আবী সাঈদ আল-মাক্ববুরী থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন তার পিতা আবু সাঈদ আল-মাক্ববুরী থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে।[৫৮৩]

এই সনদে সাঈদ তার পিতা আবু সাঈদ মাক্ববুরী থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর পূর্বের সনদে সাঈদ সরাসরি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এটাই সনদগত 'ইযত্বিরাব' বা বিশৃঙ্খলা।

সনদগত ইযত্বিরাব বা বিশৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট অভিযোগটি বিশ্লেষণঃ

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী এই হাদীছটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইম থেকে প্রায় ১২ জন রাবী সেভাবেই বর্ণনা করেছেন, যেভাবে ছহীহ বুখারীতে আছে। নীচে সেগুলি উল্লেখ করা হলঃ

(১) সুওয়াইদ ইবনে সাঈদঃ এই বর্ণনাটি ইমাম ইবনু মাজাহ তার সুনানে এবং ইমাম আবু ইয়া'লা তার মুসনাদে উল্লেখ করেছেন।[৫৮৪]

(২) ইসহাক্বঃ এই বর্ণনাটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে উল্লেখ করেছেন।[৫৮৫]

(৩) মাহমূদ ইবনে আদমঃ এই বর্ণনাটি ইমাম ইবনুল জারূদ তার মুনতাক্বায় উল্লেখ করেছেন।[৫৮৬] মাহমূদ ইবনে আদম মযবূত রাবী।[৫৮৭]

(৪) ইবরাহীম ইবনে হামযাঃ আমরা বর্ণনাটি পাইনি। তবে এই বর্ণনাটির কথা ইমাম ইবনুল জারূদ তার মুনতাক্বায় উল্লেখ করেছেন।[৫৮৮]

(৫) নু'আইম ইবনে হাম্মাদঃ এই বর্ণনাটি ইমাম ত্বহাবী তার 'শারহু মুশকিলিল আছার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৫৮৯]

(৬) আবু ওমর আল-আদানীঃ এই বর্ণনাটি ইমাম ইবনু হিব্বান তার 'ছহীহ'-তে উল্লেখ করেছেন।[৫৯০]

---

৫৮২. বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা হা/১১০৫৩-১১০৫৪।
৫৮৩. প্রাগুক্ত।
৫৮৪. সুনানে ইবনু মাজাহ হা/২৪৪২; মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৬৫৭১।
৫৮৫. মুসনাদে আহমাদ হা/৮৬৭৭।
৫৮৬. ইবনুল জারূদ, মুনতাক্বা হা/৫৭৯।
৫৮৭. মাওসূ'আতু আক্বওয়ালিদ-দারাকুৎনী ২/৬৪১।
৫৮৮. ইবনুল জারূদ, মুনতাক্বা হা/৫৭৯।
৫৮৯. শারহু মুশকিলিল আছার হা/১৮৭৮।

(৭) ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ: ইমাম আবুদাউদ তাকে মযবূত বলেছেন।[৫৯১] তার বর্ণনাটি ইমাম বাগাবী তার শারহুস-সুন্নাহতে,[৫৯২] ইমাম বায়হাক্বী তার সুনানে ছুগরাতে[৫৯৩] এবং ইমাম বুখারী তার ছহীহতে[৫৯৪] উল্লেখ করেছেন।

(৮) বিশর ইবনে মারহূম: এই বর্ণনাটি ইমাম বুখারী তার ছহীহতে উল্লেখ করেছেন।[৫৯৫]

(৯) হিশাম ইবনে আম্মার: তার বর্ণনাটি ইমাম বায়হাক্বী তার সুনানে কুবরাতে উল্লেখ করেছেন।[৫৯৬]

(১০) হায়ছাম ইবনে জুনাদ: তার এই বর্ণনাটি ইমাম বায়হাক্বী তার সুনানে কুবরাতে উল্লেখ করেছেন।[৫৯৭]

(১১) ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হারাবী: তার এই বর্ণনাটি ইমাম বাগাবী তার শারহুস-সুন্নাহতে উল্লেখ করেছেন।[৫৯৮]

(১২) মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম: ইমাম আবুদাউদ ও আবু হাতেম তাকে মযবূত ও সত্যবাদী বলেছেন।[৫৯৯] তার বর্ণনাটি ইমাম ত্বাবারানী তার মু'জামে ছগীরে উল্লেখ করেছেন।[৬০০]

এই ১২ জনের বিপরীতে মাত্র একজনের বর্ণনাকে মযবূত ধরে হাদীছে 'ইযত্বিরাব' বা বিশৃঙ্খলা প্রমাণ করার চেয়ে এটাই বলা সমীচীন মনে হয় যে, সেই একজন রাবী অর্থাৎ নুফাইলী এই হাদীছ বর্ণনায় ভুল করেছেন। তিনি যে এই হাদীছ বর্ণনায় ভুল করেছেন, তার দলীল হিসাবে আমরা দু'টি বিষয়কে পেশ করতে পারি:

(১) আবু জা'ফর আন-নুফাইলীর কোন মুতাবে' নেই। অর্থাৎ দ্বিতীয় কোন রাবী এই হাদীছ তার মত করে বর্ণনা করেননি। যদি দ্বিতীয় কেউ এভাবে বর্ণনা করতেন, তাহলে এই মন্তব্য করা যেত যে, মূল রাবী ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইম এই হাদীছ বর্ণনায় 'ইযত্বিরাব' বা বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়েছেন।

(২) সাধারণতঃ সাঈদ তার পিতা আবু সাঈদ আল-মাক্ববুরী থেকেই হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন। সুতরাং নুফাইলী সাঈদের অন্যান্য বর্ণনার মত এই বর্ণনাটিকেও তার পিতা থেকে বর্ণনা করে দিয়েছেন। অন্যদিকে ১২ জন রাবী এই বর্ণনাটিকে সাঈদের স্বভাবজাত বর্ণনার

---

৫৯০. ছহীহ ইবনি হিব্বান হা/৭৩৩৯।
৫৯১. ইবনু কাছীর, আত-তাকমীল ২/৪৬০-৪৬১।
৫৯২. ইমাম বাগাবী, শারহুস-সুন্নাহ ৮/২৬৫।
৫৯৩. ইমাম বায়হাক্বী, সুনানে ছুগরা হা/২১৫৭।
৫৯৪. ছহীহ বুখারী হা/২২৭০।
৫৯৫. প্রাগুক্ত হা/২২২৭।
৫৯৬. সুনানে কুবরা হা/১১০৫৩।
৫৯৭. প্রাগুক্ত হা/১১৬৫৭।
৫৯৮. শারহুস-সুন্নাহ ৮/২৬৬।
৫৯৯. তাহযীবুল কামাল ২৫/২৬।
৬০০. মু'জামুছ ছগীর হা/৮৮৫।

বিপরীত হিসাবে বর্ণনা করেছেন; যা প্রমাণ করে, তারা হাদীছটিকে ভালভাবে মুখস্থ করেছেন এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইম এই হাদীছ বর্ণনায় ইযত্বিরাব বা বিশৃঙ্খলায় পতিত হননি।

মতনগত বিশৃঙ্খলা:

মতনগত বিশৃঙ্খলা দেখাতে গিয়ে শায়খ আলবানী (রহঃ) তিনটি পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন:

(১) কিছু বর্ণনায়, وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ 'তাকে তার প্রাপ্য পরিশোধ করেনি'- এভাবে এসেছে। আবার কিছু বর্ণনায়, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ 'তাকে তার পারিশ্রমিক দেয়নি'- এভাবে এসেছে। অর্থাৎ কোথাও আরবী শব্দ لَمْ يُوَفِّهِ আবার কোথাও لَمْ يُعْطِهِ ব্যবহৃত হয়েছে।[৬০১]

এই বিশৃঙ্খলার জবাব:

উভয় শব্দের মধ্যে এমন কোন পার্থক্য নেই, যা হাদীছের অর্থে পরিবর্তন ঘটায় বা হুকুমে পার্থক্য সৃষ্টি হয়; বরং উভয়টি সমার্থক শব্দ। সুতরাং আমরা বলতে পারি, এই পার্থক্যটি রাবীর 'রিওয়ায়াত বিল মা'না'-এর কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

(২) কিছু কিছু বর্ণনায়, وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ 'আর আমি আল্লাহ যার বিরুদ্ধে বাদী হব, তাকে পরাভূত করব'- এই বাক্যটি অতিরিক্ত করা হয়েছে।[৬০২]

জবাব:

এই বাক্যটিও হাদীছের অর্থে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করে না বা হুকুমে কোন পার্থক্য তৈরি করে না।

(৩) কিছু কিছু বর্ণনায় হাদীছটি হাদীছে 'কুদসী হিসাবে' বা মহান আল্লাহ্‌র কথা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কিছু কিছু বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ)-এর কথা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জবাব:

এই বিশৃঙ্খলাটি হাদীছের হুকুমে এবং অর্থে পার্থক্য সৃষ্টি করছে। সেকারণে, আমরা দেখব, এই ইযত্বিরাবে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব কি-না।

যারা হাদীছে কুদসী হিসাবে বর্ণনা করেছেন :

ইমাম বুখারী দু'টি সনদ থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। দু'টি সনদেই হাদীছে কুদসী হিসাবে এসেছে। যথা:

---

৬০১. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭৬৩।
৬০২. প্রাগুক্ত।

ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ[৬০৩] ও বিশর ইবনে মারহূম।[৬০৪] এছাড়া আরো যারা এভাবে বর্ণনা করেছেন: ইসহাক্ব,[৬০৫] মাহমূদ ইবনে আদম,[৬০৬] হায়ছাম ইবনে জুনাদ,[৬০৭] হিশাম ইবনে আম্মার,[৬০৮] ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হারাবী।[৬০৯]

যারা হাদীছে কুদসী হিসাবে বর্ণনা করেননি:

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী, মাত্র চারজন রাবী হাদীছটিকে হাদীছে কুদসী হিসাবে বর্ণনা করেননি। তারা হলেন:

আবু ওমর আল-আদানী, সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ, নু'আইম ইবনে হাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম।

জবাব :

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সুওয়াইদ-এর বর্ণিত রিওয়ায়াত সুনানে ইবনু মাজাহ-তে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা হিসাবে বর্ণিত হলেও মুসনাদ আবু ইয়া'লাতে মহান আল্লাহর কথা বা হাদীছে কুদসী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।[৬১০] অনুরূপভাবে, নু'আইম ইবনে হাম্মাদ-এর বর্ণনাটি ইমাম ত্বহাবীর শারহু মুশকিলিল আছার গ্রন্থের ১৮৭৮ নং হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা হিসাবে বর্ণিত হলেও শারহু মুশকিলিল আছার গ্রন্থের ৩০১৫ নং হাদীছে মহান আল্লাহ্র কথা হিসাবে বা হাদীছে কুদসী হিসাবে এসেছে। অনুরূপভাবে, আবু ওমর আল-আদানীর বর্ণনা ছহীহ ইবনু হিব্বানে[৬১১] রাসূল (ছাঃ)-এর কথা হিসাবে আসলেও ইমাম বায়হাক্বী তার মা'রেফাতুস-সুনান ওয়াল আছার গ্রন্থে হাদীছে কুদসী হিসাবে পেশ করেছেন।[৬১২]

আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, শায়খ আলবানী (রহঃ) যে বর্ণনাটিকে সনদগত বিশৃঙ্খলার দলীল পেশ করেছিলেন অর্থাৎ নুফাইলীর বর্ণনা, সেই বর্ণনাতেও হাদীছটি মহান আল্লাহ্র কথা বা হাদীছে কুদসী হিসাবে এসেছে।[৬১৩] কেননা ইমাম বায়হাক্বী নুফাইলীর বর্ণনাটিকে হিশাম ইবনে আম্মারের বর্ণনার অনুরূপ হিসাবে পেশ করেছেন। পার্থক্য হিসাবে শুধু সনদে সাঈদের পিতা থেকে বর্ণনা করার বিষয়টি অতিরিক্ত আছে বলে জানিয়েছেন। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, নুফাইলীর বর্ণিত বাকী হাদীছ হুবহু হিশাম ইবনে আম্মারের মতই।

---

৬০৩. ছহীহ বুখারী হা/২২৭০।
৬০৪. প্রাগুক্ত হা/২২২৭।
৬০৫. আহমাদ হা/৮৬৭৭।
৬০৬. ইবনুল জারূদ, মুনতাক্বা হা/৫৭৯।
৬০৭. সুনানে কুবরা হা/১১৬৫৭।
৬০৮. প্রাগুক্ত হা/১১০৫৩।
৬০৯. শারহুস-সুন্নাহ ৮/২৬৬।
৬১০. সুনানে ইবনু মাজাহ হা/২৪৪২; মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৬৫৭১।
৬১১. ছহীহ ইবনি হিব্বান হা/৭৩৩৯।
৬১২. বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস-সুনান ওয়াল আছার হা/১২১০৯।
৬১৩. বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা হা/১১০৫৩-১১০৫৪।

সুতরাং অভিযোগ উত্থাপনের জন্য শুধু একটি বর্ণনা পেশ করা যায়। আর এই একটি বর্ণনা উপরের ৭ জনের বর্ণনার বিপরীতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উক্ত ৭ জনের মধ্যে ছহীহ বুখারীর দু'জন রাবী রয়েছেন। এছাড়া মাহমূদ ইবনে আদমও মযবূত রাবী। সুতরাং মযবূতী ও সংখ্যার দিক থেকে হাদীছে কুদসী প্রাধান্যপ্রাপ্ত আর এজন্যই ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীছে কুদসী হিসাবে তার ছহীহ বুখারীতে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। রাহিমাহুল্লাহ।

সার্বিক জবাব :

ইযত্বিরাব সংশ্লিষ্ট উছূলে হাদীছের অত্যন্ত সূক্ষ্ম দু'টি মূলনীতি এই হাদীছের জন্য সার্বিক জবাব হিসাবে গণ্য হবে। যথা:

(১) ইযত্বিরাব তখনই হয়, যখন বর্ণনার বৈপরীত্যের মাঝে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া যায় না। আর যদি কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া যায়, তাহলে প্রাধান্যপ্রাপ্ত হাদীছটিকে 'মাহফূয' এবং অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাটিকে 'শায' বা 'মুনকার' বলা হয়। যেমন ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন,

فَإِنْ رُجِّحَتْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ وَلَا يَكُوْنُ مُضْطَرِبًا.

যদি কোন একটি বর্ণনাকে প্রাধান্য দেয়া যায়, তাহলে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বর্ণনাটির উপর হুকুম আরোপ করা হবে। তখন হাদীছ আর মুযত্বারিব হবে না।[৬১৪]

আমাদের আলোচিত হাদীছে যেহেতু প্রতিটি বৈপরীত্যের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়েছে, সেহেতু এই হাদীছকে ইযত্বিরাব বা বিশৃঙ্খলার অভিযোগে দুর্বল বলার কোন সুযোগ নেই।

(২) হাদীছের উৎস যদি এক হয় এবং বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়, তাহলে অনেক সময় সেটা 'রিওয়ায়াত বিল মা'না'র কারণে হয়ে থাকে। যেমন ইমাম ইবনু রজব হাম্বালী (রহঃ) বলেন,

اخْتِلَافُ أَلفاظ الرواية يدل عَلَى أنهم كانوا يروون الحَدِيْث بالمعنى ولا يراعون اللفظ.

'বর্ণনার শব্দের পার্থক্য প্রমাণ করে যে, তারা অর্থানুযায়ী হাদীছ বর্ণনা করতেন, হুবহু একই শব্দে বর্ণনার প্রতি তারা যত্নবান ছিলেন না'।[৬১৫] অর্থাৎ 'রিওয়ায়াত বিল মা'না' বা অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যারক্বানী (রহঃ) বলেন,

إِذَا اتَّحَدَ مَخْرَجُ الْحَدِيْثِ وَاخْتُلِفَ فِيْ لَفْظَةٍ مِنْهُ وَأَمْكَنَ رَدُّ الِاخْتِلَافِ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ كَانَ أَوْلَى.

'হাদীছের উৎস যদি এক হয় এবং তার কোন শব্দে পার্থক্য দেখা যায় আর শব্দগত ঐ পার্থক্যকে একই অর্থের জন্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটাই বেশী উত্তম।[৬১৬] অর্থাৎ পার্থক্যগুলো যদি

---

৬১৪. ইমাম সুয়ূত্বী, তাদরীবুর-রাবী ১/৩০৮।
৬১৫. ইবনু রজব হাম্বালী, ফাতহুল বারী ৬/৩৯৩।।

সমার্থবোধক হয়, তাহলে একই অর্থ হিসাবে গ্রহণ করে হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা উত্তম।

আমাদের আলোচিত হাদীছের উৎস একটিই। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইম। তার নিকট থেকেই নুফাইলীসহ সকলেই বর্ণনা করেছেন। সনদগত বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আমরা ১২ জনের বর্ণিত রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছি এবং নুফাইলীর বর্ণিত রিওয়ায়াতকে ভুল সাব্যস্ত করে ইযত্বিরাব খণ্ডন করেছি। অন্যদিকে বর্ণনার শব্দগত তিনটি পার্থক্যের দু'টিকে আমরা 'রিওয়ায়াত বিল মা'না' হিসাবে গ্রহণ করেছি। কেননা উৎস একই এবং প্রতিটি বর্ণনা সমার্থবোধক। তৃতীয় পার্থক্যের ক্ষেত্রে আমরা সংখ্যাধিক্যতা ও অধিক মযবূতীর কারণে হাদীছে কুদসীর বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়ে মতনগত ইযত্বিরাব খণ্ডন করেছি। *ফালিল্লাহিল হামদ*। সুতরাং হাদীছটি 'হাসান' পর্যায়ের। হাদীছটির ক্ষেত্রে ইমাম আলবানী (রহঃ) তার ইরওয়াউল গালীলে যে হুকুম আরোপ করেছিলেন সেটাই সঠিক। এই হাদীছকে শায়খ শু'আইব আল-আরনাঊত্বও 'হাসান' বলেছেন।[৬১৭] অতএব, ইমাম বুখারীর এই হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে সন্নিবেশিত করা যুক্তিযুক্ত। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

হাদীছ নং : ৬

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالعَشَاءُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الفَجْرُ قَائِلٌ يَقُوْلُ طَلَعَ الفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُوْلُ لَمْ يَطْلُعِ الفَجْرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِيْ هَذَا المَكَانِ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوْا وَصَلاَةَ الفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ.

আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম। অতঃপর আমরা মুযদালিফায় গেলাম। তিনি দুই আযান ও দুই ইক্বামতের সাথে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করলেন। আর রাতের খাবার এই দুই ছালাতের মাঝে খাওয়া হল। অতঃপর ফজর হওয়া মাত্রই ফজরের ছালাত আদায় করলেন। কেউ বলছিলেন যে, ফজর হয়েছে, আবার কেউ বলছিলেন, ফজর হয়নি। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শুধু এই স্থানের জন্য মাগরিব-এশা এই দুই ছালাতের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই এশার আগে কেউ যেন মুযদালিফায় না আসে। আর ফজর পড়বে এই সময়ে'।

---

৬১৬. ইমাম যারক্বানী, শারহুয-যারক্বানী আলাল মুওয়াত্ত্বা ১/২৬৯।
৬১৭. মুসনাদে আহমাদ হা/৮৬৯২।

এই হাদীছটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তার 'ছহীহ'তে 'মুযদালিফায় ফজরের ছালাত কখন আদায় করা হবে?' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[৬১৮] হাদীছটিকে আলবানী (রহঃ) তার 'সিলসিলা যঈফাহ'তে যঈফ বলেছেন।[৬১৯]

যঈফ বলার কারণ :

শায়খ আলবানী (রহঃ) দু'টি কারণে এই হাদীছকে দুর্বল বলেছেন:

(১) আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ 'মুখতালিত্ব', অর্থাৎ প্রথম জীবনে মযবূত হলেও পরবর্তীতে তার স্মৃতি শক্তি খারাপ হয়ে যায়।

(২) মতন বা মূল টেক্সটে বিশৃঙ্খলা।[৬২০]

১ম কারণের জবাব : আমরা এই অভিযোগের দুইভাবে জবাব দিব। প্রথমত আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ আসলে মুখতালিত্ব ছিলেন কিনা। দ্বিতীয়ত তার থেকে যদি ইসরাঈল ইবনে ইউনুস হাদীছ বর্ণনা করেন, তাহলে মুহাদ্দিছগণের নিকট সেই হাদীছের মান কেমন?

আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ-এর বিষয়ে বিশ্লেষণ :

সাধরণভাবে আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ হাদীছ শাস্ত্রের একজন উঁচু পর্যায়ের রাবী। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অনেক মুহাদ্দিছের দাবী অনুযায়ী শেষ জীবনে তার স্মৃতিশক্তি খারাপ হয়ে যাওয়ায় তার বর্ণিত হাদীছগুলোর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এই স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করে মূলত এই হাদীছটিকে দুর্বল বলেছেন।[৬২১] প্রথমত বলতে চাই, সকল মুহাদ্দিছ তার মুখতালিত্ব হওয়ার বিষয়ে একমত নয়। ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম যাহাবী ও ইমাম তিরমিযী তার মুখতালিত্ব হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন।[৬২২] যেমন ইমাম যাহাবী বলেন,

أنه شاخ ونسي ولم يختلط

'তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং ভুলে যেতেন, কিন্তু ইখতেলাত্ব বা বিশৃঙ্খলায় পতিত হননি'।[৬২৩]

ইমাম আলায়ী বলেন,

ولم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق احتجوا به مطلقا وذلك يدل على أنه لم يختلط.

৬১৮. ছহীহ বুখারী হা/১৬৮৩।
৬১৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৩৫।
৬২০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৩৫।
৬২১. প্রাগুক্ত।
৬২২. আহমাদ ইবনে সা'দ আল-গামেদী, আহাদীছু আবী ইসহাক্ব আস-সাবীঈ ১/৭৮।
৬২৩. মীযানুল ই'তিদাল ৩/২৭০; তাযকিরাতুল হুফফায ১/২৩৩।

'আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর বিষয়ে বিশৃঙ্খলা বিষয়ক যে আলোচনা করা হল, সেগুলো কোন ইমাম ধর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেননি। বরং তারা সকলেই আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর হাদীছ কোন শর্তারোপ ছাড়াই গ্রহণ করেছেন। যা প্রমাণ করে, তিনি ইখতিলাত্ব বা বিশৃঙ্খলায় পতিত হননি বা মুখতালিত্ব ছিলেন না'।[৬২৪]

উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. অছিউল্লাহ আব্বাসের অধীনে আহমাদ ইবনে সা'দ আল-গামেদী 'আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর বর্ণিত কুতুবে সিত্তাহর সকল বর্ণনার' উপর তার মাস্টার্সের গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরি করেন। সেখানেও তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ মুখতালিত্ব নন।[৬২৫] বরং বার্ধক্যের কারণে হাদীছ বর্ণনায় শেষ জীবনে হালকা ভুল হত। অতঃপর তিনি কুতুবে সিত্তাহতে বর্ণিত আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর সকল হাদীছ তাহক্বীক্ব করে প্রমাণ করেছেন, তার হাদীছে ইযতিরাব বা বিশৃঙ্খলা পাওয়া যায় না বললেই চলে।

আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ থেকে ইসরাঈলের বর্ণিত হাদীছ :

এই পয়েন্টে আমরা আলবানী (রহঃ)-এর এই দাবী অনুযায়ী আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈকে মুখতালিত্ব মেনে নিয়েও এটা প্রমাণ করব যে, ছহীহ বুখারীর এই হাদীছটি গ্রহণযোগ্য। একজন রাবীকে যখন মুখতালিত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়, তখন দেখা হয় তার থেকে বর্ণনাকারী কে? যদি বর্ণনাকারী তার থেকে স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার আগে হাদীছ শ্রবণ করে থাকেন বা তিনি যদি তার বিশেষ ছাত্র হন, যার ফলে তার হাদীছ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তাহলে তার হাদীছ গ্রহণ করা হয়। এখন আমরা ইসরাঈল ইবনে ইউনুস যে হাদীছগুলো আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ থেকে বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য দেখব।

(১) স্বয়ং ইসরাঈল বলেন,

كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن.

'আমি আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর হাদীছ ঠিক সেভাবে মুখস্থ করেছি, যেভাবে পবিত্র কুরআনের সূরা মুখস্থ করেছি'।[৬২৬]

(২) ইমাম শু'বা বলেন,

قلنا لشعبة، حَدثنا حديث بن إسحاق قال سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني.

'আমরা শু'বাকে বললাম, আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর হাদীছ আমাদেরকে শুনান! তখন তিনি জবাবে বললেন, তোমরা আবু ইসহাক্বের হাদীছ বিষয়ে ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর, কেননা আবু ইসহাক্বের হাদীছ বিষয়ে সে আমার চেয়ে বেশী মযবূত'।[৬২৭]

---

৬২৪. আলায়ী, মুখতালেত্বীন, রাবী নং ৩৫, পৃঃ ৯৪।
৬২৫. আহমাদ ইবনে সাদ আল-গামেদী, আহাদীছ আবি ইসহাক্ব আস-সাবেঈ ১/৭৮।
৬২৬. ইবনু আবি হাতিম, আল-জারহু ওয়াত তাদীল ২/৩৩০; ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২/৫১৯; খত্বীব বাগদাদী, তাহক্বীক্ব : বাশশার, তারীখে বাগদাদ ৭/৪৭৬।

(৩) ইমাম আবু হাতেম বলেন,

مِنْ أَتْقَنِ أَصْحَابِ أَبِيْ إِسْحَاقَ.

'আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর মযবূত ছাত্রগণের একজন ইসরাঈল'।[৬২৮]

(৪) ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন,

كَانَ إِسْرَائِيْلُ يَحْفَظُ حَدِيْثَ أَبِيْ إِسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ الْحَمْدَ.

'আবু ইসহাক্ব আস-সাবxঈর হাদীছ ইসরাঈল সূরা ফাতিহার মত মুখস্থ করেছেb'।[৬২৯]

এজন্যই আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর যে হাদীছগুলো ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর নিকট পাননি, সেগুলো তিনি ইসরাঈলের নিকট থেকে গ্রহণ করতেন। তিনি বলেন,

مَا فَاتَنِي الَّذِيْ فَاتَنِيْ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ إِلَّا لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيْلَ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِيْ بِهِ أَتَمَّ.

'আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ থেকে বর্ণিত সুফিয়ান ছাওরীর যে হাদীছগুলো ছুটে গেছিল, সেগুলোর জন্য আমি পূর্ণরূপে ইসরাঈলের উপর ভরসা করেছি। কেননা তিনি আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর হাদীছ পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করতেন'।[৬৩০]

(৫) একদা ইসরাঈলের পিতা ইউনুসের নিকট আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর হাদীছ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

اذهبوا إلى ابني إسرائيل فهو أروى عنه مني وأتقن لها مني وهو كان قائد جده.

'তোমরা আমার ছেলে ইসরাঈলের নিকট যাও! কেননা সে আমার চেয়ে বেশী তার দাদা থেকে হাদীছ বর্ণনাকারী এবং তার দাদার হাদীছ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী মযবূত। আর সে তার দাদার পথ প্রদর্শক ছিল'।[৬৩১] তথা অন্ধ অবস্থায় দাদার হাত ধরে তাকে সব জায়গায় নিয়ে যেত।

(৬)আবু যুর'আ আর-রাযী বলেন,

أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وإسرائيل.

---

৬২৭. ইবনু আদী, আল-কামিল ২/১৩০; ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ১/২১০; হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব ১/২৬৩।

৬২৮. ইবনু আবী হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ২/৩৩১।

৬২৯. মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২৭১১।

৬৩০. আল-ইলালুল কাবীর, পৃঃ ২৭; ইকমালু তাহযীবিল কামাল ২/১২৯।

৬৩১. আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ৯/২১৮।

'আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর সবচেয়ে মযবূত ছাত্র তিনজন: সুফিয়ান ছাওরী, শু'বা ও ইসরাঈল'।[৬৩২] উল্লেখ্য যে, আমরা পূর্বে দেখেছি, ইমাম শু'বা স্বয়ং আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর হাদীছ বিষয়ে তার নিজের উপর ইসরাঈলকে প্রাধান্য দিতেন। আর ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী আবু ইসহাক্বের হাদীছ বিষয়ে সুফিয়ানের উপর ইসরাঈলকে প্রাধান্য দিতেন।

(৭) হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন,

وَسَمَاعُ إِسْرَائِيْلَ مِنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ فِيْ غَايَةِ الْإِتْقَانِ لِلُزُوْمِهِ إِيَّاهُ لِأَنَّهُ جَدُّهُ وَكَانَ خِصِّيْصًا بِهِ.

'আবু ইসহাক্ব থেকে ইসরাঈলের বর্ণনা সর্বোচ্চ পর্যায়ের মযবূত। কেননা তিনি তার দাদার সব সময়ের সাথী ও খাছ ছাত্র ছিলেন'।[৬৩৩]

(৮) অলী ছাড়া মেয়ের বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এই হাদীছটি ইসরাঈল তার দাদা আবু ইসহাক্ব থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যদিও আবু ইসহাক্বের কিছু ছাত্র এটিকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র ইসরাঈলের বর্ণনা হওয়ার কারণেই এই হাদীছটিকে মারফূ' হিসাবে ইমাম দারাকুৎনী, ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীসহ অনেক মুহাদ্দিছ প্রাধান্য দিয়েছেন।[৬৩৪]

(৯) ইমাম যাহাবীর মন্তব্য পেশ করার আগে একটি বিষয় উল্লেখ্য। অনেকেই আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর ছাত্রগণের মধ্যে ইমাম শু'বা ও ইমাম সুফিয়ান ছাওরীকে ইসরাঈলের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু স্বয়ং ইমাম শু'বা ও আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী ইসরাঈলকে আবু ইসহাক্বের হাদীছ বিষয়ে সকলের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন,

إِسْرَائِيْلُ فِيْ أَبِيْ إِسْحَاقَ أَثْبَتُ مِنْ شعبة والثوري.

'আবু ইসহাক্বের বিষয়ে শু'বা ও ছাওরীর চেয়ে ইসরাঈল মযবূত'।[৬৩৫]

এই মন্তব্য উল্লেখ করার পর ইমাম যাহাবী বলেন,

هَذَا أَنَا إِلَيْهِ أَمْيَلُ مِمَّا تَقَدَّمَ فَإِنَّ إِسْرَائِيْلَ كَانَ عُكَّازَ جَدِّهِ.

'আমার মন্তব্যও এটাই। কেননা ইসরাঈল তার দাদার অন্ধের যষ্ঠি ছিলেন'।[৬৩৬]

(১০) ইসরাঈল (রহঃ) আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর হাদীছসমূহ লিখতেন।[৬৩৭]

---

৬৩২. আবু যুরআ' আর-রাযী, তাহক্বীক্ব : সা'দী হাশেমী, যু'আফা, রাবী নং ২৫৪; আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ১/৬৬।

৬৩৩. ফাতহুল বারী ১/৩৫১।

৬৩৪. তিরমিযী হা/১১০২।

৬৩৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৫০।

৬৩৬. প্রাগুক্ত ৭/৫১।

৬৩৭. আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ২/৩৩০।

সারমর্ম : আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ থেকে ইসরাঈল যে হাদীছগুলো বর্ণনা করেছেন, সেগুলো অত্যন্ত মযবূত। কেননা

(ক) আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ তার দাদা ছিলেন।

(খ) আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর সার্বিক দেখাশোন তিনি করতেন।

(গ) আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর হাদীছ তিনি লিখতেন।

(ঘ) আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈর হাদীছ তার সূরা ফাতিহার মত মুখস্থ ছিল।

(ঙ) বুখারী, তিরমিযী, যাহাবী, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী ও শু'বাসহ অগণিত মুহাদ্দিছ মতভেদের সময় তার হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মতনের জবাব :

প্রথম অভিযোগ : শায়খ আলবানী (রহঃ) মতনের উপর সবচেয়ে বড় যে অভিযোগটি উত্থাপন করেছেন, তা হচ্ছে, এই হাদীছের ভাবার্থে মনে হচ্ছে পরিবর্তনকৃত ছালাত তিনটি: মাগরিব, এশা ও ফজর। অথচ পরিবর্তনকৃত ছালাত হচ্ছে মাত্র দু'টি। মাগরিবের ছালাতকে পরিবর্তন করে এশার সময়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর ফজরের ছালাতকে তার সচারচর সময় থেকে পরিবর্তন করে আগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এশার ছালাতের সময় পরিবর্তন হয়নি। বরং এশার ছালাত তার নিজ সময়েই রয়েছে। অথচ এই হাদীছের বাক্যে বলা হয়েছে,

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِيْ هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوْا وَصَلاَةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ.

'শুধু এই স্থানের জন্য মাগরিব-এশা এই দুই ছালাতের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই এশার আগে কেউ যেন মুযদালিফায় না আসে। আর ফজর পড়বে এই সময়ে'।[৬৩৮]

প্রথম অভিযোগের জবাব:

এই অভিযোগের আমরা দুইভাবে জবাব দিব ইনশাআল্লাহ:

(১) হাদীছে উল্লেখিত 'এশা' শব্দটি ইমাম ইবনু আসাকিরের নিকট ছহীহ বুখারীর যে পাণ্ডুলিপি ছিল, তাতে নেই।[৬৩৯] সুতরাং ইবনু আসাকিরের পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী যে দুই ছালাতের সময় পরিবর্তন হয়েছে, তার মধ্যে এশার ছালাত নেই। বরং আছে মাগরিব ও ফজরের ছালাতের কথা। সুতরাং এই হাদীছের উপর কোন অভিযোগ থাকে না।

(২) আমরা দ্বিতীয় যে জবাব দিব, তা আরবী ব্যাকরণের সাথে সম্পৃক্ত। শুধু আলেম সমাজ ও ছাত্র ভাইয়েরা বিষয়টি বুঝবেন। তাই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই। الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

---

৬৩৮. ছহীহ বুখারী হা/১৬৮৩।

৬৩৯. ইরশাদুল সারী শারহুল বুখারী ৩/২০৯।

এই শব্দ দু'টিতে যবর দেয়া হয়েছে هَاتَيْنِ এর 'বাদ্‌ল' হিসাবে 'ইন্না'-এর ইসম হওয়ার কারণে। আর বাদ্‌ল হিসাবে ধরার কারণেই এই ভুল ধারণাটি তৈরি হচ্ছে যে, এশার ছালাতের সময়ও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি বাদ্‌ল হিসাবে না ধরে মুবতাদা হিসাবে ধরি এবং পেশ দিই, তাহলেও আর কোন সমস্যাই থাকে না। তখন বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে।

الْمَغْرِب وَالعِشَاء فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا.

'মুযদালিফায় মাগরিব এবং এশার ছালাতকে মানুষ যেন দেরীতে আদায় করে'।[৬৪০]

আর এখানে বাদ্‌ল কেন সম্ভব নয়, সে বিষয়ে ইমাম দামামিনী বলেন,

بأن المبدل منه مثنى فلا يبدل منه بدل كل إلا ما يصدق عليه المثنى وهو اثنان فحينئذ المغرب وصلاة الفجر مجموعهما هو البدل.

'মুবদাল মিনহু 'হাতাইনি' দ্বি-বচন। সুতরাং তার থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত 'বাদলে কুল' সম্ভব নয়, যতক্ষণ না দ্বি-বচন তার উপর প্রয়োগ হয়। এই হিসাবে মাগরিব এবং ফজর হচ্ছে বাদ্‌ল'।[৬৪১]

মাগরিব ও এশা 'হাতাইনে' দ্বি-বচনের উপর প্রয়োগ হবে না একারণে যে, এশার ছালাতের সময় পরিবর্তিত হয়নি। আর দ্বি-বচনে দু'টি ছালাতের সময়ের পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বাদ্‌ল পূর্ণরূপে দ্বি-বচনের উপর প্রয়োগ না হওয়ায় এটি বাদ্‌ল বলে গণ্য হবে না। বরং মাগরিব ও ফজর হবে। কেননা মাগরিব ও ফজর পূর্ণরূপে দ্বি-বচনের উপর প্রয়োগ হচ্ছে।

দ্বিতীয় অভিযোগ : মুসনাদে আহমাদে যখন এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তখন সেখানে পরিবর্তিত ছালাতগুলোর মধ্যে এশার ছালাতের কথা নেই। মুসনাদে আহমাদের ইবারত হচ্ছে,

هاتين الصلاتين أُخِّرتا عن وقتهما في هذا المكان أما المغربُ فإن الناس لا يأتون ها هنا حتى يُعْتِمُوا وأما الفجر فهذا الحين.

'এই দুই ছালাতকে তাদের সময় থেকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। মানুষ মুযদালিফায় রাতে পৌঁছে এজন্য মাগরিবের ছালাতের সময় পরিবর্তিত হয়েছে। আর ফজরের ছালাতের সময় এই সময়'।[৬৪২]

সুতরাং এই বর্ণনা দ্বারা একই হাদীছের মতনে বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে।

জবাব :

শায়খ আলবানী (রহঃ) মুসনাদে আহমাদের হাদীছ দিয়ে মতনে বিশৃঙ্খলা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আর আমরা সেই হাদীছ দিয়েই এই দলীল গ্রহণ করব যে, ছহীহ বুখারীর হাদীছের

---

৬৪০. ছহীহ বুখারী হা/১৬৮৩।
৬৪১. ইরশাদুল সারী শারহুল বুখারী ৩/২০৯।
৬৪২. মুসনাদে আহমাদ হা/৪২৯৩।

মধ্যে এশার ছালাতের উল্লেখ হয় পাণ্ডুলিপির ত্রুটির কারণে এসেছে অথবা কোন রাবীর ভুলের কারণে। মূল হাদীছে এশার ছালাতের কথা না থাকার অন্যতম প্রমাণ হবে মুসনাদে আহমাদের হাদীছটি। সুতরাং মুসনাদে আহমাদের হাদীছের মাধ্যমে সমস্যা তৈরি হচ্ছে না বরং সমস্যার সমাধান হচ্ছে।

তৃতীয় অভিযোগ : কিছু রিওয়ায়াতে এই হাদীছের কিছু অংশ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদের কথা হিসাবে এসেছে। যথা :

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِيْ هَذَا الْمَكَانِ.

'এই দুই ছালাতের সময় এই স্থানে পরিবর্তন করা হয়েছে'।

হাদীছের এই অংশকে কিছু বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ)-এর কথা হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কথা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জবাব :

আমরা দুইভাবে এই অভিযোগের জবাব প্রদান করব ইনশাআল্লাহ:

(১) মন্তব্যটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর মন্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা হলেও হাদীছে কোন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা কোন ছাহাবী এই জাতীয় মন্তব্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শ্রবণ না করলে বলতে পারেন না। যেমন- হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

أَنْ يقوْلَ الصَّحابِيُّ الَّذيْ لَمْ يأْخُذْ عَنِ الإِسْرائيليَّاتِ ما لا مجالَ للاجْتِهادِ فيْهِ ولا لهُ تعلُّقٌ ببيانِ لغةٍ أَو شرحِ غريبٍ كالإخبار عن الأمور الماضية مِن بَدْءِ الخلق وأَخبارِ الأنبياء أَو الآتيةِ كالملاحِمِ والفِتَنِ وأَحوالِ يومِ القيامةِ وكذا الإخبارِ عمَّا يَحْصل بفِعْلِهِ ثوابٌ مخصوصٌ أَو عقابٌ مَخْصوصٌ وإِنَّما كانَ لهُ حُكْمُ المَرفوع.

'এমন ছাহাবী যিনি 'ইসরাঈলী রিওয়ায়েত' বর্ণনা করেন না, তিনি যদি এমন কথা বলেন, যা ইজতিহাদ করে বলা সম্ভব নয় এবং আরবী ভাষার কঠিন শব্দের অর্থ বা ব্যাখ্যা জাতীয় কিছু নয়। যেমন, সৃষ্টির অতীত ইতিহাস, নবীদের ঘটনা, ভবিষ্যতে কী ঘটবে? ক্বিয়ামতের অবস্থা এবং এমন কোন আমলের কথা বলা, যার বদৌলতে নেকী রয়েছে বা যা করলে শাস্তি রয়েছে ইত্যাদি, তাহলে এসবই মারফূ'-এর হুকুমে হবে'।[৬৪৩]

(২) যে বর্ণনায় এই মন্তব্যকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর বর্ণনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই বর্ণনাটিও ছহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন।[৬৪৪] ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সূক্ষ্ম একটি মূলনীতি হচ্ছে, তিনি যখন কোন হাদীছ এক জায়গায় একবার উল্লেখ

৬৪৩. আসক্বালানী, নুযহাতুন নাযর, পৃঃ ২৩৫।
৬৪৪. ছহীহ বুখারী হা/১৬৭৫।

করেন, তখন ঐ হাদীছ আরেক জায়গায় উল্লেখ করার সময় হুবহু উল্লেখ করেন না। বরং সনদে এবং মতনে কোথাও না কোথাও পরিবর্তন থাকে।[৬৪৫] এই পরিবর্তনের ফলে পাঠক উপকারিতা পান। সনদে বা মতনে কোন মতভেদ থাকলে সেটা হাদীছের ছাত্রের সামনে ফুটে উঠে। সুতরাং যে বর্ণনা দিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে সে বর্ণনাটিও ইমাম বুখারী তার ছহীহ বুখারীতে উল্লেখ করে হাদীছের পার্থক্যের দিকে ইশারা করেছেন।

চতুর্থ অভিযোগ : আবু ইসহাক্ব আস-সাবীঈ থেকে যুহাইর যখন এই হাদীছটি বর্ণনা করেন, তখন তিনি মাগরিবের পরে দুই রাক'আত ছালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ছহীহ বুখারীর এই হাদীছে মাগরিবের পরের দুই রাক'আত ছালাতের কথা উল্লেখ নেই।

জবাব :

স্বয়ং আলবানী (রহঃ) এই সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি দলীলের আলোকে প্রমাণ করেছেন এই বর্ণনাটিই সঠিক। অর্থাৎ মাগরিবের পরের দুই রাক'আত ছালাতের কথা উল্লেখ না থাকাটাই সঠিক। যেমন তিনি বলেন,

والمحفوظ عندي عن أبي إسحاق عدم ذكر الركعتين بعد المغرب لتفرد زهير بهما دون الجماعة إسرائيل وابن أبي ذئب وجرير بن حازم؛ فإن رواية الجماعة أحفظ وأضبط من رواية الفرد.

'আমার (আলবানীর) নিকটে প্রাধান্যপ্রাপ্ত হচ্ছে মাগরিবের পরে দুই রাক'আত ছালাতের কথা উল্লেখ না থাকা রেওয়ায়াতটি। কেননা মাগরিবের পরে দুই রাক'আত ছালাতের কথা একমাত্র যুহাইর উল্লেখ করেছেন। অথচ ইসরাঈল, ইবনু আবী যে'ব, জারীর ইবনে হাযেম কেউই এই দুই রাক'আত ছালাতের কথা উল্লেখ করেননি। আর অধিকাংশের বর্ণনা একজনের বর্ণনার চেয়ে বেশী মযবূত ও গ্রহণীয়'।[৬৪৬]

সারমর্ম : উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, এই হাদীছ ছহীহ এবং ইমাম বুখারীর এই হাদীছটি তার ছহীহ বুখারীতে অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত।

হাদীছ নং-৭

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا» قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطِهِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ، فَانْطَلِقْ إِلَى العَرِيشِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ

---

৬৪৫. ফাতহুল বারী ১/১৫।

৬৪৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৩৫, ১০/৩৮৮।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আনসারের একজন ব্যক্তির নিকটে গেলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে তার সঙ্গী ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) সেই আনসার ব্যক্তিটিকে বললেন, যদি তোমার নিকট এমন পানি থাকে যা সারা রাত পাত্রে ছিল তাহলে আমাদেরকে দাও অন্যথায় আমরা চুমুক লাগিয়েই পানি খাব। রাবী বলেন, এমতবস্থায় ওই আনসার ব্যক্তিটি একটি বাগানের মাঝে পানি দিচ্ছিল। সে জবাবে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট এমন পানি আছে যা সারা রাত পাত্রে ছিল। আপনি তাঁবুতে যান। অতঃপর সেই ব্যক্তি পাত্রে পানি ঢালল এবং তার সাথে কিছু দুধ মিশালো। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তা পান করলেন এবং তার সঙ্গীও তা পান করল।[৬৪৭]

ব্যাখ্যাঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীছটি দুটি অধ্যায়ে এনেছেন। 'চুমুক দিয়ে পানি পান করা' ও 'দুধের সাথে পানি মিশানো'।[৬৪৮] রাসূল (ছাঃ) অত্র হাদীছে সারা রাত পাত্রে ছিল এমন পানি চেয়েছেন। যেহেতু তৎকালীন যুগে ফ্রিজ ছিলনা। এই জন্য ঠান্ডা পানির সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি ছিল মাটির পাত্রে পানিকে সারা রাত রেখে দেয়া। রাসূল (ছাঃ) ঠান্ডা পানির উদ্দেশ্যেই সারা রাত পাত্রে থাকা পানি চেয়েছেন। চুমুক লাগিয়ে পান করা অর্থ হচ্ছে। কোন প্রকার পাত্র ছাড়া ও হাতের সাহায্য ছাড়া উপুড় হয়ে সরাসরি মুখ লাগিয়ে পানি পান করা। ঠিক যেমন প্রাণীরা পানি খায়। কিছু হাদীছ এই জাতীয় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) এই ভাবে পশু-প্রাণীর মত চুমুক দিয়ে পানি খেতে নিষেধ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীছ পেশ করে এটা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, প্রয়োজনে চুমুক দিয়ে পানি খাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত অত্র হাদীছে ছাহাবী পানির সাথে হালকা দুধ মিশিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে পরিবেশন করেছেন। এখান থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, গ্রহিতার অবগতিতে দুধে পানি মিশালে সমস্যা নাই।

তাহক্বীক্বঃ আলবানী (রহঃ) এই হাদীছকে তার সিলসিলা যঈফাতে যঈফ বলেছেন।[৬৪৯]

যঈফ বলার কারণঃ এই হাদীছের একজন রাবী হচ্ছেন ফুলায়হ বিন সুলায়মান। তার দুর্বলতার কারণে আলবানী (রহঃ) এই হাদীছকে দুর্বল বলেছেন।[৬৫০] পাশাপাশি চুমুক দিয়ে খাওয়া অংশকে গরীব বা অপরিচিত বলেছেন।

জবাবঃ আমরা ফুলায়হ বিন সুলায়মান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দুই নং হাদীছের অধীনে করেছি। সেখানে আমরা বলেছি ফুলায়হ বিন সুলায়মান যখন মদীনার শায়খ থেকে হাদীছ বর্ণনা করে তখন তার হাদীছকে ইমাম বুখারী (রহঃ) গ্রহণ করেন। কেননা সে মদীনার শায়খদের থেকে বর্ণনা করলে তার হাদীছ ছহীহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এই হাদীছটি ফুলায়হ বিন সুলায়মান

---

৬৪৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬১৩,৫৬২১।
৬৪৮. প্রাগুক্ত।
৬৪৯. সিলসিলা যঈফা, হা/৬৯৪৯।
৬৫০. সিলসিলা যঈফা, হা/৬৯৪৯।

সাঈদ বিন হারিছ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর সাঈদ বিন হারিছ মদীনার অধিবাসী এবং মদীনার বিচারক ছিলেন।[৬৫১]

চুমুক দিয়ে খাওয়া : এই হাদীছে চুমুক দিয়ে পানি খাওয়ার যে কথা এসেছে। সে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত দু'টি হাদীছ প্াওয়া যায়। যথাঃ

১. আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

"لَا تَكْرَعُوا، وَلَكِنْ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا،

তোমরা মুখ লাগিয়ে চুমুক দিয়ে পানি পান করনা বরং হাত ধুয়ে হাতের মাধ্যমে পানি পান কর![৬৫২]

তাহক্বীক্ব : এই হাদীছকে হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী ও নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুমাল্লাহ সহ অনেক মুহাদ্দিছ যঈফ বা দুর্বল বলেছেন।[৬৫৩] কেননা এই হাদীছের একজন রাবী হচ্ছেন লাইছ বিন আবি সুলায়ম। যিনি দুর্বল হিসেবে প্রসিদ্ধ।[৬৫৪] এছাড়া এই সনদের তাবেয়ী সাঈদ বিন আমিরকে হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ইমাম আবু হাতিম সহ অনেকেই অপরিচিত বলেছেন।[৬৫৫] যদিও ইবনু হিব্বান তাকে সিকাতে অর্ন্তভূক্ত করেছেন এবং ইবনু মাঈন বলেছেন, কোন সমস্যা নাই।[৬৫৬]

২. আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন,

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا، وَهُوَ الْكَرْعُ،

রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে পেটের উপর ভর করে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। আর এটাই হচ্ছে চুমুক দিয়ে পান করা।[৬৫৭]

তাহক্বীক্ব : হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) ও আলবানী (রহঃ) এই হাদীছকেও দুর্বল বলেছেন।[৬৫৮] এই সানাদেও দু'টি ক্রটি আছে। বাকিয়্যা একজন মুদাল্লিস রাবী সে আনআনার মাধ্যমে বর্ণনা করেছে।[৬৫৯] অন্যদিকে যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ মাজহুল রাবী।[৬৬০]

এই দু'টি দুর্বল হাদীছ পেশ করার পর হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহঃ বলেন,

---

৬৫১. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/১৬৪।
৬৫২. সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৩৩
৬৫৩. ফাতহুল বারী, ১০/৭৭; সিলসিলা যঈফা, হা/২৮৪৫।
৬৫৪. আল-কামিল, রাবী নং-১৬১৭।
৬৫৫. মিযানুল ইতিদাল, ২/১৪৬; তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং-২৩৩৯।
৬৫৬. মিযানুল ইতিদাল, ২/১৪৬; ছিকাত, রাবী নং-২৯৪৭।
৬৫৭. সুনানে ইবন মাজাহ, হা/৩৪৩১।
৬৫৮. ফাতহুল বারী, ১০/৭৭; সিলসিলা যঈফা হা/২১৬৮।
৬৫৯. মিসবাহুয যুজাযা, ৪/৪৭।
৬৬০. মিযানুল ইতিদাল রাবী নং-২৯৪৮; তাক্বরীবুত তাহযীব রাবী নং-২০৮৮।

فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَالنَّهْيُ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ وَالْفِعْلُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ قِصَّةُ جَابِرٍ قَبْلَ النَّهْيِ أَوِ النَّهْيُ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ وَهَذَا الْفِعْلُ كَانَ لِضَرُورَةِ شُرْبِ الْمَاءِ الَّذِي لَيْسَ بِبَارِدٍ فَيَشْرَبُ بِالْكَرْعِ لِضَرُورَةِ الْعَطَشِ ... وَإِنَّمَا قِيلَ لِلشُّرْبِ بِالْفَمِ كَرْعٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْبَهَائِمِ لِشُرْبِهَا بِأَفْوَاهِهَا وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تُدْخِلُ أكارعها حِينَئِذٍ فِي الماء ...فَهَذَا إِنْ ثَبَتَ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ خَاصًّا بِهَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الشَّارِبُ مُنْبَطِحًا عَلَى بَطْنِهِ وَيُحْمَلُ حَدِيثُ جَابِرٍ عَلَى الشُّرْبِ بِالْفَمِ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِانْبِطَاحِ

যদি হাদীছটি ছহীহ মেনে নেই তাহলে এটা তানযীহ মূলক নিষেধাজ্ঞা আর রাসূল (ছাঃ)-এর কর্ম সেটিকে জায়েয বুঝানোর জন্য। অথবা জাবির (রাঃ)-এর ঘটনা নিষেধাজ্ঞার পূর্বে অথবা নিষেধাজ্ঞাটা শুধু তখন যখন চুমুক লাগানোর কোন প্রয়োজন পড়বেনা। আর রাসূল (ছাঃ) যা করেছেন তা মূলত প্রয়োজনে পড়ে। কেননা পাত্রে ঠান্ডা পানি না পেলে তিনি পিপাসা দূর করার জন্য চুমুক দিয়ে কোন পানি পান করতেন। আর মুখ লাগিয়ে পানি পান করানোকে আরবীতে এইজন্য 'কার' বলা হয় কেননা এটা পশু প্রাণীর কাজ। অধিকাংশ সময় এই ভাবে পানি পান করার জন্য তারা তাদের পা পানিতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আর দ্বিতীয় হাদীছটি যদি ছহীহ মেনে নেই তাহলে নিষেধাজ্ঞা শুধু এই প্রকারের জন্য। তথা পানকারী পেটের ভরে উপুড় হয়ে মুখ লাগিয়ে পানি পান করবে। আর জাবির (রাঃ)-এর ঘটনার সামঞ্জস্য হচ্ছে, পানি হয়তো উঁচু কোথাও ছিল যার ফলে নিচু হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।[৬৬১]

আসক্বালানী (রহঃ)-এর এই কথা থেকে বুঝা যায়, প্রথমত: হাদীছে যেটা নিষেধ করা হয়েছে সেটা মূলত নীচুতে থাকা পানি উপুড় হয়ে মুখ লাগিয়ে পান করা। অন্যদিকে উঁচুতে থাকা কোন বড় পাত্রে মুখ দিয়ে পানি পান করা যাবে। দ্বিতীয়ত যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় এই ভাবে হাতের সাহায্য ছাড়া সরাসরি মুখ ডুবিয়ে পানি পান করা উচিৎ নয় আর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই তা জায়েয।

সারমর্ম : কুরা শব্দের অর্থ পায়ের খুর। যখন কোথাও বৃষ্টিতে পানি জমে যায় তখন সে জায়গা থেকে পানি পান করার জন্য উট-গরু তাদের পা গুলো পানিতে এগিয়ে দিয়ে মুখ দিয়ে পানি পান করে এইজন্য এই জাতীয় পানি পানকে আরবীতে 'কার' বলা হয়েছে। এই ভাবে পানি পান করতে নিষেধাজ্ঞা সূচক উপরে বর্ণিত দু'টি হাদীছই যঈফ। এই জন্য ইমাম ইবনু হাযম বলেন,

فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ نَهْيٌ وَلَا أَمْرٌ، فَكُلُّ شَيْءٍ مُبَاحٌ

যেহেতু নিষেধাজ্ঞা এবং নির্দেশ কোনটিই প্রমাণিত নয়। সেহেতু তা হালাল কেননা প্রতিটি বিষয়ের মূল হচ্ছে হালাল।[৬৬২]

---

৬৬১. ফাতহুল বারী, ১০/৭৭।
৬৬২. ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৬/২৩১।

সুতরাং এই হাদীছ দ্বয়ের দ্বারা আমাদের আলোচিত জাবির (রাঃ)-এর হাদীছের উপর অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ নাই। বরং বলা যায়, প্রয়োজনের সময় এই ভাবে পানি পান করা জায়েয বুঝানোর জন্যই ইমাম বুখারী রহঃ এই হাদীছটি এনেছেন এবং এই নামে অধ্যায়ের নাম রচনা করেছেন। সুতরাং সানাদগত ও মাতানগত উভয় দিক থেকে হাদীছ ছহীহ।

হাদীছ নং- ৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ، قَالَ: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الجِبَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ"، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لاَ تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا، أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) হাদীছ শুনাচ্ছিলেন। এমতবস্থায় তার নিকটে একজন গ্রাম্য বেদুঈন ছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, একজন জান্নাতের অধিবাসী মহান আল্লাহর নিকট জান্নাতে চাষাবাদ করার জন্য অনুমতি চাইবে। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, যা আছে তা কি যথেষ্ট নয়? সে ব্যক্তি জবাবে বলবে, জি যথেষ্ট। কিন্তু আমি চাষাবাদ করতে ভালবাসি। অতঃপর সে জান্নাতে বীজ বপন করবে। চোখের পলকে সে বীজ গজিয়ে, বড় হয়ে পেকে যাবে। একেকটা গাছ হবে পাহাড়ের সমান। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, নেও হে আদমের সন্তান! তোমাদেরকে কিছুতেই পরিতৃপ্ত করতে পারবেনা। হাদীছ বলা শেষ হতেই সে বেদুঈন ব্যক্তিটি বলল, নিশ্চয় জান্নাতের অধিবাসী এই ব্যক্তিটি কুরাইশ বা আনসার হবে। কেননা তারা চাষী। আর আমরা চাষী নই। তার এই কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) হেসে উঠলেন।

এই হাদীছটিকে আলবানী (রহঃ) জামে ছগীর ও মিশকাতের তাহক্বীক্বে ছহীহ বলেছেন।[৬৬৩] কিন্তু পরবর্তীতে সিলসিলা যঈফা-এর তাহক্বীক্বে দুর্বল বলেছেন।[৬৬৪]

যঈফ বলার কারণ : আলবানী (রহঃ) এই হাদীছটিকে ফুলায়হ বিন সুলায়মানের কারণে দুর্বল বলেছেন।

জবাব : আমরা ফুলায়হ বিন সুলায়মান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দুই নং হাদীছের অধীনে করেছি। সেখানে আমরা বলেছি ফুলায়হ বিন সুলায়মান যখন মদীনার শায়খ থেকে হাদীছ বর্ণনা করে বিশেষ করে হিলাল বিন আলী থেকে তখন তার হাদীছে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং

---

৬৬৩. ছহীহ জামে সগীর, হা/ ২০৮০; মিশকাত হা/ ৫৬৫৩।
৬৬৪. সিলসিলা যঈফা, হা/ ৬৯৫০।

ইমাম বুখারী (রহঃ) শুধুমাত্র এই বিশেষ অবস্থায় তার হাদীছ গ্রহণ করেন। এই হাদীছটিও ফুলায়হ বিন সুলায়মান হিলাল বিন আলী থেকে বর্ণনা করেছে। সুতরাং এই হাদীছটিও ছহীহ।

ফিক্বহুল বুখারী : এই হাদীছটি ইমাম বুখারী দু'টি অধ্যায়ে এনেছেন। 'জান্নাত বাসীর সাথে মহান আল্লাহর কথা বলা' এবং 'ভাড়ায় জমি চাষাবাদ'। অত্র হাদীছে জান্নাত বাসীর সাথে মহান আল্লাহর কথা বলার বিষয়টি স্পষ্ট কিন্তু ভাড়ায় জমি চাষাবাদের বিষয়টি অস্পষ্ট। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ইস্তিদলাল হচ্ছে। যদি অন্যের জমি চাষ করা হারাম হত তাহলে এই ব্যক্তির মনে জান্নাতে জমি চাষাবাদের কথা জাগ্রতই হতনা। কেননা এই জমি তো তার নিজের নয়। সুতরাং দুনিয়াতে সে এটা জানত যে, অন্যের জমি থেকে উপকার হাসিল করা যায়। তাই সে জান্নাতে জমি চাষাবাদ করতে চেয়েছে। এখান থেকেই প্রমাণিত হয় যে জমি ভাড়ায় দেওয়া জায়েয।

হাদীছ নং- ৯

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا»

জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন নিশ্চয় তোমরা তোমাদের মহান প্রতিপালককে স্বচক্ষে দেখতে পাবে।[৬৬৫]

তাহক্বীক্ব : এই হাদীছটিকে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তার যিলালুল জিন্নাহ বইয়ে যঈফ বলেছেন কিন্তু পরবর্তীতে সিলসিলা ছহীহাতে ছহীহ বলেছেন।[৬৬৬] স্বয়ং আলবানী (রহঃ) বলেন,

كنت حكمت عليها في "ظلال الجنة" (١/ ٢٠١/ ٤٦١) بالشذوذ، والآن فقد رجعت عن ذلك لهذا الشاهد القوي، ولعله لذلك احتج به الحافظ في " الفتح " (٤٢٦/١٣) ، ولم يعله بالشذوذ. والله أعلم.

আমি যিলালুল জান্নাহ-এর তাহক্বীক্বে এই হাদীছের উপর 'শায' হুকুম লাগিয়েছিলাম। আর এখন আমি আমার সেই হুকুম থেকে ফিরে আসতেছি এই মযবূত শাহেদের জন্য। আর হয়তো এই জন্যই হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এই হাদীছ দ্বারা ফাতহুল বারীতে দলীল গ্রহণ করেছেন এবং এই হাদীছকে 'শায' হিসেবে দুর্বল সাব্যস্ত করেননি।[৬৬৭] সুতরাং এই হাদীছটি ছহীহ। উল্লেখ্য যে, আলবানী (রহঃ)-এর মতপরিবর্তন বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে অনেকেই এই জাতীয় ভ্রান্তিতে পতিত হয়। যে হুকুম থেকে আলবানী (রহঃ) ফিরে এসেছেন সেই হুকুমকে তার দিকে সম্পৃক্ত করা এক প্রকার জুলুম। এই বিষয়ে সতর্কতার জন্য আমাদের 'হাদীছ তাহক্বীক্বে আলবানী (রহঃ)-এর মতপরিবর্তন' গ্রন্থটি পাঠক অধ্যায়ন করতে পারেন।

---

৬৬৫. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৩৫।
৬৬৬. যিলালুল জান্নাহ, হা/৪৬১; সিলসিলা ছহীহা, হা/ ৩০৫৬।
৬৬৭. সিলসিলা ছহীহা, হা/ ৩০৫৬।

হাদীছ নং-১০

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

«لاَ عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

নির্দিষ্ট হদ্দের বাইরে ভীতি প্রদর্শন মূলক শাস্তি ১০ বার প্রহারের বেশী নয়।[৬৬৮]

ব্যাখ্যাঃ ইসলামে যিনা, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদী অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট হদ্দ রয়েছে। যে সমস্ত অপরাধগুলোর নির্দিষ্ট হদ্দ শরীয়তে বর্ণনা করা হয়নি সেগুলোর শাস্তি সর্বোচ্চ ১০ বার প্রহার হতে পারে। এর বেশী নয়।

তাহক্বীক্বঃ আলবানী (রহঃ) এই হাদীছের একটি শব্দকে দুর্বল বলেছেন। আলবানীর (রহঃ)-এর মতে এই হাদীছের আরবী ইবারাত 'উকুবা' এর জায়গায় 'লা ইউজলাদু' لا يجلد হবে।[৬৬৯]

জবাবঃ 'উকুবা' ও 'লা ইউজলাদু'এর মধ্যে প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং হাদীছের মূল অর্থ আলবানী (রহঃ)-এর নিকটেও ছহীহ। মূলত শুধু একটি শব্দের পার্থক্যের প্রতি এত গভীর দৃষ্টি আলবানী (রহঃ)-এর সুক্ষতার পরিচয় বাহক। আর এটাই মুহাদ্দিছগণের নীতি। মজার বিষয় হচ্ছে ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীছকে এই দুই শব্দেই তার ছহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন। এবং একই অধ্যায়ে পরস্পর উল্লেখ করেছেন। তথা যে শব্দে শায়খ আলবানী (রহঃ) এই হাদীছকে নিঃসন্দেহে ছহীহ বলেছেন সে হাদীছও ছহীহ বুখারীতে আছে। আর যে শব্দে যঈফ বলেছেন সে হাদীছও ছহীহ বুখারীতে আছে। শুধু তাই নয় হাদীছটি ইমাম বুখারী (রহঃ) একই অধ্যায়ে পরস্পর উল্লেখ করেছেন। যেটার শব্দ ছহীহ সেটাকে আগে উল্লেখ করেছেন। আর যেটার শব্দ দুর্বল তা পরে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর এই কর্মপদ্ধতিতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমরা এই প্রবন্ধের শুরুতে যে দাবী করেছিলাম সে দাবী সত্য। তথা ইমাম বুখারী (রহঃ) অনেক সময় হাদীছের মধ্যে শব্দগত ও সনদগত পার্থক্য দেখানোর জন্য একই হাদীছকে কয়েকভাবে পেশ করেন। এর ফলে বিভিন্ন সনদে আসা হাদীছের শব্দগত পার্থক্য হাদীছের জন্য ব্যাখ্যা স্বরুপ হয় এবং সনদগত পার্থক্য মতবিরোধের সময় প্রাধান্য দিতে সহযোগিতা করে। এছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) এটিও বুঝাতে চান যে, এই জাতীয় পার্থক্য হাদীছটির শুদ্ধতার উপর কোন প্রভাব ফেলবেনা।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, যেহেতু শব্দগত এই পার্থক্য অর্থে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করছেনা সেহেতু এই পার্থক্য হাদীছের উপর কোন প্রভাব ফেলবেনা। আর এটা বুঝানোর জন্যই ইমাম বুখারী (রহঃ) একই অধ্যায়ে হাদীছ দু'টিকে উল্লেখ করেছেন। ওয়াল্লাহু আলাম!

---

৬৬৮. ছহীহ বুখারী, হা/ ৬৮৪৯।

৬৬৯. সিলসিলা যঈফা, হা/৬৯৫৯।

ফিক্বহ শাস্ত্রে মুহাদ্দিছগণের অবদান

যুগ যুগ থেকে একটি বিতর্ক চলে আসছে 'মুহাদ্দিছগণ কি ফক্বীহ'। কিছু দিন পূর্বে অনলাইনে এই বিতর্কটি পুণরায় শুরু হয়। যারা এই বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেন তাদের দাবী অনুযায়ী 'সকল মুহাদ্দিছ ফক্বীহ নন' বা 'তাদের ফিক্বহ দুর্বল' বা 'কিছু মুহাদ্দিছ ফক্বীহ নন' ইত্যাদি। এমনকি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধেও এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। এজন্য ফিক্বহ শাস্ত্রে মুহাদ্দিছগণের অবদান জাতির সামনে পেশ করার প্রয়োজন অনুভব করছি। সেই ইচ্ছা থেকেই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। যদিও হাযার পৃষ্ঠা লিখলেও মুহাদ্দিছগণের ফিক্বহ শাস্ত্রে অবদান লিখে শেষ করা যাবে না। তবুও সারমর্ম আকারে বিষয়টির স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

মুহাদ্দিছগণ হচ্ছেন এই উম্মাতের কাণ্ডারী। আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁদের ফিক্বহী জ্ঞান দিনের সূর্যের ন্যায় প্রস্ফুটিত। হাদীছের হেফাযতে তারা শীসা ঢালা প্রাচীর। যুগ-যুগান্তরের বহুমুখি অত্যাচার-নির্যাতন যাদের দমাতে পারেনি। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাদীছ যাদের নেশা ও পেশা। দ্বীনকে হেফাযত করা যাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সত্যিকার মহব্বত যাদের সর্বাধিক। যারা জীবন দিবে কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিবে না। ইমাম আহমাদের গায়ে আঘাত করা প্রতিটি চাঁবুক তার সাক্ষী, সিরিয়ার কারাগারে ইবনু তায়মিয়ার মৃতদেহ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বালাকোটের প্রান্তরে মুহাদ্দিছ শাহ ইসমাঈল শহীদের রক্ত যার দৃষ্টান্ত। তারাই তো সেই সমস্ত ব্যক্তি, যাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মতের একটি জামা'আত থাকবে যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা হক্বের উপর টিকে থাকবে। বিরোধিতাকারী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৬৭০] রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত ওয়াদা মিথ্যা নয়। তাই যারাই মুহাদ্দিছগণের মর্যাদার বিরূপ ও কটু মন্তব্য করবে সময়ের গহ্বরে তারাই হারিয়ে যাবে। কিন্তু কালের পর কাল মুহাদ্দিছগণের নাম রাসূল (ছাঃ)-এর নামের সাথে উচ্চারিত হবে। হাযারো মানুষের অন্তর থেকে প্রাণখুলা দু'আ 'রাহিমাহুল্লাহ' বের হবে। আমরা এখানে সেই মহান মুহাদ্দিছগণের অবদান ফুটিয়ে তুলব ইনশাআল্লাহ।

ফক্বীহ কাকে বলে?

ফক্বীহ শব্দটি 'ফিক্বহ' শব্দমূল থেকে নির্গত। তাই ফক্বীহ কাকে বলে জানতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে ফিক্বহ শব্দটির পরিচয়।

শাব্দিক পরিচয় :

ফিক্বহ (فقه) শব্দটির পরিচয় বলতে গিয়ে 'আল-বাহরুল মুহীত্ব ফী উছূলিল ফিক্বহ' গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম যারকাশী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে ফিক্বহের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি

---

৬৭০. ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০ - لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ।

ফিক্বহের পরিচয় প্রদানে বহু যুগশ্রেষ্ঠ আলেমের মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যথা- ইবুন ফারিস বলেন, ফিক্বহের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জ্ঞান।[৬৭১] একই মন্তব্য ইমামুল হারামাইনের।[৬৭২]
জাওহারী বলেন, ফিক্বহ হচ্ছে বুঝ।[৬৭৩] আর এই অর্থেই পবিত্র কুরআনে ফিক্বহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا 'এই কওমের কী হল! তারা কথা কেন বুঝে না?'[৬৭৪]

পারিভাষিক অর্থে ফিক্বহ :

পারিভাষিক অর্থে ফিক্বহ কাকে বলে তা জানার আগে আমরা দেখব অতীতে ফিক্বহ শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হত-

১. ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁর 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে বলেছেন,

إِنَّ النَّاسَ تَصَرَّفُوا فِي اسْمِ الْفِقْهِ، فَخَصُّوهُ بِعِلْمِ الْفَتَاوَى وَالْوُقُوفِ عَلَى وَقَائِعِهَا، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ اسْمٌ لِمَعْرِفَةِ دَقَائِقِ آفَاتِ النُّفُوسِ، وَالِاطِّلَاعِ عَلَى الْآخِرَةِ وَحَقَارَةِ الدُّنْيَا.

'নিশ্চয় মানুষ ফিক্বহের অর্থকে পরিবর্তন করেছে। ফিক্বহকে শুধু সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যে ফৎওয়া এবং তার বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে অথবা নতুন উদ্ভাবিত মাসায়েল সম্পর্কে ধারণা রাখে। কিন্তু প্রথম যুগে এটি (ফিক্বহ) ব্যবহৃত হত আত্মা সম্পর্কিত সূক্ষ্ম সমস্যাগুলো জানার ক্ষেত্রে, পরকালের বিষয়ে ধারণা প্রদান এবং দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ক্ষেত্রে'।[৬৭৫]
এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন,

وَهَلْ رَأَيْت فَقِيهًا بِعَيْنِك؟ إِنَّمَا الْفَقِيهُ هُوَ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ. الْبَصِيرُ بِذَنْبِهِ. الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ الْوَرِعُ الْكَافُّ.

'তুমি কি স্বচক্ষে কোনদিন ফক্বীহ দেখেছ? নিশ্চয় ফক্বীহ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে দুনিয়া বিমুখ, আখিরাতমুখী, নিজের গুনাহের বিষয়ে সচেতন, মহান আল্লাহর ইবাদতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে এবং যার মধ্যে যথেষ্ট আল্লাহভীতি রয়েছে'।[৬৭৬]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)ও এটাকে ফিক্বহ বলেছেন। তিনি বলেন, مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا 'আত্মার এই বিষয়ে জ্ঞান রাখা যে, তার কিসে লাভ রয়েছে এবং কিসে ক্ষতি রয়েছে'।[৬৭৭]

২. অতঃপর পরবর্তী যুগে ফিক্বহ বলা হত শরী'আতের জ্ঞানকে। চাই সেটা আক্বীদার জ্ঞান হোক, কিংবা হাদীছের জ্ঞান। ইসলামী শরী'আত সংক্রান্ত সকল কিছুকে ফিক্বহ বলা হত, যেমন-

---

৬৭১. আবু আব্দুল্লাহ বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আয-যারাকশী, আল-বাহরুল মুহীত্ব ফী উছূলিল ফিক্বহ (দারুল কুতুবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খ্রিঃ), ১/৩৬, ৩০-৩৯ পৃঃ।

৬৭২. প্রাগুক্ত।

৬৭৩. প্রাগুক্ত।

৬৭৪. সূরা নিসা-৭৮।

৬৭৫. ইমাম গাজ্জালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ১/৩২ পৃঃ।

৬৭৬. ইমাম যারকাশী, আল-বাহরুল মুহীত্ব ফী উছূলিল ফিক্বহ, ১/৩৭ পৃঃ।

৬৭৭. দুররে মুখতার, ১/৬১ পৃঃ।

ইমাম হালিমী তার 'মিনহাজ' গ্রন্থে বলেন,

إِنَّ تَخْصِيصَ اسْمِ الْفِقْهِ بِهَذَا الِاصْطِلَاحِ حَادِثٌ. قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّ اسْمَ الْفِقْهِ يَعُمُّ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ اللهِ، وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَتَقْدِيسِهِ، وَسَائِرِ صِفَاتِهِ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ أَنْبِيَائِهِ، وَرُسُلِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَمِنْهَا عِلْمُ الْأَحْوَالِ، وَالْأَخْلَاقِ، وَالْآدَابِ، وَالْقِيَامُ بِحَقِّ الْعُبُودِيَّةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

'বর্তমানে ফিক্বহকে যে পরিভাষার সাথে খাছ করা হয়েছে, তা নব উদ্ভাবিত। আর সত্য হচ্ছে, ফিক্বহ নামটা মূলত ইসলামী শরী'আর সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন- মহান আল্লাহর পরিচয়, তাঁর একত্ব, পবিত্রতা, গুণাবলীসমূহ, তেমনিভাবে নবী ও রাসূলগণের পরিচয়, আদব-আখলাক্ব এবং মহান আল্লাহর ইবাদত ও এছাড়াও আরো অনেক কিছুর জ্ঞান'।[৬৭৮] উক্ত মন্তব্য নকল করার পর ইমাম যারকাশী বলেন, " وَلِهَذَا صَنَّفَ أَبُو حَنِيفَةَ كِتَابًا فِي أُصُولِ الدِّينِ وَسَمَّاهُ الْفِقْهَ الْأَكْبَرَ " 'এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মূলত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর উছূলুদ দ্বীন বিষয়ে লিখিত বইয়ের নাম রেখেছেন 'আল-ফিক্বহুল আকবার' বা বড় ফিক্বাহ'।[৬৭৯]

অথচ আল-ফিক্বহুল আকবার বইয়ে হুকুম-আহকাম বা মাসায়েল নাই বললেই চলে। এটি একটি আক্বীদার বই। সুতরাং স্পষ্ট বুঝ যাচ্ছে যে, সেই যুগে ইসলামী শরী'আহ সংক্রান্ত যেকোন কিছুর জ্ঞানকে ফিক্বহ বলা হত।

বর্তমান যুগ :

বর্তমান যুগে ফিক্বহ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তার পারিভাষিক অর্থ নিয়ে হালকা মতভেদ রয়েছে। প্রথমতঃ আমরা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাটা পেশ করছি-

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) তার 'উমদাতুল ক্বারী শারহু ছহীহিল বুখারী' গ্রন্থে বলেছেন,

الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة العملية من أدلتها التفصيلية.

'তথা বিস্তারিত প্রমাণাদির মাধ্যমে শরী'আতের আমল সংক্রান্ত বিধানের জ্ঞানকে ফিক্বহ বলা হয়'।[৬৮০]

ব্যাখ্যা : আমল সংক্রান্ত জ্ঞান বলার মাধ্যমে ফিক্বহ থেকে আক্বীদাকে বের করা হয়েছে। বিস্তারিত প্রমাণাদি বলার মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে বের করা হয়েছে, যে হয়তো মাসআলা জানে কিন্তু সেই মাসআলার প্রমাণ জানে না। যেমন সাধারণ জনগণ হয়তো ছালাতের হুকুম-আহকাম জানে কিন্তু সেই হুকুম-আহকামের দলীল সংক্রান্ত হাদীছ ও কুরআন জানে না। এখানে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়-

---

৬৭৮. আল-বাহরুল মুহীত্ব ফী উছূলিল ফিক্বহ, ১/৩০-৩৯ পৃঃ।

৬৭৯. প্রাগুক্ত।

৬৮০. উমদাতুল ক্বারী শারহু ছহীহিল বুখারী ২/৪৩ পৃঃ।

(ক) আক্বীদাকে বের করা হয়েছে কিন্তু হাদীছকে বের করা হয়নি। কেননা হাদীছ আলাদা কোন জ্ঞান নয় বরং আক্বীদা, তাফসীর, ফিক্বহ সকল কিছুর ভিত্তি হচ্ছে হাদীছ।

(খ) সংজ্ঞায় যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে সেটা সে কিভাবে হাসিল করবে তা বলা হয়নি। এই জায়গাতেই একটা সূক্ষ্ম ইখতিলার্ফ হয়ে গেছে। কেউ কেউ ফিক্বহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলে দিয়েছেন 'মুকতাসাবা' তথা নিজস্ব অর্জিত জ্ঞান হতে হবে। যারা মুকতাসাবা শর্ত যোগ করেছেন তাদের নিকটে ফক্বীহ শুধু মুজতাহিদ। কোন মুক্বাল্লিদ যতই জ্ঞান রাখুক না কেন তিনি ফক্বীহের আওতায় আসবেন না। কেননা এটা তার অর্জিত জ্ঞান নয় বা তার নিজস্ব ইস্তিদলাল নয় বরং অন্য একজন মুজতাহিদের ইস্তিদলাল, যা সে মুখস্থ করেছে মাত্র।

আরেকদল উপরের সংজ্ঞার আলোকে বলেছেন, দলীলসহ শরী'আতের সকল মাসআলার জ্ঞান বা অধিকাংশ মাসআলার জ্ঞান থাকলেই তাকে ফক্বীহ বলা হবে যদিও সে মুজতাহিদ না হয়। বর্তমানে এই সংজ্ঞাটাই বেশী প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ।

সারমর্ম :

উপরের আলোচনার সারমর্মে বলা যায় যে, ফক্বীহের কয়েকটা স্তর।

১. ফক্বীহ মুজতাহিদ : প্রত্যেক যে ব্যক্তি মুক্বাল্লিদ সে ফক্বীহ নয়। চাই যত বড় আলেমই হোক না কেন। তাকে বলা হবে 'ফুরূয়ী'।

২. ফক্বীহ : যিনি শরী'আতের অধিকাংশ মাসআলা দলীল সহ জানেন।

৩. কেউ কেউ বলেছেন বিশেষ করে হানাফী মাযহাবে এটা প্রসিদ্ধ যে, যে ব্যক্তি চল্লিশটি হাদীছ মুখস্থ করল সে ফক্বীহগণের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আর এই মন্তব্যের ভিত্তি হচ্ছে একটি হালকা দুর্বল হাদীছ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ حَفِظَ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ اللهُ عَالِمًا فَقِيْهًا.

'যে ব্যক্তি চল্লিশটি হাদীছ মুখস্থ করল মহান আল্লাহ তাকে আলেম ও ফক্বীহগণের সাথে ক্বিয়ামতের দিন উত্থান ঘটাবেন'। এই হাদীছটি ২০-এর অধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু প্রায় সকল মুহাদ্দিছ হাদীছটিকে দুর্বল বলেছেন। শুধু ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন।[৬৮১]

৪. যে ব্যক্তি শরী'আতের যে কোন বিষয়ের জ্ঞান রাখে তাকে ফক্বীহ বলা যাবে। যেমন আক্বীদা, তাফসীর, হাদীছ।

৫. তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহভীরু যদিও সে জাহেল হয় তাকেও ফক্বীহ বলা যাবে। কেননা সেই আসল জ্ঞানী। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'নিশ্চয় জ্ঞানীরাই মহান আল্লাহকে ভয় করে' (ফাত্বির ৩৫/২৮)। যে আল্লাহকে ভয় করে না সে যত জ্ঞানীই হোক না কেন মূলত সে বোকা। সে দুনিয়া ও আখিরাতের বাস্তবতা বুঝেনি।

---

৬৮১. তালখীসুল হাবীর, ৩/৯৩-৯৪ পৃঃ।

ফক্বীহ মুজতাহিদ হওয়ার জন্য শর্তাবলী :

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম শাতেবী সহ উছূলবিদগণ একজন মুজতাহিদের জন্য বিভিন্ন শর্ত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম শর্তগুলো নিম্নে পেশ করা হল-

১. আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
২. কুরআনের তাফসীর ও ক্বিরাআত বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।
৩. হাদীছ বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।
৪. উছূলে ফিক্বহ বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।
৫. নাসিখ-মানসূখ বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।
৬. দু'টি হাদীছের মধ্যে দ্বন্দ তৈরি হলে সেটা সমাধান করার জ্ঞান থাকতে হবে। যাকে 'ইখতিলাফুল হাদীছ' বলা হয়।
৭. কুরআন ও হাদীছে ব্যবহৃত কঠিন শব্দগুলোর জ্ঞান থাকতে হবে। যাকে বলা হয় গরীবুল হাদীছ।
৮. ইজমা বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।

সম্মানিত পাঠক! এখন আমরা উক্ত বিষয়গুলোতে মুহাদ্দিছগণের অবদান ও পাণ্ডিত্যের গভীরতা কতটুকু ছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

❖ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে মুহাদ্দিছগণ :

ফিক্বহের জ্ঞানের জন্য অন্যতম যরূরী হচ্ছে কুরআন ও হাদীছের বালাগাত এবং আরবী সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে ধারণা রাখা। এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশী অবদান মুহাদ্দিছগণের। যথা-

১. ইমাম আসমায়ী। তার পূর্ণ নাম আব্দুল মালিক বিন কুরাইব। ১২০ হিজরীর দিকে তার জন্ম এবং ২১৬ হিজরীতে তার মৃত্যু। ইমাম মুসলিম তার থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ তার হাদীছের ইলমের প্রশংসা করেছেন। তিনি হাদীছের পাশাপাশি আরবী সাহিত্য ও ভাষায় ছিলেন সীমাহীন পারদর্শী। তাকে ইমাম যাহাবী 'হুজ্জাতুল আদাব' তথা আরবী সাহিত্যের হুজ্জাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর চেয়ে বড় উপাধি আর হতে পারে না।[৬৮২] আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী তার লিখিত প্রায় দশটি গ্রন্থ বর্তমানে প্রকাশিত। তার অন্যতম একটি বইয়ের নাম হচ্ছে ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه 'তথা এমন শব্দাবলী, যেগুলো শাব্দিকভাবে পৃথক কিন্তু অর্থগত ভাবে একক'।

২. ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)। আমরা তাকে একজন মুহাদ্দিছ বা ফক্বীহ হিসাবে জানি কিন্তু তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনন্য উচ্চতার অধিকারী ছিলেন। তার লিখিত বিখ্যাত আরবী কবিতা 'দিওয়ানুশ শাফেয়ী' নামে বর্তমানে প্রকাশিত। এছাড়া তার গ্রন্থ 'রিসালা' ও 'উম্ম'-এ অনেক ভাষাগত মাসআলা রয়েছে।

৩. আবু আমর বিন আলা। ৭০ হিজরীর দিকে তার জন্ম। ইনি ক্বিরাআত, আরবী কবিতা ও সাহিত্যের ইমাম ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ বুখারীতে তার হাদীছ 'তা'লীক্বান'

---

৬৮২. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/১৭৫ পৃঃ।

গ্রহণ করেছেন। হাদীছ শাস্ত্রে তিনি একজন মযবুত রাবী। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম শু'বা, হাম্মাদ বিন যায়েদ তার ছাত্র। মুজাহিদ, 'আত্বা, নাফে' সহ অনেক মুহাদ্দিছ তাঁর উস্তাদ।[৬৮৩] যদিও অনেকেই হয়তো বলে থাকে ইমাম শু'বা ফক্বীহ ছিলেন না।

৪. ইবরাহীম বিন হারিমা আল-ফিহরী। বলা হয়ে থাকে, আরবী কবিতা তার মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে। ইমাম দারাকুৎনী তাকে 'মুহাদ্দিছ কবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৬৮৪]

৫. সিবওয়াইহ। আরবী ভাষা জানে কিন্তু সিবওয়াই-এর নাম শুনেনি এটা অসম্ভব। তিনি তার জীবনের শুরুতে হাদীছ শ্রবণ করা শুরু করেন। হাম্মাদ বিন সালামার তিনি ছাত্র ছিলেন। এখানে সিবওয়াহ-এর নাম উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে। তার মত ভাষাবিদ কিভাবে এত বড় ভাষাবিদ হলেন তার শুরুর ঘটনা অনেক চমৎকার। তিনি একদা হাম্মাদ বিন সালামার দারসে হাদীছের একটা শব্দ ভুল পড়েন। 'রউফা' পড়েন। কিন্তু সেটা সঠিক ছিল 'রয়াফা'। তেমনি আরবী গ্রামারের একটি বিষয় 'লাইছা'-এর কার্যকারিতা সংক্রান্ত তার একটি ভুল ইমাম হাম্মাদ তাকে ধরিয়ে দেন। তখন সিবওয়াইহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি আগে আরবী ভাষা শিখবেন। তার এই প্রতিজ্ঞা এক পর্যায়ে তাকে ভাষাবিদে পরিণত করে দেয়। এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে কেউ বলতে পারে যে, হাম্মাদ বিন সালামা শুধু মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ নন। অথচ দেখুন! তিনি কিভাবে আরবী ভাষা ও সাহিত্যগত ভুল ধরছেন।[৬৮৫]

৬. ঈসা বিন ওমর - ইয়াহিয়া বিন মাঈন তাকে মযবুত বলেছেন। তিনি আওন বিন আব্দুল্লাহ, আসিম আল-জাহদারী ও হাসান বাসরীর ছাত্র ছিলেন। আরবী ভাষার তিনি ইমাম ছিলেন। ইকমাল ও জামে' নামে তার দু'টি গ্রন্থ রয়েছে। আরবী ভাষা-সাহিত্য বিষয়ে।[৬৮৬]

৭. আলী বিন হামযা আল-কিসায়ী। হাফিয যাহাবী বলেছেন 'শায়খুল কুররা ওয়ান নুহাত'। তথা কুরআনের ক্বিরাআত ও আরবী ভাষার ব্যাকরণের শাস্ত্রবিদগণের ইমাম। ইনি বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম 'আমাশ ও আবুবকর বিন আইয়াশের ছাত্র।[৬৮৭]

৮. আবু উবায়দ ক্বাসিম বিন সাল্লাম (মৃ. ২২৪ হিঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অনন্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ইমাম আবুদাউদ ও তিরমিযী তার থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তার বহু বই বর্তমানে প্রকাশিত। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গারীবুল হাদীছ, আমওয়াল, ঈমান। তিনি আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক ও সুফিয়ান বিন উয়ায়নার মত বিখ্যাত মুহাদ্দিছের ছাত্র ছিলেন। তার ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আবুবকর ইবনুল আরাবী ও আব্বাস আদ-দুরী। উল্লেখ্য যে, আব্বাস আদ-দুরী ইয়াহিয়া বিন মাঈনেরও ছাত্র ছিলেন।[৬৮৮]

---

৬৮৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৪০৭ পৃঃ।
৬৮৪. মাওসূ'আ আকওয়ালি দারাকুৎনী, রাবী নং-৯৬।
৬৮৫. তবাকাতুন নাহবিয়িন, পৃঃ ৬৬।
৬৮৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২০০ পৃঃ।
৬৮৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৯২৭ পৃঃ।
৬৮৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৪৯০ পৃঃ।

সুধী পাঠক! এই রকম শত উদাহরণ পেশ করা যাবে, যা দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট করবে যে, মুহাদ্দিছগণের দারসে শুধু হাদীছের চর্চা হত না বরং তারা আরবী ভাষা ও সাহিত্যেরও চর্চা করতেন। তাদের অনেকেই হাদীছের পাশাপাশি আরবী ভাষার ইমাম ছিলেন। শুধু তাই নয়, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম অবদান যারা রেখেছেন তারাও আহলেহাদীছ ছিলেন। তাদের লিখিত বই আজও আরবী ভাষার মূল ভিত্তি পরিগণিত।

তাফসীর শাস্ত্রে মুহাদ্দিছগণ :

ফক্বীহ হওয়ার জন্য অন্যতম আরেকটি বিষয় হচ্ছে-পবিত্র কুরআনের ক্বিরাআত ও তাফসীর বিষয়ে জ্ঞান রাখা। আমরা দেখব মুহাদ্দিছগণ তাফসীর ও ক্বিরাআতে কেমন পারদর্শী ছিলেন।

ক্বিরাআত কী?

আমরা সাধারণত ক্বিরাআত বলতে বুঝি কুরআন সুন্দর করে পড়তে পারা। মূলত কুরআন সুন্দর করে পড়তে পারাকে তাজবীদ বলা হয়। আর ক্বিরাআত বলা হয় ভাষার পরিবর্তন বা উচ্চারণের পরিবর্তনকে। যেমন আমাদের বাংলা ভাষা চিটাগাং-এ এক রকম রাজশাহীতে আরেক রকম আবার সিলেটে তার ঠিক বিপরীত। অথচ ভাষা একটাই। তেমনি আরবী ভাষাও গোত্রভেদে পার্থক্য হয়। কুরআনের তাফসীরে এই ক্বিরাআতের পার্থক্যের সীমাহীন গুরুত্ব রয়েছে। আমরা দেখব, এই ক্বিরাআত শাস্ত্রে মুহাদ্দিছগণ কেমন পণ্ডিত ছিলেন।

ক্বিরাআত শাস্ত্রে মুহাদ্দিছগণ :

তাবেঈগণের পরবর্তী যুগে দশজন বিখ্যাত ব্যক্তি ক্বিরাআত শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাদেরকে ক্বিরাআত শাস্ত্রের ইমাম বলা হয়- যেমন

১. ইমাম আব্দুল্লাহ বিন কাছীর। তিনি ১২০ হিজরীর দিকে মৃত্যুবরণ করেছেন। কুতুবে সিত্তাহর সকলেই তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তিনি ক্বিরাআত শাস্ত্রের ইমাম। তিনি এই শিক্ষা গ্রহণ করেন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মুফাসসির ইমাম মুজাহিদের নিকট। যিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মুফাসসির আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের ছাত্র। তেমনি এই বিখ্যাত ক্বিরাআত শাস্ত্রের ইমামের নিকট ইলম হাসিল করেন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী, ইমাম হাম্মাদ বিন সালামা সহ অনেকেই।[৬৮৯]

২. আসিম বিন আবিন নুজুদ। ইনি ক্বিরাআত শাস্ত্রের ১০ জন ইমামের একজন ইমাম। তার নিকট ইলম গ্রহণ করেছেন সুফিয়ান ছাওরী, সুফিয়ান বিন উওয়াইনা, ইমাম শু'বা, আবু আওয়ানা, হাম্মাদ বিন যায়দ ও হাম্মাদ বিন সালামা।[৬৯০] তাঁর ছাত্রদের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুহাদ্দিছগণ শুধু হাদীছ নয় বরং কুরআন শাস্ত্রেরও পারিদর্শিতা অর্জন করতেন।

৩. আব্দুর রহমান বিন হুরমুয আল-আরাজ, তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। হাদীছের গ্রন্থগুলোতে তার শত শত হাদীছ রয়েছে। হাদীছের পাশাপাশি তিনি ক্বিরাআত শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে ক্বিরাআত শিখেছেন বিখ্যাত ক্বিরাআতের ইমাম নাফে' বিন আবি

---

৬৮৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৩১৮ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল, ১৫/৪৬৮ পৃঃ।
৬৯০. তারীখুল ইসলাম, ৩/৪৩৫ পৃঃ।

নুয়াইম। তার থেকে আরো ইলম নিয়েছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম যুহরী, ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল-আনছার সহ অনেক মুহাদ্দিছ।[৬৯১]

সুধী পাঠক! এই রকম শত প্রমাণ পেশ করা যাবে, যেগুলো দ্বারা বুঝা যাবে যে, মুহাদ্দিছগণ হাদীছের পাশাপাশি কুরআনের তাফসীর ও ক্বিরাআত শিখতেন। লম্বা হওয়ার আশংকায় শুধু কিছু মুহাদ্দিছের নাম পেশ করা হল, যারা ক্বিরাআত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। যথা ক. সাঈদ বিন মুসাইয়িব। খ. উরওয়া। গ. সালিম। ঘ. 'আত্বা। ঙ. মুজাহিদ। চ. সাঈদ বিন জুবায়র সহ অনেকেই। লক্ষণীয় হচ্ছে বর্ণিত নামগুলোর সকলেই প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ এবং ক্বিরাআত শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। পরবর্তীতে যারাই ক্বিরাআত বর্ণনা করেছে তাদের প্রতিটি রিওয়ায়াতের খুব কম সংখ্যক রিওয়ায়াত আছে যেগুলোতে বর্ণিত নামগুলো পাওয়া যাবেনা। সুতরাং এ কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা যায় যে, ক্বিরাআত শাস্ত্র মুহাদ্দিছগণই সংরক্ষণ করেছেন।

তাফসীর শাস্ত্রে মুহাদ্দিছগণ :

তাফসীরে দু'টি ধারা রয়েছে। একটি হচ্ছে বিবেক-বুদ্ধি বা রায়-ক্বিয়াছ দিয়ে তাফসীর করা। অপরটি হচ্ছে রিওয়ায়েত বা বর্ণনা বা আছার দিয়ে তাফসীর করা। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ, ছাহাবায়ে কেরামের ও তাবেঈগণের আছার ইত্যাদির মাধ্যমে তাফসীর করা। প্রথমতঃ স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, দুনিয়াতে যত আছার আছে চাই ছাহাবীর আছার হোক বা তাবেঈর বা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ হোক সেগুলো মুহাদ্দিছগণই হিফাযত করেছেন। তাঁরাই এগুলো মুখস্থ করেছেন, লিখেছেন। সুতরাং বলা যায় যে, পুরো তাফসীর শাস্ত্র মুহাদ্দিছগণ হিফাযাত করেছেন। এবার আমরা দেখব তারা কি শুধু হাদীছ তাহক্বীক্ব করা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, না-কি তাফসীর শাস্ত্রেও তাদের কোন অবদান আছে?

মুহাদ্দিছগণ তাফসীর শাস্ত্রে কেমন অবদান রেখেছেন তা উদাহরণ সহ পেশ করতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে শুধু তাদের নাম পেশ করব, যারা তাফসীরের উপর আলাদা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

১. সুফিয়ান ছাওরী। তাঁর লিখিত তাফসীর বর্তমানে প্রকাশিত।

২. আব্দুর রাযযাক আস-সান'আনী। যে সমস্ত মুহাদ্দিছ গায়র ফক্বীহ, তার লিস্টে অনেকেই তাঁর নাম উল্লেখ করেছেণ। তিনি না-কি শুধু মুহাদ্দিছ। কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা তাঁর কাজ নয়। অথচ তিনি যেমন হাদীছের গ্রন্থ মুছান্নাফ লিখেছেন তেমনি তার তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে।

৩. সাঈদ বিন মানছূর। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। তাঁর সুনানে সাঈদ বিন মানছূরে আলাদা একটি অধ্যায় আছে শুধু তাফসীর নিয়ে।

৪. আবদ বিন হুমায়দ। তার লিখিত তাফসীর অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপি আকারে আছে। কিছু অংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছে।

---

৬৯১. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৬৯ পৃঃ।

৫. আব্দুল্লাহ বিন ওহাব। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ । প্রায় তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'আল-জামে' নামক তাফসীর লিখেছেন। এয়াড়া ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী সহ প্রায় সকল মুহাদ্দিছ যত হাদীছ গ্রন্থ লিখেছেন তার প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই তাফসীরের জন্য আলাদা অধ্যায় আছে। ।

সম্মানিত পাঠক! এতক্ষণ আমরা যাদের নাম দেখলাম তারা সকলেই তিনশ' হিজরী এবং তার আগের। আজকে আহলুর রায়গণের হাতে যত তাফসীর রয়েছে চাই তাফসীরে কাশ্শাফ হোক বা তাফসীরে বায়যাভী যেটাই হোক না কেন সেগুলোর বহু বছর আগে মুহাদ্দিছগণের হাতে এই তাফসীর গুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনশ' হিজরীর পরেও মুহাদ্দিছগণের খেদমত অব্যাহত ছিল। তন্মধ্যে শুধু প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেয়া হল।

ক. ইবনু আবি হাতিম - যে সমস্ত মুহাদ্দিছ ফক্বীহ ছিলেন না তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের দাবীতে বুঝা যায় যে, তিনি শুধু মুহাদ্দিছ। রাবীগণের উপর জারাহ ও তা'দীল করাই তাঁর কাজ। কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা তিনি করতেন না বা করার যোগ্যতা তার ছিল না। অথচ তিনি তাফসীরের উপর আলাদা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন।

খ. ইমাম ত্বাবারী। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। তাঁর লিখিত তাফসীর দুনিয়ার প্রসিদ্ধ তাফসীরগুলোর একটি।

গ. ইমাম বাগাভী। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। তিনিও তাফসীর বিষয়ে আলাদা গ্রন্থ লিখেছেন।

এছাড়া ইমাম ইবুনল জাওযী, ইমাম কিরমানী, ইমাম ইবনু কাছীর ও ইমাম সুয়ূত্বী রহিমাহুমুল্লাহ সকলেই নিজ নিজ যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ হওয়ার পাশাপাশি সকলেই তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলো শুধু উদাহরণ ও নমুনা। মুহাদ্দিছগণ শুধু হাদীছ তাহক্বীক্ব করতেন এটা একটা মিথ্যা অপবাদ মাত্র। মুহাদ্দিছগণ যে তাফসীর শিখতেন, কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন তার কিছু নজীর পেশ করা হল মাত্র। যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে মুহাদ্দিছগণ শুধু হাদীছ নয় তারা তাফসীর শাস্ত্রেরও ইমাম ছিলেন।

আক্বীদা শাস্ত্রে মুহাদ্দিছগণ :

মুহাদ্দিছগণ শুধু হাদীছ তাহক্বীক্ব করা এবং জারাহ ও তা'দীল নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, এটি একটি ডাহা মিথ্যা অপবাদ। আরবী ভাষা ও তাফসীরের পাশাপাশি আক্বীদার ক্ষেত্রেও রয়েছে তাদের মৌলিক অবদান। আশ'আরী ও মাতুরিদী আক্বীদা এবং ইলমুল কালামের আবির্ভাবের বহু বছর আগে মুহাদ্দিছগণ যেমন আক্বীদার মাসআলাগুলো চর্চা করেছেন তেমনি বাতিল ফিরক্বার তারদীদ করেছেন। আমরা প্রথমতঃ দেখব স্বাভাবিকভাবে আক্বীদার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণের অবদান তারপর দেখব বাতিল ফিরক্বার তারদীদের ক্ষেত্রে তাদের অবদান।

আক্বীদার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণ :

মুহাদ্দিছগণের দারসে আক্বীদার মাসায়েল কেমন আলোচিত হত এই বিষয়ে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখলেও শেষ করা যাবে না। আমরা শুধু দেখব আক্বীদা নিয়ে মুহাদ্দিছগণের আলাদা লেখনী সমূহ।

১. 'কিতাবুল ঈমান'- ইবনু আবী শায়বা (রহঃ)। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। মুছান্নাফ ইবনু আবি শায়বা নামে তাঁর বিখ্যাত একটি হাদীছের গ্রন্থ রয়েছে, যা অতি সুপরিচিত। অনেকেই ইবনু আবী শায়বা (রহঃ)-কে গায়ের ফক্বীহের কাতারে শামিল করেছেন। শুধু হাদীছ জমা করাই তার কাজ। অথচ তিনি আক্বীদার মাসায়েল সম্বলিত 'কিতাবুল ঈমান' নামে পৃথক এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আর

আক্বীদার মাসায়েলই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। বইটির তাহক্বীক্ব করেছেন আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

২. ইমাম বুখারী (রহঃ)। তিনি তাঁর ছহীহ বুখারীতে আক্বীদার দু'টি অধ্যায় পৃথকভাবে রচনা করেছেন। যেগুলোর অধীনে অনেক পরিচ্ছেদ রয়েছে। যেমন- ক. কিতাবুল ঈমান। খ. কিতাবুত তাওহীদ। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'ছহীহ বুখারী' শুরুই করেছেন 'কিতাবুল ঈমান' দিয়ে এবং 'কিতাবুত তাওহীদ' দিয়ে শেষ করেছেন। তথা বলা যায় তিনি ছহীহ বুখারী শুরু করেছেন আক্বীদা দিয়ে শেষ করেছেন আক্বীদা দিয়ে।

৩. ইমাম মুসলিম- তিনিও তাঁর ছহীহ মুসলিম শুরু করেছেন আক্বীদার আলোচনা দিয়ে। অধ্যায়ের নাম 'কিতাবুল ঈমান'। যার অধীনে অনেক পরিচ্ছেদ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ছহীহ মুসলিমের পরিচ্ছেদগুলো ইমাম নববী (রহঃ) সংযোজন করেছেন।

৪. আশ-শারীয়া- ইমাম আজুররীর লিখিত গ্রন্থ। ইমাম আজুররী (রহঃ) ইমাম আবুদাউদের ছেলের বিখ্যাত ছাত্র। বইটিতে তিনি শুধু আহলুস সুন্নাহর আক্বীদা বর্ণনা করেননি বরং খারেজী, মুরজিয়া সহ বিভিন্ন ফিরক্বার ভ্রান্ত আক্বীদার তারদীদ করেছেন।

৫. ইবানা- ইবনু বাত্তা আল-আকবারীর লিখিত গ্রন্থ। ৩০৪ হিজরীতে জন্ম। ইমাম আবুল কাসেম আল-বাগাভীর ছাত্র এবং আবু নুয়াইম আল-আস্পাহানীর উস্তাদ। ইমাম যাহাবী তাকে হাদীছ শাস্ত্রের ইমাম বলেছেন।[৬৯২] তিনি তার এই 'ইবানা' গ্রন্থে যেমন সালাফগণের আক্বীদা বর্ণনা করেছেন তেমনি ক্বাদারিয়া ও জাহমিয়া সহ বিভিন্ন বাতিল ফিরক্বার তারদীদ করেছেন।

৬. আস-সুন্নাহ- আবুবকর ইবনু আবী আসিমের লিখিত গ্রন্থ। ২০৪ হিজরীতে জন্ম। বিখ্যাত হাদীছের ইমাম। আবুবকর ইবনু আবী শায়বার ছাত্র। তার এই 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থটি শুধুই আক্বীদা নিয়ে লেখা। এই বইয়ে মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলী বিষয়ক আক্বীদা সহ আহলুস-সুন্নাহর গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদা তুলে ধরা হয়েছে। এই বইটির তাহক্বীক্ব আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) করেছেন, যা 'যিলালুল জান্নাত' নামে প্রসিদ্ধ।

৭. কিতাবুল ঈমান- ক্বাসিম ইবনু সাল্লামের লিখিত গ্রন্থ। যিনি একাধারে আরবী ভাষার ইমাম তেমনি হাদীছের ইমাম। এবার নিন তার আক্বীদা বিষয়ক বই। এই বইয়ে তিনি ঈমান সংক্রান্ত মাসআলাগুলো আলোচনা করেছেন। এই বইটির তাহক্বীক্ব করেছেন নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

৮. আস-সুন্নাহ- আবুবকর আল-খাল্লালের লিখিত গ্রন্থ। ২৩৫ হিজরীতে জন্ম। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের ছেলে আব্দুল্লাহ্‌র বিখ্যাত ছাত্র। তার এই সুন্নাহ কিতাবটি প্রায় ৬ খণ্ড বিশিষ্ট। এই বইয়ে তিনি ইমারাত, খিলাফাত বিষয়ে সঠিক আক্বীদা এবং খারেজী, মুরজিয়া, রাফেযী ফিরক্বার তারদীদের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৯. ইবনু খুযায়মাহ- তাঁর ২২৩ হিজরীতে জন্ম। ছহীহ ইবনু খুযায়মা গ্রন্থটির জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। অনেকেই ভাবতে পারে তিনি হয়তো শুধু মুহাদ্দিছ। আক্বীদার মত কঠিন বিষয়ে শুধু মুতাকাল্লিমীন মাতুরিদী ও আশ'আরীগণ কথা বলবে। অথচ তিনি প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলী সংক্রান্ত আক্বীদার উপর বিস্তর গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটির নাম আত-তাওহীদ।

---

৬৯২. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৬/৫২৯ পৃঃ।

১০. উছূলুস সুন্নাহ। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আহমাদের লিখিত গ্রন্থ। যেখানে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা আলোচনা করেছেন। বাতিল ফিরক্বার তারদীদ করেছেন।

সম্মানিত সুধী! এগুলো শুধু সাড়ে তিনশ' হিজরীর পূর্বের লিখিত এবং প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা, যেগুলোতে মৌলিক আক্বীদার মাসায়েল এবং পাশাপাশি বিভিন্ন বাতিল ফিরক্বার তারদীদ রয়েছে। এ রকম প্রকাশিত গ্রন্থই আরো রয়েছে। আর মহান আল্লাহই ভাল জানেন পাণ্ডুলিপি আকারে অপ্রকাশিত কত আছে। আর কল্পনাই করা যায় না তারা তাদের হাদীছের দারসগুলোতে আক্বীদার মাসায়েল কত আলোচনা করতেন। আল্লাহু আকবার!

এবার আমরা দেখব শুধু বাতিল ফিরক্বার তারদীদে লিখিত কিছু গ্রন্থ :

১. আর-রাদ্দু আলা আহলিল ক্বাদার- ক্বাদারিয়াদের তারদীদে লিখিত ইমাম আবুদাউদ (রহঃ)-এর গ্রন্থ। তাহযীবুল কামাল এবং তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে ইমাম মিযযী ও আসক্বালানী (রহঃ) এই কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। বইটি এখনো অপ্রকাশিত। সউদী আরবের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সম্ভবতঃ বইটির পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

২. কিতাবুল ক্বাদার- আব্দুল্লাহ বিন ওহাব। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। ইমাম মালেকের ছাত্র। ১২৫ হিজরীতে তাঁর জন্ম। এই বইটিতে তিনি ক্বাদারিয়াদের রাদ্দ করেছেন।

৩. ইমাম বুখারী- খলকু আফ'আলিল ইবাদ। ক্বাদারিয়া জাহমিয়াদের তারদীদে তার গ্রন্থ।

৪. রাদ্দ আলাল জাহমিয়া- ইমাম আহমাদের পুত্র আব্দুল্লাহর লিখিত বই। জাহামিয়া ফিরক্বার তারদীদে লিখিত গ্রন্থ।

এগুলো তিনশ' হিজরীর আগে লিখিত কিতাবের কিছু নমুনা। এবার আমরা তিনশ' হিজরীর পরে আক্বীদা বিষয়ে লিখিত মুহাদ্দিছগণের কিতাবের কিছু তালিকা দেখব ইনশাআল্লাহ।

১. শারহু উছূল ই'তিক্বাদ আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত- ইমাম লালাকায়ী।
২. তাওহীদ- ইবনু মান্দা।
৩. রুইয়া- দারাকুৎনী।
৪. আসমা ওয়াছ ছিফাত- বায়হাক্বী।
৫. উলূ - যাহাবী।
৬. ছিফাত - দারাকুৎনী।
৭. নুযূল - দারাকুৎনী।

বর্তমানে আক্বীদা বিষয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর বহু কিতাব প্রসিদ্ধ। কয়েকটির নাম দেয়া হল মাত্র-

১. ওয়াসিতিয়্যাহ
২. তাদমুরিয়্যাহ
৩. মিনহাজ
৪. হামাবিয়্যাহ।

এরপরেও কেউ যদি বলে মুহাদ্দিছগণ শুধু হাদীছ তাহক্বীক্ব করতেন। জারাহ ও তা'দীল নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাহলে তার জন্য আমাদের করুণা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

প্রত্যেক মুহাদ্দিছ হাদীছ বুঝেন :

মুহাদ্দিছগণকে যদি আমরা শুধুই মুহাদ্দিছ মানি তথা মনে করি তাদের কাজ শুধুই জারাহ ও তা'দীল করা এবং হাদীছ তাহক্বীক্ব করা তবুও তাদেরকে হাদীছ বুঝতে হবে। হাদীছ বুঝা ছাড়া তারা মুহাদ্দিছ হতে পারবে না। নিম্নে দলীলসহ এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হল :

হাদীছের তাহক্বীক্বে মাতান বা মূল টেক্সটের প্রভাব :

আমরা জানি একটি হাদীছের দু'টি অংশ। একটি সানাদ একটি মাতান। ফিক্বহী মাসায়েল বা হাদীছের বুঝ হচ্ছে মাতান সংশ্লিষ্ট। আমরা দেখব শুধু মুহাদ্দিছ, যিনি শুধু হাদীছ তাহক্বীক্ব করতে চান তার জন্য এই মাতান বুঝা কতটা যরূরী।

১. একটি হাদীছ ছহীহ না দুর্বল না জাল এটা নিশ্চিতভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত জানা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সেই হাদীছের মাতান বা টেক্সট পূর্ণভাবে বুঝে আসে। এ জন্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছের সানাদ ছহীহ হওয়া এবং হাদীছ ছহীহ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করেন। ইমাম ইবনুছ ছালাহ বলেন,

(هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد) دون قولهم (هذا حديث صحيح أو حديث حسن) لأنه قد يقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولا يصح لكونه شاذا أو معللا.

'এই হাদীছটি ছহীহ বা হাসান তাদের এই মন্তব্যের চেয়ে এই হাদীছটির সানাদ ছহীহ বা সানাদ হাসান এই মন্তব্য নিম্ন স্তরের। কেননা কখনো বলা হয় হাদীছটির সানাদ ছহীহ কিন্তু হাদীছটিতে ইল্লাত থাকার কারণে এবং শায হওয়ার কারণে হাদীছটি ছহীহ হয় না। একই মন্তব্য ইমাম ইরাক্বী, সাখাবী, ইবনু কাছীর সহ জমহূর মুহাদ্দিছীনে কেরামের'।[৬৯৩]

এজন্যই ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) তাদের বইকে সানাদ ছহীহ বলেননি, বলেছেন ছহীহ। তথা তাদের বইয়ের প্রতিটি মাতান বা টেক্সট তারা বুঝতেন। সেই হিসাবে কোন ইল্লাত না থাকায় এবং শায না হওয়ায় তারা তাদের বইয়ের নাম দিয়েছেন ছহীহ।

২. হাদীছে রাবী কোথাও ভুল করেছে কিনা এটা ধরার জন্যও তারা মাতানকে ব্যবহার করতেন। মাতানের অর্থ যদি কুরআনের কোন আয়াতের বিরোধী মনে হয় বা অন্যান্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী মনে হয়, তাহলে তারা হাদীছের উপর কালাম করতেন। যেমন-

ক. আয়েশা (রাঃ) প্রায় দশটি হাদীছের মাতানের উপর কালাম করেছেন। বিস্তারিত পাবেন ইমাম যারাকশীর 'আল-ইজাবা' গ্রন্থে। পূর্ণ নাম-

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة

খ. এবার একজন তাবেঈর মন্তব্য শুনুন! রাবী বিন খুছাইম বলেন,

---

৬৯৩. মুকাদ্দামা ফী উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ২৩; ইখতিসারু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৪৩; আত-তাবসীরা ওয়াত তাযকীরা, ১/১০৭ পৃঃ।

إن من الحديث حديثاً له ضوء كضوء النهار، نعرفه به، وإن من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها.

'কিছু হাদীছ আছে, যেগুলোর স্বচ্ছতা দিনের স্বচ্ছতার ন্যায়। আমরা সাথে সাথেই সেটা চিনতে পারি। আবার কিছু হাদীছ আছে, যেগুলোর অন্ধকারচ্ছন্ন রাতের ন্যায়, আমরা (দেখলেই) চিনে ফেলি'।[৬৯৪]

হাদীছের স্বচ্ছতা তথা মাতানের স্বচ্ছতা।

ফায়দা :

অধিকাংশ মুহাদ্দিছ মাতানে সমস্যা বুঝতে পারলে সেটা সানাদের দিকে ঠেলে দেন। যেমন উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, কোন হাদীছের সনদ বাহ্যিকভাবে ছহীহ কিন্তু মতন সমস্যাপূর্ণ। তখন মুহাদ্দিছগণ সানাদে আরো গভীরভাবে দৃষ্টি দেন। সানাদের মধ্যেই কোন ত্রুটি খুজে বের করার চেষ্টা করেন এবং হাদীছকে যঈফ হিসাবে সেই কারণটা পেশ করেন। তারা সরাসরি মতনের উপর কালাম করতে চান না। এর কিছু কারণও আছে যা এখানে আলোচ্য নয়। তবে যারা মুস্তাশরিক্বীনের মতনের উপর কালামের ধরন জানেন, তারা মুহাদ্দিছগণের এই হিকমতটা ধরতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। মাতান সংশ্লিষ্ট এই ধরনের আলোচনা বিস্তারিত জানতে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর 'আল-মানারুল মুনীফ' ও ডঃ মুসফির আদ-দুমায়নীর 'মাক্বায়িস নাক্বদিল মাতান' বইটি পাঠ উপভোগ্য।

৩. জাল হাদীছ ধরার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মাতান। যুগে যুগে মুহাদ্দিছগণ হাদীছকে জাল প্রমাণ করেছেন মাতান বা মূল টেক্সট দিয়ে। যেমন-

ইবনুছ ছালাহ (রহঃ) বলেন,

فَقَدْ وُضِعَتْ أَحَادِيثُ طَوِيلَةٌ يَشْهَدُ بِوَضْعِهَا رَكَاكَةُ أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا.

'অনেক বড় হাদীছ জাল করা হয়েছে, যেগুলোর জাল হওয়ার ব্যাপারে সেই হাদীছ গুলোর শাব্দিক ও অর্থগত দুর্বলতা প্রমাণ বহন করে'।[৬৯৫] হাদীছ জাল কিনা তা ধরার অন্যতম মাধ্যম যে হাদীছের অর্থগত ও শাব্দিক দুর্বলতা তার আলোচনা প্রায় উছূলে হাদীছের সকল বইয়ে আছে। দেখুন! তাক্বরীব,পৃঃ ৪৬; তাক্বয়ীদ ওয়াল ইজাহ, পৃঃ ১৩১; নুকাত, ইবনু হাজার, পৃঃ ১২৫; আল-মানহাল, ইবনু জামাআহ, পৃঃ ৫৪।

উদাহরণ : একদা উরওয়া বিন যুবায়রের সামনে কেউ হাদীছ বলল,

الصخرة عرش الله الأدنى

'বায়তুল আক্বসার সাখরা হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র নিম্নতর আরশ'। এই হাদীছ শুনা মাত্রই উরওয়া বলে উঠলেন,

سُبْحَانَ اللَّهِ يقول الله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}.

---

৬৯৪. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৬২।

৬৯৫. মুকাদ্দামা ইবুনছ ছালাহ, পৃঃ ৯৯।

'সুবহান আল্লাহ! মহান আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন তার কুরসী আসমান ও যমীনকে ঘিরে আছে, (আর তুমি বলছ তার আরশ বায়তুল আক্বছার সাখরা!)'।[৬৯৬]

৪. রাবীগণের অবস্থা জানার জন্য এমন কিছু মৌলিক বিষয় আছে, যেগুলোর জন্য হাদীছের অর্থ জানা যরূরী। যেমন রাবী মযবুত না দুর্বল মুহাদ্দিছগণ তা কয়েকভাবে বুঝতেন। স্মৃতি শক্তির পরীক্ষা নেয়ার মাধ্যমে, তার সাথে চলাফেরা করে বা তার বিষয়ে খোঁজ নেয়ার মাধ্যমে। কিন্তু আরো একটি পদ্ধতি রয়েছে সেটা হচ্ছে 'মুকারানাতু রিওয়ায়াতি হাযার রাবী'। তথা যে রাবীর বিষয়ে জানতে চাচ্ছি সেই রাবীর বর্ণিত সকল হাদীছকে তার সহপাঠীদের বর্ণিত সকল হাদীছের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা। আর এটা সনদ ও মতন উভয়ের পর্যালোচনা। যদি দেখা যায় রাবী মূল টেক্সটে ভুল করছে বা তার সহপাঠীদের থেকে আলাদা বর্ণনা করছে, তাহলে এই ভুলের পরিমাণটা কত সেটার উপর নির্ভর করে রাবীর উপর হুকুম লাগানো হয়। যেমন ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظاً أو معنى.

'রাবীর স্মৃতিশক্তির মযবুতী জানা যায় অন্যান্য মযবুত রাবীর সাথে তার বর্ণিত হাদীছের শব্দে ও অর্থে মিল হওয়ার মাধ্যমে'।[৬৯৭]

সুতরাং যদি কোন মুহাদ্দিছ হাদীছের অর্থ না বুঝে, তাহলে সে রাবীর অবস্থা জানতে পারবে না। আর রাবীর অবস্থা জানতে না পারলে হাদীছ তাহক্বীক্ব করতে পারবে না। আর যে হাদীছ তাহক্বীক্ব করতে পারবে না সে মুহাদ্দিছ হয় কিভাবে? অতএব প্রত্যেক যে মুহাদ্দিছ সে অবশ্যই হাদীছ বুঝে।

৫. মুহাদ্দিছগণের মাঝে এমন কিছু পরিভাষা আছে যে, পরিভাষাগুলো অধিকাংশই হাদীছের মতনের সাথে জড়িত। হাদীছের অর্থ না বুঝলে যে পরিভাষাগুলোর কোন গুরুত্ব থাকে না। যেমন-

ক. **শায** : এমন হাদীছ, যা মযবুত রাবী বর্ণনা করেছে কিন্তু তার চেয়ে মযবুত রাবীর হাদীছের বিরোধী। এই বিরোধটা তখনি ধরা যাবে, যখন হাদীছের অর্থ বুঝা যাবে।

খ. মুনকার : এমন হাদীছ, যা দুর্বল রাবী বর্ণনা করেছে কিন্তু মযবুত রাবীর হাদীছ তার বিরোধী। এই বিরোধটা তখনি জানা যাবে, যখন হাদীছের অর্থ বুঝা যাবে।

গ. ইযতিরাব : হাদীছে বিশৃংখলা। হাদীছের বিশৃংখলা শুধু সনদে হয় না বরং মতনেও হয়। আর মতনের বিশৃংখলা তখনি ধরা যাবে, যখন হাদীছের অর্থ বুঝা যাবে। মতনে যে বিশৃংখলা হয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ তায়াম্মুমের হাদীছ, ছালাতে বিসমিল্লাহ পড়ার হাদীছ।[৬৯৮]

ঘ. মুদরাজ : হাদীছের মধ্যে হাদীছের ব্যাখ্যার জন্য রাবী কর্তৃক অতিরিক্ত কোন শব্দ বা বাক্য। এই মুদরাজ তখনি ধরা যাবে, যখন হাদীছের অর্থ বুঝা যাবে।

---

৬৯৬. আল-মানারুল মুনীফ, পৃঃ ৮৬।

৬৯৭. আল-বায়িছুল হাছীছ, পৃঃ ৯৪। আরো জানতে চাইলে আরো দেখুন! রুসুম, বুরহানুদ্দীন, পৃঃ ১০০; তাদরীবুর রাবী, সুয়ূত্বী, পৃঃ ৫৭।

৬৯৮. বিস্তারিত দেখুন! সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী, পৃঃ ৩১৩।

ঙ. **মাক্বলূব :** হাদীছের কোন শব্দ বা বাক্য উল্টা পাল্টা হয়ে যাওয়া। এটা তখনি ধরা যাবে, যখন হাদীছের অর্থ বুঝা যাবে। যেমন- 'আরশের নীচে সাত শ্রেণীর ব্যক্তি আশ্রয় পাবে' মর্মে বর্ণিত একটি হাদীছ আমাদের মাঝে প্রসিদ্ধ। এই হাদীছের কিছু সনদে এইভাবে এসেছে,

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله.

'এমন ব্যক্তি, যে দান করে কিন্তু তার ডান হাত জানে না বাম হাত কী দান করল'। মজার বিষয় হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে বাম হাত দান করে ডান হাত জানে না। অথচ অন্য সনদে এসেছে, 'ডান হাত দান করে বাম হাত জানে না। আর এটাই বিশুদ্ধ। এটাকেই বলে মাক্বলূব। এই মাক্বলূব এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে ধরা সম্ভব নয়, যে হাদীছের অর্থ বুঝে না।

চ. **যিয়াদাতায়ে ছিকাত :** হাদীছের মতনে সিকাহ রাবী কর্তৃক অতিরিক্ত অংশ। এটা তখনি বুঝা যাবে যখন হাদীছের অর্থ বুঝা যাবে।

সুতরাং এই কথা দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট যে, কেউ যদি শুধুই মুহাদ্দিছ হয়। কারো পেশা যদি শুধুই জারাহ ও তা'দীল করা ও হাদীছ তাহক্বীক্ব করা হয় তবুও নিশ্চিত তিনি হাদীছ বুঝেন। হাদীছ বুঝা মানে শুধু অর্থ নয় বরং হাদীছ থেকে নির্গত মাসআলা-ই মূখ্য উদ্দেশ্য। যেমনটা আমরা উরওয়ার ঘটনায় দেখলাম। অতএব প্রত্যেক যিনি মুহাদ্দিছ, তিনি নিশ্চিত হাদীছের অর্থ বুঝেন। সুতরাং যারা মুহাদ্দিছগণকে গায়ের ফক্বীহ বলে তারা মূলত হাদীছ শাস্ত্রে অজ্ঞ।

মুহাদ্দিছগণ হাদীছ কিভাবে বুঝতেন ?

আমরা দেখেছি যিনি সত্যিকার মুহাদ্দিছ তিনি অবশ্যই হাদীছ বুঝেন। এখন আমরা দেখব তাদের হাদীছ বুঝার পদ্ধতি। প্রথমে আমরা কয়েকটি মন্তব্য দেখে নেই, যা প্রমাণ করে মুহাদ্দিছগণ হাদীছ বুঝাকে গুরুত্ব দিতেন।

মুহাদ্দিছগণের নিকট ফিক্বহুল হাদীছের গুরুত্ব :

ইমাম আলী বিন মাদিনী (রহঃ) বলেন,

التفقه في معاني الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم .

'হাদীছের অর্থ বুঝা তথা ফিক্বহী জ্ঞান হচ্ছে অর্ধেক জ্ঞান এবং রিজাল শাস্ত্রের জ্ঞান হচ্ছে অর্ধেক'।[৬৯৯] সুফিয়ান বিন উয়াইনা তার ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث حتى لا يقهركم أصحاب الرأي.

'হে আহলেহাদীছগণ! তোমরা হাদীছের ফিক্বহ শিখ, যাতে করে আছহাবুর রায়গণ তোমাদের পরাজিত করতে না পারে'।[৭০০]

সুফিয়ান ছাওরী বলেন,

تفسير الحديث خير من الحديث.

'হাদীছ মুখস্থ করার চেয়ে হাদীছের ব্যাখ্যা জানা বেশী উত্তম'।[৭০১]

---

৬৯৯. আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল, পৃঃ ৩২০।

৭০০. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৬৬।

মুহাদ্দিছগণের পক্ষ থেকে এই রকম বহু মন্তব্য পেশ করা যাবে, যা দিনের আলোর ন্যায় প্রমাণ করে; তাঁরা শুধু হাদীছ মুখস্থ করা ও তাহক্বীক্ব করার বিষয়ে গুরুত্ব দিতেন না বরং হাদীছের ফিক্বহ ও ব্যাখ্যারও গুরুত্ব দিতেন।

❖ মুহাদ্দিছগণ হাদীছ কিভাবে বুঝতেন :

কঠিন শব্দের অর্থ জানা :

মুহাদ্দিছগণ হাদীছে ও কুরআনে বর্ণিত কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দগুলোর প্রতি আলাদা দৃষ্টি দিতেন। সেগুলোর অর্থ জানা ও বুঝার চেষ্টা করতেন। শুধু তাই নয় মুহাদ্দিছগণই সর্বপ্রথম কঠিন শব্দ নিয়ে আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমরা নীচে শুধু তিনশ' হিজরীর পূর্বে রচিত গ্রন্থগুলোর পরিচয় দেখব। যেমন-

১. মা'মার বিন মুসান্না- ১১০ হিজরীতে তার জন্ম। হিশাম বিন উরওয়ার নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন। আলী বিন মাদিনী (রহঃ) তার ছাত্র। ইমাম বুখারী তাকে তালীকান গ্রহণ করেছেন। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনিই সর্বপ্রথম হাদীছে বর্ণিত কঠিন শব্দ নিয়ে আলাদা বই রচনা করেছেন।[৭০২] তাঁর লিখিত কিছু বই বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে।

২. নাযর বিন শুমাইল। ১২২ হিজরীতে জন্ম। ইয়াহিয়া বিন মাঈন, ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ সহ অনেক মুহাদ্দিছ তার ছাত্র। তিনি হাদীছ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। কুতুবে সিত্তাহর সকল ইমামই তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনিই সর্বপ্রথম হাদীছের কঠিন শব্দগুলো নিয়ে বই রচনা করেন।[৭০৩] তবে যেহেতু মা'মার এবং নাযর উভয়েই সমসাময়িক, সেহেতু নিশ্চিত নয় কে সবার আগে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যায় মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম কঠিন শব্দগুলোর বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন। ভুল বুঝবেন না আবার! সেগুলো মুখস্থ করতে নয় অর্থ বুঝতে সচেতন ছিলেন।

৩. ইমাম আসমায়ী। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে মুহাদ্দিছগণের অবদান বিষয়ে আমরা তার কথা পড়েছি। তিনি হাদীছের কঠিন শব্দগুলো নিয়ে আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে বইটি প্রকাশিত।

৪. ক্বাসিম বিন সাল্লাম। একাধারে হাদীছের ইমাম ও ভাষার ইমাম। ৪০ বছর পরিশ্রম করে তিনি হাদীছের কঠিন শব্দগুলো ও তার অর্থ জমা করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন

فَرَغِبَ فِيْهِ أَهْلُ الحَدِيْثِ

'মুহাদ্দিছগণ তার বইয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন'।[৭০৪] মুহাদ্দিছগণের আগ্রহী হওয়ার কারণও ছিল। প্রথমতঃ মুহাদ্দিছগণ স্বভাবজাতভাবে কঠিন শব্দের অর্থ জানার চেষ্টা করতেন। দ্বিতীয়তঃ বইয়ের লেখক যেহেতু একজন মুহাদ্দিছ। এজন্য তার বই লেখার ধরন ছিল মুহাদ্দিছগণের মত। তিনি তার বইয়ে প্রতিটি অর্থ সনদসহ বর্ণনা করেছেন। জাহেলী যুগের আরবী সাহিত্যে এবং

---

৭০১. আব্দুল কারীম, আদাবুল ইমলা, পৃঃ ৬১।

৭০২. মুগলত্বয়ী, ইকমাল, ১১/৩০৬ পৃঃ; তারীখে দিমাশক্ব, ৫৯/৪২৩ পৃঃ; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৪৪৫ পৃঃ।

৭০৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৩২৮ পৃঃ।

৭০৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৪৯৪ পৃঃ।

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইযামের মন্তব্য সনদসহ দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। মুহাদ্দিছগণ যে শুধু সনদ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন না বরং হাদীছের অর্থ জানার চেষ্টা করতেন এই গ্রন্থটি যেমন তার জ্বলন্ত নির্দশন, তেমনি তার বইয়ে বর্ণিত বর্ণনাগুলোও প্রমাণ বহন করে যে, মুহাদ্দিছগণ হাদীছের কঠিন শব্দাবলীর অর্থ জানতেন।

৫. ইবনু কুতাইবা- বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। ইমাম আবু হাতিমের ছাত্র। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীছের কঠিন শব্দগুলোর উপর আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৭০৫]

৬. ইবরাহীম বিন ইসহাক্ব আল-হারবী। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। ১৯৮ হিজরীতে জন্ম। হাদীছের কঠিন শব্দাবলীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার বইটি বর্তমানে প্রকাশিত।[৭০৬]

৭. ছাবিত বিন ক্বাসিম। ৩০২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। একই সাথে মুহাদ্দিছ ও ভাষাবিদ ছিলেন। তার গ্রন্থটি রিয়াদ থেকে ড. মুহাম্মাদের তাহক্বীক্বে প্রকাশিত।[৭০৭]

শেষের ৫টি গ্রন্থই প্রকাশিত। ফিহরিসত ইবনু খায়র, ফিহরিসুল ফাহারিস ও রিসালা মুস্তাতরাফায় যে গ্রন্থগুলোর লিস্ট দেয়া হয়েছে সেগুলো জমা করলে দেখা যায় প্রায় অর্ধ শতাধিকের বেশী বই মুহাদ্দিছীনে কেরাম শুধু হাদীছের কঠিন শব্দগুলোর জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন। যার প্রায় ৩০টি তিনশ' হিজরীর পূর্বেই লিখিত। এগুলো তো শুধু বইয়ের হিসাব। মুহাদ্দিছীনে কেরাম তাদের দারসে হাদীছের কত ব্যাখ্যা করতেন, সেগুলোর তো কোন ইয়াত্তা নেই। পরিশেষে এই বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থটির নাম দিয়ে শেষ করি।

النهاية في غريب الحديث

'আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীছ ওয়াল আছার'। এই বিখ্যাত গ্রন্থটির লেখক ইমাম ইবনুল আছীর। তিনি 'জামিউল উছূল ফী আহাদিছির রসূল' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটিরও লেখক।

২. হাদীছ বিভিন্ন সূত্র থেকে জমা করার মাধ্যমে :

মুহাদ্দিছগণ একটি হাদীছকে এক সানাদ থেকে শ্রবণ করে ক্ষান্ত হতেন না। প্রতিটি হাদীছের শাওয়াহেদ ও মুতাবা'আত খুঁজতেন। এমনকি একটি হাদীছের অত্যধিক সানাদ জানা মুহাদ্দিছগণের নিকট অনেক বড় সফলতা বলে গণ্য হত। সমার্থবোধক মাতান বা মূল টেক্সট খুঁজতেন। ইমাম ইবনু মাঈন (রহঃ) বলেন,

لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلنا.

'যতক্ষণ আমরা একটি হাদীছকে ত্রিশটি সূত্র থেকে না লিখতাম, ততক্ষণ হাদীছ বুঝতাম না'।[৭০৮]

তার এই মন্তব্য থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়,

ক. মুহাদ্দিছগণ হাদীছ বুঝার চেষ্টা করতেন।

খ. হাদীছ বুঝার অন্যতম মাধ্যম হাদীছকে বিভিন্ন সানাদ থেকে শ্রবণ করা।

---

৭০৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২৯৭ পৃঃ।
৭০৬. আস-সিকাত মিম্মান লাম য়াকা ফিল কুতুবিস সিত্তাহ, ২/১৫৩ পৃঃ।
৭০৭. তারীখ আন্দালুস আয-যব্বী, পৃঃ ২৫৪।
৭০৮. ইমাম হাকিম, আল-মাদখাল, পৃঃ ৩২।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন,

الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا.

'যদি তুমি হাদীছের সূত্রসমূহ জমা না কর, তাহলে হাদীছ বুঝতে পারবে না। হাদীছ পরস্পরের ব্যাখ্যা স্বরূপ'।[৭০৯]

ইমাম আলী বিন মাদিনী (রহঃ) বলেন,

الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.

'ততক্ষণ হাদীছের ভুলটি স্পষ্ট হয় না, যতক্ষণ না হাদীছের সূত্রসমূহ জমা করা হয়'।[৭১০]

ইমাম আবু হাতিম বলেন,

إذا كتبت فقمش ثم إذا رويت ففتش

'যখন তুমি হাদীছ লিখবে, তখন শুধু জমা করে যাও। আর যখন বর্ণনা করবে, তখন যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা কর'।[৭১১] এই জন্যই মুহাদ্দিছী ওলামায়ে কেরাম হাদীছ শ্রবণ ও মুখস্থ করার সময় দুর্বল-জাল বাছতেন না। হাদীছ পেলেই হল সেটা লিখে নিতেন ও মুখস্থ করে নিতেন। যেমন ইমাম বুখারীর কয়েক লক্ষ শুধু দুর্বল হাদীছ মুখস্থ ছিল।

সনদ জমা করার মাধ্যমে হাদীছের ব্যাখ্যার উদাহরণ :

হাদীছের সকল সনদে বর্ণিত রূপটা জমা করলে হাদীছের আসল উদ্দেশ্য ফুটে উঠে। হাদীছের এক অংশ, তখন আরেক অংশের ব্যাখ্যা করে। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ.

'তোমরা নবীগণের মাঝে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না'। এই হাদীছ পড়ে অনেক ভাই ভ্রান্ত হয়ে গেছেন। তারা বুঝেছেন, আমাদের রাসূলকে সর্বশ্রেষ্ঠ বললে এই হাদীছের বিরোধী হয়ে যাবে। অথচ হাদীছের সকল সূত্র জমা করলে হাদীছের প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। মূলত এই হাদীছটি তিনভাবে বর্ণিত হয়েছে-

لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ.

'তোমরা নবীগণের মাঝে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না'। এখানে আরবী তাফযীল থেকে নির্গত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই বর্ণনাটির সনদ নিম্নরূপ :

---

৭০৯. খত্বীব বাগদাদী, আল-জা'মে লি আখলাকির রাবী, হা/১৬৪০।
৭১০. খত্বীব বাগদাদী, আল-জা'মে লি আখলাক্বির রাবী, হা/১৬৪১।
৭১১. আল-জা'মে লি আখলাক্বির রাবী, হা/১৬৭০।

আব্দুল্লাহ বিন ফযল বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান আল-আরাজ থেকে। তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে।[৭১২] মাত্র এই একটি সূত্রে 'তাফযীল' শব্দ মূল থেকে নির্গত ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى.

'তোমরা মূসাকে বাদ দিয়ে আমাকে বেছে নিও না'। এই বর্ণনায় তাখয়ীর থেকে নির্গত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই বর্ণনাটির সনদ নিম্নরূপ :

ইমাম যুহরী বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান আল-আরাজ, আবু সালাম ও সাঈদ ইবনুল মুসাঈয়াব এই তিন জন থেকে। তারা তিনজন বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে।[৭১৩]

لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ.

'তোমরা রাসূলদের মাঝে কাউকে বেছে নিও না'। এই বর্ণনাতেও তাখয়ীর থেকে নির্গত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে আসা সকল সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৭১৪]

যারা হাদিসের সনদের ব্যাপারে ভাল ইলম রাখেন তাঁরা অবশ্যই ধরতে পারবেন যে, لَا تُخَيِّرُوا বা তাখয়ীর শব্দটি প্রাধান্য পাবে। কেননা- (ক) সংখ্যাধিক্য। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর তিনজন ছাত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একজন সাঈদ বিন মুসাঈয়াব। যিনি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বিশেষ ছাত্র ও মদীনার বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। (খ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত সকল সনদে এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে। (গ) যে আব্দুর রহমান আল-আরাজ থেকে মাত্র একটি সূত্রে 'তাফযীল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেই আব্দুর রহমান আল-আরাজ থেকে যখন ইবনু শিহাব যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি 'তাখয়ীর' শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু শিহাব যুহরীর মযবুতী, ইতকান ও যোগ্যতা বিষয়ে প্রতিটি হাদীছের ছাত্র অবগত। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মূলত তাখয়ীর থেকে নির্গত শব্দ দিয়ে নিষেধ করেছেন। তথা তিনি বলেছেন, لَا تُخَيِّرُوا। আর তাখয়ীরের অর্থ হচ্ছে একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা বেছে নেয়া। তথা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নবীগণের মাঝে কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে বেছে নিও না'। হাদীছের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন নবীকে অসম্মান করে কোন নবীকে প্রাধান্য দিও না। নরমালী প্রাধান্য দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। উপরিউক্ত আলোচনা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হাদীছের সানাদ জমা করার মাধ্যমে হাদীছের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা যায়। উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিছগণ হাদীছ বুঝতে শুধু

---

৭১২. ছহীহ বুখারী, وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ এই আয়াতের তাফসীর অধ্যায়।

৭১৩. ছহীহ বুখারী, 'ইয়াহুদী ও মুসলিমদের মাঝে ঝগড়া' অধ্যায় ও 'মূসা (আঃ)-এর মৃত্যু' অধ্যায়।

৭১৪. ছহীহ বুখারী, 'ইয়াহুদী ও মুসলিমদের মাঝে ঝগড়া' অধ্যায়।

একটি হাদীছের বিভিন্ন সানাদ জমা করতেন না; বরং একই বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীছ জমা করতেন। যেমনটা ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার ছহীহ মুসলিমে করেছেন।

৩. ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইজামের ফতোয়ার মাধ্যমে :

মুহাদ্দিছীনে কেরাম হাদীছ বুঝার জন্য তৃতীয় যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করতেন তা হচ্ছে ছাহাবায়ে কেরামের ফৎওয়া। প্রত্যেক মুহাদ্দিছ ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইজামের ফৎওয়ার বিষয়ে এতটা অভিজ্ঞ ছিলেন যে বর্তমান যুগের ফক্বীহগণ চার মাযহাবের ইমামগণের ফৎওয়া বিষয়ে অতটা জ্ঞানী নয়। মুহাদ্দিছীনে কেরাম যে ছাহাবাগণের ফৎওয়াকে কতটা গুরুত্ব দিতেন তার কয়েকটি দলীল পেশ করা হল-

ক. বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন,

عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس.

'তোমার জন্য যরূরী যে তুমি সালাফগণের আছার আঁকড়ে ধর। যদিও মানুষ তোমাকে পরিত্যাগ করে'।[৭১৫]

খ. আজ অবধি ছাহাবায়ে কেরামের যত ফৎওয়া আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তার প্রত্যেকটি ফৎওয়া মুহাদ্দিছীনে কেরামের সংগ্রহ করা। তারা হাদীছ যেমন সনদসহ মুখস্থ করতেন, তেমনি ছাহাবায়ে কেরামের ফৎওয়া সনদসহ মুখস্থ করতেন।

গ. শুধু তাই নয়, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইজামের ফৎওয়ার জন্য আলাদা পরিভাষাও তৈরি হয়েছে। আছার, মাওকূফ, মাক্বতূ' এই পরিভাষাগুলো শুধু তাদের ফৎওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে।

ঘ. হাদীছের খুব কম গ্রন্থ এমন রয়েছে, যেখানে মুহাদ্দিছীনে কেরাম হাদীছের ব্যাখ্যার জন্য ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইজামের ফৎওয়া যোগ করেননি। যেমন-

- মুওয়াত্ত্বা মালেক। প্রতিটি অধ্যায়ে ইমাম মালেক হাদীছের পাশাপাশি নাফে', ইবনু ওমর (রহঃ) সহ ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইজামের ফৎওয়া নকল করেছেন।
- মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা। ছাহাবায়ে কেরামের ফৎওয়ার বিশাল সংগ্রহ গ্রন্থটি।
- মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক। ছাহাবায়ে কেরামের ফৎওয়া জানার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।
- সুনানে তিরমিযী। প্রতিটি হাদীছের সাথে ইমাম তিরমিযী সেই হাদীছ সংশ্লিষ্ট সালাফগণের ফৎওয়া কী তা উল্লেখ করেন।
- ছহীহ বুখারী। প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে সেই অধ্যায় সংশ্লিষ্ট ছাহাবায়ে কেরামের কি ফৎওয়া তা উল্লেখ করেছেন ইমাম বুখারী।

---

৭১৫. আজুররী, আশ-শারীয়া, হা/১২৭।

■ এছাড়া ইমাম বায়হাক্বী, দারাকুৎনী, ত্ববরাণী সহ পরবর্তী মুহাদ্দিছগণও হাদীছের পাশাপাশি ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইজামের ফৎওয়া জমা করার প্রতি আলাদা গুরুত্ব দিয়েছেন।

এছাড়া মুহাদ্দিছগণ যারাই হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন এবং ফিক্বহী মাসায়েল জমা করে আলাদা গ্রন্থ লিখেছেন তারাও ছাহাবায়ে কেরামের ফৎওয়ার বিষয়ে অন্যদের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। যে গ্রন্থগুলো আজও ছাহাবায়ে কেরামের ফৎওয়া জানার অন্যতম মাধ্যম। যেমন-

(ক) ইস্তিযকার- ইবনু আব্দিল বার।

(খ) আল-মুগনী- ইবনু কুদামা।

(গ) আল-মুহাল্লা- ইবনু হাযম।

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, যারা চার ইমামের ফৎওয়া ও দলীল জানে তারা ফক্বীহ কিন্তু যারা ছাহাবায়ে কেরামের ফৎওয়া জানল, মুখস্থ করল, সংগ্রহ করল তারা ফক্বীহ নয়! কী সেলুকাস! কী আজব দুনিয়া!

পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্যতা :

আমরা ইতিমধ্যেই মুহাদ্দিছগণের ফিক্বহের তিনটি পদ্ধতি দেখেছি। যথা-

ক. কঠিন শব্দের অর্থ জানা।

খ. হাদীছের সকল সানাদ ও একই বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীছ জমা করা। কেননা হাদীছ পরস্পরের জন্য ব্যাখ্যা স্বরূপ।

গ. ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে ইজামের ফৎওয়া।

উপরের তিনটি পদ্ধতির জ্ঞান প্রত্যেক মুহাদ্দিছের মধ্যে রয়েছে। যা ফক্বীহ-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রত্যেক মুহাদ্দিছকে ফক্বীহ বলার জন্য যথেষ্ট।

এবার আমরা দেখব ফিক্বহের দিক থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি বিষয় 'মুখতালাফুল হাদীছ' তথা দু'টি হাদীছের মধ্যে দ্বন্দ হলে সমাধানের উপায়। আমরা এই বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের অবদান দেখব এবং এই বিষয় তারা কিভাবে সমাধান করতেন তাও দেখব।

মুহাদ্দিছগণের অবদান :

প্রায় প্রতিটি উছূলে হাদীছের গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যথা-

ক. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ - ইমাম হাকিম।

খ. কিফায়াহ - খত্বীব বাগদাদী।

গ. মুকাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ।

ঘ. আল-মানহাল - ইবনু জামা'আ।

ঙ. আত-তাক্বয়ীদ ওয়াল ইযাহ।

চ. ফাৎহুল মুগীছ - সাখাবী।

চ. আল-বায়িছুল হাছীছ - ইবুন কাছীর।

ছ. নুযহাতুন নাযর - ইবনু হাজার আসক্বালানী।

এক কথায় সকল বিখ্যাত উছূলে হাদীছের বইয়ে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এটি এমন একটি বিষয়, যা একই সাথে উছূলে হাদীছের কিতাবেও আলোচিত হয়েছে আবার উছূলে ফিক্বহের কিতাবেও আলোচিত হয়েছে। উছূলে হাদীছের কিতাবে এই বিষয়টি আলোচিত হওয়া প্রমাণ বহন করে মুহাদ্দিছগণ ফক্বীহ। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে মুহাদ্দিছগণ আলাদা কিতাবও রচনা করেছেন। যথা-

ক. ইখতিলাফুল হাদীছ- ইমাম শাফেয়ী। এই বিষয়ে রচিত পৃথিবীর সর্বপ্রথম বই।

খ. তা'বীল মুখতালাফিল হাদীছ - ইবনু কুতায়বা।

এই দু'টি বই মুহাদ্দিছগণ ৩০০ হিজরীর পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম ইবনু খুযায়মাহ (রহঃ) বলেছেন-

لا أعرف حديثين متضادين ، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما.

'আমি কোন পরস্পর বিরোধী হাদীছ জানি না। যদি কারো নিকট থাকে, তাহলে সে যেন আমার নিকট নিয়ে আসে। আমি সেই দু'টি হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে দিব'।[৭১৬]

উপরের আলোচনা থেকে দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হয়, মুহাদ্দিছগণ এই রকম সূক্ষ্ম ফিক্বহী বিষয়ে কত পারদর্শী ছিলেন।

কিভাবে হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতেন?

প্রথমতঃ মুহাদ্দিছগণের নিকট হাদীছ পরস্পর বিরোধী হওয়ার শর্ত হচ্ছে উভয় হাদীছকে সমমানের হতে হবে। যদি কোন হাদীছ সানাদগত দুর্বল হয় এবং তার বিরোধী কোন ছহীহ হাদীছ থাকে, তাহলে এই ধরণের দু'টি হাদীছের পরস্পর বিরোধ ধর্তব্য নয়। বরং যঈফ হাদীছ মুনকার বলে গণ্য হবে এবং ছহীহ হাদীছ মা'রূফ ও গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে। সমপর্যায়ের দু'টি হাদীছ পরস্পর বিরোধী হলে মুহাদ্দিছগণ তাদের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেন। যদি সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব না হয়, তাহলে মুহাদ্দিছগণ কোন একটিকে নাসিখ ও আরেকটিকে মানসূখ হিসাবে ধরা যায় কি-না এর জন্য প্রমাণ খুঁজেন। যদি নাসিখ-মানসূখের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে একটাকে নাসিখ ও আরেকটাকে মানসূখ বলেন। যদি নাসিখ-মানসূখ হওয়ার কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে তারা কোন একটি হাদীছকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দেয়ার কারণ খুঁজেন। সেটা শরী'আতের অন্যান্য মৌলিক উৎস তথা-কুরআন, ইজমা ইত্যাদির সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে হয়ে থাকে বা ছাহাবায়ে কেরামের মন্তব্যও এই বিষয়ে বিরাট ভূমিকা রাখে।

---

৭১৬. আজুররী, আশ-শারীয়া, হা/১২৭।

ফায়েদা :

ক. মুহাদ্দিছগণ কোন সময় দুর্বল ও ছহীহ হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেন না। তারা পরস্পর বিরোধী হওয়ার জন্য সমমানের হওয়া শর্তারোপ করেন।[৭১৭]

খ. হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য দূরবর্তী কোন তাবীল বা ব্যাখ্যা করেন না।[৭১৮]

গ. যদি প্রাধান্য দেয়াও সম্ভব না হয়, তাহলে চুপ থাকতে হবে।[৭১৯]

উপরের তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই তিনটি বিষয় নিয়ে মুহাদ্দিছগণের সাথে উছূলবিদ ও আহলুর রায়গণের মতভেদ আছে, যা অনেক মাসআলাতে ইখতিলাফকে তরান্বিত করে।

সামঞ্জস্য বিধানের একটি উদাহরণ :

রাসূল (ছাঃ) এক হাদীছে বলেছেন, 'কোন কুলক্ষণ নেই। কোন ছোঁয়াচে রোগ নেই'। আবার আরেক হাদীছে বলেছেন 'কোন গ্রামে মহামারী লাগলে তোমরা এমনভাবে পালাও, যেমন সিংহ থেকে পালাও'। (ভাবার্থ) এই দুই হাদীছের মাঝে মুহাদ্দিছগণ অনেকভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে, দুর্বল ঈমানের মানুষ যদি মড়কে আক্রান্ত গ্রামে থাকে, তাহলে সে মহান আল্লাহ্র নির্দেশে মড়কে আক্রান্ত হতে পারে। ছোঁয়াচের কারণে নয়। কিন্তু সে হয়তো ভেবে বসতে পারে মড়কের কারণেই সে আক্রান্ত হয়েছে। সে যদি গ্রামে না থাকত, তাহলে হয়তো বেঁচে যেত। এইভাবে তার ঈমান ও আক্বীদায় একটি ত্রুটিপূর্ণ বিশ্বাস প্রবেশ করবে, যা থেকে বাঁচানোর জন্য মূলত তাকে পালাতে বলা হয়েছে।

নাসিখ-মানসূখ :

পূর্ববর্তী কোন বিধানকে পরবর্তী কোন বিধান দ্বারা রহিত করাকে নাসখ বলা হয়। নাসিখ-মানসূখ ফিক্বহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যেমন-

আলী (রাঃ) একদা এক কিসসা-কাহিনী বর্ণনাকারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: " هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ".

'তুমি কি নাসিখ-মানসূখ জান? সে জবাবে বলল, না। তখন আলী (রাঃ) বলেন, তুমি ধ্বংস হয়েছ অন্যকেও ধ্বংস করেছ'।[৭২০] একই রকম ঘটনা ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত।[৭২১]

---

৭১৭. নুযহাতুন নাযর, রিয়ায, পৃঃ ২১৬; ড. গামেদী, জুহূদ ইবনু উছাইমিন ফিল জাময়ি, পৃঃ ২৭; তাওযীহুল আফকার, তাহক্বীক্ব, মুহীউদ্দীন, টীকা দ্রষ্টব্য,পৃঃ ৪২৩-৪২৪; মুখতালাফুল হাদীছ বায়নাল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ১২৭।

৭১৮. জাযায়িরী, তাওজীহুন নাযর, ১/৫১৮ পৃঃ।

৭১৯. নুযহাতুন নাযর, পৃঃ ২১৬-২১৭।

নাসিখ-মানসূখ শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় কঠিনও। এতটা কঠিন বিষয় যে, ইমাম যুহরী বলেন,

أَعْيَا الْفُقَهَاءَ وَأَعْجَزَهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْسُوخِهِ.

'ফুক্বীহগণকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের নাসিখ-মানসূখ জানা অক্ষম এবং ক্লান্ত করে দিয়েছে'।[৭২২]

এই রকম একটি ফিক্বহী কঠিন বিষয়ে মুহাদ্দিছীনগণের অবদান সীমাহীন। আব্বাদ বিন কাছীর বলেন,

كَانَ أَعْلَمَهُمْ بِنَاسِخِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْسُوخِهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.

'তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নাসিখ-মানসূখ জানত ইবরাহীম নাখয়ী'।৭২৩ তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও অসংখ্য হাদীছের রাবী।

ফিক্বহী অন্যান্য বিষয়ের মত মুহাদ্দিছগণই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। যথা-

ক. ক্বাতাদা (রহঃ)।[১১৭] হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। হাদীছের বিখ্যাত একজন রাবী। নাসিখ-মানসূখের উপর তার আলাদা গ্রন্থ রয়েছে। বাগদাদ থেকে তাহক্বীক্ব সহ প্রকাশিত।

খ. ইমাম যুহরী (রহঃ)। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। নাসিখ-মানসূখ বিষয়ে তার থেকে বর্ণিত আলাদা গ্রন্থ রয়েছে। শায়খ হাতিমের তাহক্বীক্বে রিসালা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

গ. ক্বাসিম বিন সাল্লাম। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। নাসিখ-মানসূখ বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থ বর্তমানে প্রকাশিত।

তিনশ' হিজরীর পূর্বে রচিত মুহাদ্দিছগণের এই গ্রন্থগুলো প্রকাশিত। গণনায় দেখা গেছে মুহাদ্দিছীনে কেরাম প্রায় ৭০-এর কাছাকাছি গ্রন্থ শুধু নাসিখ-মানসূখের বিষয়ে লিখেছেন। যার প্রায় ২০টি গ্রন্থ তিনশ' হিজরীর পূর্বে লিখিত। সবগুলোর নাম সহ লিস্ট দিয়েছেন শায়খ হাতিম।[৭২৪] তিনশ' হিজরীর পরে যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

ক. ইমাম ইবনু শাহীন -অনেকেই ইমাম ইবনু শাহীনকে গয়র ফক্বীহ বলেছেন। কেননা তার অধিকাংশ কিতাব জারাহ ও তা'দীল বিষয়ক। অথচ দেখুন! তিনি ফিক্বহের অন্যতম কঠিন বিষয় নাসিখ-মানসূখ বিষয়ে আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত।

খ. ইমাম হাযিমী- বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। নাসিখ-মানসূখের উপর তার গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি গ্রন্থ।

গ. ইবনু হাযম আন্দালুসী।

ঘ. ইবনুল জাওযী ।

---

৭২০. হাযিমী, ইতিবার, পৃঃ ৪।
৭২১. যুহরী, নাসিখ, পৃঃ ১৬।
৭২২. ইবনু শাহীন, নাসিখ-মানসূখ, পৃঃ ৩৬।
৭২৩. ইবনু শাহীন, নাসিখ-মানসূখ, পৃঃ ৩৬।
৭২৪. ক্বাতাদা, নাসিখ-মানসূখ, মুহাক্কিক্ব শায়খ হাতিমের ভূমিকা দৃষ্টব্য, পৃঃ ১০-১৬।

শুধু তাই নয়. মা'রেফা ইমাম হাকিম, মুকাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, নুকাত আসক্বালানী, তাদরীব সুয়ূত্বী সহ প্রায় প্রতিটি উছূলে হাদীছের গ্রন্থে নাসিখ-মানসূখের আলোচনা রয়েছে। হাদীছের সনদের সাথে এবং ছহীহ-যঈফ হওয়ার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক না থাকার পরেও নাসিখ-মানসূখের আলোচনা উছূলে হাদীছের বইগুলোতে থাকা প্রমাণ করে মুহাদ্দিছগণের কাজ শুধু হাদীছ তাহক্বীক্ব করা নয় বরং মাসায়েল ইস্তিম্বাত করাও।

নাসিখ-মানসূখ জানার স্বীকৃত কয়েকটি উপায় :

ক. স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) জানিয়ে দেন। যেমন তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। তোমরা এখন কবর যিয়ারত কর'।

খ. ছাহাবীগণ জানিয়ে দেন। যেমন তারা বলেন যে, 'এটাই রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ আমল। যেমন- আগুনে সিদ্ধ খাবার খাওয়ার পর ওযূ করতে হবে কি-না এ বিষয়ে তারা বলেছেন, 'আগুনে সিদ্ধ খাবার খাওয়ার পর ওযূ না করাটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ আমল'।

গ. ক্বিয়াস ও ইজমার মাধ্যমে কোন কিছুকে মানসূখ করা যায় না। তবে ইজমা নাসিখ-মানসূখ বুঝার জন্য সহায়ক হয়।[৭২৫]

উছূলে ফিক্বহে মুহাদ্দিছগণ :

উছূলে ফিক্বাহ শাস্ত্রে মুহাদ্দিছগণের অবদান দেখার আগে আমরা দেখব উছূলে ফিক্বহের সংজ্ঞা ও দার্শনিকগণের প্রভাবে উছূলে ফিক্বাহ।

উছূলে ফিক্বাহ কী? সাবলীল ভাষায় বলি, 'এমন জ্ঞান, যার দ্বারা আমরা শরী'আতের দলীলের মৌলিক ভিত্তি জানতে পারি, সেই দলীল থেকে হুকুম বের করার পদ্ধতি ও নিয়ম ও ক্বানুন জানতে পারি'।

উল্লেখ্য যে, ক্বাওয়ায়েদ ফিক্বহিয়্যাহ বা ফিক্বাহের মৌলিক নিয়ম ও ক্বাওয়ায়েদ উছূলিয়্যাহ বা মূল ভিত্তির মৌলিক নিয়ম উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ- 'রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা হারাম' এটা উছূলে ফিক্বাহ। প্রত্যেক যে কাজ থেকে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন সেটা নরমালী হারাম হবে, যতক্ষণ না কোন দলীল দ্বারা সেটার অন্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই জাতীয় উছূলে ফিক্বাহের সাহায্য নিয়ে আমরা কুরআন ও হাদীছ বুঝে এমন কিছু মৌলিক নিয়ম তৈরি করলাম, যেগুলো দ্বারা শাখাগত মাসায়ালা ইস্তিম্বাত করা সুবিধা হয়। সেগুলোকে বলা হয় ক্বাওয়ায়েদ ফিক্বহিয়্যাহ। যেমন- ইবাদতের বিষয়ে মৌলিক নীতি হচ্ছে, নতুন যা কিছু হবে তা বিদ'আত এবং বৈষয়িক বিষয়ে মৌলিক নীতি হচ্ছে, নতুন যা কিছু আসবে তা হালাল। আমরা এই মূলনীতিটা উছূলে ফিক্বাহের নিয়ম-ক্বানুন সামনে রেখে কুরআন ও হাদীছ থেকে বের করেছি। তথা মূল হচ্ছে উছূলে ফিক্বাহ তারপর ক্বাওয়ায়েদে ফিক্বাহ।

৭২৫. সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী, পৃঃ ১৯৬।

উছূলে ফিক্বাহ-এর উপর দর্নশাস্ত্রের প্রভাব :

মুসলিমগণ যখন বিভিন্ন দেশ জয় করা আরম্ভ করল, তখন সেই দেশের অতীত জ্ঞানগুলোকে তরজমা করে আরবী করা শুরু করল। সেই ধারাবাহিকতায় আব্বাসী খিলাফতের আমলে গ্রীক সভ্যতার অন্যতম মনীষী এরিস্টটল, প্লেটো সহ বিভিন্ন দার্শনিকগণের থিওরি সম্বলিত বই আরবীতে অনুবাদ হয়। যে থিওরিগুলোর দ্বারা অনেক মানুষ প্রভাবিত হয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে ক্বাদারিয়া, মু'তাযিলা সহ বিভিন্ন ফিরক্বার আবির্ভাব ঘটে। যাদের যুক্তি-তর্কের সামনে উম্মাতে মুসলিমাহ-এর দুর্বল ঈমানের অধিকারী মানুষের ঈমানের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। তখন একদল মুসলিম মনীষী এই সমস্ত বাতিল ফিরক্বার যুক্তি দিয়ে জবাব দেয়া শুরু করেন। যারা এই বাতিল ফিরক্বাগুলোর যুক্তি দিয়ে জবাব দেয়া শুরু করেন তাদেরকে মুতাকাল্লিমীন বলা হয়। তারাই মূলত আশ'আরী ও মাতুরিদী। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গায়েবের বিষয় কী আর যুক্তি-তর্ক দিয়ে পারা যায়? কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও অনেক ক্ষেত্রে মুতাকাল্লিমীন যুক্তি-তর্কে জয়ের জন্য নিজেদের ইসলামী বিশ্বাস ও আক্বীদার দূরবর্তী ব্যাখ্যা করা শুরু করেন। যেমন হাত অর্থ শক্তি বা শেষ আসমানে নেমে আসা অর্থ রহমত অবতীর্ণ হওয়া.. ইত্যাদি। এগুলো তো আক্বীদার বিষয় উছূলে ফিক্বাহ শাস্ত্রও এই দর্শন শাস্ত্রের প্রভাব থেকে মুক্তি পায়নি। একেকটু যা মুক্তি পেয়েছিল তা শুধু হাদীছ শাস্ত্র। দর্শন শাস্ত্রের প্রভাবে যেভাবে মুসলিমগণের আক্বীদা বিকৃত হয়ে গেছে, তেমনি উছূলে ফিক্বাহ বিকৃত হয়ে গেছে। শুধু বিবেক-বুদ্ধি এবং ভাষাজ্ঞান দিয়ে কোনদিন ইসলামী উছূল নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু মু'তাযিলা এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত আশ'আরী, মাতুরিদীগণের লেখনীতে উছূলে ফিক্বাহ-এর আসল চেহারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে।

উছূলেফিক্বাহ প্রণয়নে মু'তাযিলা :

ক. আল-মু'তামাদ ফী উছূলিল ফিক্বহ - মুহাম্মাদ বিন আলী আবুল হুসাইন আল-মু'তাযিলী।

খ. ক্বিসমুল উছূল মিনাল মুগনী - আব্দুল জাব্বার আল-মু'তাযিলী।

গ. শারহুল উমাদ।

এই তিনটি গ্রন্থ বর্তমানে প্রকাশিত। তিনটিই মু'তাযিলাদের লিখিত।

মুতাকাল্লিমীনদের দু'টি বৈশিষ্ট্য :

পরবর্তীতে আশ'আরী, মাতুরিদী ও মুতাকাল্লিমীনদেরর মধ্যে যারা উছূলে ফিক্বাহ লিখেছেন তারা সকলেই কম-বেশী দু'টি বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট্যমণ্ডিত।

ক. হাদীছের বিষয়ে অজ্ঞ।

খ. মু'তাযিলা সহ বিভিন্ন বাতিল ফিরক্বা কর্তৃক প্রভাবিত।

যেমন-

১. ইমাম গাযযালী- উছূলে ফিক্বহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুস্তাসফা' তার লিখিত। তিনি অত্যন্ত বড় পণ্ডিত হওয়ার পরেও হাদীছ বিষয়ে ছিলেন অজ্ঞ। তিনি স্বয়ং নিজের বিষয়ে বলেছেন,

وبضاعتي في علم الحديث مُزجاة

'হাদীছে আমার সম্বল হচ্ছে নগণ্য'।[৭২৬] এমনকি তিনি জীবনের শেষ বয়সে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম অধ্যায়ন করেন।[৭২৭]

২. ফখরুদ্দীন রাযী- উছূলে ফিক্বাহ বিষয়ে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মাহসুল'। তিনি যেমন হাদীছ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন তেমনি মু'তাযিলা ফিরক্বা কর্তৃক প্রভাবিত ছিলেন। ইমাম যাহাবী বলেন,

لكنه عري من الآثار

'তিনি হাদীছ বিষয়ে পূর্ণ অজ্ঞ (একদম জিরো)'।[৭২৮] এমনকি তিনি জাদু বিদ্যার উপর বইও লিখেছিলেন 'আস-সিররুল মাকতুম' নামে। নাউযুবিল্লাহ!

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) মিনহাজে বলেন,

كالرازي وأمثاله– ليس عندهم إلا قول الجهمية والقدرية والفلاسفة. تجدهم في تفسير القرآن وفي سائر كتبهم يذكرون أقوالا كثيرة متعددة كلها باطلة،

'ইমাম রাযী এবং তার মত যারা তাদের নিকট ক্বাদারিয়া, জাহমিয়্যা, দার্শনিক ব্যতীত অন্য কোন মন্তব্য নেই। তুমি তাদেরকে দেখবে তারা পবিত্র কুরআনের তাফসীর সহ বিভিন্ন গ্রন্থে এমন অনেক মন্তব্য করেছে যার সবই বাতিল'।[৭২৯] উল্লেখ্য যে, তিনি শেষ জীবনে তওবা করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

৩. আমেদী- উছূলে ফিক্বহে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ইহকাম ফি উছূলিল আহকাম'। তার বিষয়ে ইমাম যাহাবী বলেন,

تارك للصلاة، شاكٌّ في دينه. نفوه من دمشق من أجل اعتقاده.

'ছালাত পরিত্যাগকারী ছিল, নিজের দ্বীনে সন্দেহ পোষণকারী। তাকে তার আক্বীদার জন্য দিমাশক্ব থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে'।[৭৩০]

৪. ইমাম জুয়ায়নী- উছূলে ফিক্বাহ বিষয়ে তার লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-বুরহান'। হানাফী আলেম শায়খ কাওছারী (গফাঃ) লিখেছেন,

لا خبرة له بالحديث مطلقاً.

'হাদীছ বিষয়ে তার কোন জ্ঞান ছিলনা'।[৭৩১]

---

৭২৬. ক্বানুন ফিত-তাবীল, পৃঃ ১৬।
৭২৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৯/৩২৬ পৃঃ।
৭২৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৪১১ পঃ।
৭২৯. মিনহাজ, ৫/৪৩৯ পৃঃ।
৭৩০. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২২/৩৬৬ পৃঃ; যাহাবী, আল-মুগনী, ১/২৯৩ পৃঃ।

৫. আবুবকর আল-জাসসাস- হানাফী উছূলে ফিক্বাহর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ফুছূল' তার লিখিত। ইমাম যাহাবী তার বিষয়ে বলেন,

قيل كان يميل إلى الاعتزال. وفي تواليفه ما يدل على ذلك.

'বলা হয়ে থাকে, সে মু'তাযিলা ফিরক্বার দিকে ঝুঁকে ছিল। আর তার গ্রন্থগুলোতে এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়'।[৭৩২]

৬. সোহরাওয়ার্দী : 'তানকীহাত' তার লিখিত উছূলে ফিক্বাহের বিখ্যাত গ্রন্থ। সে এরিস্টটল, প্লেটো দ্বারা প্রচুর প্রভাবিত ছিল। হুলুলের আক্বীদা সহ অনেক ভ্রান্ত আক্বীদা রাখত।[৭৩৩] ইমাম যাহাবী তার বিষয়ে বলেন, قليل الدين 'সে দ্বীন মানার ক্ষেত্রে অল্প'।[৭৩৪]

বিকৃতির উদাহরণ :

নিম্নে একটা উদাহরণ পেশ করা হল।

মু'তাযিলী উছূলবিদ আবুল হুসাইন তার লিখিত 'মু'তামাদ' গ্রন্থে দাবী করেছে 'রাসূল (ছাঃ) যদি কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন, তাহলে সেটা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। আস্তাগফিরুল্লাহ। এই কথার পিছনে তার বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল দেখুন-

وَاسْتَدَلُّوا على أَن صِيغَة الْأَمر لَا تَقْتَضِي الْوُجُوب بِأَن الْوُجُوب لَيْسَ فِي لَفظهَا وَبِأَن صيغتها إِنَّمَا تفِيد الْإِرَادَة فَقَط وَاسْتَدَلُّوا على ذَلِك بِوُجُوه .مِنْهَا أَنه لَا فرق بَين قَول الْقَائِل افْعَل وَبَين قَوْله أُرِيد مِنْك أَن تفعل يفهم أهل اللُّغَة من أَحدهمَا مَا يفهمونه من الآخر وَيسْتَعْمل أَحدهمَا مَكَان الآخر فَجرى مجْرى إِدْرَاك الْبَصَر ورؤية الْبَصَر فِي أَن الْمَفْهُوم من أَحدهمَا هُوَ الْمَفْهُوم الآخر.

'আর মু'তাযিলাগণ তাদের এই দাবী যে, 'নির্দেশ ওয়াজিব হওয়ার উপকারিতা দেয় না'-এর পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছে- কেননা নির্দেশের মধ্যে ওয়াজিব বলে কোন শব্দ নেই। বরং নির্দেশ শব্দটা ইচ্ছা পোষণকে বুঝায়। কেননা একজন ব্যক্তির কাউকে এটা বলা যে, 'কর!' এবং এটা বলা যে, 'আমি চাই তুমি এটা কর' এই দুই বাক্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একটি বাক্য আরেকটি বাক্যের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে ভাষায় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অনুভব শক্তি দ্বারা এটা অনুভব করা যায় যে, 'আমি চাই তুমি কর' দ্বারা যেটা উদ্দেশ্য 'কর!' এটা দ্বারাও সেই উদ্দেশ্য'।[৭৩৫]

---

৭৩১. ইহক্বাক্বে হাক্ব।
৭৩২. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৬/৩৪১ পৃঃ।
৭৩৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৫/৩৭৫ পৃঃ।
৭৩৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২১/২০৭ পঃ।
৭৩৫. মুহাম্মাদ বিন আলী আবুল হুসাইন আল-মুতাযিলী, আল-মু'তামাদ ফী উছূলিল ফিক্বহ, পৃঃ ১/৬৯ পৃঃ।

এই ভাবে যুক্তি দিয়ে, বিবেক দিয়ে, অনুভব শক্তি দিয়ে তারা উছূলে ফিক্বাহ নির্ধারণ করেছেন। ফল হচ্ছে- রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ সর্বোচ্চ তার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছুই নয়। সুতরাং তার নির্দশকৃত বিষয়গুলো মুস্তাহাব হবে। নাউযুবিল্লাহ।

পরবর্তীতে যে সমস্ত মুতাকাল্লিমীন এই সমস্ত মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধি-বিবেক নিয়ে মাঠে নামে তারা পথ হারিয়ে ফেলে যেমন এই মাসালাতেই বিখ্যাত ইমাম আবুবকর আল-বাকিল্লানী বলেছেন, নির্দেশের বিষয়ে চুপ থাকতে হবে যতক্ষণ না অন্য দলীল পাওয়া যায়।[৭৩৬] আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের পরেও দলীল লাগবে। নাউযুবিল্লাহ!

মন্তব্য : মু'তাযিলা কর্তৃক প্রভাবিত বা হাদীছের জ্ঞানে অজ্ঞ হওয়ার পরেও তারা ফক্বীহ। আর মুহাদ্দিছগণ ফক্বীহ নন! আশ্চর্য!

উছূলে ফিক্বহে মুহাদ্দিছগণ :

আমরা দেখব উছূলে ফিক্বাহ শাস্ত্রে মুহাদ্দিছীনে কেরামের অবদান। তার আগে যরূরী কিছু জ্ঞাতব্য দেখে নেই,

১. মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করেছেন, যাকে আমরা সকল বিষয়ে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করব। ছাহাবায়ে কেরাম করতেনও তাই। তারা রাসূল (ছাঃ)-কে কোন কাজ করতে দেখলে সাথে সাথে সেটাই করতেন। যার অনেক উদাহরণ আমি 'আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য' বইয়ে দিয়েছি। তারা কখনো প্রশ্ন করেননি যে, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি যেটা করছেন সেটা ফরয, সুন্নাত না-কি মুস্তাহাব। তারা আমাদের মত গণনা আকারে জানতেন না যে, ছালাতের রুকুন কয়টি, ওয়াজিব কয়টি, মুস্তাহাব কয়টি ইত্যাদি। রাসূল (ছাঃ)-এর হুবহু অনুসরণ ছিল তাদের জীবন দর্পন, যা পরবর্তীতে হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমে তাবেয়ীনে ইজাম জীবিত রেখেছেন। আজ অবধি একদল মানুষ আছে, যারা সার্বিকভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর মত হওয়ার চেষ্টা করেন। এমনকি নিজের মাথার চুলটিও রাসূল (ছাঃ)-এর মত রাখতে চান। এটাই মূলত ইসলামের রূহ বা প্রাণ। কিন্তু সবাই কি আর এক রকম হয়? যত সময় গড়িয়েছে তত মানুষের ঈমান দুর্বল হয়েছে। নিত্য-নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে। নতুন নতুন ফির্কার আবির্ভাব হয়েছে, যারা কুরআন থেকেই তাদের দলীল দিচ্ছে। যার ফলে ওলামায়ে কেরাম এমন কিছু উছূল তৈরির প্রয়োজন মনে করেন, যা ইসলামকে যাবতীয় সমস্যা থেকে চিরদিনের জন্য মাহফূয করে দিবে। আর সেই উছূলগুলো কুরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক বুঝের আলোকে হবে। এই ভাবেই উছূলে ফিক্বহে অস্তিত্বে আসে।

২. উছূলে ফিক্বহ পরে সংগঠিত হয়েছে তার মানে আগে ছিল না এমনটি নয়। যেহেতু কুরআন-হাদীছ আগে থেকে ছিল সেহেতু উছূল ফিক্বহ আগে থেকেই ছিল। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

---

৭৩৬. ইহকামুল ফুছূল, পৃঃ ১৯৫।

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ.

'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে নতুন কিছু আবিষ্কার করল তা পরিত্যাজ্য'।[৭৩৭]

সুধী পাঠক! এই হাদীছ আগে থেকেই ছিল। ছাহাবীগণ এই হাদীছ থেকে নির্গত মূলনীতি 'শরী'আতে নতুন কিছু বিদ'আত' এটা বুঝতেন। কিন্তু কখনোই মূলনীতি হিসাবে আলাদা করা হয়নি। তেমনি ফিক্বহও আগে থেকেই ছিল। যেমন-

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

'যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[৭৩৮]

উক্ত হাদীছে একটা ফিক্বহ আছে আবার একটা উছূল আছে। ফিক্বহ হচ্ছে রাসূল (ছাঃ) মিসওয়াক নিয়মিত করার পরেও উম্মতের জন্য তা সুন্নাত। ফরয বা ওয়াজিব নয়। উছূল হচ্ছে- এই হাদীছ প্রমাণ করে রাসূল (ছাঃ) যদি নির্দেশ দিতেন, তাহলে যরূরী হয়ে যেত। তথা 'রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ স্বাভাবিকভাবে যরূরী বুঝায়'।

মিসওয়াক করা যে যরূরী নয় এটা ছাহাবীগণ বুঝতেন। তেমনি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ যরূরী সেটাও বুঝতেন। কিন্তু কখনো আলাদা করা হয়নি যে, ওযূর সুন্নাত এতটি, তার মধ্যে একটি হচ্ছে মিসওয়াক। এইভাবে সাজানো হয়নি, যা পরবর্তীতে ফক্বীহ ও উসূলবিদগণ সাজিয়েছেন।

হাদীছের গ্রন্থগুলোই উছূলে ফিক্বহের গ্রন্থ :

ছাহাবায়ে কেরাম যেমন হাদীছ থেকে উছূল বুঝতেন, মাসায়ালা বুঝতেন, তেমনি মুহাদ্দিছগণও বুঝতেন। মাসায়ালা বুঝার বিষয়টি আমরা তাদের ফিক্বহী অধ্যায় আকারে বই রচনা থেকে অনুধাবন করতে পারি কিন্তু উছূল বুঝতেন এটা কিভাবে অনুধাবন করব? জবাব অত্যন্ত সহজ। তাদের রচিত অধ্যায় ও হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্য করা উছূল ছাড়া সম্ভব নয়। যেমন, ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন 'যাকাত ওয়াজিব হওয়া', কিন্তু কে না জানে যে, যাকাত ফরয। সুতরাং ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর এই নামকরণ প্রমাণ করে তার নিকট ফরয ও ওয়াজিব একই। হানাফী উছূলে ফরয ও ওয়াজিবের মাঝে যে পার্থক্য করা হয়েছে তা জমহূর মুহাদ্দিছের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এভাবে তাদের অধ্যায় ও হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্যতা করলে মুহাদ্দিছীনে কেরামের উছূলী জ্ঞান স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। আরো দু'টি উদাহরণ দেখলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে-

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন, 'ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা বলা ওয়াজিব'। আর দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

---

৭৩৭. ছহীহ বুখারী হা/২৬৯৭।
৭৩৮. আবুদাউদ হা/৪৭।

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا.

'ইমাম করা হয়েছে তার আনুগত্য করার জন্য। অতএব যখন ইমাম তাকবীর দেয়, তখন তোমরা তাকবীর দাও'। এই হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্য ইমামের আনুগত্য করা। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীছ থেকে তাকবীরে তাহরীমা ওয়াজিব হওয়াকে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কিভাবে? উত্তর হচ্ছে, রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিচ্ছেন যে, 'তোমরা তাকবীর দাও' এ বাক্য থেকে। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অধ্যায় ও হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যতা করতে গিয়ে উছূলে ফিক্বহের একটি কায়দা বুঝা গেল। আর সেটা হল- 'নির্দেশ যরূরী বুঝায়'।

আরেকটি উদহারণ দেখি- ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন, 'সাহরী করা ওয়াজিব নয়'। অতঃপর দলীল হিসাবে ছাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (ছাঃ) ছাওমে বিছাল করেছেন তথা 'ইফতার ছাড়া টানা ছিয়াম রেখেছেন' মর্মে হাদীছটি। কিন্তু আমরা জানি যে, স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তোমরা সাহরী কর। কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে'। উক্ত নির্দেশের পরেও কেন এটা ওয়াজিব হবে না? ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অধ্যায় ও দলীলের মাঝে সামঞ্জস্যতা করলে উছূলে ফিক্বহের আরেকটি কায়দা বের হয়ে আসে। তা হচ্ছে- রাসূল (ছাঃ) যদি কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন কিন্তু নিজে না করেন, তাহলে বুঝতে হবে সেটা ওয়াজিব নয়। সুতরাং এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, 'প্রতিটি হাদীছের গ্রন্থ যেমন ফিক্বহের গ্রন্থ, তেমনি উছূলে ফিক্বহের গ্রন্থ'।

উছূলে ফিক্বহে মুহাদ্দিছগণের লিখিত আলাদা গ্রন্থ সমূহ :

আমরা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় উছূলে ফিক্বহে মুহাদ্দিছগণের রচিত কিছু গ্রন্থের নাম দেখব। যেমন-

১. অন্যান্য বিষয়ের মত এই বিষয়েও মুহাদ্দিছগণ সর্ব প্রথম গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর 'রিসালা' গ্রন্থকে উছূলে ফিক্বহের সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসাবে ধরা হয়। এছাড়া তার লিখিত 'জিমাউল ইলমে'ও উছূল আলোচনা রয়েছে।

২. আস-সুন্নাহ- ইমাম মারওয়াযী।

৩. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম- ইবনু হাযম।

৪. আল-ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্বিহ- খতীব বাগদাদী।

৫. ক্বাওয়াতিউল আদিল্লাহ- আবুল মুযাফফর আস-সাম'আনী।

৬. জা'মে বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি- ইবনু আব্দিল বার্র।

৭. ঈলামুল মুয়াক্কিয়ীন- ইবনুল ক্বাইয়িম।

৮.আল-বাহরুল মুহীত্ব- ইমাম যারকাশী।

৯. ইরশাদুল ফুহূল- ইমাম শাওকানী।

১০. মুযাক্বিরা উছূলিল ফিক্বহ- শায়খ আশ-শানক্বিতী।

পরিশেষে বলতে চাই, ফিক্বহ এবং উছূলে ফিক্বহ বা আক্বীদা এবং কুরআনের তাফসীর যেটাই বলি না কেন, সবকিছুই হাদীছের উপর নির্ভরশীল। সবকিছুর নিরাপদ নীড় হচ্ছে হাদীছ। সঠিক উৎপত্তিস্থল হচ্ছে হাদীছ। আর হবেই না কেন? সঠিক আক্বীদা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আক্বীদা। সঠিক তাফসীর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তাফসীর। সঠিক ফিক্বা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ফিক্বাহ। সঠিক উছূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উছূল। তার থেকেই সব বিষয় এসেছে। তিনিই সকল কিছুর সঠিক-বেঠিক-এর মানদণ্ড। আজ তিনি নেই কিন্তু তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী হাদীছ আছে। সুতরাং হাদীছ হল রাসূল (ছাঃ)-এর মত সকল বিষয়ের ফায়ছালাকারী। আর এই হাদীছকেই মুহাদ্দিছগণ বুকে ধারণ করেছেন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কলমে লিখেছেন। তাই তাদের ফিক্বহ সর্ববিশুদ্ধ ফিক্বহ, তাদের আক্বীদা সর্ববিশুদ্ধ আক্বীদা। তাদের উছূল সর্ববিশুদ্ধ উছূল। তাদের তাফসীর সর্ববিশুদ্ধ তাফসীর। হে উম্মতে মুসলিম! পরকালে মুক্তি পেতে হলে তাদের আঁচল শক্ত কর ধর। শত বাধাতেও তাদের থেকে দূরে চলে যেও না, তাহলে জান্নাত থেকে দূরে চলে যাবে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর থেকে দূরে চলে যাবে।

কিছু মুহাদ্দিছ ফক্বীহ নন মর্মে পেশকৃত দলীল সমূহের জবাব :

বিভিন্ন গ্রন্থে এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যা পড়লে মনে হয় যে কিছু মুহাদ্দিছ ছিলেন, যারা ফক্বীহ নন। এই বিষয়ের জবাব আমি কয়েকভাবে দিব। তবে প্রথমে জানতে হবে আমরা মুহাদ্দিছ বলতে কী বুঝাচ্ছি এবং ফক্বীহ বলতে কী বুঝাচ্ছি। আর কখন একজন মুহাদ্দিছকে ফক্বীহ বলা যাবে না, তা স্পষ্ট হতে হবে আগে। গায়ের জোরে আমরা যেমন কাউকে ফক্বীহের এরিয়া থেকে বের করে দিতে পারি না, তেমনি গায়ের জোরে কাউকে মুহাদ্দিছ বানাতে পারি না। তাই সর্বাগ্রে পরিভাষাটা ভালভাবে বুঝতে হবে। পরিভাষা বুঝার আগে একটি বিষয় মাথায় রাখা যরূরী যে, আজ যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পৃথক করা হয়েছে অতীতে তা ছিল না। উছূল ফিক্বহ তৈরি হয়েছে দুইশ' হিজরীর পরে। ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে আলাদা আলাদা মাযহাবে রূপ নিতে প্রায় ৪০০ হিজরী লেগে গেছে। ৪০০ হিজরীর পর থেকে আলাদা আলাদা মাযহাবের উছূল অনুযায়ী তাক্বলীদের প্রথা শুরু হয়। সুতরাং আগের যুগে তাফসীর, ফিক্বহ, উছূল সবই একসাথে ছিল। একজন ছাত্র ইলম হাসিল করলে সে একসাথে সব শিখত। সুতরাং বর্তমান যুগের উপর অতীত যুগকে ক্বিয়াস করা ভুল হবে।

ইলমে হাদীছ কী?

ইমাম নববী, ইমাম ইযযুদ্দীন সহ অনেকেই ইলমে হাদীছের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن وموضوعه السند، والمتن وغايته معرفة الصحيح من غيره.

'এমন নিয়ম-ক্বানূনের জ্ঞান যার দ্বারা সানাদ ও মাতানের অবস্থা জানা যায়। আর এই ইলমের বিষয়বস্তু হচ্ছে সানাদ ও মাতান'।[৭৩৯] অত্র সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, ইলমে হাদীছ শুধু সনদের নাম নয়। বরং হাদীছের মূল টেক্সট বা মাতানও এর অর্ন্তভুক্ত।

---

৭৩৯. কাওয়ায়েদুত তাহদীছ, পৃঃ ৭৫।

ইমাম কিরমানী (রহঃ) ইলমে হাদীছের বিষয়বস্তু বিষয়ে বলেন,

علم الحديث موضوعه ذات رسول الله من حيث أنه رسول.

'ইলমে হাদীছের বিষয় হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর সত্তা'।[৭৪০] উদাহরণস্বরূপ ডাক্তারী বিদ্যার বিষয় হচ্ছে মানুষের বডি বা শরীর। সে যদি শুধু হাত পায়ের নাম, কয়টা আঙ্গুল, নাক, কান কয়টা এগুলো মুখস্থ করে নেয়, তাহলে সে কি ডাক্তার হয়ে যাবে? তেমনি যেই বিদ্যার বিষয়ই হচ্ছে রাসূল (ছাঃ) সেই বিদ্যা শুধু হাদীছ মুখস্থ করে নিলে হয়ে যায় না। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিটি কাজ বুঝতে হয়। অনুধাবন করতে হয়। অতঃপর তার মত করার চেষ্টা করতে হয়।

হাদীছের সংজ্ঞাতেও বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ)-এর কথা কাজ ও মৌন সম্মতি। সুতরাং ইলমে হাদীছের মূল হচ্ছে মাতান বা টেক্সট। সানাদ নয়।

মাতান পর্যন্ত পৌঁছতে সানাদ লাগে তাই অগত্যা সানাদ মুখস্থ করতে হয়। সুতরাং যখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ইলমে হাদীছের মূল-ই মাতান। তাহলে যে ব্যক্তি এই হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিত কিভাবে হতে পারে সে হাদীছ বুঝে না?

মুহাদ্দিছের পরিচয় :

শাব্দিক অর্থ, হাদীছ বর্ণনা করে।

পারিভাষিক অর্থ : ইবনু সাইয়্যিদিন নাস বলেন,

المُحَدِّث: من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على الكثير من الروايات وأحوال رواتها.

'মুহাদ্দিছ সেই, যে ইলমে হাদীছ নিয়ে ব্যস্ত থাকে রিওয়ায়াতান ও দিরায়াতান এবং অধিকাংশ বর্ণনা সম্পর্কে এবং সেই বর্ণনাগুলোর রাবীগণের সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে'।[৭৪১] উক্ত সংজ্ঞাই দিয়েছেন ইবনুল জাযারী সহ পরবর্তী সকল মুহাদ্দিছ।

১. রিওয়ায়েত হচ্ছে সানাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়। জারাহ ও তা'দীল সহ সবকিছু। আর দিরায়াত হচ্ছে ফিক্বহ বা হাদীছের শারাহ।[৭৪২] সুতরাং একজন ব্যক্তি পারিভাষিকভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুহাদ্দিছ হতে পারে না, যতক্ষণ না তার দিরায়াত তথা ফিক্বহী জ্ঞান থাকে। তথা প্রত্যেক যে সত্যিকার মুহাদ্দিছ সে ফক্বীহ।

২. মুহাদ্দিছ হওয়া মানে হাদীছের ছাত্র নয়। যে শুধু হাদীছ শুনে বা হাদীছ লেখে সে নয়। মুহাদ্দিছ বলতে যে হাদীছের দারস দেয়। হাদীছের দারস দেয়া মুহাদ্দিছগণের যুগে ফৎওয়া দেয়া হিসাবে ধর্তব্য হত। যেমন,

---

৭৪০. তাদরীবুর রাবী, ভূমিকা, পৃঃ ৩৯।

৭৪১. তাদরীবুর রাবী, ভূমিকা অধ্যায়।

৭৪২. আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল, পৃঃ ২৩৮-২৬০; শারহু ঈলালিত তিরমিযী, ১/২৭৭ পৃঃ; তাদরীবুর রাবী, ১/৩৭ পৃঃ, টীকা 'আওযুল্লাহ'।

مَرَرْتُ مَعَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَلَى شَابٍّ يُحَدِّثُ، فَقَالَ سُفْيَانُ اللَّهُمَّ لَا يَقِلُّ حَيَائِي ثُمَّ مَرَّ عَلَى شَابٍّ يُفْتِي.

'আমরা একদা সুফিয়ান ছাওরীর সাথে একজন যুবকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যে হাদীছ শুনাচ্ছিল। তখন সুফিয়ান (রহঃ) বলে উঠলেন, আল্লাহুম্মা! আমার লজ্জা কমে যায়নি। এই বলে তিনি সেই যুবকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যে ফৎওয়া দিচ্ছিল'।[৭৪৩]

লক্ষণীয় হচ্ছে এখানে হাদীছ বর্ণনা করাকে ফৎওয়া দেয়া বলে সম্বোধন করা হয়েছে। শুধু তাই নয় একজন হাদীছ সংগ্রহকারী কখন মুহাদ্দিছ হবে এবং কখন সে হাদীছ বর্ণনা করা শুরু করবে তথা ফৎওয়া দেয়া শুরু করবে, তারও একটা মানদণ্ড মুহাদ্দিছগণের নিকট ছিল। মুহাদ্দিছ না হয়েই কেউ হাদীছের দারস দেয়া শুরু করলে তারা তার উপর কালাম করতেন। অপসন্দ করতেন। যার প্রমাণ 'আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল' বইয়ে ইমাম রামাহুরমুযী দিয়েছেন।[৭৪৪]

গ. মুহাদ্দিছের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে মন্তব্য ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) এনেছেন তা হচ্ছে- ইমাম রাফেয়ী বলেন,

إِذَا أُوصِيَ لِلْعُلَمَاءِ لَمْ يَدْخُلِ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْحَدِيثَ، وَلَا عِلْمَ لَهُمْ بِطُرُقِهِ وَلَا بِأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَالْمُتُونِ؛ لِأَنَّ السَّمَاعَ الْمُجَرَّدَ لَيْسَ بِعِلْمٍ.

'যখন ওলামার অছিয়ত করা হয়, তখন তার মধ্যে সেই ব্যক্তি প্রবেশ করে না যে শুধু হাদীছ শুনেছে কিন্তু তার সানাদ, রিজাল শাস্ত্র ও মাতান বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। কেননা শুধু হাদীছ শ্রবণ করা কোন জ্ঞান নয়'।[৭৪৫]

আব্দুল ওয়াহিদ শিরাযী বলেছেন, আলিম বা মুহাদ্দিছ সেই যে সানাদ ও মাতান দু'টিই জানে।[৭৪৬]

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, যিনি সত্যিকার মুহাদ্দিছ হবেন তিনি ফক্বীহও হবেন।

কিছু মুহাদ্দিছ ফক্বীহ নন মর্মে পেশকৃত দলীলসমূহের খন্ডন :

নিম্নে কিছু মুহাদ্দিছ ফক্বীহ নন মর্মে পেশকৃত দলীল সমূহের জবাব পেশ করা হল,

দলীল নং-১-

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

---

৭৪৩. আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল, পৃঃ ৩৫১।
৭৪৪. আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল, পৃঃ ৩৫০-৩৫৫।
৭৪৫. তাদরীবুর রাবী, ১/৪৩-৪৪ পৃঃ।
৭৪৬. তাদরীবুর রাবী, ১/৪৩-৪৪ পৃঃ।

'আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ঔজ্জ্বল্য দান করুন, যে আমার কথা শুনল, অতঃপর তা স্মরণ রাখল ও পৌঁছে দিল। অনেক ব্যক্তি ফিক্বহকে তার চেয়ে বড় ফক্বীহ ও সমঝদার ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়, অনেক ফিক্বহের বাহক ফক্বীহ বা সমঝদার নয়'।[৭৪৭]

দলীল খন্ডন :

ক. ইমাম সূয়ূত্বী সহ প্রায় সকল মুহাদ্দিছ হাদীছের রাবীগণকে তিনভাবে ভাগ করেছেন। মুসনিদ, মুহাদ্দিছ ও হাফিয।[৭৪৮]

■ **মুসনিদ** : 'যে হাদীছ বর্ণনা করে চাই তার নিকট হাদীছ বিষয়ে কোন জ্ঞান থাক বা না থাক'। এই প্রকারভেদের আলোকে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে, হাদীছ পৌঁছানো সেই গায়ের ফক্বীহ ব্যক্তিটি মূলত একজন সাধারণ রাবী, যার হাদীছ বিষয়ে জ্ঞান নেই।

■ দুনিয়ার কোন মুহাদ্দিছ বা হাদীছের ব্যাখ্যাকারক এই হাদীছের ব্যাখ্যায় গায়ের ফক্বীহ বলতে মুহাদ্দিছের কথা বলেননি।

■ রাসূল (ছাঃ) হাদীছে যাকে ফক্বীহ বললেন সেই ফক্বীহটা কে? হাদীছের ভাষায় বুঝা যাচ্ছে, অবশ্যই সে হাদীছের আরেকজন রাবী। আর হাদীছের রাবীগণের মধ্যে যত প্রকার আছে তার মধ্যে ফক্বীহ বলে আলাদা কোন প্রকার নেই। মুহাদ্দিছ আছে, হাফিয আছে, হাকিম আছে। সুতরাং এই কথা স্পষ্ট যে, সাধারণ রাবীর উপরে যারা আছেন তাদের মধ্যেই ফিক্বহ সীমাবদ্ধ। আর তারা সকলেই মুহাদ্দিছ। ফালিল্লাহিল হামদ।

■ এখানে 'ফক্বীহ নয়' দ্বারা যে মুহাদ্দিছ উদ্দেশ্য নয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে, মুহাদ্দিছগণ এই হাদীছ দ্বারাই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ঐ মন্তব্যের বিরুদ্ধে দলীল দিয়েছেন, যেখানে তিনি দাবী করেছেন রাবীর জন্য ফক্বীহ হওয়া শর্ত। রাবী যদি ফক্বীহ না হয়, তাহলে তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে না। তখন এই হাদীছ পেশ করে মুহাদ্দিছীনে কেরাম বলেছেন, রাবী যে গায়ের ফক্বীহ হন এবং তার হাদীছ যে গ্রহণ করা হবে তার দলীল এই হাদীছ। এখানে আরেকটা বিষয় অনুধাবনের বিষয় রয়েছে, যেখানে একজন সাধারণ রাবীর জন্য ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ফক্বীহ হওয়া শর্তারোপ করেছেন। সেখানে একজন মুহাদ্দিছ কিভাবে মুহাদ্দিছ হতে পারে অথচ তিনি ফক্বীহ নন।

■ এই হাদীছে আরেকটি সূক্ষ্ম ইস্তিদলাল আছে। রাসূল (ছাঃ) এখানে হাদীছের অপরনাম হিসাবে ফিক্বহ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, অনেক ব্যক্তি ফিক্বহকে তার চেয়ে বেশী বিজ্ঞ লোকের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। এখানে মূলত হাদীছ পৌঁছিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি হাদীছকেই ফিক্বহ বললেন। সুতরাং হাদীছ-ই আসল ফিক্বহ। আর যারা হাদীছের পণ্ডিত হবেন, তারা ফক্বীহ হবেন না তা কি করে হয়?

---

৭৪৭. আবুদাউদ হা/৩০৫৬; তিরমিযী হা/২৬৫৬।
৭৪৮. তাদরীবুর রাবী, ১/৪৩ পৃঃ।

দলীল নং-২

ইমাম আ'মাশ একদা বলেন,

يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ أَنْتُمُ الأَطِبَّاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ.

'ওহে ফক্বীহগণ! তোমরা হচ্ছ ডাক্তার আর আমরা হচ্ছি ফার্মাসিস্ট'।

দলীল খন্ডন :

ইমাম আ'মাশের পূর্ণ নাম হচ্ছে সুলায়মান বিন মিহরান আল-আ'মাশ। তার বিষয়ে সুফিয়ান বিন উয়ায়না (রহঃ) বলেন,

كَانَ الأَعْمَشُ أَقْرَأَهُم لِكِتَابِ اللهِ، وَأَحْفَظَهُم لِلْحَدِيْثِ، وَأَعْلَمَهُم بِالفَرَائِضِ.

'আ'মাশ একাধারে কুরআনের বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী, হাদীছের সবচেয়ে হাফিয, এবং ফারায়েয বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী'।[৭৪৯]

সুধী পাঠক! আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইসলামে যত মাসায়ালা-মাসায়েল রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন মাসায়াল হচ্ছে ফারায়েয। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মাঝে সম্পদ বণ্টন সংক্রান্ত জ্ঞানকে বলা হয় ফারায়েয। যে ফারায়েযের জ্ঞান রাখবে, সে ফক্বীহ নয় এটা কল্পনা করা অসম্ভব। শুধু তাই নয় ইমাম আ'মাশ হচ্ছেন ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ)-এর বিখ্যাত ছাত্র। আর ইবরাহীম নাখয়ী একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ। শুধু তাই নয়, হানাফী ভাইগণের নিকট সনদের যে সিলসিলার রাবীগণ খুবই প্রিয় এবং ফক্বীহ হিসাবে স্বীকৃত সেই সিলসিলাটি হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে আলকামা (রহঃ) তার থেকে ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) তার থেকে হাম্মাদ তার থেকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)। এই ফিক্বহী সিলসিলার অন্যতম একজন হচ্ছেন আ'মাশ (রহঃ)। এমনকি পৃথিবীতে সর্ব বিশুদ্ধ সানাদ হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে আলকামা (রহঃ) তার থেকে ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) তার থেকে আ'মাশ (রহঃ)। সুতরাং ইমাম আ'মাশ (রহঃ) নিঃসন্দেহে একজন ফক্বীহ। প্রশ্ন হচ্ছে, তারপরেও কেন তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে বললেন 'আপনারা ডাক্তার আর আমরা হচ্ছি ফারমাসিস্ট'। এটা মূলত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর সামনে তার বিনয় বৈ কিছুই নয়। তার এই বিনয়কে পুঁজি বানিয়ে দুনিয়ার সকল মুহাদ্দিছকে গায়ের ফক্বীহ ছাবিত করা ধৃষ্টতা ও বোকামী। তাহলে দুনিয়ার তিনটি মাযহাবই ফিক্বহ থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

দলীল নং-৩ :

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন,

لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت.

---

৭৪৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/২২৮ পৃঃ।

'হাদীছের (মতনের) বিভিন্ন ইখতিলাফ থাকার কারণে আমি পথভ্রষ্ট হতাম, যদি না ইমাম মালেক ও ইমাম লাইস থাকত।[৭৫০]

দলীল নং-৪ :

ক্বাযী ইয়ায (রহঃ) তার 'তারতিবুল মাদারিক' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব (রহঃ)-এর জীবনীতে বলেছেন,

قال يوسف بن عدي ادركت الناس فقيها غير محدث، ومحدثا غير فقيه ،خلا عبد الله بن وهب فإني رأيته فقيها محدثا زاهدا.

'ইউসুফ ইবনু আদি বলেন, আমি এমন লোকদের দেখা পেয়েছি, যারা ফক্বীহ হলেও মুহাদ্দিছ নন। আবার মুহাদ্দিছ হলেও ফক্বিহ নন। তবে আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব (রাহঃ) ব্যতিক্রম। আমি দেখেছি তিনি একাধারে ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ ও যাহিদ'।[৭৫১]

৩ ও ৪ নং দলীলের খন্ডন:

ক. আদী বিন ইউসুফের পক্ষ থেকে ২য় মন্তব্যটি তথা অনেক মুহাদ্দিছ দেখেছি যারা ফক্বীহ নন এই মন্তব্যটি সানাদ বিহীন। আমরা অনেক চেষ্টা করলেও কোন সানাদ পাইনি। বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মন্তব্যটি গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ওহাব এ কথা বলেন নি যে, আমি মুহাদ্দিছ হওয়ার পরেও পথভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম হই হাদীছ না বুঝার কারণে। তিনি বলেছেন, আমি মালেক ও লাইছকে না পেলে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। আব্দুল্লাহ বিন ওহাবের জীবনী অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, তিনি ইমাম মালেককে ছাত্র অবস্থাতেই পেয়েছিলেন। তথা তার এই মন্তব্যটা তার ছাত্র অবস্থার জন্য প্রযোজ্য। তিনি মূলত তখনও মুহাদ্দিছ-ই হননি। আর কিভাবে সম্ভব একজন ব্যক্তি মুহাদ্দিছ পর্যায়ে পৌছে যাবে আর সে হাদীছ বুঝবে না। সুতরাং উপরের দু'টি মন্তব্য থেকে এই ইস্তিদলাল বাতিল যে কিছু মুহাদ্দিছ ফক্বীহ ছিলেন না।

গ. প্রথম দলীল থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট মুহাদ্দিছগণের ফিক্বহ বুঝার প্রতি আগ্রহ ছিল। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওহাব। মুহাদ্দিছগণ ফিক্বহ পড়াতেন যেমন মালেক ও লাইছ।

দলীল নং- ৫ :

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন, 'এমন মুহাদ্দিছগণ, যাদের ফিক্বহের ইমাম নেই সে মুহাদ্দিছ পথভ্রষ্ট'।[৭৫২]

---

৭৫০. কাযী ইয়ায, তারতীবুল মাদারিক, ২/৪২৭ পৃঃ; ইবনু আবী হাতিম, আল জারহু ওয়াত তা'দীল, ১/২২-২৩ পৃঃ; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইনতেক্বা, পৃঃ ৬১; ইবনু রজব, শারহুল ঈলাল, ১/৪১৩ পৃঃ; হাযেমী, শুরুত্বিল আয়িম্মাতিল খমছাহ, পৃঃ ৩৬।

৭৫১. তারতিবুল মাদারিক, ৩/২৩১ পৃঃ।

দলীল খন্ডন :

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ওহাব মারা গেছেন ১৯৭ হিজরীতে আর এই মন্তব্য নকলকারী ইমাম কায়রোয়ানী মারা গেছেন ৩৮৯ হিজরীতে। প্রায় দুইশ' বছরের পার্থক্য। সুতরাং সানাদবিহীন বিচ্ছিন্ন এই মন্তব্যের কোন গ্রহণযোগ্যতা নাই। আর ইমাম ইবনু হিব্বানের মাজরুহীনের মুকাদ্দামায় এই মন্তব্য আমরা পাইনি।

দলীল নং-৬ :

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন,

ما أقل الفقه في أصحاب الحديث

ما اقل الفقه في اهل الحديث

'আহলুল হাদীস তথা মুহাদ্দিছগণ ফিক্বহের ব্যাপারে খুব দুর্বল'।[৭৫৩]

দলীল খন্ডন :

এই সনদে মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ আল-মুস্তামলী নামক একজন রাবী আছে, যে মিথ্যা হাদীছ তৈরি করত এবং হাদীছ চুরি করত।৭৫৪ সুতরাং এই বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য।

দলীল নং-৭ :

বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াইহ (রহঃ) বলেন, আমি ও আমাদের (মুহাদ্দিছ) সাথীরা বসেছিলাম ইরাকে। সাথে ছিল-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহইয়া বিন মাঈন (রহিমাহুমাল্লাহ)। আমরা সেখানে হাদীছ ও তার সনদ নিয়ে আলোচনা করছিলাম এমন সময় ইবনু মাঈন একটি হাদীছের ব্যাপারে বললেন,

'এই হাদীছ কি আমাদের মুহাদ্দিছদের ইজমা মুতাবেক (সনদ গত) ছহীহ নয়? মুহাদ্দিছগণ বললেন, হ্যাঁ! অবশ্যই! তিনি বললেন, এই হাদীছের উদ্দেশ্য কী? এই হাদীছের ব্যাখ্যা কী? এই হাদীছের ফিক্বাহ বা বুঝ কী? সকলেই চুপ রইল, শুধু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ছাড়া'।[৭৫৫]

দলীল খন্ডন :

ক. এই ঘটনা জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে মুহাদ্দিছগণ শুধু হাদীছের সানাদ তাহক্বীক্ব করতেন না বরং হাদীছের ফিক্বহ জানার চেষ্টা করতেন। এমনকি পরস্পরে তা নিয়ে মুযাকারা করতেন।

---

৭৫২. ইমাম ক্বাইরুয়ানী, কিতাবুল জা-মে, পৃঃ ১১৭; ইমাম ইবনু হিব্বানের আল মাজরুহীন-এর মুকাদ্দামা ১/৪২ পৃঃ।

৭৫৩. ইবনু আবী ইয়া'লা, ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ, ১/৩২৯,৩৮২ পৃঃ।

৭৫৪. মীযানুল ই'তিদাল, রাবী নং-৮৩১৬; ইবনু আদী, আল-কামিল, রাবী নং-১৭৬৮।

৭৫৫. ইবনু আবি হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল, পৃঃ ২৯৩; ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবুল ইমাম আহমাদ, পৃঃ ৬৩; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী-ইমাম আহমাদের তরজমায়।

খ. এই ঘটনায় ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক্ব ও ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈন উপস্থিত ছিলেন। ইমাম আহমাদ ফক্বীহ এটা ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। গায়ের ফক্বীহগণের কাতারে ইমাম ইসহাক ও ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈনকে ফেলা হচ্ছে। জবাব হিসাবে আমরা বলব, ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ (রহঃ) নিঃসন্দেহে ফক্বীহ। শুধু ফক্বীহ ছিলেন তা নয় বরং তার নামে আরেকটি মাযহাব শুরু হওয়ার উপক্রম ছিল। তার ফিক্বহের উপর ইজমা রয়েছে।[৭৫৬]

আমরা ইয়াহিয়া বিন মাঈন (রহঃ)-কে ফক্বীহ প্রমাণ করতে শুধু আব্বাস আদ-দুরীর রিওয়ায়েতে বর্ণিত তার মন্তব্যগুলো থেকে কয়েকটি মন্তব্য পেশ করব যেগুলো মাসায়ালা বিষয়ক। উল্লেখ্য যে তার মাসায়ালা বিষয়ক মন্তব্যগুলো সামনে রাখলে দেখা যায়, তার রায় কখনো আবু হানীফা (রহঃ)-এর সাথে মিলে যায় আবার কখনো ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর সাথে, যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে তিনি কোন মুক্বাল্লিদ ছিলেন না বরং একজন মুজতাহিদ ফক্বীহ ছিলেন।

ইয়াহিয়া বিন মাঈন ফক্বীহ :

ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈনকে আমরা শুধু জারাহ ও তা'দীলের জন্য চিনি। কিন্তু তিনি হাদীছ শাস্ত্রের পাশাপাশি ফিক্বহ শাস্ত্রেরও ইমাম ছিলেন। তিনি শুধু রাবীগণের উপর মন্তব্য করতেন না বরং মাসায়েলেরও উত্তর দিতেন। যার বহু প্রমাণ তার কিতাবগুলোতে রয়েছে। যেমন, একদা ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈনকে মুরগীর পায়খানা সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হল যদি তা কাপড়ে লেগে যায়, তাহলে কী হুকুম? তিনি জবাবে বললেন, لا بأس به 'কোন সমস্যা নেই'।[৭৫৭]

এছাড়া আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন তিনি বিবাহের অলীর মাসায়েলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বিপরীত মত দিয়েছেন।[৭৫৮] এছাড়া আরো দেখা যেতে পারে রিওয়ায়েত আব্বাস আদ-দুরীর রিওয়ায়েত নং- ২৩২৩, ২৩২১, ১০৯০, ১০৯৪। এই মাসায়েলগুলোতে তিনি ফতোয়া ইমাম আবু হানীফা (রহ:)-এর বিপরীত দিয়েছেন। তেমনি রিওয়ায়েত নং-২২৭৬, ২২৮৩,২৭৬৪ ও ৪০৮০ -তে তার ফতোয়া ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফতোয়ার অনুকূলে। সুতরাং তিনি একজন মুজতাহিদ ফক্বীহ এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা অত্র ঘটনায় উপস্থিত ইমাম ইসহাক্ব ও ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈনকে ফক্বীহ মুজতাহিদ প্রমাণ করলাম। আরো কারা উপস্থিত ছিল তাদের নামা জানা গেলে হয়তোবা তাদের ফিক্বহী মাক্বাম জানা যেত। সর্বোপরি আমাদের জবাব হচ্ছে, একটা দু'টি মাসায়েল না পারলে কাউকে যদি ফক্বীহের কাতার থেকে বের করে দিতে হয় তাহলে সর্বাগ্রে ইমাম মালেককে বের করতে হবে। কেননা হায়ছাম বলেন-

شَهِدْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ سُئِلَ عَنْ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً فَقَالَ فِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لَا أَدْرِي.

---

৭৫৬. তারীখুল ইসলাম, ৫/৭৮১ পৃঃ; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/৩৫৮ পৃঃ।
৭৫৭. রিওয়ায়েত আব্বাস আদ-দুরী, তাহক্বীক্ব নূর সাইফ, ২/২৩৩ পৃঃ।
৭৫৮. রিওয়ায়েত আব্বাস আদ-দুরী, তাহক্বীক্ব নূর সাইফ, ৩/২৩৩ পৃঃ।

'আমি মালেককে দেখলাম তাকে ৪৮টি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হল। অথচ তিনি ৩২টি প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমি জানি না'।[৭৫৯] আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কত ভুল করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। তার দু'জন ছাত্র প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মাসায়েলে তার বিরোধিতা করেছেন।

দলীল নং-৮ :

ইমাম আহমাদের উস্তাদ, শীর্ষ মুহাদ্দিছ আবু আসিম আন-নাবীল বলেন,

حضر قوم من أصحاب الحديث في مجلس أبي عاصم ضحاك بن مخلد فقال لهم : ألا تتفقهون أو ليس فيكم فقيه؟ فجعل يذمهم فقالوا فينا رجل، فقال : من هو؟ فقالوا : الساعة يجيئ ،فلما جاء أبي قالوا قد جاء فنظر إليه فقال له تقدم الخ.

'মুহাদ্দিছগণের একটি জামা'আত আবু আসিম যাহহাক ইবনে মাখলাদের মজলিসে হাজির হলেন। তিনি বললেন, তোমরা ফিক্বাহ শিখ না কেন? তোমাদের মধ্যে কি কোন ফক্বীহ নেই? অতঃপর তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। তারা বললেন, আমাদের মধ্যে একজন আছেন। তিনি বললেন, কে? তারা বললেন, তিনি এখনই আসছেন। একটু পরে আমার পিতা (ইমাম আহমাদ) হাজির হলে তারা বললেন, তিনি এসে গেছেন। তিনি তাকে দেখে বললেন, সামনে চলে আস'।[৭৬০]

দলীল খন্ডন :

ক. অত্র মজলিসে ইমাম আহমাদ ছাত্র অবস্থায় গেছেন। কেননা ইমাম যাহহাক্ব ইমাম আহমাদের শিক্ষকগণের একজন।[৭৬১] এই ঘটনাতেও তার প্রমাণ আছে। পরবর্তী অংশ দলীলদাতা উল্লেখ করেননি। পরবর্তী অংশে ইমাম যাহহাক্ব, ইমাম আহমাদকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তার ফিক্বহ টেস্ট করেন।

সুতরাং নিঃসন্দেহে এখানে উপস্থিত সকলেই ছাত্র। এখনো তারা মুহাদ্দিছ হননি। বরং কেবল তারা হাদীছ শ্রবণ করছেন। সুতরাং এই ঘটনা থেকে ইস্তিদলাল করা যে কিছু মুহাদ্দিছ ফক্বীহ নন। তা অগ্রহণযোগ্য ও অযৌক্তিক।

খ. এই ঘটনা আরো প্রমাণ বহন করে যে, মুহাদ্দিছগণ ফিক্বহ শিখার ব্যাপারে কতটা গুরুত্বারোপ করতেন। কেননা ইমাম যাহহাক্ব স্বয়ং একজন মুহাদ্দিছ।

দলীল নং-৯ :

ইমাম যাহাবী সায়ীদ ইবনু ওছমান আত-তুজিবী (রহঃ)-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

---

৭৫৯. তামহীদ, ১/৭৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ।
৭৬০. ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক, ৫/২৯৭ পৃঃ।
৭৬১. মুসনাদে আহমাদ, হা/৫০৬, ৪৯৮৮।

سعيد بن عثمان التجيبي...كان ورعا زاهدا حافظا بصيرا بعلل الحديث ورجاله، ولا علم له بالفقه.

'সে পরহেযগার হাফিয এবং হাদীছের ইলাল ও রিজাল শাস্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ কিন্তু তার ফিক্বহ বিষয়ে জ্ঞান নেই'।[৭৬২]

দলীল খন্ডন :

আমরা প্রথমতঃ দেখব ইমাম যাহাবীর এই মন্তব্যের উৎস কী? কেননা সাঈদ বিন ওছমান মারা গেছেন ৩০৫ হিজরীতে। ইমাম যাহাবীর প্রায় ৪০০ বছর আগে। অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, ইবনুল ফারযী নামের একজন এই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তারও জন্ম সাঈদ বিন ওছমানের মৃত্যুর প্রায় ৫০ বছর পরে। সুতরাং তার মন্তব্য এ বিষয়ে অতটা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা যদি এই মন্তব্য মেনেও নেই, তাহলে বলতে হচ্ছে, এই বাক্যের অর্থ এই নয় যে, তিনি একদম ফক্বীহ ছিলেন না বরং ইলমে ফিক্বহের তুলনায় তিনি ইলমে হাদীছ বেশী চর্চা করতেন। যেমন, ইমাম ইবনু ফারহুন বলেন,

وغلب عليه الحديث والرواية أكثر من علم الفقه.

'তার উপর হাদীছ এবং রিওয়ায়েত বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল ইলম ফিক্বহের চেয়ে'।[৭৬৩] কেননা তিনি যে ফক্বীহ তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা-

ক. অনেকেই মালেকী ফক্বীহগণের লিস্টে তার নাম উল্লেখ করেছেন।[৭৬৪]

খ. অনেকেই তাকে ফক্বীহও বলেছেন। যথা-

الإمام الفاضل الفقيه

ইমাম, ফক্বীহ, ফাযেল।[৭৬৫]

দলীল নং-১০ :

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন,

كذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث.

'ফক্বীহগণ এমনটাই বলেছেন। আর হাদীছের মর্ম সম্পর্কে তারাই অধিক জ্ঞাত'।[৭৬৬]

---

৭৬২. যাহাবী, তারীখু ইসলাম, পৃঃ ৭/৮৭।

৭৬৩. দিবাজ, ১/৩৯০ পৃঃ।

৭৬৪. জামহারাতু তারাজিমিল ফুক্বাহা আল-মালিকিয়্যাহ, রাবী নং-৩৫৫, ১/৫৩১ পৃঃ; শাজারাতুন নুর আয-যাকিয়্যাহ ফী তাবাক্বাত আল-মালিকিয়্যাহ, পৃঃ ১/১২৯।

৭৬৫. জামহারাতু তারাজিমিল ফুক্বাহা আল-মালিকিয়্যাহ, রাবী নং-৩৫৫, ১/৫৩১ পৃঃ; শাজারাতুন নুর আয-যাকিয়্যাহ ফী তাবাক্বাত আল-মালিকিয়্যাহ, ১/১২৯ পৃঃ।

দলীল খন্ডন :

ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর নিজস্ব মানহায হচ্ছে তিনি প্রতিটি হাদীছের পরে ফক্বীহগণের মত পেশ করে থাকেন এবং সেই ফক্বীহগণের মন্তব্য কোন সানাদ থেকে শুনেছেন তাও তিনি তার ইলালুছ ছগীরে উল্লেখ করেছেন।[৭৬৭]

সুতরাং তার উল্লেখিত ফুক্বাহা দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য যে ফক্বীহগণের মন্তব্য তিনি তার তিরমিযীতে উল্লেখ করেছেন। যদি এটা দ্বারা অন্য কেউ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সাথে সাথে প্রশ্ন আসে যাদের ফিক্বহ বেশী বিশুদ্ধ তাদের মন্তব্য কেন তিনি তিরমিযীতে আনলেন না। এটা তো অসম্ভব যে, ইমাম তিরমিযী একদল মানুষকে বেশী ফক্বীহ বলেছেন আর তাদের মন্তব্য তিরমিযীতে না এনে যারা দুর্বল ফক্বীহ তাদের মন্তব্য তিরমিযীতে এনেছেন। মস্তিস্ক বিকৃত না হলে এই ধরণের ধারণা পোষণ করা অসম্ভব। সুতরাং এখানে ফক্বীহ দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য যাদের মন্তব্য তিনি তার সুনানে তিরমিযীতে এনেছেন। আমরা এবার তাদের নাম দেখব,

১. সুফিয়ান ছাওরী । ২. মালিক বিন আনাস। ৩. আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক। ৪. ইমাম শাফেয়ী। ৫. আহমাদ বিন হাম্বাল।[৭৬৮] আর তারা সকলেই বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। সুতরাং প্রমাণিত হল মুহাদ্দিছগণের ফিক্বহ-ই বেশী অগ্রগণ্য।

দলীল নং-১১ :

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন,

لولا أن الله أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس.

'আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে আবু হানীফা ও সুফিয়ান (ছাওরী)-এর মাধ্যমে সাহায্য না করতেন, তবে আমি অন্যান্য মানুষের মতো হয়ে থাকতাম'।[৭৬৯]

দলীল খন্ডন :

এই সনদের হামিদ বিন আদাম একজন মিথ্যুক রাবী।[৭৭০] সুতরাং এই মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য।

দলীল নং-১২ :

ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈন (রহঃ)-কে জনৈক লোক তায়াম্মুমের মত সাধারণ মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

سل عن اهل العلم

'এ ব্যাপারে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর'।[৭৭১]

---

৭৬৬. জামে' তিরমিযী, ১/১১৮ পৃঃ, হা/৯৯০।
৭৬৭. ইলালুছ ছাগীর, পৃঃ ১-৫।
৭৬৮. প্রাগুক্ত।
৭৬৯. খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ, ১৫/৪৫৯ পৃঃ; আবুল কাছেম ইবনুল আওয়াম, ফাযাইলু আবী হানীফা, পৃঃ ৮৪।
৭৭০. লীসানুল মীযান, রাবী নং-২০৮৭; আল-কামিল, ইবনু আদী, রাবী নং-৫৬৯।
৭৭১. আল-ইসনাদু মিনাদ দ্বীন, পৃঃ ৬৮।

দলীল খন্ডন :

আমি ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈনের এই মন্তব্য তায়াম্মুম বিষয়ে পায়নি। বরং স্বামী-স্ত্রী সংক্রান্ত মাসায়েল বিষয়ে পেয়েছি।[৭৭২] আমি জানি না তায়াম্মুমের এই ঘটনার সনদ কোথায়। আর এটা অসম্ভব যে আমার-আপনার মত জাহেল তায়াম্মুমের মাসায়েল জানে আর তিনি ইমাম হয়েও জানেন না। যাই হোক আমরা আগেই প্রমাণ করেছি ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাঈন একজন মুজতাহিদ ফক্বীহ। বিস্তারিত মুহাক্কিক্ব নূর সাইফের রিওয়াত আব্বাস আদ-দুরীর তাহক্বীকের মুকাদ্দামা দেখা যেতে পারে। আমরা আরো প্রমাণ করেছি এক দু'টি মাসায়েল না জানলেই কেউ গায়ের ফক্বীহ হয়ে যায় না। সুতরাং এই দলীলের জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

উদ্ভট যুক্তি :

ইমাম ওয়াকী বিন জাররাহ এবং ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফিক্বহ অনুসরণ করতেন। আর এটাই দলীল যে, তারা মুহাদ্দিছ হওয়ার পরেও ফক্বীহ নন। প্রথমতঃ এনারা সত্যিকারই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অনুসরণ করতেন কি-না তা তাহক্বীকের মুখাপেক্ষী। কেননা ইমাম ওয়াক্বীর সাথে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বিরোধের কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়।[৭৭৩] তবুও আমরা আজকে সেদিকে যাচ্ছি না। আমাদের কথা হচ্ছে, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফার, ইমাম ত্বহাবী, ইমাম ইবনুল হুমাম, আল্লামা কাশ্মীরী সহ পাক-ভারতের আনাচে কানাচে হাযারো নাম না জানা ফক্বীহ লকবধারী ব্যক্তি যদি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফৎওয়া অনুসরণ করার পরেও ফক্বীহ হতে পারেন, তাহলে তারা কোন্ যুক্তিতে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে অনুসরণ করার কারণে ফক্বীহের কাতার থেকে বের হয়ে যান? উদ্ভট ও অগ্রহণযোগ্য যুক্তি।

সার্বিক জবাব :

'তালবিসে ইবলীস' বই থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। জনৈক মুহাদ্দিছকে কুয়াতে মরা মুরগী পড়ে গেলে কী হুকুম হবে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিতে পারেননি।[৭৭৪] যদিও এই ঘটনার দুইজন রাবীর বিষয়ে কোন তথ্য আমি পাইনি। যথা, আবু মানছূর বাওয়ার ও ইয়ারক্বানী। তারা আমার নিকট মাজহূল। তাদের জীবনী না পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনার সত্যতা কতটুকু তা মহান আল্লাহই ভাল জানেন। তবে আমরা কিছু সার্বিক জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করছি, যা এই জাতীয় সকল ঘটনা ও মন্তব্যকে শামিল হবে। যথা-

ক. প্রথমতঃ ঘটনার সনদ ছহীহ কি-না তা প্রমাণিত হতে হবে।

---

৭৭২. জা'মে বায়ানিল ইলম হা/২১৮০।
৭৭৩. তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/২০ ; আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফক্কিহ, ২/১৬১।
৭৭৪. তালবিসে ইবলীস, পৃঃ ১০৪।

খ. তিনি সত্যিকার মুহাদ্দিছ কিনা তা প্রমাণিত হতে হবে। কেননা হাদীছের সাধারণ ছাত্র বা হাদীছের সাধারণ রাবী ধর্তব্য নয়। এছাড়া ছহিবুল হাদীছ বা আহলুল হাদীছ লকবটি সাধারণ ছাত্র ও মুহাদ্দিছ উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয় এই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

গ. যদি উপরের সবগুলো প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে স্পষ্ট করতে হবে কয়টা ফৎওয়ায় ভুল করলে একজন ব্যক্তি ফক্বীহের কাতার থেকে বের হয়ে যান। কেননা ইমাম মালেকের মত মহান ফক্বীহকে একদা ৪০টি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ত্রিশ-এর অধিক মাসায়েলে বলেছিলেন আমি জানি না।[৭৭৫]

এছাড়া স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুজতাহিদ ভুল করবে। দলীল থাক মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। দুনিয়াতে যত বড় ফক্বীহই হোক না কেন তার সকল মাসায়েল যে ঠিক এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। সুতরাং দুই একটি মাসায়েলের ভুলের কারণে বা হাদীছের বুঝের ভুলের কারণে কাউকে ফক্বীহগণের কাতার থেকে বের করে দেয়া যায় না।

ঘ. কোন মুহাদ্দিছের ক্ষেত্রে কারো এই জাতীয় মন্তব্য যে, 'তিনি ফক্বীহ নন', তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন স্পষ্ট হবে যে, তার উদ্দেশ্য আর আমাদের দাবীকৃত ফক্বীহ একই। কেননা এই জাতীয় মন্তব্যের উদ্দেশ্য অনেক সময় মুজতাহিদ নন হয়ে থাকে। ফক্বীহ শব্দটি মুজতাহিদ অর্থেও ব্যবহৃত। আমরা দাবী করিনি যে, প্রত্যেক মুহাদ্দিছ মুজতাহিদ। ফক্বীহ বলতে আমাদের উদ্দেশ্য ফক্বীহের অত্যধিক প্রচলিত পরিভাষা তথা অধিকাংশ মাসায়েল দলীলসহ জানা।

মুহাদ্দিছগণ শুধু ফক্বীহ নন বরং তাদের ফিক্বহ বেশী বিশুদ্ধ :

১. ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

قال عبدالله بن احمد بن حنبل سألت ابي عن رجل يكون ببلد لا يجد فيه الا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه و اصحاب رأي فتنزل به نازلة،فقال ابي يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي،فإن ضعيف الحديث أقوى من الرأي الاحكام لابن حزم ٧٩٢/٦ إعلام الموقعين ٧٦/١ ايقاظ همام اولي الأبصار ١١٩/١

'আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ব্যক্তি যদি এমন এক শহরে থাকে, যেখানে একজন ছহিবুল হাদীছ (হাদীছের ছাত্র আছে) যে ছহীহ-যঈফ পার্থক্য করা জানে না এবং আহলুর রায়গণ আছে। তাহলে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার দরকার হলে সে কী করবে? ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, সে সেই হাদীছের ছাত্রকেই জিজ্ঞেস করবে, তবুও আহলুর রায়কে জিজ্ঞেস করবে না। কেননা দুর্বল হাদীছ কোন ব্যক্তির নিজস্ব মতামতের চেয়ে বেশী বিশুদ্ধ'।[৭৭৬]

---

৭৭৫. তামহীদ, ১/৭৩।
৭৭৬. ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন,১/৭৬।

২. মুহাদ্দিছগণের ফিক্বহ সম্পর্কে বিখ্যাত হানাফী আলেম আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ)-এর একটি মন্তব্যই যথেষ্ট। তিনি বলেন,

ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول، متجنباً عن الإعتساف، يعلم علما يقيناً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف فلله دَرُّهم، كيف لا وهم ورثة النبي حقاً ونُوَّاب شرعه صدقاً.

'আর যে ব্যক্তি গোড়ামি থেকে দূরে থেকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে এবং ফিক্বাহ ও উছূলে ফিক্বাহের সাগরে ডুব দিবে সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে, নিশ্চয় শাখাগত ও মৌলিক যে সমস্ত মাসালায় ওলামায়ে কেরাম ইখতিলাফ করেছেন তাতে অন্যদের তুলনায় মুহাদ্দিছগণের মাযহাবই বেশী মযবুত। আর আমি যতবার মতভেদপূর্ণ মাসালাগুলো গবেষণা করেছি ততবার মুহাদ্দিছগণের মন্তব্যকে ইনসাফের সবচেয়ে নিকটে পেয়েছি। তারা কতইনা মহান! আর কেনইবা হবে না তারাই তো মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর প্রকৃত উত্তরসূরী এবং তার শরী'আতের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকারী'।[৭৭৭]

৩. ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

قال ابن تيمية فقهاء الحديث اخبر بالرسول من فقهاء غيرهم وصوفيتهم اتبع للرسول من صوفية غيرهم ، وعامتهم احق بموالاة الرسول من غيرهم مجموع فتاوى ٩٥/٤

'হাদীছের ফক্বীহগণ রাসূল (ছাঃ)-এর বিষয়ে বেশী অভিজ্ঞ অন্য ফক্বীহগণের চেয়ে। আর মুহাদ্দিছগণের ছূফীগণ অন্য ছূফীগণের থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর বেশী অনুসারী। আর আহলেহাদীছের সাধারণ ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সমর্থনের বেশী যোগ্য অন্যদের চেয়ে'।[৭৭৮]

৪. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

وصية هذا الفقير واتباع العلماء المحدثين في الفروع،فانهم قد جمعوا بين الفقه و الحديث

'এই অধমের ওয়াসিয়াত হচ্ছে, ফিক্বহের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণের অনুসরণ করবে। কেননা তারা ফিক্বহ ও হাদীছকে সমন্বয় করেছেন'।[৭৭৯]

---

৭৭৭. ইমামুল কালাম, পৃঃ ২১৬; আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য, পৃঃ ৫৫।
৭৭৮. মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/৯৫।

৫. শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

لأن المحدث فقيه بطبيعة الحال، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يدرسون الفقه أم لا ؟ و ما هو الفقه الذي كانوا يدرسونه ؟ هو ما كانوا يأخذونه من رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ إذن هم يدرسون الحديث. أما هؤلاء الفقهاء الذين يدرسون أقوال العلماء و فقههم !! و لا يدرسون حديث نبيهم؛ الذي هو منبع الفقه، فهؤلاء يقال لهم : يجب أن تدرسوا علم الحديث، إذ إننا لا نتصور فقها صحيحاً بدون معرفة الحديث؛ حفظا و تصحيحاً و تضعيفاً، و في الوقت نفسه لا نتصور محدثاً غير فقيه! فالقرآن و السنة هما مصدر الفقه؛ كل الفقه. أما الفقه المعتاد اليوم هو فقه العلماء، و ليس فقه الكتاب و السنة. نعم؛ بعضه موجود في الكتاب و السنة، و بعضه عبارة عن آراء و اجتهادات، لكن في الكثير منها مخالفة منهم للحديث؛ لأنهم لم يحيطوا به علماً.

ইমাম আলবানী (রহঃ)-এর এই মন্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, মুহাদ্দিছগণ অটোমেটিক ফক্বীহ হন। ছাহাবীরা কার নিকট ফিক্বহ পড়েছেন? তারা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছে পড়েছেন। আজকের ফিক্বহ তো ওলামাদের ইখতিলাফ জানা তাদের মন্তব্য পড়া কিন্তু আসল ফিক্বহ তো হাদীছেই আছে। আর এই বিষয়ে মুহাদ্দিছগণই সবচেয়ে পারদর্শী'।

মুহাদ্দিছগণের ফিক্বহ কেন বেশী মযবুত?

কেননা অনেক সময় এমন ফক্বীহ যার হাদীছের জ্ঞান তেমন নেই সে হয়তো নিজের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে একটা ফৎওয়া দিল। পরবর্তীতে দেখা গেল সেই বিষয়ে সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বিপরীত মন্তব্য রয়েছে। অপরপক্ষে মুহাদ্দিছ এই ঝুঁকি থেকে মুক্ত। তেমনি কোন ফক্বীহ, যার হাদীছের জ্ঞান তেমন নেই সে হয়তো এমন একটি হাদীছ দিয়ে কোন ফৎওয়া দিল, যে হাদীছটি হয়তো দুর্বল বা জাল। অপরপক্ষে মুহাদ্দিছ এই ঝুঁকি থেকে মুক্ত। এই জন্য মুহাদ্দিছের ফিক্বহ সর্বদা বেশী মযবূত। মুহাদ্দিছগণের ফিক্বহ যে সূক্ষ্মও হয়ে থাকে তা বুঝতে চাইলে ছহীহ বুখারী পড়তে হবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারীতে যেভাবে অধ্যায় রচনা করেছেন এবং হাদীছ থেকে ইস্তিদলাল করেছেন তা বুঝতে আজও ওলামারা হিমশিম খান।

শেষ কথা :

'মুহাদ্দিছগণ ফিক্বহী জ্ঞান রাখেন না' এই জাতীয় মন্তব্য ভিত্তিহীন। আমরা জানি পৃথিবী বিখ্যাত ফক্বীহ হচ্ছেন ৪ জন। ইমাম নু'মান বিন ছাবিত আবু হানীফা (রহঃ) (মৃঃ ১৫০ হিঃ)। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহঃ) (মৃঃ ২০৪হিঃ)। ইমাম মালিক বিন আনাস (রহঃ) (মৃঃ ১৭৯ হিঃ)। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) (মৃঃ ২৪১ হিঃ)।

৭৭৯. হারকাতুল ইনতিলাকিল ফিকরী, পৃঃ ৫৭।

অত্র ৪ জন বিখ্যাত মুজতাহিদ ফক্বীহের মধ্যে তিনজনই নিজ নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ হিসাবে পরিচিত। আজও তাদের পরিচিতি যতটা না তাদের ফিক্বহের জন্য তার চেয়ে বেশী তাদের হাদীছের খিদমাতের জন্য। তারাই জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করেন যে, মুহাদ্দিছগণ ফক্বীহ।

তবে সকল মুহাদ্দিছ (ইছতিলাহান) ফক্বীহ হলেও তাদের কারো ফিক্বাহ উঁচু কারো ফিক্বহ অত উঁচু নয়। আল্লাহ যাকে যেমন ফিক্বাহ দিয়েছেন। ইমাম মাজিশূন (রহঃ) বলেন,

ابن الماجشون يقول: كانوا يقولون: لا يكون إماما في الفقه مَن لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار مَن لم يكن إماما في الفقه.

'কেউ ফক্বীহ ইমাম হতে পারে না যতক্ষণ না, সে কুরআন ও হাদীছে ইমাম হয়; তেমনি কেউ হাদীছে ইমাম হতে পারে না যতক্ষণ না সে ফিক্বহে ইমাম হয়'।[৭৮০]

মুহাদ্দিছগণ শুধু ফক্বীহ নন বরং বলা যায় বর্তমান যে ফিক্বহ শাস্ত্র তার জন্ম তারা দিয়েছেন। আপনি যদি দেখেন সর্বপ্রথম ফিক্বহের মাসায়ালা নিয়ে কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। আপনি খুঁজলে দেখবেন হাদীছের গ্রন্থগুলোই ফিক্বহী অধ্যায় অনুযায়ী সাজিয়ে মুহাদ্দিছগণই সবার প্রথম লিখেছেন। সুনানে আবীদাঊদ শুধু ফিক্বহী মাসায়েলকে উদ্দেশ্য করে ফিক্বহী অধ্যায় অনুযায়ী সাজিয়ে লেখা। তেমনি সুনানে তিরমিযী সহ হাদীছের অধিকাংশ কিতাব ফিক্বহী মাসায়েলকে সামনে রেখে সেই অনুযায়ী অধ্যায় সাজিয়ে লেখা। আমি আরেকটু খুলে বলি মুহাদ্দিছগণের খুব কম বই এমন পাবেন, যেগুলোতে লেখা আছে ছহীহ হাদীছের অধ্যায়, দুর্বল হাদীছের অধ্যায়, মযবুত রাবীগণের অধ্যায়, দুর্বল রাবীগণের অধ্যায়। অধিকাংশ বইয়ে তাদের অধ্যায়ের নাম ওযূর অধ্যায়, ওযূতে বিসমিল্লাহ বলা অধ্যায়, পবিত্রতা অধ্যায়, জানাযা অধ্যায়, ছালাতে হাত বাধা অধ্যায় ইত্যাদি। তথা প্রত্যেকটি হাদীছের গ্রন্থ মূলত একটি ফিক্বহের গ্রন্থ। তাদের এই বইগুলোর অনেক পরে আলাদাভাবে ফিক্বহী গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। সুতরাং মুহাদ্দিছগণ শুধু ফক্বীহ নন বরং ফিক্বহ শাস্ত্রের জন্মদাতা বললে অত্যুক্তি হবে না

ফক্বীহগণের নেতা ইমাম বুখারী :

সকল মুহাদ্দিছ যে ফক্বীহ এই আলোচনার শেষে আমাদের আলোচ্য ইমাম বুখারী (রহঃ) কেমন ফক্বীহ ছিলেন তা আমরা দেখব। কেননা অনেকেই মুহাদ্দিছগণ গয়র ফক্বীহ এই কথা বলার পাশাপাশি সরাসরি ইমাম বুখারীকে গয়র ফক্বীহ বলেন। যেমন আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ দারুল উলুম দেওবান্দের শায়খুল হাদীছ সাঈদ আহমাদ পালানপুরী বলেছেন, ইমাম বুখারী গয়র ফক্বীহ। একই মন্তব্য মাওলানা শিবলী নোমানী সহ আরো অনেকেই করেছেন। নিম্নে আমরা ইমাম বুখারীর ফিক্বহ বিষয়ে সেই যুগের মহান ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য দেখব।

৭৮০. জামি বায়ানিল ইলম, হা/১৫৩০।

মুহাম্মাদ বিন বাশশার বলেন,

وَقَالَ حَاشِدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ: كُنْتُ بِالبَصْرَةِ، فَسَمِعْتُ قُدُومَ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ بُنْدَارٌ: اليَوْمَ دَخَلَ سَيِّدُ الفُقَهَاءِ

ইমাম বুখারী যখন বাসরায় আসেন তখন ইমাম বুনদার মুহাম্মাদ বিন বাশশার বলেন আজ ফুক্বাহাগণের নেতা এসেছে।[৭৮১]

আবু মাসআ'ব যুহরী বলেন,

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ حَاشِدَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ: مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ أَفقهُ عِنْدنَا وَأَبصرُ بِالحَدِيْثِ مِنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ.

আবু মুসআ'ব যুহরী বলেন ইমাম বুখারী আমাদের নিকটে ইমাম আহমাদের চেয়ে হাদীছ এবং ফিক্বহ বিষয়ে বেশী জ্ঞানী।[৭৮২]

ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ বলেন,

قَالَ: وَسَمِعْتُ حَاشِدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بنَ رَاهْوَيْه يَقُوْلُ: اكتُبُوا عَنْ هَذَا الشَّابِّ -يَعْنِي: البُخَارِيَّ- فَلَو كَانَ فِي زَمَنِ الحَسَنِ لاحْتَاجَ إِلَيْهِ النَّاسُ لمَعْرِفَتِهِ بِالحَدِيْثِ وَفقهِهِ.

তোমরা এই যুবকের (ইমাম বুখারী) নিকট থেকে ইলম লিখ! কেননা সে যদি হাসান বাসরীর সময় জীবিত থাকত তবুও মানুষ তার হাদীছ এবং ফিক্বহী জ্ঞানের কারণে তার মুখাপেক্ষী হত।[৭৮৩]

আলী বিন হুজর বলেন,

قَالَ: وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ حُجْرٍ يَقُوْلُ: أَخرجَتْ خُرَاسَانُ ثَلاَثَةً: أَبُو زُرْعَةَ، وَمُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ، وَعَبْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيَّ، وَمُحَمَّدُ عِنْدِي أَبصرُهُم وَأَعْلَمُهُم وَأَفْقَهُهُم

খোরাসান থেকে তিন জন মহান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। ইমাম বুখারী, ইমাম আবু যুরআ' ও ইমাম দারেমী তবে তাদের মধ্যে হাদীছ ও ফিক্বহ বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী ইমাম বুখারী।[৭৮৪]

---

৭৮১. তারীখে দিমাশক্ব, ৫২/৮৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/৪২২।

৭৮২. তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৫০; তারীখে বাগদাদ, ২/৩২২।

৭৮৩. ফাতহুল বারী, ১/৪৮৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ১/১৬; ইবনু রজব হাম্বলী, শারহু ইলালিত তিরমিযী,১/৪৯৬; ইবনু কাসীর, দারুল ফিকর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,১১/২৫; তারীখে বাগদাদ, ২/৩৪০।

৭৮৪. ফাতহুল বারী, ১/৪৮৪; ইবনু রজব হাম্বলী, শারহু ইলালিত তিরমিযী,১/৪৯৬; তারীখে বাগদাদ, ২/৩৪০।

ইমাম বুখারী বলেন,

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سُئِلَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَمَّنْ طَلَّقَ نَاسِياً. فَسَكَتَ سَاعَةً طَوِيْلَةً مُتفكِّراً، وَالتبسَ عَلَيْهِ الأَمْرُ. فَقُلْتُ أَنَا: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّم .وَإِنَّمَا يُرَادُ مبَاشرَةُ هَذِهِ الثَّلاَث العَمَلِ وَالقَلْبِ أَوِ الكَلاَمِ وَالقَلْبِ وَهَذَا لَمْ يعتقدْ بِقَلْبِهِ- فَقَالَ إِسْحَاقُ: قَوَّيْتَنِي، وَأَفْتَى بِهِ

ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহকে একদা জিজ্ঞেস করা হল, কেউ যদি ভুলে তার বউকে তালাক্ব দেয় তাহলে কি হবে? ইমাম ইসহাক্ব অনেক সময় যাবত চিন্তা করতে থাকেন। তার নিকট কিছুই স্পষ্ট হচ্ছিল না। তখন আমি বললাম রাসূল (ছাঃ) বলেছেন আমার উম্মতকে সেই বিষয় থেকে মাফ করে দেয়া হয়েছে যা তারা মনে কল্পনা করে কিন্তু মুখে বলেনা বা কাজে পরিণত করেনা।[৭৮৫]

এই হাদীছ থেকে ইমাম বুখারীর ইস্তিদলাল এতটাই সুক্ষ্ম যে মানুষের বিবেক হয়রান হয়ে যাবে। এই হাদীছ প্রমাণ করে কোন কাজ ধর্তব্য হওয়ার জন্য দুইটা জিনিস একত্রিত হওয়া লাগবে। মন এবং কথা অথবা মন এবং কাজ। দুইটার কোন একটা না থাকলে সেটা ধর্তব্য হবেনা। সুতরাং ভুল ক্রমে তালাক্ব দিলে সেটা ধর্তব্য হবেনা। কেননা ভুলক্রমে তালাকে সজাগ মন উপস্থিত নাই। আল্লাহু আকবার!

আবু ইসহাক্ব আস-সামুররায়ী বলেন,

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَقِيْهٍ بحقِّهِ وَصدقِهِ، فلينظُرْ إِلَى مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ

তোমরা কেউ যদি সত্যিকার ফক্বীহকে দেখতে চাও তাহলে ইমাম বুখারীকে দেখ।[৭৮৬]

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন,

أَهْلَ المَعْرِفَةِ بِنَيْسَابُوْرَ يَنْظُرُونَ، وَيَقُوْلُوْنَ: مُحَمَّدٌ أَفْقَهُ مِنْ إِسْحَاقَ.

নিশাপুরের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মনে করতেন ইমাম বুখারী ইমাম ইসহাক্ব-এর চেয়ে বেশী ফক্বীহ।[৭৮৭]

বিখ্যাত মুহাদ্দিছ নুয়াইম বিন হাম্মাদ বলেন,

وَقَالَ: سَمِعْتُ صَالِحَ بنَ مِسْمَارٍ المَرْوَزِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ نُعَيْمَ بنَ حَمَّادٍ يَقُوْلُ: مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ فَقِيْهُ هَذِهِ الأُمَّةِ.

৭৮৫. তারীখুল ইসলাম, ৬/১৪০; তাগলীকুত তালীক্ব, ৫/৪০৫
৭৮৬. ফাতহুল বারী, ১/৪৮৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/৪১৭।
৭৮৭. ত্বাবাক্বাত আশ-শাফিয়িয়্যাহ, ২/২২৩; ফাতহুল বারী, ১/৪৮৪।

ইমাম বুখারী হচ্ছেন এই উম্মতের ফক্বীহ। ইয়াক্বুব বিন ইব্রাহিম আদ-দাওরাক্বীও একই মন্তব্য করেন।[৭৮৮]

মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম বলেন,

عُلَمَاءُ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ إِمَامُنَا وَفَقِيْهُنَا.

মক্কার ওলামায়ে কেরাম বলতেন ইমাম বুখারী হচ্ছেন আমাদের ইমাম এবং ফক্বীহ।[৭৮৯]

সুতরাং উপরের মন্তব্য গুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় ইমাম বুখারীকে তৎকালীন যুগের মহান ইমাম ও মুহাদ্দিছগণ ফুক্বাহাগণের ইমাম হিসেবে গ্রহন করে নিয়েছিলেন। সুতরাং ইমাম বুখারী হচ্ছেন 'সাইয়েদুল মুহাদ্দিছীন ওয়া ইমামুল ফুক্বাহা' মুহাদ্দিছগণের সরদার ও ফুক্বাহাগণের ইমাম।

ভারত উপমহাদেশে হাদীছ চর্চার ইতিহাস

ভারত উপমহাদেশে হাদীছের চর্চাকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। ক. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীপূর্ব যুগ। খ. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী পরবর্তী যুগ।

ক. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ পূর্ববর্তী যুগ :

ভারত উপমহাদেশে হাদীছ চর্চার স্বর্ণযুগ শুরু হয় শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর মাধ্যমে। কিন্তু তার পূর্বেও ভারতে হাদীছ চর্চা ছিল। যার কিছু প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। নিম্নে তার কিছু নমুনা পেশ করা হল-

১. অধিকাংশ মুহাদ্দিছ মা ওরায়িন নাহার থেকে ছিলেন। বোখারা, নিশাপুর, সমরকন্দ এগুলো ছিল ইলমের কেন্দ্র। আর এই অঞ্চলগুলো ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত ঘেষা। ভাষাগত ও চরিত্রগত ও চেহারাগত অনেক মিল রয়েছে এই অঞ্চলের মানুষের। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ কুতায়বা বিন সাঈদ আল-বাগলানী ইনি কুতুবে সিত্তাহর ৬ জন লেখক সকলেরই উস্তাদ। অথচ ইনি বর্তমান আফগানিস্তানের বাগলান এলাকার মানুষ। সুতরাং এই অঞ্চলগুলো অতীত থেকেই ইলমে হাদীছের কেন্দ্র ছিল। তার প্রভাব কিছুটা হলেও পাক-ভারতে পড়েছিল।

২. রাবী বিন সবীহ আল-বাসরী। ইনি পাক-ভারতে আগমন করা প্রথম মুহাদ্দিছ। মুহাম্মাদ বিন সীরীনের ছাত্র ছিলেন। আব্দুর রহমান বিন মাহদী ও ওয়াকী বিন জাররাহ প্রমুখ প্রবীণ মুহাদ্দিছগণ তার শিক্ষক ছিলেন। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর সাথে জিহাদের উদ্দেশ্য সিন্ধু আসেন।[৭৯০] তার বিষয়ে ইমাম রামাহুরমুযী বলেন, أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ وَبَوَّبَ. 'তিনিই সর্বপ্রথম হাদীছ বিষয়ে বই লিখেন এবং অধ্যায় আকারে সাজান'।[৭৯১]

---

৭৮৮. ক্বাসতল্লানী, ইরশাদুস সারী,১/৩৭; তারীখে দিমাশক্ব, ৫২/৮৪-৮৭; তারীখে বাগদাদ, ২/৩৪০; তাহযীবুত তাহযীব, ৯/৫১-৫২।

৭৮৯ কিরমানী, ইহইয়াতু-তুরাছ, বৈরুত, কাওয়াকিব, ১/১১; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/৪২৫।

৭৯০. যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৩/১৫ পৃঃ।

৭৯১. হাফিয যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২৮৮ পৃঃ।

২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মাক্বদিসী (রহঃ) ইনি একজন পরিব্রাজক। তিনি তার সিন্ধু ভ্রমণ কাহিনী বলতে গিয়ে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আহসানুত তাক্বাসীম'-এ বলেন,

"أكثرهم (أي أهل السِّند) أصحاب حديث، ورأيتِ القاضي أبا محمد المنصوري، وله تدريس وتأليف، وقد صنَّف كتبًا عديدة حسَنة، ولا تخلو القصبات من فقهاء على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وليس به مالكيَّة ولا مُعتزلة ولا عمل بالحنابلة، إنهم على طريقة مستقيمة، ومذاهب محمودة، وصلاح وعفَّة، قد أراحهم الله من الغلوِّ والعصبية والفتنة"

'সিন্ধুর অধিকাংশ অধিবাসী আহলুল হাদীছ। আমি আবু মুহাম্মাদ আল-মানছূরীকে দেখেছি তার অনেক দারস ও লেখা রয়েছে এবং অনেক সুন্দর কিছু বইও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এখানকার গ্রামগুলোতে না হানাফী ফক্বীহ ছিল না কোন মালেকী না মু'তাযেলী এবং হাম্বলী মাযহাবের উপর আমলকারীও কেউ ছিল না। বরং তারা ছিল ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর, প্রশংসিত মতের উপর এবং কল্যাণ ও পবিত্রতার উপর। মহান আল্লাহ তাদেরকে গোড়ামি ও ফিতনা থেকে মুক্ত রেখেছিলেন।[৭৯২]

এই বইয়ের লেখক মাক্বদেসী (রহঃ) ৩৮০ হিজরীতে মারা গেছেন। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ৩৮০ হিজরী পর্যন্ত এই ভারত উপমহাদেশের মানুষ আহলেহাদীছ মাযহাবের উপর ছিলেন। সুতরাং আহলেহাদীছরা নতুন সৃষ্ট বা ইংরেজদের দালাল এই মন্তব্য কতটা ভিত্তিহীন তা প্রতীয়মান হয়।

উল্লেখ্য যে, সিন্ধের আলোচ্য যে মানছূরা শহর ইলমের কেন্দ্র ছিল। এই মানছূরা বর্তমানে কোথায় তা নিশ্চিত নয়। তবে কেউ কউে বলেছেন, মানছূরার কিছু ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে পাকিস্তানের হায়দারাবাদ জেলা থেকে উত্তর-পূর্বে শাহদাদপুর থেকে মাত্র ৮ মাইল দূরে পাওয়া যায়।[৭৯৩] 'জুহূদ মুখাল্লাসা' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, এটাকে ভাক্কার নামে ডাকা হয়। বর্তমানে পাঞ্জাব প্রদেশে ভাক্কার নামে একটি শহর রয়েছে মুলতান থেকে অদূরে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী শহর।

২. ইসমাইল লাহোরী। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মুফাসির। মাহমূদ গযনভীর সাথে ভারতে এসেছিলেন। তাকে সুলায়মান নাদভী 'মাজমাউল বাহরাইন' বলে অভিহিত করেছেন।[৭৯৪]

৩. ইমাম সাগানী (রহঃ)। ভারত উপমহাদেশে জন্ম হওয়ার পরেও পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন এমন মুহাদ্দিছগণের তালিকা করা হলে প্রথম দিকে ইনিই থাকবেন। পাকিস্তানের

---

৭৯২. মাক্বদেসী, আহসানুত তাক্বাসীম, ১/৪৮১ পৃঃ।

৭৯৩. বাররে আযীমপাক ও হিন্দ কি মিল্লাতে ইসলামিয়্যা,পৃঃ ৪৫-৪৬। বিঃ দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বইয়ে (পৃঃ ২১৭) শাহদাদপুরের জায়গায় শাহজাদপুর রয়েছে। এটা লেখক থেকে ওহাম বা প্রিন্টিং ত্রুটি হতে পারে। পাকিস্তানে শাহজাদপুর নামে কোন জেলা বা শহর নেই।

৭৯৪. মাকালাত সুলায়মান, ২/৪ পৃঃ।

লাহোরে ৫৭৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তন্মধ্যে যে দু'টি গ্রন্থের জন্য তিনি পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধ সে দু'টি গ্রন্থ হচ্ছে : ক. মাজমাউল বাহরায়ন। বইটি আরবী ভাষা বিষয়ক এক অনন্য গ্রন্থ। খ. মাশারিকুল আনওয়ার। ছহীহ বুখারী মুসলিমের হাদীছগুলোকে জমা করে লিখিত অনন্য এক গ্রন্থ।[৭৯৫]

৪. শায়খ হুসসামুদ্দীন। পৃথিবীব্যাপী বিখ্যাত হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থ 'কানযুল উম্মাল'-এর সম্মানিত লেখক। ভারতের জৈনপুরে ৮৮৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করা[৭৯৬] এই মহান মুহাদ্দিছ ইমাম সুয়ূত্বীর জা'মেউল কাবীর ও জা'মেউছ ছগীর গ্রন্থ দু'টিকে সাজিয়ে এবং তার সাথে কিছু অতিরিক্ত করে 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (রহঃ) তার থেকে ইলমী ইস্তিফাদা করেছেন।[৭৯৭]

৫. তাহির পাটনী। ভারতের আহমেদাবাদে ৯১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করা বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। হাদীছ বিষয়ক তার লিখিত বহু গ্রন্থ আজও ইলমী মহলে সমাদৃত। যথা- মাজমউ বাহহারিল আনওয়ার, আল-মুগনী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত ইত্যাদি।[৭৯৮] 'মাজমাউ বাহহারিল আনওয়ার' গ্রন্থটি কুরআন ও হাদীছের কঠিন শব্দগুলোর অর্থ নিয়ে লিখিত গ্রন্থ। সমাজে প্রচলিত জাল ও যঈফ হাদীছকে জমা করে তিনি লিখেন তাযকিরাতুল মাওযূ'আত। 'আল-মুগনী' গ্রন্থটি কঠিন কঠিন রাবীর নামের সঠিক উচ্চারণ নিয়ে লিখিত। তার বইগুলো পড়লেই তার ইলমী উচ্চতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৬. আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভী। ৯৫৮ হিজরীতে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। 'লাম'আতুত তানক্বীহ' নামে মিশকাতের বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছের পরে তার সন্তানাদি চার স্তর পর্যন্ত ইলমে হাদীছের এই দারসকে জীবিত রাখেন। সালামুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ফখরুদ্দীন বিন আনওয়ারুল হক্ব বিন আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভী। এই পিতা, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সিলসিলার সকলেই ইলমে হাদীছের খিদমাত করেছেন। ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায়, মুওয়াত্ত্বা মালেকের ব্যাখ্যায়, উছূলে কম-বেশী সকলেই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[৭৯৯]

৭. ফাখের ইলাহাবাদী। রাফউল ইয়াদায়নের পক্ষে লেখা তার অন্যতম গ্রন্থ 'কুররাতুল আইনায়ন ফী ইছবাতি রাফয়িল ইয়াদায়ন'।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী পরবর্তী যুগ :

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী পরবর্তী যুগকে ভারতে হাদীছ শাস্ত্রের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই যুগের গুরুত্ব বুঝাতে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, আরব বিশ্বে ইমাম সুয়ূত্বীর মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে তিন নক্ষত্র শায়খ আলবানী, শায়খ বিন বায, শায়খ ওছায়মীন (রহঃ)-এর যুগ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ

---

৭৯৫. যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ১৪/৬৩৬ পৃঃ।
৭৯৬. যিরিকলী, আ'লাম, ৪/২৭১ পৃঃ।
৭৯৭. নাজমুদ্দীন আল-গাযযী, আল-কাওয়াকিবুস সায়িরা, ২/২২০ পৃঃ।
৭৯৮. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪/৪০৯ পৃঃ।
৭৯৯. আব্দুর রশীদ ইরাক্বী, বাররে সগীরপাক ও হিন্দ মে আহলে হাদীছ, পৃঃ ৪০-৪৩।

কয়েকশ' বছরে ইলমে হাদীছ স্তিমিত ছিল। ইমাম শাওকানী, সান'আনী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব সহ কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ মাত্র ইলমের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়েই সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী হাদীছের খিদমাত হয়েছে ভারতে। হাদীছের ইলমকে হিফাযতে ও নবায়নে শাহ অলিউল্লাহ পরবর্তী যুগের প্রভাব শুধু ভারত উপমহাদেশ ব্যাপী নয় বরং পৃথিবী ব্যাপী। খুব কমই হাদীছের গ্রন্থ এমন রয়েছে, যার উপর পাক-ভারতের আলেমগণ কাজ করেননি। এছাড়া আজ সারা বিশ্বে মুহাদ্দিছীনে কেরামের যত বই প্রকাশ হচ্ছে, তাহক্বীক্ব হচ্ছে সেগুলোর অধিকাংশের পাণ্ডুলিপি পাক-ভারতের বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করা। হায়দারাবাদ দুকানের দায়িরাতুল মা'আরিফ সহ দিল্লী, করাচী, লাহোরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এই বিষয়ে রয়েছে সীমাহীন অবদান। ভারতে উপমহাদেশে হাদীছের খিদমাতে বুঝাতে আমরা প্রথমতঃ কিছু বিখ্যাত মুহাদ্দিছের জীবনী দেখব অতঃপর পাক-ভারতের ওলামার হাদীছের উপর লিখিত গ্রন্থের কিছু নমুনা দেখব ইনশাআল্লাহ।

ভারত উপমহাদেশের কিছু মহাদ্দিছের পরিচয় :

১. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী : শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) এমন একজন ব্যক্তি, যার জীবনকে কয়েক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। মহান আল্লাহই ভাল জানেন তার জীবনীর উপর কতজন পিএইচ.ডি করেছেন। তার চিন্তাধারা, দর্শন ও জ্ঞানকে এক কথায় শুধু একটি বিপ্লব বলা যায়। তিনি ১৭০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৭৬২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সর্বপ্রথম ফারসী ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন তিনি। মুওয়াত্ত্বা মালেকের ফারসী ও আরবী ভাষায় দু'টি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল্লাহ বালিগা' নামে ইসলামের হুকুম-আহকামের গোপন রহস্যের বিষয়ে এক অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ভারত উপমহাদেশে কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা চালু করার পিছনে তার অবদান-ই সবচেয়ে বেশী। তিনি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সেই সময় পাক-ভারতের মুসলিমগণের সবচেয়ে দুঃসময় চলছিল। একদিকে ইংরেজদের হায়েনা দৃষ্টি অন্যদিকে পাক-ভারত উপমহাদেশ ছিল শিরক-বিদ'আতের স্বর্গরাজ্য। এই শিরক-বিদ'আতই মূলত ভারতে সুদীর্ঘ ছয়শ' বছরের মুসলিম শাসনের পতনকে তরান্বিত করে। যা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্য পাক-ভারতের মুসলিমগণের কুরআন-হাদীছ থেকে দূরে চলে যাওয়াকে মূল কারণ হিসাবে গণ্য করতঃ তার সমাধানে যুগশ্রেষ্ঠ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন।

এই মহান মুহাদ্দিছ ও নেতার ইলমী জীবন শুরু হয় তার পিতার হাত ধরে। তার পিতা আব্দুর রহীম ছিলেন 'ফাতাওয়া আলমগীরী' বা 'ফাতাওয়া হিন্দিয়্যাহ'-এর একজন সম্মানিত লেখক। মূলত হেজায সফরের পর হেজাযের হাদীছের দারস শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর মনকে সমূলে পাল্টে দেয়। হিজায থেকে ফিরে তিনি হাদীছের দারসে মগ্ন হয়ে যান। তাক্বলীদে শাখসীর বেড়াজালে আটকে পড়া এই সমাজকে উদ্ধারের জন্য তিনি অত্যন্ত হিকমতের সাথে কাজ শুরু করেন। একদিকে দারসে ও লেখনীতে ছহীহ হাদীছকে প্রাধান্য দিতেন এবং সেই অনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন কিন্তু আমল করার সময় জনসম্মুখে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আমল করতেন। তার এই হিকমতের কারণে ধীরে ধীরে হাদীছের আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে

মানুষের অন্তরে। এই ভাবে তিনি হাদীছের আলোকে জ্বালিয়ে ভারত উপমহাদেশে নব ইতিহাসের সূচনা করেন। আজ অবধি ভারত উপমহাদেশের সকল আলেম কোন না কোন ভাবে তার ছাত্র। এই মহান আলেম ১৭৬২ সালে ইন্তেকাল করেন।

২. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী : ভারত উপমহাদেশে ইলমে হাদীছের প্রচারে যাদের অবদান রয়েছে, তাদের মধ্যে সবার শীর্ষে তার স্থান। ভারত উপমহাদেশে তিনিই প্রথম ফাৎহুল বারী, তাফসীর ইবনে কাছীর নিয়ে আসেন। শুধু তাই নয় নিজ খরচে তা প্রকাশ করে ওলামায়ে কেরামের মাঝে ফ্রী বিতরণ করেছেন। ১৮২৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটতেই তিনি তার পিতাকে হারান। তার মহিয়সী মা তাকে ইলম হাসিলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বিভিন্ন মাশায়েখের নিকট পাঠাতেন। ভারতের পড়াশোনা শেষ করে তিনি হিজাযের আলেমগণের নিকট থেকেও ইলম হাসিল করেন। তার শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আব্দুল হক্ব বেনারসী, মুফতী সদরুদ্দীন দেহলভী, হাজী ইয়াকূব মুহাজিরে মাক্কী। তিনি তার জীবনে মুদ্রার দুই পিঠ খুব ভালভাবে অনুধাবন করেছেন। প্রথম জীবনে ছিলেন হত দরিদ্র, কপর্দক, অসহায়। বিভিন্ন জায়গায় চাকরী করে কোন মতে জীবন ধারণ করাই ছিল তার কাজ। তারপর নওয়াব সিকান্দার-এর অধীনে তার সরকারী কাজ গ্রহণ করেন। নওয়াব সিকান্দার মারা গেলে তার বিধবা মেয়ে রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি রাজ্য সভাসদগণের পরামর্শক্রমে ছিদ্দীক হাসান খানকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর ছিদ্দীক হাসান খান রাজ্যের রাজা বা নওয়াব উপাধিতে ভূষিত হন। তারপর তিনি মহান আল্লাহ প্রদত্ত অর্থকে দ্বীনের কাজে ব্যয় করা শুরু করেন। কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে হতদরিদ্র ইয়াতীম ছেলেদের ফ্রী পাঠদানের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে বহু বই প্রকাশ করে ওলামায়ে কেরামের মাঝে ফ্রী বিতরণ করেন। বই ফ্রী বিতরণের পিছনে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। এছাড়া কুরআন ও হাদীছ মুখস্থ করার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। বুলূগুল মারাম মুখস্থ করলে ত্রিশ রুপী, মিশকাত মুখস্থ করলে ৫০ রুপী, ছহীহ বুখারী মুখস্থ করলে ১০০ রুপী। তিনি তার সমগ্র জীবনে কত বই লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। প্রায় আড়াইশ-এর কাছাকাছি বই প্রকাশিত। যার অধিকাংশই আরবীতে। তার লিখিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কয়েকটি বই হচ্ছে - আর রাওযাতুন নাদিয়্যা। ফিক্বহী বিষয়ে লিখিত অনন্য গ্রন্থ। নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এই গ্রন্থটি পড়ার উপদেশ দিয়েছেন। ক্বাৎফুছ ছামার ফী আক্বীদাতি আহলিল আছার- আক্বীদার গ্রন্থ। ছালাফে ছালেহীনের আক্বীদা বা সঠিক আক্বীদা জানার একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল-হিত্তাহ। কুতুবে সিত্তাহর পরিচয়ে লিখিত পৃথিবী ব্যাপী সমাদৃত আরবী গ্রন্থ। আওনুল বারী। ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ। ছহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। তার বহু গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে নাদওয়াতুল ওলামার লাইব্রেরীতে, জা'মেয়া সালাফিয়া বানারাসে ও পাকিস্তানের শিশ মহল রোডে রয়েছে।

৩. মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী : দেড় লক্ষ ছাত্রের উস্তাদ তিনি। তার উপাধী শায়খুল কুল ফিল কুল। তিরমিযীর সর্বশ্রেষ্ঠ আরবী ভাষ্যগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযীর লেখক আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) তার ছাত্র। আবুদাউদের সর্বশ্রেষ্ঠ আরবী ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আওনুল মা'বূদ ও

গয়াতুল মাক্বছূদের লেখক শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (রহঃ) তার ছাত্র। শায়খুল ইসলাম সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) তার ছাত্র। এই তিনজন ছাত্রই তার পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। তিনি ১৮০৫ সালে বিহারে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী পরিবারের যোগ্য উত্তরসূরী শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক্ব দেহলভী (রহঃ)-এর নিকট তিনি প্রায় দশ বছর পড়াশোনা করেন। শাহ ছাহেব যখন হিজরত করে মক্কা চলে যান, তখন তিনি মিয়া ছাহেবকে লিখিতভাবে তার স্থলাভিষিক্ত করে যান। একদল মানুষ মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, তিনি শাহ ইসহাক্ব দেহলভীর ছাত্র ছিলেন না। এটা চরম ডাহা মিথ্যা অপবাদ। সকল নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তাকে শাহ ইসহাক্বের ছাত্র বলে গণ্য করেছেন। উল্লেখ্য যে, ভারত উপমহাদেশে দেওবন্দী ও আহলেহাদীছ বিভেদ তার সময়েই পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। তিনি শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর কলম ও শাহ ইসমাইল শহীদ (রহঃ)-এর আমলকে পূর্ণরূপে নিজের দারসে নিয়ে আসেন। তার সমকালীন আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী তার সাথে সবচেয়ে বেশী শত্রুতা করেছেন। আব্দুল গণী মুজাদ্দেদীও শাহ ইসহাক্ব দেহলভীর ছাত্র ছিলেন। দেওবান্দী আলেম ক্বাসেম নানুতুবী (রহঃ) ও রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ) উভয়েই আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী (রহঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। মিয়া ছাহেব (রহঃ) যে শাহ ইসহাক্ব (রহঃ)-এর প্রকৃত উত্তরসূরী ছিলেন। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে, তার দারসে হাযার হাযার ছাত্রের ভীড়। তিনি যদি সত্যিকার শাহ ইসহাক্ব দেহলভী (রহঃ)-এর ছাত্র না হতেন, তাহলে ৬২ বছর যাবত দেড় লক্ষ ছাত্র তার নিকট না পড়ে আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী (রহঃ)-এর নিকট পড়ত। এই বিষয়ে বিস্তারিত দলীলের জন্য দ্রষ্টব্য সুলায়মান নাদভী প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারাজিম ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ', আশরাফ লাহোরী প্রণীত 'বুশরা' ও ফযলে হোসেন ইলাহী প্রণীত 'আল-হায়াত বা'দাল মামাত ও তাযকিরায়ে ওলামায়ে হিন্দ'।

শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) সারা জীবন যত ফৎওয়া লিখেছেন, তা জমা করলে ফাতাওয়া আলমগীরীর চেয়ে বড় হত। তার কিছু ফৎওয়া জমা করে ফৎওয়া নাযিরিয়া নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার নিজে হাতে লেখা একমাত্র গ্রন্থ মিয়ারে হক্ব। যেখানে তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর জীবনী এবং তাক্বলীদে শাখসীর অসারতা ও বিভিন্ন হানাফী উছূলের কিতাবে যে ভিত্তিহীন উছূল রয়েছে, তা খণ্ডন করেছেন। তার এই বইয়ের জবাবে জনৈক হানাফী আলেম 'ইন্তিসারে হক্ব' লিখলে মিয়া ছাহেবের চারজন ছাত্র আলাদা আলাদা বইয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই সেই বইয়ের জবাব প্রদান করেন। যার অদ্যবধি কোন জবাব লেখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। ভারত উপমহাদেশে হাদীছের উপর আমলের যে বীজ শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই বীজকে পূর্ণ মহীরূহে রূপান্তরিত করেন মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) ও তার ছাত্রগণ। তার দেড় লক্ষের কাছাকাছি ছাত্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান ও ভারতে কুরআন ও হাদীছের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন। যার বদৌলতেই আজকে আমরা সঠিক আক্বীদা, সঠিক আমল বুঝতে ও শিখতে পেরেছি। শুধু ভারত উপমহাদেশ নয় বরং আরবের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম তার নিকট ইলম হাসিল করেছেন। যেমন শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল

ওয়াহাবের প্রপৌত্র শায়খ ইসহাক আলুশ-শায়খ, সউদী আরবের দক্ষিণ অঞ্চলের মুজাদ্দিদ শায়খ আব্দুল্লাহ আল-কারয়াবী সকলেই মিয়া সাহেবের ছাত্র। এছাড়া মদীনা দারুলহাদীছ ও মক্কার 'দারুলহাদীছ'-এর প্রতিষ্ঠাতাও শায়খুল কুল ফিল কুল (রহঃ)-এর ছাত্র। রাহিমাহুমুল্লাহ আজমাঈন।

৪. শামসুল হক্ব আযিমাবাদী : তিনি আবুদাউদের প্রায় ত্রিশ খণ্ডের 'গয়াতুল মাক্বছূদ' নামে ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। পাক-ভারত বিভক্তির সময় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় যা ক্ষতি হয় তার মধ্যে এই বইটি হারিয়ে যাওয়াও একটি। প্রথম কয়েখ খণ্ড পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজেই তার ভাইকে দিয়ে ব্যাখ্যাটিকে সংক্ষিপ্ত করেছিলেন। নাম দিয়েছেন 'আওনুল মা'বূদ'। এটি এখন প্রকাশিত ও ওলামাদের নিকট বেশ সমাদৃত। এই মহান আলেম ১৮৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার নিজ এলাকা ডিয়ানাতে প্রাথমিক ইলম হাসিল করেন। ছোটতেই তিনি তার পিতাকে হারিয়ে ফেলেন। সাংসারিক সংকটে পড়াশোনায় কিছুটা বাধা আসলেও পরবর্তীতে উচ্চ ইলম হাসিলের জন্য তিনি দিল্লীতে মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট উপস্থিত হন। তার নিকট দুই বছর ব্যাপী ইলম হাসিল করেন। তারপর ভূপালে ইয়ামানী আলেমে দ্বীনে হুসাইন আনছারীর নিকট ইলম হাসিলের জন্য গমন করেন। ইলম হাসিল শেষে নিজ এলাকায় ফিরে এসে দারস-তাদরীসে মগ্ন হয়ে যান। কিছুদিন পর তিনি হজ্জের জন্য হিজায যান। সেখানেও অনেক বড় বড় ওলামায়ে কেরামের নিকট ইলমী ইস্তিফাদা করেন। হজ্জ থেকে ফিরে পূর্ণরূপে দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত হয়ে যান। তিনি কয়েকভাবে দ্বীনের খিদমাত করেন যেমন-

ক. দারস ও তাদরসি : তার হাতে অনেক ছাত্র গড়ে উঠে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আহমাদুল্লাহ মুহাদ্দিছ প্রতাপগড়ী ও আবুল ক্বাসেম সাইফ বানারাসী। তার নিকট যত ছাত্র পড়তে আসত তিনি তাদের প্রাথমিক খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা নিজ খরচে করে দিতেন।

খ. বিভিন্ন বই আরব বিশ্ব থেকে নিয়ে এসে নিজ খরচে প্রকাশ করানো। যেমন ইমাম মুনযিরী, ইবনুল ক্বাইয়িম ও ইমাম সুয়ূত্বীর অনেক বই তিনি নিজ খরচে প্রকাশ করে ফ্রী ওলামায়ে কেরামের মঝে বিতরণ করেছেন।

গ. হাদীছ বিষয়ক লেখালেখিতেও তিনি অনেক এগিয়ে ছিলেন। তার হাত দিয়ে মহান আল্লাহ ঐতিহাসিক কয়েকটি গ্রন্থ দুনিয়াবাসীকে দেখার সুযোগ করে দেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ২৩ খণ্ডের গয়াতুল মাক্বছূদ, 'আওনুল মা'বূদ এবং সুনানে দারাকুৎনীর উপর তার গুরুত্বপূর্ণ টীকা। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারীতে প্রায় ২৫ জায়গায় 'ক্বলা বা'যুন নাস' বলে কিছু মানুষের মাযহাবের রাদ্দ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর এই রাদ্দের জবাবে মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী একটি বই লিখেন, যা দেওবান্দ থেকে প্রকাশিত ছহীহ বুখারীর ভূমিকাতে অদ্যবধি প্রকাশিত হয়। সাথে সাথে ইমাম আযীমাবাদী (রহঃ) তার এই বইয়ের জবাবে 'রাফউল ইলতিবাস' নামে আরবীতে বই লিখেন। তার লিখিত বইয়ের সংখ্যা ৩০-এর বেশী তন্মধ্যে অধিকাংশই আরবীতে। এছাড়া তিনি তার ছাত্রদের দিয়েও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বইয়ের জবাব লিখিয়েছেন। যেমন- মাওলানা শিবলী নু'মানী যখন ইমাম বুখারীর ছহীহের উপর

কিছু অভিযোগ উত্থাপন করলেন, তার 'সীরাতুন নু'মান' বইয়ে তখন ইমাম আযীমাবাদী (রহঃ) তার ছাত্র আব্দুস সালাম মুবারকপুরীকে দিয়ে 'সীরতুল বুখারী' লেখান। আজ অবধি ইমাম বুখারীর জীবনী ও তার বইয়ের উপর এত বড় ও সুন্দর বই লিপিবদ্ধ হয়নি। বইটির বর্তমানে আরবী অনুবাদও হয়েছে।

ঘ. তার অন্যতম একটি শখ ছিল তিনি পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য বই জমা করতেন। তার লাইব্রেরী তৎকালীন সময়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী বলে বিবেচিত হত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য তার এই লাইব্রেরী দুই ঘটনার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রথম ঘটনা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় অনেক বই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। এই দাঙ্গার পরে তার ছেলে কিছু বই পাটনার খোদা বক্স লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে দেন। আর কিছু বই মাওলানা হাকীম ছাহেব বাংলাদেশের ঢাকায় নিয়ে আসেন। এই হাকীম সাহেব যদি তার ছেলে হন, তাহলে তারা এখন কোথায় তা আমরা জানি না। তবে বিভিন্ন কিতাবে লেখা আছে ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় ঢাকার বইগুলোও ধ্বংস হয়ে যায়। শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (রহঃ) ১৯১১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

৫. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী : ইতিহাসে যে কয়েকজন ক্ষণজন্মা মহান মুহাদ্দিছ এসেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ইমাম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন আলেমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় সুনানে তিরমিযী বুঝার জন্য কোন্ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি সবচেয়ে ভাল হবে? আরব-আজম সকল ওলামা এক বাক্যে যে গ্রন্থটির নাম উচ্চারণ করবেন সেটা হল- আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) প্রণীত 'তুহফাতুল আহওয়াযী'। এই মন্তব্য কোন অত্যুক্তি নয় বরং বাস্তবতা। এই বইয়ের প্রতিটি পাতায় পাতায় তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নমুনা রয়েছে। এই মহান আলেম ১৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে শায়খগণের নিকট ইলম হাসিল করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) এবং হুসাইন আনছারী আল-ইয়ামানী (রহঃ)। শিক্ষকতা জীবনে তিনি বহু মাদরাসায় দারস দিয়েছেন। নিজেও দারুত তা'লীম নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার হাতে অনেক ছাত্র গড়ে উঠেছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, নাযীর আহমাদ রাহমানী (রহঃ)। তার ইলমী গভীরতা ও স্মৃতি শক্তি এতটাই বেশী ছিল যে, তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও বই পুস্তক মুখস্থ পড়াতেন, তার তুহফাতুল আহওয়াযীর অর্ধেক তিনি অন্ধ অবস্থায় লিখেছেন। ফৎওয়াও লিখাতেন অন্ধ অবস্থায়। অত্যধিক পড়াশোনার ফলে প্রতিটি বইয়ের পাতা তার নখদর্পণে ছিল। তার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা বিশেরও অধিক। তন্মধ্যে অধিকাংশই আরবীতে। তিনি তুহফাতুল আহওয়াযীর ভূমিকাই লিখেছেন এক খণ্ড। যেখানে উলূমুল হাদীছের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করেছেন। হানাফী আলেম মাওলানা নিমভী যখন বুলূগুল মারামের স্টাইলে যঈফ-জাল হাদীছ জমা করে হানাফী মাযহাবের পক্ষে 'আছারুস সুনান' লিখলেন, তখন সাথে সাথে আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) সেই বইয়ের জবাবে 'আবকারুল মিনান' লিখেন। তার এই জবাবের কারণে এই বইটি বুলূগুল মারামের জায়গা গ্রহণ করতে পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়। এই মহান আলেম ১৯৩৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার জানাযায় স্মরণ কালের চেয়েও বেশী মানুষ হয়েছিল।

৬. মুহাম্মাদ সাঈদ বানারাসী : ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে ১৯০৪ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। জন্মসূত্রে তিনি শিখ ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি দেওবান্দে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর দিল্লিতে মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর দারসে হাদীছে যোগদান করেন। মিয়া ছাহেবের দারস তার জীবনের মোড় পাল্টে দেয়। তিনি তাক্বলীদে শাখছী পরিত্যাগ করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ শুরু করেন। শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে এক প্রকার যুদ্ধ শুরু করেন। তার নিজ শহর বানারাস হিন্দুদের পবিত্র শহর বলে বিবেচিত হয়। সেখানে হিন্দুদের সংখ্যা বেশী। অল্প যে কয়জন মুসলিম বানারাস শহরে বসবাস করত তাদের অধিকাংশই হিন্দুদের অনুসরণে শিরক-বিদ'আতে ডুবে ছিল। তিনি নিজ শহরের মুসলিমদেরকে শিরক-বিদ'আত মুক্ত করার জন্য দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। তিনি লেখালেখির ময়দানেও অনেক এগিয়ে ছিলেন। তৎকালীন যুগে আব্দুর রহমান পানিপথি নামে জনৈক হানাফী আলেম 'কাশফুল হিজাব' নামে একটি বই লিখেন। যেখানে তিনি নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী ও মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন তাদেরকে ইংরেজের গোলাম বলেন এবং আহলেহাদীছদেরকে শী'আদের অর্ন্তভুক্ত বলে দাবী করেন। বানারাসী ছাহেব তার জবাবে 'হিদায়াতুল মুরতাব' নামে একটি বই লিখেন। শায়খ রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী (রহঃ) হিদায়াতুল মুরতাবের জবাবে আবার একটি বই লিখেন 'কাশফুল ইরতিয়াব' নামে। বানারাসী (রহঃ) গাঙ্গোহী ছাহেবের বইয়ের জবাবে আবার একটি বই লিখেন 'আজবিবাতুল মুরতাব'। এই বইয়ের এখন পর্যন্ত কোন জবাব প্রকাশিত হয়নি। হানাফী আলেম নিমভী সাহেব 'হাবলুল মাতীন' নামে আস্তে আমীন বলার পক্ষে একটি বই রচনা করলে বানারসী সছাহেব তার জবাবে 'আস-সাকীন লি কাতয়ি হাবলিল মাতীন' রচনা করেন। নিমভী ছাহেব এই বইয়ের জাবাবে 'রাদ্দুস সাকীন' লিখেন। বানারাসী ছাহেব আবার নিমভী ছাহেবের জবাবে 'সাইফুল মুওয়াহহিদীন' রচনা করেন। এই বইয়ের জবাবে নিমভী ছাহেব 'রাদ্দুর রাদ্দ' রচনা করেন। বানারাসী ছাহেব আবার তার জবাবে 'আর-রাদ্দুর রাদ্দ' রচনা করেন। এখন পর্যন্ত 'আর রাদ্দুর রাদ্দ' বইয়ের কোন জবাব আর প্রকাশিত হয়নি। এই গেল বানারাসী ছাহেবের সংগ্রামের কিছু চিত্র। তিনি এই রকম প্রায় ৪০-এর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। বানারাসে মাদরাসা সাঈদিয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহান মানুষটি রামাযানের পবিত্র দিনে বানারসেই ইন্তিকাল করেন।

৭. হাফেয ইবরাহীম আরাবী : ১৮৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করে ১৯০২ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-এর অন্যতম ছাত্র। তার বক্তব্য এতটাই প্রভাববিস্তারকারী ছিল যে, তিনি নিজেও কাঁদতেন মানুষকেও কাঁদাতেন। ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম যে মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠা পায় তন্মধ্যে তার প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা আহমাদিয়া' অন্যতম। তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হত। তার লিখিত ২৫ এরও অধিক কিতাব রয়েছে। তন্মোধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 'তাফসীরে খলীলী' নামে কুরআনের কিছু অংশের তাফসীর। এছাড়া তিনি শায়খ শাওকানীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দুরারে বাহিয়্যা'র উর্দূ অনুবাদ করেছেন, মিশকাতে বর্ণিত ছহীহায়নের হাদীছগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। এই মহান আলেম মক্কা মুকাররমাতে ইন্তেকাল করেন।

৮. মুহাম্মাদ বাশীর সাহসোয়ানী : ১৮৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। একদা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-কে মুনাযারা করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়; মুনাযারা হবে দিল্লীর মাটিতে। ইমাম নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) তাকে জবাবে বলরেন, তুমি আগে আমার এক ছাত্রের সাথে মুনাযারা কর তারপর দেখা যাবে। তখন তিনি বাশীর সাহসোয়ানী (রহঃ)-কে ভূপাল থেকে ডেকে পাঠান। বাশীর সাহসোয়ানীর সাথে মুনাযারায় কাদিয়ানী মিথ্যুক পরাজয়বরণ করে। পরবর্তীতে তার সেই মুনাযারা 'আল হাক্কুস সরীহ ফী ইছবাতি হায়াতিল মাসীহ' নামে প্রকাশিত হয়। তিনি নিয়মিত দারস ও তাদরীস প্রদান করতেন। তার দারসে একবার 'কিরাত খালফাল ইমাম' তথা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের মাসয়ালা আসে । তিনি এই মাসয়ালার উপর প্রায় এক মাস দারস প্রদান করেন। তার একজন ছাত্র তার এই দারস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীতে তার অন্যতম ছাত্র আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ীর সম্পাদনায় 'আল বুরহানুল উজাব ফী ফারযিয়াতি উম্মিল কিতাব' নামে সেই দারসটি প্রকাশিত হয়। এই মহান ইমাম দিল্লীতে মারা যান এবং তার প্রিয় উস্তাদ মিয়া ছাহেবের কবরের পাশেই তার কবর হয়।

৯. আব্দুল্লাহ গাযীপুরী : ঐতিহাসিক সুলায়মান নাদভী তার সম্পর্কে বলেন, 'তিনি তাক্বওয়া, পরহেযগারিতা, ইলমের গভীরতা, সুন্নাতের অনুসরণ, দূরদৃষ্টি সবদিক দিয়ে একক স্থান রাখতেন'। শায়খুল কুল মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী বলেন, 'আমার দারসে দু'জন আব্দুল্লাহ এসেছিল একজন আব্দুল্লাহ গজনভী আর অন্যজন আব্দুল্লাহ গাযীপুরী। গাযীপুরী ছাহেব মূলত দারস তাদরীসের মাধ্যমে মহান খিদমাত করেছেন। মিয়া ছাহেবের ছাত্রদের মধ্যে এনার দারসই সবচেয়ে মাকবূল ও প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি আজমগড়ের মৌ এ জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাথমিক ইলম হাসিল করার পর দিল্লীমুখী হন এবং মিয়া ছাহেবের নিকট থেকে কুরআন ও হাদীছের গভীর ইলম হাসিল করেন। তিনি আহলেহাদীছগণের অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান 'জামি'আ ইসলামিয়া ফায়যে 'আম' মৌনতাভঞ্জন-এর প্রতিষ্ঠাতাগণের একজন। এই মহান আলেম লাক্ষ্ণৌতে ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পূর্বে অসুস্থতার সময়ে নাদওয়াতুল ওলামার ছাত্ররা তার নিকট থেকে ইলম হাসিল করত। তিনি ১৮৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করে ১৯১৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

১০. আব্দুস সালাম মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ : মহান উস্তাদ, উঁচু মাপের লেখক 'মিরা'আতুল মাফাতীহ'-এর গ্রন্থকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) সম্মানিত পিতা। ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত আজমগড় জেলার মুবারকপুর নামক জায়গায় ১৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, আজমগড় জেলা থেকে প্রতি যুগে হানাফী আহলেহাদীছ নির্বিশেষে অনেক বড় বড় আলেম বের হয়ে এসেছেন। আব্দুস সালাম মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ যাদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন তাদের অন্যতম ছিলেন শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহ এবং 'তুহফাতুল আহওয়াযী'-এর সম্মানিত লেখক আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ। ইলম হাসিল শেষে তিনি দারস প্রদান ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি ইংরেজ আমলে জিহাদের কেন্দ্র মাদরাসা সাদিকপুর পাটনাতে ১৫ বছর, ফায়যে 'আম

মৌতে তিনবছর এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দিল্লির জামে'আ রহমানিয়াতে দারস প্রদান করে গেছেন। তার লেখনীর হাত ছিল অনেক শক্ত। যখন বিখ্যাত হানাফী আলেম মাওলানা শিবলী নু'মানী তার লিখিত 'সীরাতুন নু'মান' বইয়ে মুহাদ্দিছগণের উপর বিভিন্ন উদ্ভট অভিযোগ করেন; এমনকি তার অভিযোগের কবল থেকে ইমাম বুখারী ও তার কিতাব ছহীহুল বুখারীও মুক্তি পায়নি। তখন আল্লামা শামছুল হক্ব আযীমাবাদী রহিমাহুল্লাহ মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরীকে ইমাম বুখারীর উপর জীবনী এবং শিবলী নু'মানী ছাহেবের করা উদ্ভট সব অভিযোগের জবাব দিতে বলেন। আযীমাবদী রহিমাহুল্লাহর অনুরোধে মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ 'সীরাতুল বুখারী' নামে ইমাম বুখারীর জীবনী এবং তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ছহীহুল বুখারীর উপর এক বেনযীর কিতাব লিখেন। অত্র বইটির আরবী অনুবাদ 'জামি'আ সালাফিয়া বানারাস' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা অনুবাদের কথা জানা নেই। তবে বইটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে প্রতি যুগে যখনি কোন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ এবং মুহাদ্দিছগণের উপর আঙ্গুল উঠিয়েছে, তখন মুহাদ্দিছগণের উত্তরসূরী আহলেহাদীছগণই এগিয়ে এসেছেন। তারাই মুহাদ্দিছ ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের মুহাফিয। এই মহান আলেম জামে'আ রহমানিয়া দিল্লিতে ১৯২২ সালে ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুক!

১১. আব্দুল আযীয রহীমাবাদী : ইংরেজদের আতংক, সংগ্রামী বক্তা ও মুজাহিদ। মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহের ছাত্রগণ যেমন দারস, তাদরীস ও তাসনীফের মাধ্যমে খিদমাত করেছেন তেমনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমেও খিদমাত করেছেন। আহলেহাদীছদের মধ্যে পাটনার ছাদিকপুরী পরিবার ইংরেজ বিরোধী জিহাদে যে অবদান রেখেছে তা সত্যিই অতুলনীয়। ছাদিকপুরী পরিবারের জিহাদী আন্দোলনকে যারা সুসংগঠিত করেছিল আব্দুল আযীয রহীমাবাদী তাদের অন্যতম। তিনি ছাড়াও আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, ইবরাহীম আরাবী ও মাওলানা আকরাম খাঁ (রহঃ)গণের অবদান রয়েছে। ইংরেজরা রহীমাবাদী রহিমাহুল্লাহর আন্দোলনে অতিষ্ট হয়ে তাকে গ্রেফতারী পরোয়ানাও জারী করেছিল। তিনি অনেকদিন আত্মগোপনে ছিলেন। ১৮৫৪ সালে বিহার প্রদেশের পাটনার রহীমাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোট অবস্থাতেই কুরআন মুখস্থ করেন। তারপর দারসে নিজামী শেষ করে মিয়া নাযীর হুসাইন দেভলভী রহিমাহুল্লাহর দারসে হাদীছে যোগদান করেন। মিয়া ছাহেব যখন কোন ছাত্রকে কোন কিছু হাজার চেষ্টা করেও বুঝাতে পারতেন না, তখন তিনি আব্দুল আযীযকে ডেকে বিষয়টি ছাত্রকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বলতেন। ইমাম শামছুল হক্ব আযীমাবাদী যখন তার বিশ্ববিখ্যাত 'আবুদাউদ'-এর ভাষ্যগ্রন্থ 'আওনুল মা'বূদ' লিখছিলেন, তখন একটি হাদীছের অর্থ তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তিনি বিষয়টি আব্দুল্লাহ গাযীপুরী ছাহেবকে জানান তিনিও অপারগতা প্রকাশ করেন তারপর তিনি আইনুল হক্ব ফুলওয়ারী ছাহেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনিও অপারগতা পেশ করেন। তারপর রহীমাবাদী ছাহেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে হাদীছটি বুঝিয়ে দেন। পরবর্তীতে আযীমাবাদী রহিমাহুল্লাহ তার 'আওনুল মা'বূদ-এ অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, এই ব্যাখ্যা আমাকে রহীমাবাদী রহিমাহুল্লাহ বুঝিয়েছেন। শুধু জিহাদে বা ইলমে নয় তিনি মুনাযারা বা তর্ক-বিতর্কেও ভাল দখল রাখতেন। ১৮৮৮ সালে মুরশিদাবাদে তার হানাফী ক্লাস

ফ্রেন্ড আব্দুল হক্ব হক্কানী (তাফসীরে হক্বানীর লেখক) ছাহেবের সাথে এক বিরাট মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় তাক্বলীদে শাখছী ওয়াজিব এর পক্ষে বিপক্ষে। প্রায় ৫০ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অনেক আলেম-ওলামার সম্মেলনে উক্ত মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। দুই তিনদিন চলে উক্ত মুনাযারা। অবশেষে রহীমাবাদী রহিমাহুল্লাহ দলীলের দিক দিয়ে সফল প্রমাণিত হন এবং হাজার দশেক মানুষ তখনি ছহীহ হাদীছের প্রতি আমলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত মুনাযার 'মুনাযারায়ে মুরশিদাবাদ' নামে বই আকারে প্রকাশিত। তিনি নয়টির মত কিতাবও লিখেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'হুসনুল বায়ান ফিমা ফী সীরতিন নু'মান' অত্র গ্রন্থে তিনি মাওলানা শিবলী নু'মানীর লেখা সীরাতুন নু'মানের যাবতীয় ভ্রান্তি উল্লেখ করতঃ তা খণ্ডন করেছেন। এই মহান ব্যক্তি ১৯১৯ সালে নিজ জেলা রহীমাবাদে ইন্তিকাল করেন। রহিমাহুল্লাহ রাহমাতান ওয়াসি'আ।

১২. কাজী সুলায়মান মানছূরপুরী (১৮৬৬-১৯৩০) : হাদীছ, কুরআন, দর্শন শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, ইংরেজী সহ জ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় তার বিচরণ ছিল। ভদ্র, নম্র ও আল্লাহভীরু মানুষ। স্মৃতিশক্তিতে ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। সরদার দিওয়ান সিং তার সম্পর্কে বলেন, মানুষের মধ্যে যদি ফেরেশতা কেউ থাকে, তাহলে তিনি কাজী সুলায়মান মানছূরপুরী। তিনি জীবনে কোনদিন বক্তব্য দিয়ে পথের খরচটাও গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য যে, পাটিয়ালার সেশন জর্জ থাকার ফলে তিনি ট্রেন সফরে কনসেশন পেতেন। বিখ্যাত ইসলামবিদ্বেষী নেতা গাজী মাহমূদ ধরমপাল তার ২য় বার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার ব্যাপারে বলেন, যত আলেমই আমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে এসেছে, পরাজিত হয়েছে। একমাত্র দুইজন আলেম ছাড়া। যাদের পাণ্ডিত্য ও সৎচরিত্র আমাকে দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তারা হচ্ছেন,

ক. মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী ।

খ. কাজী সুলায়মান মানছূরপুরী।

সুলায়মান মানছূরপুরী রহিমাহুল্লাহ প্রায় ২০-এর অধিক গ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে 'রহমাতুল লিল-আলামীন'। উর্দূ ভাষায় সীরাতে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর লিখা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণীয় কিতাব। অত্র কিতাবের আরবী অনুবাদ দারুস সালাফিয়া, মুম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই মহান আলেম ২য় বার হজ্জ সফর থেকে ফেরত আসার পথে পানি জাহাজে মৃত্যুবরণ করেন। জাহাজেই জানাযা শেষে তার লাশকে সাগের ভাসিয়ে দেয়া হয়। তার আগে দুই তিনজন মৃত হাজীর লাশ পানিতে ভাসানোর সাথে সাথে সামুদ্রিক মাছ খেয়ে যায় কিন্তু তার লাশের কাছে মাছ এসেও ফেরত চলে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে যতক্ষণ তার লাশের প্রতি আমাদের চোখ ছিল ততক্ষণ লাশকে কোন সমুদ্রিক প্রাণী স্পর্শ করেনি।

১৩. আব্দুল হালিম শারার : কী ভাষা, কী ডাক্তারী, কী সাহিত্য, কী হাদীছ সবকিছুতেই ছিল তার পারদর্শিতা। তিনি প্রায় ৮ টি ভাষা জানতেন। উর্দূ, ফারসী, ইংরেজী, ইতালী, জার্মানী, সংস্কৃত, আরবী ও ফ্রেঞ্চ। সাহিত্যের জগতে প্রায় ত্রিশের অধিক উপন্যাস লিখেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে 'দিয়ারে হারামপুর'। এই উপন্যাসের জন্য তাকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। ইউনানী চিকিৎসাবিদ্যায় এতটা

পারদর্শী ছিলেন যে, হাকীম আব্দুল লতীফ তার লিখিত 'হামারী সাইন্টিফিক ইউনানী' বইটি লিখার সময় আব্দুল হালিম ছাহেবের নিকট থেকে বিভিন্ন কঠিন রোগের বিষয়ে সহযোগিতা নিয়েছিলেন। ইলমে হাদীছে তিনি মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহর ছাত্র ছিলেন। তার ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তিনি ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী রহিমাহুল্লাহর 'কিতাবুত তাওহীদ' বইটি উর্দূতে অনুবাদ করেন। এছাড়া খৃষ্টানদের রাদ্দে তার দুইখণ্ডের মাসীহ ও মাসিহিয়াত গ্রন্থটিও অনেক প্রসিদ্ধ। এই মহান জ্ঞানী ব্যক্তি ৭৬ বছর বয়সে ১৯২৬ সালে লাক্ষ্মৌতে ইন্তিকাল করেন।

১৪. মুহাম্মাদ জুনাগড়ী : খত্বীবুল হিন্দ। হানাফী ফিক্বহে তার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ। তার বক্তব্য মানুষের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করত। ভারতের জুনাগড়ে ১৮৯০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা আব্দুর রহীম গযনভী এবং মাওলানা ইসহাক্ব মানতিক্বী সহ বহু ওলামায়ে কেরামের নিকট ইলম হাসিল করেন। ইলম হাসিল শেষে তিনি মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। আখবারে মুহাম্মাদী নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যেখানে শিরক-বিদ'আত বিরোধী লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত। লেখনীর জগতে তিনি এমন কিছু কাজ করে যান, যা তাকে ওলামায়ে কেরামের মাঝে চির স্মরণীয় করে রাখে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাফসীর ইবনে কাসীরের উর্দূ তরজমা, ইলামুল মুয়াক্কিয়ীনের উর্দূ তরজমা ও খুৎবায়ে মুহাম্মাদী। বর্তমানে তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা অনুবাদটিও তার উর্দূ অনুবাদ থেকে সহযোগিতা নিয়ে করা। তার অনুবাদে কাজে খুশী হয়ে তৎকালীন ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তার ঈলামুল মুয়াক্কিয়ীনের অনুবাদের ভূমিকা লিখে দেন এবং কয়েকটি চিঠির মাধ্যমে তাকে সাধুবাদ জানান। জুনাগড়ী (রহঃ)-এর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি তার সকল গ্রন্থ, পত্রিকা ও মাদরাসা সহ যাবতীয় কিছুর নাম মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নামের অনুসরণে মুহাম্মাদী রাখেন। তার রচিত গ্রন্থ প্রায় ৯০টি। তন্মধ্যে অন্যতম একটি গ্রন্থ হচ্ছে ইরশাদে মুহাম্মাদী, যেখানে তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর তাক্বলীদ বিষয়ে লিখিত বইয়ের খণ্ডন এবং তার 'বেহেশতী যেওর' বইয়ের ত্রিশটি ভুল উল্লেখ করেন। এছাড়া সাইফে মুহাম্মাদী, শামসে মুহাম্মাদী, বুরহানে মুহাম্মাদী, শাময়ে মুহাম্মাদী তার লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ইবাদত জীবনেও অনেক এগিয়ে ছিলেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতেন। ১৯৪১ সালে এই মহান আলেম মৃত্যুবরণ করেন।

১৫. সানাউল্লাহ অমৃতসরী : তার বিষয়ে এতটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে, একই টেবিলে যদি একসাথে হিন্দু, ইহূদী, খৃষ্টান, হানাফী, কাদিয়ানী, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, দেওবান্দী, ব্রেলভী, শী'য়া সকলেই তার সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে তিনি সকলকে পরাজিত করে বিজয়ী বেশে মাঠ ছাড়বেন। এই মন্তব্য কোন অত্যুক্তি নয় বরং তৎকালীন বিরোধীপক্ষের সকলেই তার বিষয়ে এই ধারণাই পোষণ করত। তার জীবনের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে কাদিয়ানী ফিরক্বাকে দমন করা। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে তার মুবাহালা ছিল খতমে নবুয়্যাতের নিদর্শন। বিখ্যাত হানাফী আলেম আতাউল্লাহ শাহ বুখারী তাকে ইসলামের সত্যতার জীবিত মু'জেযা বলে অভিহীত করেছেন। এই মহান আলেম ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ সালে

মৃত্যুবরণ করেন। ছোট বয়সেই তার পিতা-মাতাকে হারিয়ে ফেলেন। সাংসারিক কষ্টে বড় ভাইয়ের সাথে কাজে যোগ দেন। ১৫ বছর বয়সে জনৈক ব্যক্তির উৎসাহে ইলম হাসিলের ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি একই সাথে যুগের দুই মহান আলেমের নিকট ইলম হাসিল করেন। শায়কুল ফিল কুল মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট দিল্লীতে এবং শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবান্দীর নিকট দারুল উলূম দেওবান্দে ইলম হাসিল করেন। ইলম হাসিল শেষে তিনি বক্তব্য, বাহাছ, মুনাযারা, লেখনী, তাদরীস ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনের খিদমাত শুরু করেন। তার যুগের তিনটি ঐতিহাসিক কাজের সাথে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন।

ক. ভারতের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান নাদওয়াতুল ওলামা প্রতিষ্ঠা।

খ. মুসলিমের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন জমঈতে ওলামায়ে হিন্দের প্রতিষ্ঠা। দুঃখজনক হলেও সত্য জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ ভারতে সকল মুসলিমোর সংগঠন ছিল। সেই হিসাবে মজলিসে আমেলায় ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি ও সানাউল্লাহ অমৃতসরী সহ বহু আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। এমনকি আহলেহাদীছ আলেম আব্দুল হাফিয জমঈতে ওলামায়ে হিন্দের আমীরও ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি হুসাইন আহমাদ মাদানীর পরিবার ও দেওবান্দীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

গ. আহলেহাদীছ সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠা। এই সংগঠনের তিনি প্রথম নাজিমে আলা বা জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। তার জীবনের সবচেয় স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে মুবাহালা। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মুবাহালায় দু'আ করেছিল। 'হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে সত্য তার জীবদ্দশাতেই যেন মিথ্যাবাদী মারা যায়। মহান আল্লাহ্র কী কুদরত! সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর পূর্বেই গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মৃত্যু হয়। তারপর বহুদিন যাবত খতমে নবুয়্যাতের জীবন্ত নিদর্শন হিসাবে পৃথিবীর বুকে জীবিত ছিলেন অমৃতসরী (রহঃ)। তিনি কয়েকটি পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আখবারে আহলেহাদীছ পত্রিকা। তার লিখিত বইগুলোর সংখ্যা প্রায় দুইশ'-এর কাছাকাছি। তার অধিকাংশ গ্রন্থ, খৃষ্টান, কাদিয়ানী সহ বিভিন্ন বাতিল ফিরক্বার বিরুদ্ধে। তার অন্যতম দু'টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে তাফসীরে ছানায়ী ও ফাতাওয়া ছানায়িয়্যাহ। তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রথম দিকে কংগ্রেসের সাথে জড়িত থাকলেও পরবর্তীতে মুসলিম লীগে জড়িত হন।

১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার শিকার হন মাওলানা সানাউল্লাহ (রহঃ)। যেহেতু তিনি সীমান্ত এলাকা পাঞ্জাবের অমৃতসরে থাকতেন এজন্য দাঙ্গার রূপ ছিল ভয়ংকর। হিন্দুদের আক্রমণে তার অতি মূল্যবান লাইব্রেরী ধ্বংস হয়ে যায়। মাওলানা সানাউল্লাহকে না পেয়ে হিন্দুরা তার প্রাণ প্রিয় লাইব্রেরীকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। কংগ্রেস নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তার লাইব্রেরী সংরক্ষণের জন্য কিছু সরকারী কর্মকর্তা পাঠালেও তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। মাওলানা পকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানের বিখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা ইসমাইল সালাফীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে নতুন করে দ্বীনের

খিদমাত শুরু করতে যাওয়ার আগেই ১৯৪৮ সালে মহান আল্লাহ্র এই বান্দা মর্দে মুজাহিদ দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেন।

১৬. ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি : অত্যন্ত মেধাবী, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ। তিনি মাত্র এক মাসে পবিত্র কুরআন হিফয করেন। রামাযানে ছিয়াম রেখে একপারা কুরআন মুখস্থ করতেন আর রাতে তারাবীহতে সেই একপারা শুনাতেন। তার এবং সানাউল্লাহ অমৃতসরীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সর্ম্পক ছিল। প্রায় সকল সম্মেলনে তারা একসাথে উপস্থিত হতেন। মাওলানা ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী (রহঃ) ১৮৭৪ সালে ভারতের শিয়ালকোট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শিয়ালকোট আগে থেকেই ইলমী শহর ছিল। আল্লামা ইকবালের জন্মস্থানও শিয়ালকোট ছিল। আল্লামা ইকবাল ও মীর ইবরাহীম (রহঃ) ক্লাসমেট ছিলেন। আব্দুল মান্নান মুহাদ্দিছ আযীরাবাদীর নিকট থেকে তিনি ইলম হাসিল করেন। তার নিকট পড়াশোনা শেষ করে তিনি দিল্লীতে মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-এর নিকট গমন করেন। তিনি মিয়া ছাহেবের শেষ জীবনের ছাত্র। মিয়া ছাহেবের নিকট থেকে ইলম হাসিল করে তিনি দ্বীনী খিদমাতে নিয়োজিত হয়ে যান। তাফসীর, হাদীছ, রাজনীতি সহ সব বিষয়ে তার খিদমাত সীমাহীন। তিনি অগণিত তাফসীর গ্রন্থ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুতা'আলা করেছেন। কুরআনের সাথে তার সর্ম্পক ছিল অনেক গভীর। তিনি বিভিন্ন সূরার তাফসীরে দশের কাছাকাছি গ্রন্থ রচনা করেছেন। রাজনীতির ময়দানে তিনি এবং সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) এক সাথেই ছিলেন। দ্বি জাতি তত্বের বিষয়ে তিনি, আল্লামা ইকবাল, শাব্বির আহমাদ ওছমানী সবাই একমত ছিলেন। 'জমঈতে ওলামায়ে হিন্দ' যখন দেশ বিভাগের বিরোধিতা করে, তখন পাকিস্তানের পক্ষে 'জমঈতে ওলামায়ে ইসলাম' নামে তারা আলাদা সংগঠন গড়ে তুলেন। যে সংগঠনের সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত দেওবান্দী আলেম শাব্বির আহমাদ ওসছমানী (রহঃ) ও সহ সভাপতি ছিলেন মীর ইবরাহীম শিয়ালকোটি (রহঃ)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পিছনে তার অবদান ছিল অতুলনীয়। তিনি মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওছমানী (রহঃ)-কে সাথে করে নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে সারা ভারত সফর করেন। বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে দ্বি জাতি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া 'অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' গঠনেও তার ছিল সীমাহীন অবদান। তার লিখিত গ্রন্থগুলোর সংখ্যা একশ'-এর বেশী। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাফসীর ওয়াযিহুল বায়ান ও তারীখে আহলে হাদীছ। তিনি ১৯৫৬ সালে শিয়ালকোটে ইন্তিকাল করেন মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ রৌপড়ী (রহঃ) তার জানাযার ছালাত পড়ান।

১৭. আব্দুল্লাহ রৌপড়ী : সার্বিক দিক থেকে সালাফে সালেহীনের হুবহু উত্তরসূরী যদি কাউকে বলা যায়, তাহলে আব্দুল্লাহ রৌপড়ী (রহঃ) তাদের একজন হবেন। তিনি কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বাহ, ইলমুর রিজাল, জারাহ ও তা'দীল, মানতিক্ব সহ সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। পাশাপাশি ইবাদত বন্দেগীতেও অনেক এগিয়ে ছিলেন। তিনি ১৮৯৪ সালে ভারতের অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আব্দুল মান্নান মুহাদ্দিছ অযিরাবাদী ও আব্দুল জাব্বার গযনভীর নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন। তিনি দিল্লী যাওয়ার ৮ বছর আগেই মিয়া ছাহেব ইন্তেকাল করেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি আম্বালা জেলার রোপড় নামক জায়গায় দারুলহাদীছ নামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে দারস ও তাদরীসের পাশাপাশি আহলেহাদীছ নামে একটি

পত্রিকা প্রকাশিত করেন। তিনি দারুল হাদীছ রহমানিয়াতেও কিছু দিন দারস দিয়েছেন। তার হাতে অনেক ছাত্র গড়ে উঠে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী, সানাউল্লাহ মাদানী, আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানী। তিনি আরবীতে মিশকাতুল মাছাবীহের টীকা লিখেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ)-এর আল-ফাসছলুল খিতাব বইয়ের আরবীতে জবাব লিখেন। সেখানে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার বিষয়ে কাশ্মিরী (রহঃ) রাদ্দ করেন। 'তাহক্বীকুত তারাবীহ' নামে বইয়ে ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়ার ৩৪টি দলীলের খণ্ডন করত ৮ রাক'আত তারাবীর পক্ষে দলীল পেশ করেন। তাক্বলীদে ওলামায়ে দেওবান্দ বইয়ে রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, আশরাফ আলী থানভী সহ যত ওলামায়ে দেওবান্দ তাক্বলীদের পক্ষে যা লিখেছিলেন তার সব লেখনীর এই বইয়ে তিনি জবাব দেন। 'হাদীছ আওর মওদুদীয়াত' বইয়ে মওদুদী ছাহেবের হাদীছ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির জবাব দেন। এছাড়া 'ফাতাওয়া আহলেহাদীছ' বইটিও অনেক প্রসিদ্ধ। সব মিলিয়ে তিনি প্রায় ৫০-এর অধিক বই লিপিবদ্ধ করেন। এই মহান আলেম ১৯৬৪ সালে ইন্তিকাল করেন।

১৮. শায়খুল হাদীছ ইসমাইল সালাফী : শায়খুল ইসলাম সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এরপরে তার শুন্যস্থান পূরণ করার মত কেউ থাকলে শায়খুল হাদীছ ইসমাঈল সালাফী তাদের অন্যতম। তিনি অনেক মহান আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের নিকট ইলম হাসিল করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আব্দুল মান্নান মুহাদ্দিছ অযিরাবাদী, মাওলানা ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি, মাওলানা আব্দুল্লাহ গাযীপুরী। ইলম হাসিল শেষে তিনি দারস-তাদরীসে মগ্ন হয়ে যান। তার দারস দেয়ার ধরন এতটাই উঁচু মানের ছিল যে, মাওলান্না সাদ কান্ধালভী বলেন, আমরা একদা ১৯৫৩ সালে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের জেলে ছিলাম। আমাদের সাথে মাওলানা ইসমাইল সালাফীও ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, অযথা সময় নষ্ট না করে আপনি আমাদের 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' পড়ান। মাওলানা সা'দ কান্ধালভী বলেন, আমি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' দারুল উলূম দেওবান্দে শাব্বির আহমাদ ওছমানীর নিকট পড়েছিলাম। আর আমার ধারণা ছিল এই কঠিন বই তার চেয়ে ভাল কেউ পড়াতে পারবে না। কিন্তু যখন ইসমাইল সালাফী সাহেব পড়ানো শুরু করলেন, তখন আমি হয়রান হয়ে গেলাম। তার পড়ানো শাব্বির আহমাদ ওছমানীর পড়ানোর চেয়েও সুন্দর ছিল। তার ইলমের কারণে সউদী আরবের গ্রান্ড মুফতী শায়খ বিন বায তাকে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে দেশে থেকে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করেন। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তার কিছু গ্রন্থ মুক্তাদা হাসান আযহারী (রহঃ) আরবীতে অনুবাদ করেছেন। যথা- হায়াতুন নাবী, যিয়ারাতু ক্বাবরিন নাবী, তাহরীকে শাহ অলিউল্লাহ ইত্যাদী গ্রন্থগুলো আরবীতে অনুবাদ হয়েছে এবং আরব ওলামায়ে কেরামের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কয়েকটি গ্রন্থ পড়েছি তন্মধ্যে তার লেখা হুজ্জিয়াতে হাদীছ গ্রন্থটি ফাস্ট টু লাস্ট পড়েছি। এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় তার ইলমী গভীরতা আমাকে হয়রান করে দিয়েছে। এমন অনেক আলোচনা গেছে, যা হয়তো আমি ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়নি। তার হাতে অনেক ছাত্রও তৈরি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মাওলানা ইসহাক্ব ভাট্টি। তিনি

সাংগঠনিক ভাবে মারকাযী জমঈতে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের প্রথমে সেক্রেটারী জেনারেল ওপরবর্তীতে দীর্ঘদিন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এই মহান আলেম ১৯৬৮ সালে ইন্তিকাল করেন।

১৯. ইহসান ইলাহী যহীর (১৯৪৫-১৯৮৭) : পৃথিবীতে কিছু মানুষ অল্প সময়ে এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেন, যা রূপকথাকেও হার মানায়। ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) তাদের একজন। তার খিদমাতকে এই বইয়ে কয়েক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। জীবনের শুরুতেই পবিত্র কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। পাকিস্তানে তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ গোন্দলবী (রহঃ)-এর নিকট ইলম হাসিল করেন। মুহাম্মাদ গোন্দলবী (রহঃ) নিজ মেয়ের সাথে ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ)-এর বিবাহ প্রদান করেন। ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শায়খ বিন বায, শায়খ আলবানী, শায়খ আমীন শানক্বীত্বী সহ অনেক মহান আলেমের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন। আরবী ভাষায় তার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। তার ভাষণ ছিল অতুলনীয়। আরবী ও উর্দূ উভয় ভাষাতেই অত্যন্ত সাহিত্যিক মানের বিপ্লবী ভাষণ প্রদান করতেন। তিনি সাপ্তাহিক 'আল-ইতিছাম' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মাসিক 'তরজুমানুল হাদীছ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সাংগঠনিকভাবেও তিনি আলাদা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতিতেও অনেক সক্রিয় ছিলেন। লেখনীর জগতে তার অধিকাংশ গ্রন্থ আরবীতে লিপিবদ্ধ এবং বাতিল ফিরক্বাগুলোর বিষয়ে লিখিত। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি পৃথিবীর কোন ব্যক্তি, সরকার, ক্ষমতাধর কাউকে বিন্দুমাত্র ভয় পেতেন না, যা বলতেন স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে। এই মহান আলেম ১৯৮৭ সালে শত্রুদের বোমা হামলায় বক্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। পবিত্র মদীনার বাক্বিউল গারক্বাদ কবরস্থানের তাকে দাফন করা হয়।

২০. হাফিয মুহাম্মাদ গোন্দলবী : আরব বিশ্বের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন ও মুফাসসির শায়খ আমীন আশ-শানক্বীত্বী বলেন, আমি মুহাম্মাদ গোন্দলবীর চেয়ে দুনিয়ার বুকে বড় কোন আলেম দেখিনি। হাফিয গোন্দলবী (রহঃ) সত্যিকার অর্থেই হাফিয ছিলেন। মাত্র এক মাসে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। কোনকিছু একবার পড়লেই তার মুখস্থ হয়ে যেত। তিনি প্রায় ৬২ বছর হাদীছের দারস দিয়েছেন। তার হাতে গড়া ছাত্রদের অন্যতম হচ্ছে ইরশাদুল হক্ব আছারী হাফিযাহুল্লাহ, আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানী ও ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)। হাফিয গোন্দলবী (রহঃ) শেষ জীবনে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। একবার তিনি মন্তব্য করেন, 'শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) উলূমে আক্বলীতে বেশী পারদর্শী হলেও উলূমে নাক্বলীতে হাফিয ইবনু হাযার আসক্বালানী (রহঃ) বেশী পারদর্শী। তার এই মন্তব্য নিয়ে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শায়খ বিন বায (রহঃ) আলাদা একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে তিন ঘণ্টাব্যাপী বক্তব্য দিয়ে শায়খ গোন্দলবী তার মন্তব্যকে প্রমাণ করেন। উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম ও ছাত্রবৃন্দ তার জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্য দেখে হতবাক হয়ে যান। তার লিখিত গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই আরবীতে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ছহীহ বুখারীর টীকা, মিশকাতের ব্যাখ্যা, শাহ ইসমাইল (রহঃ)-এর রিসালা উছূলে ফিক্বহের ব্যাখ্যা। এই মহান আলেমে দ্বীন ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করে ১৯৮৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে শায়খুল হাদীছ ইসমাঈল সালাফীর পাশে দাফন করা হয়।

২১. আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানী : তিনি একাধারে গবেষক, কলামিস্ট, মুহাদ্দিছ ছিলেন। ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছগণের যত পত্রিকা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক পত্রিকা হচ্ছে 'আল-ইতিছাম'। 'ইতিছাম' এমন একটি পত্রিকা, যার বিভিন্ন সময় সম্পাদক ছিলেন, ইহসান ইলাহী যহীর, হাফিয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, মাওলানা ইসহাক্ব ভাট্টি, মাওলানা দাঊদ গযনভী, মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী সহ আহলেহাদীছগণের যুগ শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম। এই ঐতিহাসিক 'ইতিছাম' পত্রিকা আজও পাকিস্তানের আহলেহাদীছগণের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ পত্রিকা। এত কিছু বলার কারণ হচ্ছে আমাদের আলোচ্য শায়খ আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানী (রহঃ) এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। প্রথমদিকে পত্রিকাটি তার নিজস্ব ছিল পরবর্তীতে তা আহলেহাদীছের জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়। লেখালেখি ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি দারস-তাদরীসেও ব্যস্ত থাকেন। তার সবচেয়ে প্রশংসনীয় অভ্যাস হচ্ছে সালাফগণের বই জমা করা তার নেশা ছিল। তার লাইব্রেরী পুরাতন বইয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্থান। নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)-এর লিখিত ২২২টি বইয়ের সবগুলোই তার নিকট সংগৃহীত ছিল। বিভিন্ন সময় ওলামায়ে আহলেহাদীছ যত পত্রিকা প্রকাশ করেছেন যেমন অমৃতসরী (রহঃ)-এর 'আখবারে আহলে হাদীছ', বাটালভী (রহঃ)-এর 'ইশা'আতুস সুন্নাহ' সহ সকল পত্রিকার সকল সংখ্যা তার নিকট সংরক্ষিত ছিল। তিনি মৃত্যুর আগে শিশ মহল রোডে একটি ৪ তলা বিল্ডিং তৈরি করে 'আদ-দারুল দাওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ' নামে একটি গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তার লাইব্রেরীকে সেখানে ওয়াক্বফ করে দেন। 'আল-ইতিছাম'-এর অফিসকে স্থানান্তর করে এখানে নিয়ে আসেন। অদ্যবধি শিশমহল রোডের এই বিল্ডিংয়ে তার লাইব্রেরী ও ইতিছাম পত্রিকা থেকে আহলেহাদীছ সমাজ উপকৃত হচ্ছে। তার রচিত আলাদা গ্রন্থও রয়েছে প্রায় বিশের কাছাকাছি। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে আরবীতে লিখিত সুনানে নাসায়ীর ব্যাখ্যা 'আত-তা'লীক্বাত আস-সালাফিয়্যাহ'। মিশকাতের তাহক্বীক্বে লিখিত তিন খণ্ডের আরবী গ্রন্থ। এই মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৮৩ সালে ইন্তিকাল করেন।

২২. বদিউদ্দীন শাহ রাশেদী : ইমাম ফিল হাদীছ। ইলমে হাদীছ, জারাহ ও তা'দীল, রিজাল শাস্ত্র তার নেশা পেশা ছিল। তিনি এই বিষয়ে আরবী ভাষাতেই বই লিখেছেন ৬০-এর অধিক। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তারাজিম শুয়ুখ বায়হাক্বী, নাক্বয ক্বাওয়ায়েদ উলূমিল হাদীছ। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর নির্দেশনায় মাওলানা জা'ফর আহমাদ থানভী ছাহেব 'ইলাউস সুনান' লিখলেন। ইলাউস সুনানের ভূমিকায় হাদীছ তাহক্বীক্বের জন্য এমন কিছু উছূলের আলোচনা করেন, যা জমহূর মুহাদ্দিছীনের নিকটে অগ্রহণযোগ্য। তখন শায়খ বদিউদ্দীন শাহ রাশেদী নাক্বয ক্বাওয়ায়েদ উলূমিল হাদীছ নামে সেই ভূমিকার আরবী ভাষায় রাদ্দ করেন। বদিউদ্দীন শাহ রাশেদী (রহঃ) সিন্ধ এলাকায় মানুষকে শিরক ও বিদ'আত থেকে বাঁচাতে যারপর নাই পরিশ্রম করেছেন। তিনি মাযারে মাযারে গিয়ে মানুষকে নছীহাত করতেন। কুরআন ও হাদীছ থেকে কবরপূজার অসারতা প্রমাণ করতেন। এভাবে সিন্ধের যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি দাওয়াত চালিয়ে যান। তার দাওয়াতে একদিকে যেমন বহু মানুষ ছহীহ আক্বীদায় ফিরে আসে তেমনি একদল আলেম তার শত্রুতে পরিণত হয়। তবুও তিনি বিন্দুমাত্র পিছপা হননি।

তার অবস্থান থেকে একটুও টলেননি। এই মহান মুহাদ্দিছ ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক ইলম তার পিতা ও বড় ভাই থেকে হাসিল করেন। তার পিতা ইহসান উল্লাহ রাশেদী ও বড় ভাই মুহিব্বুল্লাহ রাশেদী উভয়েই অনেক বড় আলেম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। এছাড়া মাওলানা সানউল্লাহ অমৃতসরী ও ওবায়দুল্লাহ সিন্ধির নিকট উঁচু ইলম হাসিল করেন। শুধ পাক-ভারত নয় বরং আরবের অনেক আলেমও তার নিকট ইলম হাসিল করেন। তার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শায়খ অসিউল্লাহ, শায়খ আব্দুল আযীয নূরিস্তানী। আরব ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমামে কা'বা ওমর বিন মুহাম্মাদ বিন সাবীল। এই মহান মুহাদ্দিছ শুধু আরবী ভাষাতেই বই লিখেছেন এমন নয় বরং উর্দূ ও সিন্ধি ভাষায় তার রয়েছে অগণিত বই। পুরো জীবনটা দারস-তাদরীস, লেখা লেখি ও গবেষণা ও দাওয়াতী কাজে কাটিয়ে দেয়া এই মহান মুহাদ্দিছ ১৯৯৬ সালে করাচীতে ইন্তেকাল করেন।

২৩. ওবাইদুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী : ইমাম ফিল হাদীছ। ইলমে হাদীছ, জারাহ ও তা'দীল, রিজাল শাস্ত্রে তার ইলমের স্বীকৃতি শুধু ভারত উপমহাদেশ নয় বরং পৃথিবীর ওলামায়ে কেরাম দিয়েছেন। মিশকাতুল মাছাবীহের আরবী ব্যাখ্যা গ্রন্থ মির'আতুল মাফাতীহের সম্মানিত লেখক তিনি। তার এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তিনি ১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র ছিলেন। তার পিতাও একজন মুহাদ্দিছ আলেম। তিনি তার পিতা থেকে ইলম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে জামি'আহ রাহমানিয়া দিল্লীতে আহমাদুল্লাহ মুহাদ্দিছ প্রতাপগড়ী, আব্দুর রহমান মুবারপকপুরী ও হাফিয গোন্দলবী (রহঃ) প্রমুখ বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম থেকে ইলম গ্রহণ করেন। দারুল হাদীছ রাহমানিয়া থেকে পড়াশোন শেষ করলে তার ইলমের কারণে তাকে দারুল হাদীছ রাহমানিয়াতে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। তার শিক্ষকতা জীবনে অনেক মুহাদ্দিছ ছাত্র তার হাতে গড়ে উঠে তন্মধ্যে বাংলাদেশের দুইজন মহান শায়খও ছিলেন। যথা-

ড. আফতাব আহমাদ রহমানী ও শায়খ আহমাদুল্লাহ রহমানী (রহঃ)। এইদিকে তার উস্তাদ শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'-এর তৃতীয় খণ্ড লেখার পর অন্ধ হয়ে যান। তখন তার এমন একজন আলেমের প্রয়োজন পড়ে যে তাকে তুহফাতুল আহওয়াযী লিখতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে পারবে। তখন তিনি ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)-কে নিজের কাছে মুবারকপুরে ডেকে পাঠান। আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)-এর এই একান্ত সান্নিধ্য পাওয়াটা তার জন্য ছিল সোনায় সোহাগা। তিনি তুহফাতুল আহওয়াযী লিখতে সহযোগিতা করতে গিয়ে আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)-এর হাত ধরে ইলমের সাগরে ভ্রমণ করেন। যা তাকে পরবর্তীতে মির'আতুল মাফাতীহ লিখতে অনেক অনুপ্রেরণা ও রসদ যুগিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের আতাউল্লাহ ভুজিয়ানী (রহঃ) তাকে চিঠি লিখে মিশকাতের টীকা লিখার জন্য অনুরোধ করেন। টীকা লিখতে গিয়ে যখন তিনি দেখেন হাদীছের উপর দূরবর্তী ব্যাখ্যার মাধ্যমে আক্রমণ করা হয়েছে, তখন তিনি রাদ্দ লিখতে গিয়ে এমনভাবে ইলমের সাগরে ডুব দেন যে বিস্তর ব্যাখ্যা লিখে বসেন। ব্যাখ্যার কয়েক পৃষ্ঠা পাকিস্তানে পাঠালে আতাউল্লাহ ভুজিয়ানী (রহঃ) ব্যাখ্যা পড়ে খুশীতে বিগলিত হয়ে যান। তিনি

পাল্টা চিঠিতে মুবারকপুরী (রহঃ)-কে ব্যাখ্যা লেখার কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। ব্যাখ্যা লেখা শেষ হলে পাকিস্তান থেকে মাওলানা আতাউল্লাহ ভুজিয়ানীর তত্ত্বাবধানে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ফালিল্লাহিল হামদ। এই মহান মুহাদ্দিছ ১৯৯৪ সালে ইন্তিকাল করেন।

সার্বিক তথ্য সূত্রঃ উপরের জীবনীগুলো আমরা কয়েকটি বই থেকে সংগ্রহ করেছি তন্মধ্যে অন্যতম-

চালীস ওলামায়ে আহলে হাদীছ- আব্দুর রশীদ ইরাকী।

কাফেলায়ে হাদীছ - ইসহাক ভাট্টি

শাহ অলিউল্লাহ পরবর্তী যুগে হাদীছের খিদমাতের কিছু নমুনা :

ভারত উপমহাদেশে ওলামা শুধু হাদীছ বিষয়ে যত বই লিখেছেন তার জরিপ করলে দেখা যায় তারা প্রায় সাড়ে চারশ' বই শুধু হাদীছ বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বইগুলোর লিস্ট আব্দুর রশীদ ইরাকী তার 'বাররে ছগীর পাক ও হিন্দ মে ইলমে হাদীছ' বইয়ে এবং ইসহাক্ব ভাট্টি তার বাররে ছগীর মে আহলেহাদীছ কি আওয়ালিয়্যাত' বইয়ে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এই দু'টি বই থেকে হাদীছের উপর আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম উল্লেখ করা হল :

১. তুহফাতুল আহওয়াযী। আব্দুর রহমান মুবারকপুরী। তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

মির'আতুল মাফাতীহ। ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী। মিশকাতের ১৯ খণ্ডে লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

গয়াতুল মাক্বছূদ। শামসুল হক্ব আযীমাবাদী। প্রায় ত্রিশ খণ্ডে সুনানে আবী দাউদের ব্যাখ্যা।

আওনুল মা'বূদ। শামসুল হক্ব আযীমাবাদী। গয়াতুল মাক্বছূদের সংক্ষিপ্ত রূপ।

মুছাফ্ফা। মুওয়াত্তা মালেকের ব্যাখ্যা। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী।

আল-মুগনী। শামসুল হক্ব আযীমাবাদী। সুনানে দারাকুৎনীর উপর টীকা।

আওনুল বারী। নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী। ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ। নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী। ছহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

আল-হিত্তাহ। নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী। কুতুবে সিত্তাহর পরিচয়।

ফাৎহুল আল্লাম। নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী। বুলূগুল মারামের ব্যাখ্যা।

রাফউল ইলতিবাস। শামসুল হক্ব আযীমাবাদী। ছহীহ বুখারীর 'ক্বলা বা'যুন নাস' বিষয়ে আহমাদ আলী সাহারানপুরীর লেখা বইয়ের জবাব।

আবকারুল মিনান। আব্দুর রহমান মুবারকপুরী। মাওলানা নিমভীর লেখা জাল-যঈফ হাদীছ সম্বলিত আছারুস সুনানের জবাব।

মুকাদ্দামা তুহফাতিল আহওয়াযী। আব্দুর রহমান মুবারকপুরী। উছূলে হাদীছের বিভিন্ন সূক্ষ্ম আলোচনা।

আল-বাহরুল মাওয়াজ। আব্দুল্লাহ গাযীপুরী। ছহীহ মুসলিমের ভূমিকার ব্যাখ্যা।

আযওয়াউল মাছাবীহ। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। মিশকাতের তাহক্বীক্ব।

ফাৎহুল মুবীন। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। তাদলীস বিষয়ে লিখিত।

আত-তাসীস। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। তাদলীস বিষয়ে লিখিত।

তালখীস আল-কামিল। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। ইবনু আদীর আল-কামিলকে সংক্ষিপ্তকরণ।

তালখীস তারীখে বাগদাদ। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। খত্বীব বাগদাদীর তারীখকে সংক্ষিপ্তকরণ।

তালখীসুছ ছিকাত। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। ইবনু হিব্বানের সিকাতকে সংক্ষিপ্তকরণ।

তালখীসুল মাজরূহীন। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। ইবুন হিব্বানের মাজরূহীনকে সংক্ষিপ্তকরণ।

আনওয়ারুছ ছহীফা। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। যঈফ হাদীছের সংকলন।

নায়লুল মাক্বছূদ। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। সুনান আবীদাঊদের তাহক্বীক্ব।

তাসহীলুল হাজা। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। ইবনু মাজাহর তাহক্বীক্ব।

উমদাতুল মাসায়ী। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। নাসায়ীর তাহক্বীক্ব।

তাহক্বীক্বে তিরমিযী। হাফিয যুবাইর আলী যাঈ। সুনানে তিরমিযীর তাহক্বীক্ব।

তাসকীনুল ক্বালব। মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী। আমাশ ও ছাওরীর তাদলীস নিয়ে লিখিত।

আত-তা'লীকুন নাজীহ। মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী। ৯ খণ্ডে ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা।

ইনজাযুল হাজাহ। মাওলানা মুহাম্মাদ জানবায। প্রায় ১২ খণ্ডে সমাপ্ত ইবনু মাজাহর ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

সীরাতুল বুখারী। আব্দুস সালাম মুবারকপুরী। ইমাম বুখারীর জীবনীর উপর লিখিত অদ্যবধি শ্রেষ্ঠ কিতাব।

জায়িযাতুল আহওয়াযী। হাফিয সানাউল্লাহ মাদানী। সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যা।

আল-জামিউল কামিল ফিল হাদীছিস ছহীহ আশ-শামিল। ড. যিয়াউর রহমান আজমী। প্রায় ১২ খণ্ডে সকল ছহীহ হাদীছের একত্রিত সম্ভার।

হাশিয়া আবি দাউদ। আবুল হাসান আস-সিন্দী কাবীর। আবুদাঊদের টীকা।

হাশিয়া তিরমিযী। আবুল হাসান আস-সিন্দী কাবীর। তিরমিযীর টীকা।

হাশিয়া নাসায়ী। আবুল হাসান আস-সিন্দী কাবীর। নাসায়ীর টীকা।

হাশিয়া ইবনু মাজাহ। আবুল হাসান আস-সিন্দী কাবীর। ইবনু মাজাহর টীকা।

হাশিয়া মুসনাদে আহমাদ। আবুল হাসান আস-সিন্দী কাবীর। মুসনাদে আহমাদের টীকা।

হাশিয়া মুসলিম। আবুল হাসান আস-সিন্দী কাবীর। মুসলিমের টীকা।

জালাউল আয়নায়ন। আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিছ রৌপড়ী। ইমাম বুখারীর লেখা জুয রাফয়িল ইয়াদায়ন-এর তাহক্বীক্ব।

আল-ক্বওলুল লত্বীফ। আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিছ রৌপড়ী। যঈফ হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থ।

সরীহুল মুহাম্মাদ। আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিছ রৌপড়ী। মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদের উপর টীকা।

ইরশাদুল ক্বারী। হাফিয মুহাম্মাদ গোন্দলবী। মাওলানা আনওয়ার কাশ্মীরী (রহঃ)-এর ফায়যুল বারীতে কী কী ভুল রয়েছে তা উল্লেখ করেছেন।

আত-তা'লীক্বাত আস সালাফিয়্যাহ। আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানী (রহঃ) সুনানে নাসায়ীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

তাহক্বীক্ব মুসনাদে আবী ইয়ালা। ইরশাদুল হক্ব আছারী। মুসনাদে আবু ইয়ালার তাহক্বীক্ব।

আল-ইলালুল মুতানাহিয়া। ইরশাদুল হক্ব আছারী। ইমাম ইবনুল জাওয়িয়্যাহ (রহঃ)-এর লিখিত এই বইয়ের তাহক্বীক্ব।

নুছরাতুল বারী। আব্দুর রউফ ঝাণ্ডানগরী। ছহীহ বুখারীর নিশ্চিত ছহীহ হওয়ার দলীল আদিল্লা।

ইত্তিহাফুল কিরাম। ছফিউর রহমান মুবারকপুরী। বুলূগুল মারামের টীকা।

মিন্নাতুল মুনঈম। ছফিউর রহমান মুবারকপুরী। ছহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা।

যওউস সালিক। মুহাম্মাদ রফিক আছারী। মুওয়াত্ত্বা মালিকের টীকা।

ইলাউস সুনান ফিল মীযান। ইরশাদুল হক্ব আছারী। মাওলানা যাফর আহমাদ থানভী লিখিত ইলাউস সুনানের ভুল ক্রটি উল্লেখ করা হয়েছে।

তারাজিম শুয়ুখ ইমাম আল-বায়হাক্বী। বদিউদ্দীন শাহ রাশেদী। ইমাম বায়হাক্বীর শায়খগণের জীবনী।

নাক্বয ক্বাওয়ায়েদ উলূমিল হাদীছ। বদিউদ্দীন শাহ রাশেদী। মাওলানা যাফর আহমাদ থানভীর লিখিত ইলাউস সুনানের ভুমিকার খণ্ডন।

এছাড়া জীবিত মুহাদ্দিছগণের মধ্যে শায়খ অসিউল্লাহ আব্বাস, শায়খ ইরশাদুল হক্ব আছারী, শায়খ উযায়র শামস, শায়খ যিয়াউর রহমান আজমী, শায়খ মুসত্বফা আজমী, শায়খ আকরাম নাদভী, শায়খ আব্দুল আলীম বাস্তাবী হাফিযাহুমুল্লাহগণ হাদীছের তাহক্বীক্বে, তাখরীজে, উলুমুল হাদীছের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক অগণিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন এবং লিখছেন। মহান আল্লাহর তাদের হায়াতে বরকত দান করুন!

উপরের বইগুলো শুধু হাদীছ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ বই। আর কত বই তারা উর্দূতে লিখেছেন তার যেমন কোন ইয়াত্তা নেই তেমনি শরীয়'অতের বিভিন্ন মাসয়ালা নিয়ে, তাফসীর নিয়ে, বাতিল ফিরক্বার তারদীদ নিয়ে কত বই তারা লিখেছেন তাও গণনা করা মুশকিল। একই বিষয়ে বহু আলেমের বহু বই থাকার কারণে শুধু একই বিষয়ে একটি এবং প্রসিদ্ধ বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কুতুবে সিত্তাহ ও মিশকাতের কতজন আহলেহাদীছ আলেম টীকা

লিখেছেন ও তাহক্বীক্ব করেছেন তা গণনা করা মুশকিল। এজন্য শুধু একটা করে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

সুধী পাঠক! এগুলো গেল শুধু মৌলিক গ্রন্থ। অনুবাদমূলক কত কাজ ওলামায়ে আহলেহাদীছ করেছেন তা বর্ণনা করতে গেলে একটি আলাদা বই হয়ে যাবে। ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম কুতুবে সিত্তাহর অনুবাদ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম করেছেন। যা একটি ঐতিহাসিক চরম সত্য। এই বিষয়ে মওলানা অহীদুযযামান (রহঃ)-এর অসাধারণ অবদান রয়েছে। তাদের লেখনীগুলো শুধু নমুনা হিসাবে পেশ করা যায় কিন্তু তাদের দারস, দাওয়াত এবং বক্তব্য এগুলোর খবর শুধু মহান আল্লাহই জানেন। মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী, মাওলানা আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, আব্দুল মান্নান মুহাদ্দিছ অযিরাবাদী, আহমাদুল্লাহ মুহাদ্দিছ প্রতাপগড়ী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের হয়তো তেমন কোন বই আমরা পাই না কিন্তু সারা জীবন দারস ও তাদরীসের মাধ্যমে হাযার হাযার হাদীছের বাহককে তারা তৈরি করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। তেমনি জিহাদ আন্দোলনে আহলেহাদীছগণের অবদানও অনস্বীকার্য। কিন্তু এখানে বইয়ের সাথে সামঞ্জস্য না থাকায় সেই আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে। মহান আল্লাহ আজ অবধি দ্বীনের পতাকাকে তাদের দ্বারাই উজ্জীবিত করে রেখেছেন এবং রাখবেন ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামাত পর্যন্ত।

হাদীছের খিদমাতে আহলেহাদীছগণের অবদানের স্বীকৃতি :

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে যদিও দিনের আলোয় ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ভারত উপমহাদেশে হাদীছের খিদমাতে ওলামায়ে আহলেহাদীছের অবদানই সবচেয়ে বেশী। তারপরেও এ বিষয়ে কিছু ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য নকল করা সমীচীন মনে করছি।

(ক) মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগের সম্মানিত উস্তাদ ডঃ মাতার আয-যাহরানী (রহঃ) বলেন,

أنه كانت هناك جهود مخلصة ومباركة لعلماء الهند بعد القرن التاسع لخدمة السنة وذالك من خلال عنايتهم بكتب السلف رواية وسماعا وشرحا وتعليقا ونحو ذالك .

'নিশ্চয় ভারতের আলেমগণের সুন্নাতের খিদমাতে রয়েছে খালেছ ও বরকতময় পরিশ্রম। আর এই খিদমাতটা তারা করেছেন সালাফে ছালেহীনের বই সমূহ রিওয়ায়েত করে, শ্রবণ করে, তার ব্যাখ্যা করে এবং টীকা লাগানো সহ বিভিন্ন কাজ করার মাধ্যমে'।[৮০০]

(খ) মিসরের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন আব্দুল মাজীদ তার লিখিত 'মিফতাহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বলেন,

ولا يوجد في الشعوب الإسلامية علي كثرتها واختلاف أجناسها من وفي الحديث فسطه من العناية في هذا العصر مثل إخواننا مسلمي الهند . أولئك الذين وجد بينهم حفاظ السنة ودارسون

---

৮০০. মাতার আয-যাহরানী, তাদবীনুস সুন্নাহ, পৃঃ ১১।

لها علي نحو ما كانت تدرس في القرن الثالث حرية في الفهم ونظرا في الأسانيد كما طبعوا كثيرا من كتبها النفيسة التي كادت تذهب بها يد الإهمال وتقضي عليها غير الزمان.

'উম্মতে মুসলিমার আধিক্য ও জাতি-গোত্রের এত বৈচিত্র্য থাকার পরেও আমাদের ভারতের ভাইয়েরা এই যুগে হাদীছের যতটা খিদমাত করেছেন ততটা অন্য কেউ কোথাও পাওয়া যায় না। তাদের মাঝে আজও হাদীছের হাফিয পাওয়া যায়। যারা তৃতীয় শতাব্দীতে যেভাবে স্বাধীন চিন্তাধারা ও সনদের উপর দৃষ্টি দিয়ে হাদীছ পড়ানো হত ঠিক সেভাবে দারস প্রদানকারী। তেমনি ভাবে তারা এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই পুস্তক প্রকাশ করেছেন। যেগুলো অবহেলার কারণে হারিয়েই যাচ্ছিল যেগুলোর উপর অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছিল'।[৮০১] এরপরে লেখক শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) ও নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)-এর অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

(গ) মিশরের আরেকজন বিখ্যাত আলেম রশীদ রিযা মিসরী (রহঃ) বলেন,

ولولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي عليها بالزوال من أمصارالشرق فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتي بلغت منتهي الضعف في أوائل هذا القرن الرابع عشر.

'যদি এই যুগে আমাদের ভারতের ভাইয়েরা উলূমে হাদীছের চর্চা না করত, তাহলে প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে উলূমে হাদীছ হারিয়ে যেত। কেননা দশম শতাব্দী থেকে মিসরে, শামে, ইরাক্বে ও হিজাযে ইলমে হাদীছের চর্চা অনেক দুর্বল হয়ে গেছিল এবং এই দুর্বলতা চতুর্দশ হিজরীর শুরুর দিকে শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছিল'।[৮০২]

(ঘ) বিখ্যাত হানাফী আলেম মুনাযের আহসান গিলানী (রহঃ) বলেন, ভারতের মুসলিমগণ কুরআন ও হাদীছের দিকে যতটা আগ্রহী হয়ে উঠেছে তার পিছনে গায়ের মুকাল্লিদিয়াত আন্দোলনেরও কিছু অবদান আছে।[৮০৩]

এছাড়া মাওলানা সুলায়মান নাদভী, শায়খ আহমাদ শাকের ও শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বিভিন্ন জায়গায় ভারত উপমহাদেশের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের স্বীকৃতির কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

---

৮০১. আব্দুল মাজিদ, মিফতাহুস সুন্নাহ, পৃঃ ২৯৩।
৮০২. রশীদ রিযা, মিফতাহু কুনুযিস সুন্নাহ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৬।
৮০৩. মাসিক বুরহান, দিল্লী, আগষ্ট সংখ্যা-১৯৫৮।

তৃতীয় অধ্যায় : ছাত্র ও সাধারণ জনগণের জন্য যরূরী কিছু জ্ঞাতব্য

ইল্‌মে হাদীছ

ইল্‌মে হাদীছের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'মুছত্বলাহুল হাদীছ' ও 'হুজ্জিয়াতে হাদীছে'র উপর আমাদের দু'টি গ্রন্থ রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। 'তুহফাতুদ দুরার ফী মুছত্বলাহি আহ্‌লিল আছার' তথা 'হাদীছের পরিভাষা শিক্ষায় মণি-মুক্তা উপহার' এবং 'আল-হাদীছ লা বুদ্দা মিনহু' তথা 'আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য'। জারাহ ও তা'দীল বিষয়ে একটি বই রচনার ইচ্ছা বহুদিন থেকেই ছিল কিন্তু সময় হ'য়ে উঠেনি। ছহীহ বুখারীর ভূমিকায় সেই অভাবটা পূরণ করে দেওয়া সমীচীন মনে করছি। আর মহান আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আমি তাঁর উপরই ভরসা করছি। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট।

জারাহ ও তা'দীল :

'জারহ্' শব্দটির শাব্দিক অর্থ শরীরে আঘাত করা।[৮০৪] পারিভাষিক অর্থে হাদীছ বর্ণনাকারীর উপর এমন মন্তব্য যা তার বর্ণিত হাদীছকে স্তরভেদে পরিত্যাজ্য করে দেয় 'তা'দীল' শব্দের শাব্দিক অর্থ সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা, কোন কিছুকে ঠিক করা বা সংশোধন করা।[৮০৫] পারিভাষিক অর্থে হাদীছ বর্ণনাকারীর বিষয়ে এমন মন্তব্য যা স্তরভেদে তার হাদীছকে গ্রহণযোগ্য করে তুলে।

জারহ্ করা কি জায়েয?

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে 'জারহ্' করার মাধ্যমে একজন মুসলিম ভাইয়ের গীবত করা হয়। আর গীবত করা তো গুণাহের কাজ। সত্যি বলতে কি শর্ত সাপেক্ষে অন্যের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা শুধু জায়েয নয় বরং জরুরী। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) করেছেন, যেমন- ফাতিমা বিনতে কায়স (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে উল্লেখ করলাম, আমাকে মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান ও আবু জাহ্‌ম বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন,

"أما أبو جَهْم، فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه، وأما معاوية، فَصُعلُوكٌ، لا مالَ له، انكحي أُسامة بن زيد

'আবু জাহ্‌ম সে তো তার কাঁধ থেকে লাঠি রাখে না। আর মুয়াবিয়া সে তো দরিদ্র। তুমি উসামা বিন যায়েদকে বিয়ে কর'![৮০৬]

অত্র হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে কেউ যদি প্রয়োজনের স্বার্থে কারো বিষয়ে জানতে চায় তাহলে তার কোন খারাপ গুণ থাকলে সে বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণকারীকে জানিয়ে দেওয়াটাই নছীহত। যেন পরামর্শগ্রহণকারী ধোকায় পতিত না হয়। যেখানে দুনিয়াবী বিষয়ে কাউকে ধোকা থেকে রক্ষা

---

৮০৪. লিসানুল আরাব, ২/৪২২।
৮০৫. লিসানুল আরাব, ১১/৪৩২।
৮০৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৮০; আবু দাউদ, হা/২২৮৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৭৩২৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪০৪৯

করার জন্য অন্যের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা জায়েয সেখানে দ্বীনী বিষয়ে অবশ্যই জরুরী হবে। এই জন্যই মুহাদ্দিছগণের মাঝে একটা কথা প্রসিদ্ধ 'ক্বিয়ামতের দিন যদি মহান আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন, তুমি অমুক অমুকের গীবত করেছ কেন? এই প্রশ্নের চেয়ে ঐ প্রশ্ন বেশী কঠিন যদি মহান আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন, তোমার সামনে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে, তুমি কেন তা থেকে মানুষকে সচেতন করো নি?

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ৬টি বিষয়ে মানুষের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা জায়েয :

১. মাযলূম ব্যক্তি বিচারকের নিকট বা শাসকের নিকট তার উপর কে যুলুম করেছে তা বর্ণনা করতে পারে।

২. কোন মন্দ কাজকে বন্ধ করার লক্ষ্যে মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়ার সময় মন্দের বর্ণনা দেয়া।

৩. মুফতীর নিকট ফতোয়া চাওয়ার সময় প্রশ্ন পরিস্কার করার জন্য মন্দের বর্ণনা দেয়া।

৪. মু'মিন ও মুসলিম সমাজকে কোন ব্যক্তির ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য মন্দ বর্ণনা করা। রাবী সম্পর্কে 'জার্হ' করার বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত।

৫. কেউ যদি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার মত ধৃষ্টতা দেখায় এবং নছীহত না শুনে, তাহ'লে প্রকাশ্যে তার নিন্দা করা যরূরী।

৬. কারো বিষয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য, ছোট করার উদ্দেশ্যে নয়। যেমন সে দেখতে কালো বা অন্ধ।[৮০৭]

আর সত্যি বলতে কি আজ অবধি পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হিসেবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শাস্ত্র অক্ষতভাবে জীবিত আছে মুহাদ্দিছগণের 'জারাহ ও তা'দীলে'র কারণেই। অন্যথায় মানুষের বানানো জাল হাদীছের সাগরে ডুবে গিয়ে হাদীছ শাস্ত্রের নির্মম মৃত্যু হ'ত। ফালিল্লাহিল হামদ।

জারাহ্ ও তা'দীলের ইতিহাস :

'জারাহ ও তা'দীল' কয়েক পর্বে অস্তিত্বে এসেছে। 'আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র আক্বীদা হচ্ছে ছাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ। ছাহাবীগণের যুগে মিথ্যার কোন প্রচলন ছিল না। কেননা স্বাভাবিক ভাবেই আরবগণ মিথ্যা বলা জানতো না। মিথ্যা তাদের নিকট জাহেলী যুগ থেকেই মহাপাপ। যেমন আবু সুফিয়ানকে যখন তার চরম শত্রু মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে বাদশাহ নাজাশী জিজ্ঞেস করেছিল তখনো তিনি মিথ্যা বলেন নি।[৮০৮] একদিকে আরবগণের মাঝে মিথ্যার প্রচলন ছিল না অন্যদিকে ছাহাবীগণ ইসলামে মিথ্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতেন। আর রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বলার ভয়াবহতাও তারা অবগত ছিলেন। সেই হিসেবে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে

৮০৭. রিয়াযুস ছালেহীন, পৃ. ৪৩২
৮০৮. ছহীহ বুখারী হা/৭।

তাঁরা কোন মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করেন নি এটাই নিশ্চিত। এরপরেও খলীফা ওমর (রাঃ) হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করেছিলেন। যার উদাহরণ আমরা হাদীছশাস্ত্রে পাই।[৮০৯] তার এই কড়াকড়ির মাধ্যমেই শুরু হয় হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের শুভ সূচনা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

إنا كنا مرةً إذا سمعنا رجلًا يقول: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس ألا ما نعرف.

'একটা সময় ছিল যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে বলতে শুনতাম রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তখন আমরা আগ্রহের সাথে দেখতাম এবং কান খাড়া করে রাখতাম কিন্তু যখন মানুষ ভাল-মন্দ মিশানো শুরু করল, তখন আমরা মানুষের নিকট থেকে শুধু তাই গ্রহণ করতাম যা আমাদের পরিচিত।[৮১০]

ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন,

" لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ "

'তারা 'ইসনাদ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন না, কিন্তু যখন ফিতনা সৃষ্টি হ'ল, তখন তারা বলতেন, আমাদেরকে তোমাদের রিজাল বা সনদের ব্যক্তিদের নাম বল! অতঃপর সে আহ্লে সুন্নাহ হ'লে গ্রহণ করা হ'ত। আর আহ্লে বিদ'আত হ'লে তার হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না'।[৮১১]

ইবনু সীরীন (রহঃ)-এর অত্র কথায় ফিতনা বলতে ওসমান (রাঃ)-এর হত্যার ঘটনা বুঝানো হয়েছে। এইভাবে ধীরে ধীরে সনদের অনুসন্ধান মুহাদ্দিছগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হ'য়ে যায়। নিম্নে সনদের তাহক্বীক্বের জন্য জরুরী কিছু নীতিমালা ও 'জারাহ ও তা'দীলে'র শব্দ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।

জারাহ ও তা'দীলের শব্দের স্তর :

'জারাহ' ও 'তা'দীলে'র জন্য আয়েম্মায়ে কেরাম হাদীছ শাস্ত্রের সম্মানিত ইমামগণ যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন সেগুলো সবই এক স্তরের নয়; বরং সেগুলোর স্তর ভেদ রয়েছে। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেছেন ইমাম ইবনু আবি হাতিম তার 'আল-জারহু ওয়াত তা'দীলে'র ভূমিকাতে। তার বর্ণিত স্তরের উপর ইমাম ইবনুস সালাহ তার 'উলূমুল হাদীছে' কিছু শব্দ অতিরিক্ত করেছেন। পরবর্তীতে ইমাম যাহাবী তার 'মীযানুল ই'তিদালে' তার নিজস্ব গবেষণা অনুযায়ী 'জারাহ ও তা'দীলে'র শব্দগুলোর স্তরভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার স্তরভেদের

৮০৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২১৫৩।
৮১০. ছহীহ মুসলিম, ১/১২-১৩।
৮১১ ছহীহ মুসলিম,পৃ.১/১৫

উপর হাফিয ইরাক্বী তার 'শারহুল আলফিয়্যা'-তে কিছু শব্দ অতিরিক্ত করেছেন। পরবর্তীতে ইমাম সাখাবী তার নিজস্ব গবেষণা অনুযায়ী 'জারাহ ও তা'দীলে'র স্তরভেদ নিয়ে তার 'ফাতহুল মুগীছে' আলোচনা করেছেন। তারপর থেকে অদ্যবধি কেউ এই বিষয়ে আলোচনা করেন নি। সুতরাং আমরা ইমাম সাখাবীর স্তরভেদটা পেশ করব ছক আকারে-ইনশাআল্লাহ্। উল্লেখ্য যে, হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর পক্ষ থেকে 'জারাহ ও তা'দীলে'র যে স্তরভেদটা প্রসিদ্ধ সেটা শুধুমাত্র তার 'তাক্বরীবুত তাহযীবে'র সাথে খাছ। 'তাক্বরীবুত তাহযীবে'র স্তরভেদটাও হালকা ব্যাখ্যা সহ পেশ করব-ইনশাআল্লাহ। আর আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা।

তাওছীক্ব বা মযবূতের স্তর		
প্রথম স্তর	مَا أَتَى، بِصِيغَةِ أَفْعَلَ: أَوْثَقُ النَّاسِ، أَوْ أَثْبَتُ النَّاسِ- إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ-لَا أَعْرِفُ لَهُ نَظِيرًا فِي الدُّنْيَا	এই পর্যায়ের রাবীগণের হাদীছ নিশ্চিত ছহীহ।
দ্বিতীয় স্তর	فُلَانٌ لَا يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ	নিঃসন্দেহে ছহীহ।
তৃতীয় স্তর	ثِقَة ثَبْت- ثَبْت حُجَّة - ثِقَة ثِقَة - ثَبْت ثَبْت	অবশ্যই ছহীহ।
চতুর্থ স্তর	مُتْقِنٌ - حُجَّةٌ - ثِقَة – ثَبْت- حَافِظٌ - ضَابِطٌ	গ্রহণীয়। ছহীহ।
পঞ্চম স্তর	لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ - لَا بَأْسَ بِهِ- صَدُوقٌ- مَأْمُون - خِيَار	এই পর্যায়ের রাবীগণের হাদীছ হাসান।
ষষ্ঠ স্তর	مَحَلُّهُ الصِّدْقُ -رَوَوْا عَنْهُ- رَوَى النَّاسُ عَنْهُ- يُرْوَى عَنْهُ، -إِلَى الصِّدْقِ مَا هُوَ- شَيْخٌ وَسَطْ – وَسَطٌ - شَيْخٌ - صَالِحُ الْحَدِيثِ- مُقَارَبَ الْحَدِيثِ-	কোন রাবীকে দুর্বল ও মযবূত বলার ক্ষেত্রে বা কোন রাবীর হাদীছকে ছহীহ ও যঈফ বলার ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যত ইখতিলাফ দেখা যায় তা এই পর্যায়ের রাবীগণের কারণে।

	يُكْتَبُ حَدِيثُهُ – جَيِّدُهُ - مَا أَقْرَبَ حَدِيثَهُ - صُوَيْلِحٌ - صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ - أَرْجُو لَا بَأْسَ بِهِ-	একজন যোগ্য মুহাদ্দিছ তার গবেষণা অনুযায়ী পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় এই রাবীগণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

জারাহ্ বা দুর্বলতাবাচক শব্দের স্তর		
প্রথম স্তর	فيه مقال- فيه ضعف – ليس بذاك- ليس بذاك القوي – فيه لين– ليس بالمرضي – ليس بعمدة - لين الحديث – سيئ الحفظ – مجهول – فيه جهالة – غيره أوثق منه – في حديثه شيء – للضعف ما هو- فيه نظر (من غير البخاري)	এই পর্যায়ের রাবীগণের হাদীছ দুর্বল। তবে শাওয়াহেদ বা প্রামাণ্য সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। তথা বিভিন্ন সনদ থেকে আসলে হাসান হ'তে পারে। তবে এখানে উল্লেখিত মাজহুল বা অজ্ঞাত দ্বারা উদ্দেশ্য মাজহুলুল হাল তথা অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। কেননা মাজহুলুল আইন তথা অজ্ঞাত ব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যঈফের চেয়ে দুর্বল।
দ্বিতীয় স্তর	ضعيف – حديثه منكر – له مناكير – مضطرب الحديث – واه – ضعفوه – لا يحتج به –	এই স্তরের হাদীছ দুর্বল তবে শাওয়াহেদ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।
তৃতীয় স্তর	ضعيف جدا - رد حديثه – مردود – واه بمرة — لا تحل الرواية عنه – لا يكتب حديثه – ليس بشئ -	এই স্তরের হাদীছ দুর্বল এবং শাওয়াহেদ হিসেবেও গ্রহণযোগ্য নয়।
চতুর্থ স্তর	مُتَّهَمٌ بِالْكَذِب أَوْ بِالْوَضْعِ-سَاقِطٌ -هَالِكٌ	এই স্তরের হাদীছ যঈফের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন স্তরের

	- ذَاهِبٌ - ذَاهِبُ الْحَدِيثِ- مَتْرُوكٌ - مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، -تَرَكُوهُ- ستكنوا عنه – فيه نظر- يسرق الحديث- ليس بالثقة – ليس بثقة – غير ثقة	যঈফ। শাওয়াহেদ হিসেবেও গ্রহণীয় নয়।
পঞ্চম স্তর	كَذَّابٌ -يَضَعُ الْحَدِيثَ يَكْذِبُ-وَضَّاعٌ -دَجَّالٌ	এই স্তরের হাদীছ জাল
ষষ্ঠ স্তর	أَكْذَبِ النَّاسِ- إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْوَضْعِ - هُوَ رُكْنُ الْكَذِبِ	এই স্তরের হাদীছ জাল

তাক্বরীবুত তাহ্যীবের স্তর :

'তাক্বরীবুত তাহ্যীবে'র ভূমিকায় হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার স্তরভেদ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নিম্নে ভূমিকা থেকে স্তরভেদটি উল্লেখ করা হল।

فأما المراتب:

فأولها : الصحابة: فأصرح بذلك لشرفهم.

الثانية : من أُكد مدحه : إما : بأفعل : كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظاً: كثقة ثقة، أو معنى : كثقة حافظ.

الثالثة: من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو ثَبْت، أو عدل.

الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاً، وإليه الإشارة: بصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس.

الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطيء، أو تغير بأخرة ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، كالتشيع والقدر، والنصب، والإرجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غيره.

السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.

السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستو، أو مجهول الحال.

الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتب، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو لم يفس، وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف.

التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مجهول.

العاشرة: من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة: بمتروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.

الحادية عشرة: من اتهم بالكذب.

الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب، والوضع.

অনুবাদঃ

১ম স্তর : ছাহাবীগণ। নিজস্ব মর্যাদার কারণে যাদের ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতা অতি স্পষ্ট।

২য় স্তর : যার অতিরিক্ত প্রশংসা করা হয়েছে। সেটা أفعل (আফআলু) তথা 'ইসমু তাফযীলে'র ছীগা যেমন أوثق الناس (আওছাকুন নাস) 'সবচেয়ে নির্ভযোগ্য ব্যক্তি' এই শব্দ ব্যাবহারের মাধ্যমে হোক বা গুণবাচক শব্দ দুইবার ব্যবহারের মাধ্যমে হোক যেমন ثقة ثقة (ছিক্বাহ ছিক্বাহ) মযবূত মযবূত বা ثقة وحافظ (ছিক্বাহ ও হাফিয) মযবূত এবং হাফিয।

৩য় স্তর : যাদের ব্যাপারে আধিক্যতার শব্দ ব্যবহার না করে গুণবাচক শব্দ একবার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ثقة (ছিক্বাহ) মযবূত বা متقن (মুতক্বিন) নির্ভরযোগ্য বা عدل (আদল) ন্যায়পরায়ণ ব্যবহার করা হয়েছে।

৪র্থ স্তর : যারা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তৃতীয় স্তরের চাইতে কিছুটা নিম্নস্তরের। তাদের জন্য صدوق (ছদূক্ব) সত্যবাদী বা لا بأس به (লা বা'সা বিহি) চলনসই বা ليس به بأس (লাইসা বিহি বা'সুন) কোন ত্রুটি নাই। এই ধরণের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৫ম স্তর : যারা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ৪র্থ স্তরের চাইতে কিছুটা নিম্নস্তরের। তাদের জন্য صدوق سيء الحفظ (ছাদুকুন সাইয়্যিয়ুল হিফয) সত্যবাদী কিন্তু দুর্বল মুখস্থশক্তির অধিকারী। صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ (ছাদুকুন ইয়াহিমু (সত্যবাদী কিন্ত ভুল করে), ছাদুকুন লাহু আওহাম (সত্যবাদী কিন্ত তার কিছু ভুল আছে), (ছাদুকুন ইয়ুখতি') সত্যবাদী কিন্তু ভুল করে, صدوق تغير بأخرة (ছদূকুন তাগায়্যারা বিআখরা) বা সত্যবাদী কিন্তু শেষ জীবনে স্মৃতিশক্তিতে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে এই পর্যায়ের রাবীদের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এছাড়া যাদের উপর বিদ'আতি হওয়ার অভিযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে তারাও এই স্তরে শামিল হবে। যেমন শিয়া, মুরজিয়া, কাদ্‌রিয়া, জাহ্‌মিয়া ইত্যাদি।

ষষ্ঠ স্তর : যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুব কম এবং তাদের মধ্যে এমন কোন সমস্যা পাওয়া যায়নি যার কারণে তাদের হাদীছ বর্জন করার প্রয়োজন পড়ে। আর مقبول (মাক্বূল) শব্দ দ্বারা সেই দিকেই ইশারা করা হয়েছে। এই ধরণের হাদীসের حيث يتابع (হাইছু ইউতাবাউ) যখন মুতাবাআত পাওয়া যবে তখন তা مقبول (মাক্বূল) গ্রহণীয় হবে। অন্যথায় لين الحديث (লাইয়্যিনুল হাদীস) হালকা দুর্বল বলে গণ্য হবে।

৭ম স্তর : যে রাবী থেকে একাধিক রাবী হাদীছ বর্ণনা করেছে কিন্তু কেউ তাকে মযবূত বলেননি। এই ধরণের রাবীর ক্ষেত্রে مستور (মাসতূর)তার পবিচয় গোপন রয়েছে বা مجهول الحال (মাজহুলুল হাল) 'তার অবস্থা অপরিচিত' এই ধরণের শব্দ ব্যাবহার করা হয়।

৮ম স্তর : কোন গ্রহণযোগ্য ইমামের পক্ষ থেকে রাবীর শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া না গেলে এবং তার উপর দুর্বলতার আরোপ পাওয়া গেলে যদিও কারণসহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে না হয় তাকে ضعيف (যঈফ) দুর্বল বলা হয়।

৯ম স্তর : যার নিকট থেকে শুধুমাত্র একজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন আর তিনি তাকে শক্তিশালী বলেন নি। তাকে مجهول (মাজহুল) বা অপরিচিত বলা হয়।

দশম স্তর : যাদেরকে আদৌ কেউ শক্তিশালী বলেন নি। বরং তাদের দূর্বলতার ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছে। তাদের জন্য متروك (মাতরুক) পরিত্যাক্ত' বা متروك

الحديث (মাতরূকুল হাদীস) 'তার হাদীছ পরিত্যক্ত' বা واهي الحديث (ওয়াহিউল হাদীস) 'তার হাদীছ নিরর্থক' বা ساقط (সাকিত) 'তার হাদীস একদম নিম্নপর্যায়ের' এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

একাদশ স্তর : যার উপর মিথ্যুক হওয়ার অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে।

দ্বাদশ স্তর : যার উপর রাসূল (ছাঃ)-এর নামে হাদীছ বানানোর অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে।

স্তর	তাক্বরীবুত তাহযীবের স্তর	হুকুম
১ম স্তর	ছাহাবীগণ	
২য় স্তর	أوثق الناس، ثقة ثقة، ثقة حافظ	হাদীছ নিশ্চিত ছহীহ।
৩য় স্তর	ثقة، متقن، ثَبْت، عدل	অবশ্যই হাদীছ ছহীহ
৪র্থ স্তর	صدوق، لا بأس به، ليس به بأس	সাধারণত হাসান হয়।
৫ম স্তর	صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، تغير بأخرة – صدوق فيه تشيع صدوق	সরাসরি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিৎ হবে না। কখনো হাসান হয় কখনো যঈফ। গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
৬ষ্ঠ স্তর	لين الحديث مقبول	কখনো হাসান হয় কখনো যঈফ।
৭ম স্তর	مستور، مجهول الحال	যঈফ
৮ম স্তর	ضعيف	যঈফ
৯ম স্তর	مجهول	খুব দুর্বল।
১০ম স্তর	متروك، متروك الحديث، واهي الحديث، ساقط	খুব দুর্বল ।
১১তম স্তর	من اتهم بالكذب	পরিত্যক্ত।
১২তম স্তর	كذاب – وضاع	জাল।

তাক্বরীবুত তাহ্যীবের ৬ষ্ঠ স্তর মাক্বুলের ব্যাখ্যা :

এই পর্যায়ের রাবীদেরকে আহমাদ শাকের (রহঃ) যঈফ বলেছেন। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'মাক্বূলের যদি মুতাবি' অর্থাৎ তদস্থলে অন্য কোনও রাবী পাওয়া যায় তাহলে গ্রহণীয় হবে। আর না পাওয়া গেলে তা যঈফ হবে'। ওয়ালীদ আল-'আনী বলেন, 'মাক্বূল হাদীছ দ্বিতীয় শ্রেণীর হাসান লি যাতিহি'। আলী বিন নায়িফ আশ-শুহূদ বলেন, 'মাক্বূল হাদীছ হাসান'।

মাক্বূলের পরিচয় :

মাক্বূলের সংজ্ঞায় স্বয়ং হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْحَدِيْثِ إِلَّا الْقَلِيْلَ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ مَا يُتْرَكُ حَدِيْثُهُ مِنْ أَجْلِهِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِلَفْظِ : مَقْبُوْلٍ، حَيْثُ يُتَابَعُ، وَإِلَّا فَلَيِّنُ الْحَدِيْثِ.

'যাদের বর্ণিত হাদীছ স্বল্প এবং তাদের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না যার কারণে তাদের হাদীছকে ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। মাক্বূল বলা হয় যখন তার মুতাবা'আত করা হয়। আর মুতাবা'আত না করা হলে 'লাইয়েনুল হাদীছ' বা হাদীছের ক্ষেত্রে হালকা দূর্বলতা আছে বলে তাদের দিকে ইশারা করা হয়'।

সুধীপাঠক! উক্ত সংজ্ঞায় মাক্বূল রাবীদের মধ্যে তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

(ক) যারপক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা স্বল্প।

(খ) যার মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যার কারণে তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

(গ) যার মুতাবা'আত করা হয়।

শায়খ আলী বিন নায়িফ আশ-শুহূদ বলেন, 'এই পর্যায়ের রাবীদের ব্যাপারে সাধারণত ইমাম বুখারী, আবু যুর'আ রাযী ও আবু হাতেম চুপ থেকেছেন এবং ইবনু হিব্বান তাদেরকে তাঁর 'ছিক্বাত'-এ উল্লেখ করেছেন তাদেরকেই হাফেয (রহঃ) মাক্বূল বলে থাকেন'।[৮১২]

উক্ত পর্যায়ের রাবীদের ক্ষেত্রে আলী বিন নায়িফ আশ-শুহূদ যে পরিচয় দিয়েছেন সেটাই বেশির ভাগ রাবীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

قُلْتُ وَمُوْسَى هَذَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ طَلْحَةُ الْقُرَشِيِّ رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَعَنْهُ ثِقَتَانِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ فِي الْجَرْحِ وَ التَّعْدِيْلِ وَمِنْ قَبْلِهِ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِيْهِ جَرْحًا وَ لَا تَعْدِيْلًا وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيْبِ مَقْبُوْلٌ.

---

৮১২. হাফেয ইবনু হাজার ও মানহাজুহু ফী তাক্বরীব ১/৫৪

'আমি (আলবানী) বলছি, ইনি হচ্ছেন মূসা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ইসহাক, যাকে তালহা ক্বারাশী বলা হয়। তার নিকট থেকে তাবেঈদের একটি জামা'আত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন নির্ভরযোগ্য দু'জন রাবী। ইবনু আবী হাতিম, তাঁর 'জারাহ ওয়াত তা'দীল' গ্রন্থে এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) 'তারীখে কাবীর' নামক গ্রন্থে মূসা ইবনে আব্দুল্লাহ-এর ব্যাপারে জারাহ ও তা'দীল সম্পর্কে কিছু বলেননি। আর ইবনু হিব্বান তাকে তাঁর 'কিতাবুছ ছিক্বাহ'-তে উল্লেখ করেছেন এবং এই রাবীকেই হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) তাঁর 'তাক্বরীব'-এ মাক্বূল বলেছেন'।[৮১৩]

এই পর্যায়ের হাদীছ কি যঈফ হবে না?

যারা এই পর্যায়ের রাবীর হাসান হওয়ার পক্ষে তারা যঈফ হওয়ার কথা অস্বীকার করেননি। যেমন দীর্ঘ আলোচনা শেষে আলী বিন নায়িফ আশ-শুহূদ বলেন,

أَنَّ أَحَادِيْثَ الْمَقْبُوْلِ تَدُوْرُ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ وَبِالنَّادِرِ الضَّعْفُ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

'মাক্বূল হাদীছ ছহীহ ও হাসান-এর মাঝে আবর্তনশীল এবং এটি কখনো কখনো যঈফও হ'য়ে থাকে। আর এটিই এই মাসআলাতে সঠিক কথা। এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী'।[৮১৪]

সুধী পাঠক! যেখানে স্বয়ং হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) এই পর্যায়ের রাবীদের হাদীছকে মাঝে মাঝে যঈফ বলেছেন, তখন তাকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়? যেমন-

(١) لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

'মসজিদে হদ্দ জারী করা হবে না'।[৮১৫] এই হাদীছের শেষে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন যে, 'এই হাদীছের সনদ যঈফ'।[৮১৬]

উল্লেখ্য যে, এই হাদীছে আবুদাউদ-এর সনদে একজন রাবী আছে, যার নাম যুফার ইবনু অছীমাহ। এই রাবীকে হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) তাঁর 'তাক্বরীবুত তাহ্যীবে' মাক্বূল বলেছেন।[৮১৭] উক্ত হাদীছে এই রাবী ছাড়া কোন দুর্বল রাবী নেই। এজন্য হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) উক্ত হাদীছকে 'যঈফ' বলেছেন।

---

৮১৩. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৮-এর আলোচনা দ্রঃ।

৮১৪. হাফেয ও মানহাজুহু ফীত-তাক্বরীব ১/৫৮ ।

৮১৫. বুলূগুল মারাম হা/২৫৮।

৮১৬. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (মৃত ৮৫২ হিঃ), আত-তালখীছুল হাবীর ফী তাখরীজি আহাদীছির রাফঈল কাবীর (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ,প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯/১৪১৯) ৪/২১২।

৮১৭. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং-২০১৯।

(٢) مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً.

'সুন্নাত এটাই চলে আসছে যে, চল্লিশজন বা ততোধিক ব্যক্তি নিয়ে জুম'আ হবে'।[৮১৮]

তাহক্বীক্ব :

উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল আযীয ইবনু ক্বায়স ইবনু আব্দির রহমান আল-ক্বারাশী আল-বাছরী নামক একজন রাবী রয়েছেন। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) এই রাবীকে মাক্বূল বলেছেন।[৮১৯] কিন্তু দারাকুৎনীতে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি 'বুলূগুল মারামে' উল্লেখ করে তিনি বলেন,

رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

'দারাকুৎনী এই হাদীছকে যঈফ সনদে বর্ণনা করেছেন'।[৮২০]

সুধীপাঠক! প্রমাণিত হল যে, মাক্বূল পর্যায়ের রাবীর হাদীছও যঈফ হ'তে পারে। অতএব শায়খ আলবানী (রহঃ) মাক্বূল রাবীর হাদীছকে যে যঈফ বলেন, তা ভুল নয়। 'দারুল উলূম দেওবন্দ'-এর উস্তাদ আব্দুল্লাহ মা'রুফী ছাহেব তার গ্রন্থে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর এই উছূলকে ভুল প্রমাণ করার যে চেষ্টা করেছেন, তা এক প্রকার বৃথা চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়।

শায়খ আলবানী (রহঃ) মাক্বূল হাদীছকেও ছহীহ বলেছেন:

পর্যালোচনা :

শায়খ আলবানী (রহঃ)ও মাঝে মাঝে মাক্বূল রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি কতিপয় মূলনীতি অনুসরণ করতেন, যা তার বিভিন্ন হাদীছ তাহক্বীক্বের সময় স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল:

(এক) সাধারণতঃ শায়খ আলবানী (রহঃ) ঐ ধরনের মাক্বূল হাদীছকে মুতাবা'আত না থাকলে যঈফ বলেন, যাকে শুধু ইবনু হিব্বান (রহঃ) ছিক্বাহ বা মযবূত বলেছেন। আর যদি ইবনু হিব্বান ছাড়াও অন্য কোন মুহাদ্দিছ এই রাবীকে মযবূত বলে থাকেন, তাহলে শায়খ আলবানী (রহঃ) ঐ রাবীর হাদীছ ছহীহ বলেন এবং তিনি এটা মনে করেন যে, হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) এই রাবীকে মাক্বূল বলতে ভুল করেছেন। যেমন-

(১) আবু যাবিয়াতাল কিলাঈ নামক রাবীকে হাফেয (রহঃ) 'মাক্বূল' বলেছেন। অথচ উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছকে শায়খ আলবানী (রহঃ) ছহীহ বলেছেন। যেমন তিনি বলেন,

---

৮১৮. বুলূগুল মারাম হা/৪৬৭।
৮১৯. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং-৪১১৮।
৮২০. বিস্তারিত দ্র. বুলূগুল মারাম হা/৪৬৭-এর টীকা-১।

قُلْتُ وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَ قَوْلُ الْحَافِظِ فِي الْكِلَاعِيِّ هَذَا مَقْبُوْلٌ، يَعْنِيْ عِنْدَ الْمُتَابَعَةِ فَقَطْ، لَيْسَ بِمَقْبُوْلٍ، فَقَدْ وَثَّقَهُ اِبْنُ مَعِيْنٍ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِيْ الثِّقَاتِ فَهُوَ حُجَّةٌ.

'আমি (আলবানী) বলছি, এই সনদটা উত্তম। এর প্রত্যেক রাবী শক্তিশালী। আর হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) যে কিলাঈ রাবীর ক্ষেত্রে বলেছেন, এটা মাক্ববূল রাবী, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এই রাবীকে ইবনু মাঈন শক্তিশালী বলেছেন। দারাকুৎনী বলেছেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান তাঁর 'ছিক্বাহ'-তে বর্ণনা করেছেন। অতএব উক্ত রাবী গ্রহণীয় হবে'।[৮২১]

অতএব উক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, কিলাঈ নামক রাবীকে ইবনু হিব্বান ছাড়াও ইবনু মাঈন ও দারাকুৎনী সত্যায়িত করেছেন এবং মযবুত বলেছেন। তাই শায়খ আলবানী (রহঃ) এই রাবী মাক্ববূল হওয়ার পরেও তার হাদীছকে ছহীহ বলেছেন। এটাও বলেছেন যে, হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ)-এর এই রাবীকে মাক্ববূল বলাতে হালকা ত্রুটি হয়ে গেছে।

(২) হুবায়রা আবু ইয়াহ্ইয়া নামক রাবীকে হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) মাক্ববূল বলেছেন। অথচ এই রাবীর বর্ণিত একটি হাদীছকে শায়খ আলবানী (রহঃ) ছহীহ বলেছেন। যেমন তিনি বলেন,

قُلْتُ وَ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ مَعْرُوْفُوْنَ غَيْرُ أَبِيْ يَحْيَى هَذَا وَ قَدْ بَيَّضَ لَهُ الْحَافِظُ فِيْ التَّهْذِيْبِ فَلَمْ يَذْكُرْ تَوْثِيْقَهُ عَنْ أَحَدٍ، وَ بِنَاءٌ عَلَيْهِ قَالَ فِي التَّقْرِيْبِ مَقْبُوْلٌ. أَيْ لَيِّنُ الْحَدِيْثِ. وَ هَذَا مِنْهُ عَجِيْبٌ، فَقَدْ رَوَى اِبْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ أَنَّهُ قَالَ فِيْهِ ثِقَةٌ. وَاعْتَمَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِيْ الْمِيْزَانِ فَقَالَ أَيْضًا ثِقَةٌ.

'আমি (আলবানী) বলছি, এই হাদীছের সনদ ছহীহ। আবু ইয়াহইয়া ব্যতীত এর প্রত্যেক রাবী শক্তিশালী। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) 'তাহযীবুত তাহযীব'-এ এই রাবীর উপর কারও পক্ষ থেকে শক্তিশালী হওয়া নকল করেননি। এজন্য তিনি তাকে 'তাক্বরীবুত তাহযীব'-এ মাক্ববূল বলেছেন। অর্থাৎ হালকা দুর্বল রাবী। কিন্তু এটা তার পক্ষ থেকে একটা আশ্চর্য বিষয়। কেননা ইবনু আবী হাতিম ইবনু মাঈন থেকে নকল করেছেন যে, এই রাবী শক্তিশালী এবং এরই উপর ভিত্তি করে যাহাবী তাকে 'মীযানুল ই'তেদাল'-এ শক্তিশালী বলেছেন'।[৮২২]

---

৮২১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৮২২. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(দুই) কোন মাক্বূল রাবীকে শুধু ইবনু হিব্বান (রহঃ) ছিক্বাহ বা মযবূত বলেছেন কিন্তু অন্য কোন মুহাদ্দিছ তাকে মযবূত বলেননি। আবার কোন মুহাদ্দিছ হাদীছ তাহক্বীক্বের সময় মাক্বূল রাবীর বর্ণিত হাদীছকে ছহীহ বা হাসান বলেছেন, তাহলে শায়খ আলবানীও (রহঃ) মাঝে মাঝে এর উপর ভিত্তি করে ঐ হাদীছকে 'হাসান' বলে থাকেন। যেমন-

(أ) لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ، فَرَدَّدْنَ السَّلَامَ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم- إِلَيْكُنَّ، فَقُلْنَ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم- وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ تُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقْنَ، وَلَا تَزْنِينَ، وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ، وَلَا تَعْصِينَ فِي مَعْرُوفٍ، فَقُلْنَ: نَعَمْ.

(ক) 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনাতে হিজরত করলেন তখন আনছারদের মেয়েরা একটি ঘরে জমা হ'ল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে আমাদের নিকটে প্রেরণ করলেন। অতঃপর তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন। মেয়েরা ওমর (রাঃ)-এর সালামের জবাব দিল। ওমর (রাঃ) তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে প্রেরিত হয়েছি। তখন আমরা বললাম, সুস্বাগতম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর দূত! তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা আমার হাতে বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোনও সৎ কাজের আদেশের নাফরমানী করবে না। তখন আমরা বললাম, জী...'। উক্ত লম্বা হাদীছের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন,

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ وَقَالَ قُلْتُ وَإِسْمَاعِيلُ هَذَا أَوْرَدَهُ اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَوَثَّقَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَفِي التَّقْرِيبِ مَقْبُولٌ .فَمِثْلُهُ يُسْتَشْهَدُ بِهِ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ حَسَّنَ إِسْنَادَهُ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْبَيْهَقِيِّ.

'এই হাদীছকে বুখারী তার তারীখে নিয়ে এসেছেন এই সনদে- ইসমাঈল বিন আব্দুর রহমান বিন 'আতিয়া তার দাদী উম্মে 'আতিয়া থেকে। আমি (আলবানী) বলছি, এই ইসমাঈলকে ইবনু আবী হাতিম তার 'আল-জারহ্ ওয়াত তা'দীল' বইয়ে উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোন মন্তব্য করেননি। না দোষ না গুণ। ইবনু হিব্বান তাকে মযবূত বলেছেন। 'তাক্বরীবুত তাহযীবে'ও তাকে মাক্বূল বলা

হয়েছে। অনুরূপ হাদীছ দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। কেননা ইমাম যাহাবী এই সনদকে 'মুখতাছারে বায়হাক্বী'-তে 'হাসান' বলেছেন'।[৮২৩]

(ب) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ-صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ.

(খ) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) যখন টয়লেট থেকে বের হ'তেন তখন 'গুফরানাকা' বলতেন'।[৮২৪]

তাহক্বীক্ব :

এই হাদীছের সনদে ইউসুফ বিন আবী বুরদাহ নামে একজন রাবী রয়েছে। যাকে হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) 'তাক্বরীবুত তাহযীব'-এ মাক্ববূল বলেছেন।[৮২৫] তারপরেও শায়খ আলবানী (রহঃ) তাঁর বর্ণিত এই হাদীছকে 'ছহীহ' বলেছেন।

'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে'র খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ তাঁর 'আবুদাঊদ'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এই হাদীছ ছহীহ হওয়ার জন্য একটি মুতাবা'আতের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যেহেতু সাতজন মুহাদ্দিছ অর্থাৎ ইমাম হাকেম, ইবনু খুযায়মা, ইবনু হিব্বান, আবু হাতেম, নববী, যাহাবী ও ইবনুল জারূদ (রহঃ) এই হাদীছকে ছহীহ বলেছেন এবং এই রাবীকে ইবনু হিব্বান ও ইজলী শক্তিশালী বলেছেন, সেহেতু হাদীছটি ছহীহ'।[৮২৬]

সুধীপাঠক! তাঁর এই কথার আলোকে স্পষ্টভাবে বলা যায়, রাবী যদিও মাক্ববূল হয় কিন্তু সেই হাদীছকে যদি আইম্মায়ে হাদীছ ছহীহ বলেন, তাহলে শায়খ আলবানী (রহঃ) তা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তবে এই শেষ কায়দাটা সব সময় নয়।[৮২৭]

নির্দিষ্ট কিছু ইমামগণের ব্যবহৃত বিশেষ কিছু শব্দ :

ইমাম বুখারী :

ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্য মুহাদ্দিছগণের থেকে একদম ব্যতিক্রম কিছু শব্দ ব্যবহার করতেন। তিনি শব্দ চয়নে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন। তার শব্দের মধ্যে কোন রকমের কঠোরতার আঁচ পাওয়া যেতনা। যথা-

---

৮২৩. শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, জিলবাবুল মারআ ১/৭৫পৃঃ।
৮২৪. আবুদাঊদ হা/৩০।
৮২৫. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং-৭৮৫৭।
৮২৬. শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শারহু আবুদাঊদ ১/১৬২পৃঃ।
৮২৭. লেখক প্রণীত 'তাক্বরীবুত তাহযীব'-এর ভূমিকার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। যা প্রকাশিতব্য।

ফীহি নাযর (فيه نظر) : শাব্দিক অর্থ 'তার মধ্যে সমস্যা রয়েছে'। ইমাম বুখারী (রহ:) যখন এই শব্দ ব্যবহার করেন তখন এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সে বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য নীচে পেশ করা হল।

ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন,

عادَتُه إذا قال: "فيه نظر"، بمعنى أنه: "مُتَّهَم أو "ليس بثقة". فهو عنده أسْوَأُ حالاً من: "الضعيف"

আর ইমাম বুখারীর (রহ:) অভ্যাস হচ্ছে তিনি যখন কোন রাবীর ক্ষেত্রে 'ফিহি নাযর' শব্দ ব্যবহার করেন। তখন তার উদ্দেশ্য হয় 'মুত্তাহাম' অথবা 'মযবূত নয়'। এই রাবী তার নিকটে যঈফের চেয়েও দুর্বলতর।[৮২৮]

একই মন্তব্য করেছেন ইমাম ইবনু কাছীর ও হাফিয ইরাক্বী (রহ:)।[৮২৯] অত্যন্ত কঠিন জারহ্ কিন্তু শব্দ চয়ন সভ্য।

সাকাতূ আনহু (سكتوا عنه) : শাব্দিক অর্থ 'মুহাদ্দিছগণ তার বিষয়ে চুপ থেকেছেন'। ইমাম বুখারী (রহ:) যখন এই শব্দ ব্যবহার করেন তখন তার দ্বারা কি উদ্দেশ্য হয় সে বিষয়ে হাফিয ইরাক্বী (রহঃ) বলেন,

وفلانٌ فيه نظرٌ، وفلانٌ سكتوا عنه - وهاتانِ العبارتانِ يقولهُما البخاريُّ فيمَنْ تركوا حديثَهُ -

'সাকাতূ আনহু' এবং 'ফীহি নাযর' এই শব্দ দু'টি ইমাম বুখারী (রহ:) তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন যাদের হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ পরিত্যাগ করেছেন।[৮৩০] তথা এই রাবী মাতরূক বা পরিত্যক্ত। একই মন্তব্য ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনু কাসীর (রহ:) একই মন্তব্য করেছেন।[৮৩১]

মুনকারুল হাদীছ (منكر الحديث) : ইমাম বুখারী (রহ:) কর্তৃক ব্যবহৃত সবচেয়ে কঠিন শব্দ এটি। এই শব্দটি আরো অনেক মুহাদ্দিছ ব্যবহার করেছেন কিন্তু একেক জনের নিকট উদ্দেশ্য একেক রকম। নিম্নে শব্দটির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

স্বাভাবিকভাবে কোন রাবীর ক্ষেত্রেই 'মুনকারুল হাদীছ' তখনই বলা হয় যে রাবীর বর্ণনাকৃত হাদীছগুলো তার সহপাঠীদের বর্ণিত হাদীছের সাথে তুলনা করলে ভুলের সংখ্যা তার সঠিক বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশী দেখা যায় । উদাহরণস্বরূপ তার বর্ণিত ১০০টি হাদীছের ৮০ টি হাদীছে সে ভুল করেছে, আর ২০টি হাদীছ সে সঠিক করেছে। এই পর্যায়ের রাবীর ক্ষেত্রে জমহুর মুহাদ্দিছগণের পরিভাষা হচ্ছে 'মুনকারুল হাদীছ'। আর যদি ভুলের সংখ্যা এত বেশী না হয়,

---

৮২৮. ইমাম যাহাবী, মুকিযা, ১/৮৩।
৮২৯. ইবনু কাছীর, ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ, ১০৬পৃ:।
৮৩০. হাফিয ইরাক্বী, তাহক্বীক্বঃ মাহির ইয়াসিন, শারহুত তাবছিরা ওয়াত-তাযকিরা, ১/৩৭৭।
৮৩১. হাফিয ইরাক্বী, তাহক্বীক্বঃ মাহির ইয়াসিন, শারহুত তাবছিরা ওয়াত-তাযকিরা, ১/৩৭৭।

তাহলে তার ক্ষেত্রে 'মুনকারুল হাদীছ' বলা হয় না; বরং 'রওয়া মানাকির' বলা হয়। ইমাম ইবনু দাক্বীক্ব আল-ঈদ (রহঃ) বলেন,

لَا يَقْتَضِي بِمُجَرَّدِهِ ترك رِوَايَته حَتَّى تكْثر الْمَناكِير فِي رِوَايَته وَيَنْتَهِي إِلَى أَن يُقَال فِيهِ مُنكر الحَدِيث فليتنبه للْفرق بَين قَوْلهم مُنكر الحَدِيث وروى مَنَاكِير.

'রওয়া মানাকির' কোন রাবীর হাদীছকে পরিত্যাগ করা হয় না; বরং যতক্ষণ না তার বর্ণিত মুনকার হাদীছের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, তার ক্ষেত্রে 'মুনকারুল হাদীছ' বলা হয়। সুতরাং 'রওয়া মানাকির' ও 'মুনকারুল হাদীছে'র মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে সজাগ থাক'![৮৩২]

স্বাভাবিকভাবে সকল মুহাদ্দিছের নিকটে এই উদ্দেশ্য হলেও 'মুনকারুল হাদীছ' পরিভাষাটি কিছু মুহাদ্দিছ অন্য অর্থেও ব্যবহার করেন। যেমন-

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন 'মুনকারুল হাদীছ' বলেন, তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে ইমাম আবুল হাসান ইবনুল ক্বাত্তান বলেন, 'ইমাম বুখারী বলেছেন,

كل من قلت فِيهِ مُنكر الحَدِيث فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ".

'প্রত্যেক যে রাবীর ক্ষেত্রে আমি 'মুনকারুল হাদীছ' বলেছি, তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করা জায়েয নয়'।[৮৩৩]

২. ইমাম আহমাদ (রহঃ):

الْمُنكر أطلقهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَجَمَاعَة على الحَدِيث الْفَرد الَّذِي لَا متابع لَهُ.

'মুনকার' শব্দটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) এবং একদল মুহাদ্দিছ ওই হাদীছের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন যে হাদীছের কোন মুতাবি নাই।[৮৩৪]

৩.ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন :

'লা বা'সা বিহী' (لا بأس به) : এই শব্দটিকে সাধারণভাবে ২য় স্তরের মযবূত বাচক শব্দ ধরা হয়। যেমনটা আমরা পূর্বে দেখেছি। কিন্তু ইবনু মাঈন (রহঃ) এটিকে 'ছিক্বাহ' বা প্রথম স্তরের সমপর্যায়ের হিসেবে ব্যবহার করেন। ইবনু জামাআহ (রহঃ) বলেন, 'ইবনু মাঈন বলেছেন,

إِذا قلت لَا بَأْس بِهِ فَثِقَة.

'যখন আমি 'লা বা'সা বিহী' বলি, তখন সে 'ছিক্বাহ' বা মযবূত'।[৮৩৫]

---

৮৩২. যারকাশী, নুকাত, ৩/৪৩৬।
৮৩৩. আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান, তাহক্বীক্বঃ ডঃ হুসাইন সাঈদ, বায়ানুল ওহম ওয়াল ইহাম, ২/২৬৪।
৮৩৪. ফাতহুল বারী, ১/৪৩৭।
৮৩৫. ইবনু জামাআহ, তাহক্বীক্বঃ ডঃ মুহিউদ্দীন রমযান, আল-মানহালুর রাবী; ৬৫পৃঃ।

জ্ঞাতব্য : ইমাম ইবনু মাঈনের এই মন্তব্য থেকে ছাত্রদের মাঝে একটি ভুল ধারণা তৈরী হয়ে থাকে। সেটির খন্ডনে ইমামা সাখাবী (রহঃ) বলেন,

لَا يلْزم من ذَلِك التساوى بَينهمَا، وَإِن اشتَركَا فى مُطلق الثِّقَة إِذْ مَعْلُوم أَن الثِّقَة مَرَاتِب،

'ইমাম ইবনু মাঈনের এই কথার দ্বারা 'লা বা'সা বিহি' এবং 'ছিক্বাহ' এর মাঝে সমতা বুঝায় না। যদিও দুই মন্তব্যের অধিকারী রাবীই গ্রহণীয়। কিন্তু আমরা জানি যে, মযবূত রাবীগণের স্তরভেদ রয়েছে'।[৮৩৬]

ব্যাখ্যা : ইমাম সাখাবীর (রহ:) এই কথার ব্যাখ্যা দুই রকম হতে পারেঃ

ক. যে রাবীকে ইমাম ইবনু মাঈন 'লা বা'সা বিহী' বলেন সেই রাবী কখনোই সেই রাবীর সমপর্যায়ের নয় যাকে তিনি ছিক্বাহ বলেছেন। যদিও 'লা বা'সা বিহি' বলার কারণে সেও মযবূত কিন্তু স্তরে ওই রাবীর চেয়ে নীচে যাকে ইবনু মাঈন ছিক্বাহ বলেছেন।

খ. যে রাবীকে ইমাম ইবনু মাঈন (রহ:) 'লা বা'সা বিহি' বলেছেন সেই রাবীকে যদি অন্য মুহাদ্দিছগণ ছিক্বাহ বা মযবূত না বলেন, তাহলে শুধুমাত্র ইমাম ইবনু মাঈনের মন্তব্যের কারণে সে ছিক্বাহ পর্যায়ে পৌছতে পারবে না। তাকে মযবূত ধরা হলেও ওই রাবীগণের চেয়ে তার স্তর নীচে যাদেরকে মুহাদ্দিছগণ ছিক্বাহ বা মযবূত বলেছেন। তবে হ্যাঁ, যদি ইমাম ইবনু মাঈনের 'লা বা'সা বিহি'কে অন্য মুহাদ্দিছগণ ছিক্বাহ বলেন তাহলে সমপর্যায়ের ধরা যাবে।

'লাইছা বি শাইয়িন (ليس بشيء) : শাব্দিক অর্থ 'সে কিছুই নয়'। স্বাভাবিক অর্থে মুহাদ্দিছগণের নিকট শব্দটি 'জারহ'-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (রহঃ) শব্দটি দু'টি অর্থের জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

আব্দুর রহমান বিন ইয়াহ্ইয়া আল-মু'আল্লিমী (রহঃ) বলেন,

أن ابن معين قد يقول «ليس بشيء» على معنى قلة الحديث، فلا تكون جرحاً، وقد يقولها على وجه الجرح كما يقولها غيره، فتكون جرحاً، فإذا وجدنا الراوي الذي قال فيه ابن معين: «ليس بشيء» قليل الحديث وقد وثق، وجب حمل كلمة ابن معين على معنى قلة الحديث.

'ইমাম ইবনু মাঈন (রহ:) 'লাইসা বি শাইঈন' শব্দটি অল্প হাদীছ বুঝানোর জন্যও ব্যবহার করেন। তখন সেটা 'জারহ্' হয় না। আর কখনো তিনি এটা অন্যদের মত 'জারহ্' হিসেবে ব্যবহার করেন। সুতরাং আমরা যদি এমন কোন রাবী পাই যাকে ইমাম ইবনু মাঈন 'লাইসা বি শাইঈন' বলেছেন কিন্তু সে অল্প হাদীছ বর্ণনা করে এবং অন্য মুহাদ্দিছ তাকে মযবূত বলেছেন, তাহলে তখন ইমাম ইবনু মাঈনের এই কথার উদ্দেশ্য অল্প হাদীছ।[৮৩৭]

---

৮৩৬. ইমাম সাখাবী, তাহক্বীক্বঃ আবু আয়িশ, আল-গায়াতু ফী শারহিল হিদায়া,পৃ.১২৩।
৮৩৭. আব্দুর রহমান বিন ইয়াহ্ইয়া আল-মু'আল্লিমী, আত-তানকীল, ১/৪৯।

ব্যাখ্যা :

১. কঠিন জারহ-এর জন্য। আর এটাই আসল ও মূল। কেননা অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও এই শব্দটিকে জারহ-এর জন্য ব্যবহার করেছেন।

২. রাবীর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা অনেক অল্প বুঝানোর জন্য। যখন আমরা দেখব ইমাম ইবনু মাঈন যে রাবীর বিষয়ে এই মন্তব্য করেছেন অন্য দিকে অন্য মুহাদ্দিছ সেই রাবীকে মযবূত বলেছেন, আর বাস্তবে দেখা যাচ্ছে রাবী অল্প হাদীছ বর্ণনাকারী তাহলে আমরা ইবনু মাঈনের এই কথাকে ২য় অর্থের জন্য গ্রহণ করব। উল্লেখ্য যে, আমার উস্তাদগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত একটি ফায়েদা হচ্ছে, ইবনু মাঈনের মন্তব্য যেহেতু তার ছাত্রগণ নকল করেছেন, সেহেতু বিভিন্ন সনদে তার মন্তব্য বিভিন্ন রকম হয়। আমরা প্রথমে দেখব ইবনু মাঈনের মন্তব্য ভিন্ন সনদে কি ধরণের। যদি সকল সনদেই দুর্বলতা সূচক শব্দ আসে, তাহলে দুর্বলতা উদ্দেশ্য। আর যদি মযবূতসূচক শব্দ আসে তাহলে অল্প হাদীছ উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

ইউকতাবু হাদীছুহু (يكتب حديثه) :

ইবনু আদী বলেন,

معنى قول ابن معين يكتب حديثه أنه في جملة الضعفاء.

ইমাম ইবনু মাঈনের 'ইউকতাবু হাদিছুহু' বলার অর্থ হচ্ছে 'রাবী দুর্বল'। [৮৩৮]

'যঈফুল হাদীছ' (ضعيف الحديث) :

ইমাম ইবনু মাঈন (রহঃ) যখন কোন রাবীর বিষয়ে যঈফুল হাদীছ বলেন তখন তার দ্বারা কি উদ্দেশ্য হয় সে বিষয়ে খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) তার কিফায়া গ্রন্থে বলেছেন,

عن أحمد بن أبي خيثمة أنه قال: قلت ليحي بن معين: إنك تقول: فلان ضعيف؟ قال: إذا قلت لك: هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه.

আহমাদ বিন আবি খায়ছামা বলেন, আমি ইবনু মাঈনকে জিজ্ঞেস করলাম। আপনি উমুকের বিষয়ে বলেছেন যে, সে যঈফ? তখন তিনি জবালে বললেন, আমি যদি তোমাকে বলি যে, উমুক দুর্বল তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় সে মযবূত নয় এবং তার হাদীছ লিখা হবেনা।[৮৩৯]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) :

ইমাম সাখাবী (রহ:) বলেন, ইমাম মুযানী (রহ:) বলেছেন,

---

৮৩৮. মীযানুল ই'তিদাল, ১/৭০

৮৩৯. খত্বীব বাগদাদী, আল-কিফায়া ফি ইলমির রিওয়ায়া, পৃ.২২

سَمِعَنِي الشَّافِعِيُّ يَوْمًا وَأَنَا أَقُولُ: فُلَانٌ كَذَّابٌ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ، اكْسُ أَلْفَاظَكَ أَحْسَنَهَا، لَا تَقُلْ: فُلَانٌ كَذَّابٌ، وَلَكِنْ قُلْ: حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

'একদা ইমাম শাফেঈ (রহ:) আমাকে বলতে শুনলেন, 'অমুক চরম মিথ্যুক' তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার শব্দচয়নকে একটু সভ্য কর! এ কথা বল না যে, 'অমুক চরম মিথ্যুক'! বরং বল 'তার হাদীছ কিছুই নয়'।[৮৪০]

এই মন্তব্য নকল করার পর ইমাম সাখাবী (রহ:) বলেন,

هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا حَيْثُ وُجِدَتْ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ تَكُونُ مِنَ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ.

ইমাম শাফেঈ (রহ:)-এর পক্ষ থেকে 'লাইসা বি শাঈন' মন্তব্যটি পাওয়া গেলে সেটা 'জারহে'র কঠিনতার দিক থেকে ২য় স্তরে থাকবে'।[৮৪১] তথা 'চরম মিথ্যুকে'র স্তরে।

ইমাম আহ্মাদ (রহঃ) :

ইউনুস বিন আবি ইসহাক্বের বিষয়ে ইমাম আহমাদের পক্ষ থেকে তার সন্তান আব্দুল্লাহ নকল করেছেন, তিনি বলেন, 'কাযা ও কাযা' তথা 'এরূপ ও এরূপ'। এই মন্তব্য নকল করার পর ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন,

هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهى بالاستقراء كناية عمن فيه لين.

'আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ তার পিতা ইমাম আহমাদ থেকে মন্তব্য নকল করার সময় এই মন্তব্যটি অনেক ব্যবহার করেছেন। আমার গবেষণা অনুযায়ী ইমাম আহমাদ এই মন্তব্যের দ্বারা রাবীর হালকা দুর্বলতার প্রতি ইশারা করে থাকেন'।[৮৪২]

তথা ইমাম আহমাদের 'কাযা ও কাযা' 'এরূপ ও এরূপ' শব্দটি 'ফীহি লাইয়্যিন' তথা 'তার মধ্যে হালকা দুর্বলতা রয়েছে' স্তরের।

আবু হাতিম (রহঃ) :

মাজহুল (مجهول) :

আব্দুল হাই লাক্ষৌভী (রহঃ) বলেন,

فرق بَين قَول اكثر الْمُحدثين فِي حق الرَّاوِي انه مَجْهُول وَبَين قَول ابي حَاتِم انه مَجْهُول فانهم يُرِيدُونَ بِهِ غَالِبا جَهَالَة الْعين بَالا يروي عَنهُ الا وَاحِد وَأَبُو حَاتِم يُرِيد بِهِ جَهَالَة الْوَصْف

৮৪০. ইমাম সাখাবী, তাহক্বীক্ব: আলী হুসাইন, ফাতহুল মুগীছ, ২/১২৮।
৮৪১. প্রাগুক্ত।
৮৪২. মীযানুল ই'তিদাল, ৪/৪৮৩।

'অধিকাংশ মুহাদ্দিছের কোন রাবীকে 'মাজহুল' বা অজ্ঞাত বলা এবং ইমাম আবু হাতিমের মাজহুল বলার পার্থক্য আছে। মুহাদ্দিছগণ যখন মাজহুল বলেন, তখন অধিকাংশ সময় তারা এর দ্বারা 'মাজহূলূল আইন' বা অজ্ঞাত রাবী বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু ইমাম আবু হাতিম 'মাজহূলুল হাল' বা রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন।'[৮৪৩]

উল্লেখ্য যে, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) ছাড়া কেউ এই মন্তব্য করেছেন কিনা আমাদের জানা নাই। এইজন্য এই মূলনীতির বিষয়ে সতর্কতা কাম্য।

ইউকতাবু হাদীছুহু (يكتب حديثه)

ইমাম আবু হাতিম (রহঃ) যখন কোন রাবীর বিষয়ে ইউকতাবু হাদীছুহু বলেন তখন এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সে বিষয়ে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন,

قال الذهبي في السير (٣٦٠\١٦): «علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يكتب حديثه، أنه عنده ليس بحجة.

ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, আমি পূর্ণ গবেষণা করে জেনেছি যে, ইমাম আবু হাতিম যদি কোন রাবীর বিষয়ে বলেন যে, 'তার হাদীছ লিখা হবে' তাহলে তার নিকটে সে রাবী গ্রহণযোগ্য নয়।

ইবনু হিব্বান (রহঃ)ঃ ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ) যদি কোন রাবীর ক্ষেত্রে বলেন যে, 'সে যদি কোন হাদীছ বর্ণনায় একক হয় তাহলে তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হবে না'। তার এই মন্তব্যের দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা তিনি তার মাজরুহীন কিতাবে স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন,

وكل مَا تقول فِي هَذَا الْكتاب إِنَّه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذا انْفَرد فسبيله هَذَا السَّبِيل أَنه يجب أَن يتْرك مَا أَخطأ فِيهِ وَلَا يكَاد يعرف ذَلِك إِلَّا الممعن البازل فِي صناعَة الحَدِيث فَرَأَيْنَا من الِاحْتِيَاط ترك الِاحْتِجَاج بِمَا انْفَرد جملَة.

'যখনি আমি এই বইয়ে বলি, স যদি কোন হাদীছ বর্ণনায় একক হয় তাহলে তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হবে না। তাহলে সেটা প্রয়োগের রাস্তা হচ্ছে এই রাস্তা, তথা সে যে হাদীছে ভুল করবে শুধু সেই হাদীছ ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু যে হাদীছে সে ভুল করেছে সেই হাদীছটি নির্দিষ্টভাবে খুঁজে বের করা কাজটা হাদীছ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছাড়া কেউ করতে পারবে না। এই জন্য সাবধানতার খাতিরে আমি বলেছি যখনি সে এককভাবে কোন হাদীছ বর্ণনা করবে তখন তার একক বর্ণিত সকল হাদীছ ছেড়ে দেয়া হবে'।[৮৪৪]

ইমাম ইবনু হিব্বানের কথা থেকে স্পষ্ট তিনি বলতে চাচ্ছেন এই রাবীর সকল হাদীছ বাস্তাবে পরিত্যাজ্য নয়। কেননা তার ভুলের সংখ্যা অল্প বরং তার শুধু সেই হাদীছগুলো পরিত্যাজ্য যে

---

৩৮. আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল, ২২৯পৃঃ।

৮৪৪. মাজরুহীন, রাবী নং ১২০৮।

হাদীছে সে ভুল করেছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু যেহেতু এটা জানা গভীর পাণ্ডিত্য ছাড়া সম্ভব নয়, এই জন্য আমি সাবধানতার খাতিরে বলেছি, যখনি সে এককভাবে কোন হাদীছ বর্ণনা করবে তখন তার হাদীছ ছেড়ে দেয়া হবে।

বর্তমান যুগের গবেষকগণ যেসব ক্ষেত্রে ভুল করেন :

বর্তমানে যুগে কিছু অতি উৎসাহী মানুষ 'উসূলে হাদীছ' না বুঝেই, 'জারহ্ ও তা'দীলে'র নিয়ম-কানুন না জেনেই যোগ্য উস্তাদের নিকট না পড়েই কোন প্রকার অনুশীলন ছাড়া হাদীছের মত কঠিন বিষয়ের তাহক্বীক্বী ময়দানে নেমে পড়ে। ফলত: তাদের অজান্তেই তারা এমন কিছু ভুল করে বসে যা অনকে সময় যেমন হাস্যকর তেমনি ফলাফল হয় ভয়ংকর। এ বিষয়ে ভুল করার কিছু প্রধান জায়গা উল্লেখ করা হল:

(১) শুধুমাত্র 'তাক্বরীবুত তাহ্যীব' দেখে হুকুম লাগানো। বর্তমান যুগের অধিকাংশ নামকাওয়াস্তে মুহাক্কিক্বের অবস্থা হচ্ছে তারা শুধুমাত্র 'তাক্বরীবুত তাহযীবে'র সহযোগিতা নিয়ে হাদীছ তাহক্বীক্ব করতে চান। শুধু 'তাক্বরীবুত তাহযীব' দেখে হাদীছের উপর হুকুম লাগালে কয়েকটা সমস্যা রয়েছে-

ক. 'তাক্বরীবুত তাহ্যীব' ৮ম শতাব্দী হিজরীতে লিখিত ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর গবেষণা। তার গবেষণা যে সব সময় ঠিক তা নয়।

খ. যেহেতু 'জারহ ও তা'দীলে'র ভিত্তি তৃতীয় শতাব্দী হিজরী, সেহতু সেই যুগের মন্তব্য না দেখেই সিদ্ধান্ত দেওয়া মুহাক্কিক্বের জন্য বেমানান। তাদের সকলের মন্তব্যকে সামনে রাখতে হবে এবং পরস্পর বিপরীত মন্তব্য আসলে সামঞ্জস্য দেয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

গ. 'তাক্বরীবুত তাহ্যীবে'ই এমন কিছু পরিভাষা আছে যেগুলোর প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করত সঠিক প্রয়োগ করা অনেক মুশকিল। এখানেও অনেকেই ভুল করেছেন। এ বিষয়ে আমরা হালকা আলোচনা পূর্বে করেছি।

ঘ. মূলত 'তাক্বরীবুত তাহ্যীবে'র কাজ হচ্ছে, সকল মুহাদ্দিছের মন্তব্যকে সামনে রেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহযোগীর ভূমিকা পালন করা। এর বেশী কিছু নয়।

(২) মুহাদ্দিছগণের ব্যবহৃত শব্দের সঠিক অর্থ ও স্তরজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতা।

'লাইছা বিল-ক্বাবি' এবং 'লাইছা বি ছিক্বাহ' এই দু'টি শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা অনেকেই জানেন না। তেমনি 'লাহু মানাকির' ও 'মুনকারুল হাদীছে'র মধ্যে যে পার্থক্য আছে সে বিষয়েও অনেক মুহাক্কিক্ব জ্ঞাত নন। এছাড়া বিভিন্ন মুহাদ্দিছের সাথে খাস কিছু শব্দ আছে সেগুলোর বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে হাদীছ তাহক্বীক্বে ভুল হয়।

(৩) 'যঈফ হাদীছ' বিভিন্ন সনদ থেকে আসলে 'হাসান' হয়। একটি 'যঈফ হাদীছ' কখন বিভিন্ন সনদ থেকে আসলে হাসান হয় তা তো বর্তমান মুহাক্কিক্বগণের হাতের খেলনা হয়ে গেছে। অথচ বড় বড় মুহাদ্দিছগণ এ বিষয়ে হিমশিম খেয়েছেন।

(৪) নিজের পছন্দ অনুযায়ী মত গ্রহণ করা। কোন একটি হাদীছকে হয়তো যঈফ প্রমাণ করতে চাচ্ছেন, তখন তিনি শুধু সেই মতগুলো গ্রহণ করে থাকেন যেগুলোতে মুহাদ্দিছগণ সেই রাবীকে

দুর্বল বলেছেন। অন্যদিকে কেউ যদি কোন হাদীছকে ছহীহ হিসেবে প্রমাণ করতে চান, তাহলে তিনি শুধু মুহাদ্দিছগণের সেই মন্তব্যগুলো পেশ করেন যেগুলো হাদীছকে ছহীহ প্রমাণ করবে। এই পদ্ধতি কখনোই একজন মুহাক্কিক্বের হ'তে পারে না। বরং এক প্রকার ধোকা যা প্রকৃত মুহাদ্দিছের শান নয়। বরং একজন মুহাক্কিক্ব সেই যে, হাদীছ বিষয়ে এবং হাদীছের রাবী বিষয়ে তার সাধ্য অনুযায়ী যত মন্তব্য পাবে সব পেশ করবে। যদি মন্তব্য পরস্পর বিরোধী হয় তাহলে সে যে মত গ্রহণ করতে চাচ্ছে, সেটার বিপরীত মন্তব্যগুলোর 'উছূলে হাদীছ' ও 'জারহ্ ও তা'দীলে'র নিয়ম কানূনের আলোকে জবাব দিবে।

(৫) মুখতালাফ ফী হাসান হয়। যে রাবীর বিষয়ে 'জারাহ ও তা'দীলে'র ইমামগণ মতভেদ করেছেন, সেই রাবীর হাদীছ হাসান হবে। কিছু গবেষক তাদের বইয়ে এই মূলনীতির মাধ্যমে যঈফ, এমনকি অতি দুর্বল হাদীছকেও হাসান প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। অথচ এটি একটি শিশু সুলভ মূলনীতি। মুহাদ্দিছগণের পক্ষ থেকে এই জাতীয় মূলনীতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইমাম মুনযিরীর যে মন্তব্যকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, তার জবাব শায়খ বদিউদ্দীন শাহ রাশেদী তার 'নাক্বয ক্বাওয়ায়েদ উলূমিল হাদীছ' বইয়ে দিয়েছেন।[৮৪৫] বরং মুহাদ্দিছগণের অনুসৃত মুলনীতি এটাই যে, মতভেদ হ'লে দলীলের মাধ্যমে কোন একটি মতকে প্রাধান্য দিতে হবে। প্রাধান্য দিতে না পারলে বা সেই যোগ্যতা না থাকলে তাওয়াক্কুফ করতে হবে বা সেই হাদীছ বিষয় চুপ থাকতে হবে। যা আমরা বিস্তারিত দেখব ইনশাআল্লাহ।

'জারহ্ ও তা'দীলে'র কিছু মূলনীতি :

রাবী মযবূত, না দুর্বল জানার পদ্ধতি :

রাবীর স্মৃতিশক্তি মযবূত, না দুর্বল তা জানার পদ্ধতি তিনটি। যথা-

ক. মুক্বারানা: রাবীর অন্যান্য সাথী ও সহপাঠীদের বর্ণিত হাদীছের সাথে মিলিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা। মনে করি, ইমাম যুহরীর দারসে একই সাথে একশ জন ছাত্র বসত। তন্মধ্যে একজন ছাত্র ইমাম মালেক। এখন ইমাম যুহরী থেকে তার বর্ণিত সকল হাদীছকে তার বাকী ৯৯ জন সহপাঠীগণের ইমাম যুহরী হ'তে বর্ণিত হাদীছগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখা হবে। এটাকেই বলে 'মুক্বারানা'। এই মুক্বারানার মাধ্যমে স্পষ্ট হ'য়ে যাবে রাবী কেমন। যদি পর্যালোচনায় দেখা যায় তার প্রায় সব রিওয়ায়াতের সাথে তার সহপাঠীদের রিওয়ায়েতে মিল রয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে রাবী মযবূত। যদি দেখা যায় ৫০% এর বেশী রিওয়ায়েতে মিল রয়েছে কিন্তু ২০% বা তার চেয়ে কম রিওয়ায়েতে অমিল রয়েছে, তাহলেও রাবী গ্রহণযোগ্য। তবে উপরের স্তরের চেয়ে কম। যদি ফিফটি ফিফটি হয়। তথা ভুল ও সঠিক বরাবর বা বরাবরের কাছাকাছি, তাহলে রাবী 'সাইয়েউল হিফ্য' তথা স্মৃতিশক্তি ত্রুটিযুক্ত। তার হাদীছ অগ্রহণযোগ্য। যদি দেখা যায় ভূল বেশী অর্থাৎ ৮০%-ই ভুল, তাহলে এই রাবী 'মাতরূক' বা পরিত্যক্ত।

---

৮৪৫. নাক্বয ক্বাওয়ায়েদ উলূমিল হাদীছ, ১১৪-১২১পৃঃ।

খ. পরীক্ষা : রাবীর পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তার স্মৃতিশক্তি বিষয়ে জানা যায়। যেমন বাগদাদ বাসী ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন ফাযল বিন দুকাইনের (রহঃ) পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

গ. ইমামগণের মন্তব্য : যে ইমামগণ উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে রাবীদের স্মৃতিশক্তি যাচাই-বাছাই করে তাদের উপর হুকুম আরোপ করেছেন, আমরা তাদের মন্তব্যের মুখাপেক্ষী। আমাদের যুগে প্রথম দ্বিতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করার কোন উপায় নাই। কেননা হাদীছ বর্ণনাকারীগণ হাযার বছর আগে চলে গেছেন। এখন আমরা শুধু ইমামগণের মন্তব্যের মাধ্যমে রাবীদের অবস্থা জানতে পারি।

'জারাহ ও তা'দীলে' ইখতিলাফ ও সমাধানের উপায় :

একজন রাবীর উপর 'জারাহ ও তাদীলে'র ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মতভেদের সমাধান করার কিছু উপায় নিম্নে আলোচিত হল-

তা'দীল মুবহাম : কোন প্রকার কারণ উল্লেখ ছাড়াই রাবীকে মযবূত বলা। যেমন আলী বিন মাদিনী (রহঃ) বললেন, অমুক মযবূত। কিন্তু কেন মযবূত তা তিনি বলেন না। এ বিষয়ে ইমাম ইবনুছ ছালাহ (রহ:) বলেন,

التَّعْدِيلُ مَقْبُولٌ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ يَصْعُبُ ذِكْرُهَا.

'কোন প্রকার কারন উল্লেখ ছাড়াই এই জাতীয় তা'দীল গ্রহণ করা হবে। আর এটাই প্রসিদ্ধ ও সঠিক মত। কেননা তা'দীলের অনেক কারণ রয়েছে যা উল্লেখ করা মুশকিল'।[৮৪৬]

একজন রাবীকে মযবূত বলার কারণ বলতে গেলে কয়েক ঘন্টা লাগবে। সে ছালাত আদায় করে, সে মিথ্যা বলে না, এই ভাবে দুনিয়াতে যত গুণ সব উল্লেখ করা অসম্ভব। এই জন্য কারণ ছাড়াই তা'দীল গ্রহণ করা হবে। আর 'জারাহ ও তা'দীল' শাস্ত্রে অধিকাংশ তা'দীল কারণ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। হাদীছ বিশারদ ইমামগণের এটাই স্বভাব ছিল।

জারহ্ মুফাস্সার ও জারহ মুবহাম :

'জারাহ মুফাসসার' বলা হয় ব্যাখ্যা মূলক জারাহ। একজন মুহাদ্দিছ রাবীকে কেন দুর্বল বলছেন তা কারণ সহ বলার নাম 'জারাহ মুফাসসার'।

---

৮৪৬. ইবনুস ছালাহ, তাহক্বীক্ব: নুরুদ্দীন ইতর, ১০৬পৃ: ; বুরহানুদ্দীন আবনাসী, আশ-শাযাল ফাইয়্যাহ, ১/২৩৬।

وَأَمَّا الْجَرْحُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا مُفَسَّرًا مُبَيَّنَ السَّبَبِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يَجْرَحُ وَمَا لَا يَجْرَحُ، فَيُطْلِقُ أَحَدُهُمُ الْجَرْحَ بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ اعْتَقَدَهُ جَرْحًا وَلَيْسَ بِجَرْحٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِهِ، لِيُنْظَرَ فِيهِ أَهُوَ جَرْحٌ أَمْ لَا.

'কারণ উল্লেখ করা ছাড়া জারাহ গ্রহণ করা হবে না। কেননা অনেক কারণ রয়েছে যেগুলো জারাহ হিসেবে গ্রহণীয়। আবার অনেক কারণ রয়েছে যেগুলো জারাহ হিসেবে গ্রহণীয় নয়। অনেকেই আক্বীদার সামান্য ত্রুটির কারণে জারাহ করেন। যদিও এটা সত্যিকার জারাহের কোন কারণ নয়। সুতরাং জারাহের সাথে কারণ উল্লেখ করা জরুরী। যাতে করে গবেষণা করা যায় যে, কারণটা কি সত্যিই জারাহ হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য'?[৮৪৭]

ইমাম ইবনুস ছালাহ (রহ:)-এর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفته، واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالأنصاف والديانة والخبرة والنصح.

'জারাহ ও তা'দীলে'র ইমামগণের মন্তব্য কোন প্রকার কারণ ছাড়াই গ্রহণ করা উচিৎ। কেননা তারা এই বিষয়ে অন্যদের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী। সাথে সাথে তারা ন্যায়বিচারক, পরহেযগার এবং দক্ষ'।[৮৪৮]

এই বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর সমাধান দিয়েছেন হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তিনি বলেন,

فَإِنْ كَانَ مَنْ جُرِّحَ مُجْمَلًا، قَدْ وَثَّقَهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ، لَمْ يُقْبَلِ الْجَرْحُ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ إِلَّا مُفَسَّرًا وَإِنْ خَلَا عَنِ التَّعْدِيلِ قُبِلَ الْجَرْحُ فِيهِ غَيْرَ مُفَسَّرٍ إِذَا صَدَرَ مِنْ عَارِفٍ.

'জারাহ ও তা'দীলে'র কোন যোগ্য ইমাম যদি কোন রাবীকে মযবূত বলেন, তাহলে সেই রাবীর ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখ করা ছাড়া কোন জারাহ গ্রহণ করা হবে না। আর যদি কোন যোগ্য ইমাম সেই রাবীকে মযবূত না বলেন, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই কারণ উল্লেখ ছাড়া জারাহ গ্রহণ করা হবে'।[৮৪৯]

সারমর্ম : 'জারাহ মুফাসসার' বা কারণ সহ দুর্বলতা বর্ণনা করা সর্বদা অগ্রগণ্য ও মতভেদের সময় প্রাধান্যপ্রাপ্ত। 'তা'দীলে'র বিপরীতে 'জারাহ মুবহাম' গ্রহণযোগ্য নয়। তবে তা'দীল না

---

৮৪৭. ইবনুস ছালাহ, তাহক্বীক্বঃ নূরুদ্দীন ইতর,১০৬পৃঃ ; বুরহানুদ্দীন আবনাসী, আশ-শাযাল ফাইয়াহ, ১/২৩৬।

৮৪৮. ইবনু কাছীর, তাহক্বীক্বঃআহমাদ শাকের, আল-বাঈছুল হাছীছ, ৯৫পৃঃ।

৮৪৯. আসক্বালানী, তাহক্বীক্বঃ আব্দুল্লাহ রুহাইলী, নুযহাতুন নাযর, ২৭৯পৃঃ; তাদরীবুর রাবী, ১/৩৬২।

থাকলে 'জারাহ মুবহাম' গ্রহণ করা হবে। তথা কোন রাবীকে নির্ভরযোগ্য একজন ইমাম মযবূত বলেছেন। সেই রাবীর ক্ষেত্রে কারণ ছাড়া জারাহ গ্রহণ করা হবে না। অন্যদিকে কোন রাবীর ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কোন ইমাম মযবূত বলেননি, সেই রাবীর ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখ ছাড়াই জারাহ গ্রহণ করা হবে।

সতর্কতা : এই বিষয়ের সাথে মুহাদ্দিছগণের স্তরভেদের ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। উপরের নিয়ম অনুযায়ী ফায়ছালা করার সময় অবশ্যই মুহাদ্দিছগণের স্তরভেদ মাথায় রাখতে হবে। যেমন শায়খ আব্দুল আযীয আব্দুল লতীফ (রহঃ) বলেন,

فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم علي جرح الإمام المعتدل.

'মুতাসাহিল ইমামের মযবূত বলা মুতাদিল ইমামের জারাহের বিপরীতে গ্রহণীয় নয়।[৮৫০]

আমরা মুহাদ্দিছগণের স্তরভেদ অচিরেই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

একজন ইমামের বিভিন্ন মন্তব্য :

অনেক সময় দেখা যায় একজন ইমামের পক্ষ থেকে একই রাবী বিষয়ে বিভিন্ন রকমের মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে, তখন আমাদের করণীয় নিম্নে আলোচনা করা হ'ল:

(১) সর্বাগ্রে দেখতে হবে তিনি কি রাবী বিষয়ে তার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। যদি কোনভাবে মত পরিবর্তন প্রমাণিত হয় তাহ'লে শেষ মন্তব্য গ্রহণ করা হবে।

(২) যদি মত পরিবর্তনের কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে উভয় মন্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করতে হবে। সামঞ্জস্য বিধানের কিছু পদ্ধতি আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

(৩) যদি সামঞ্জস্য বিধান না করা যায়, তাহলে অন্যান্য ইমামের মতের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে প্রণিধানযোগ্য মতটি গ্রহণ করতে হবে।

মুহাদ্দিছগণের প্রকার :

কঠোরতা ও শিথীলতার উপর ভিত্তি করে মুহাদ্দিছগণকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এই বিষয়ে ইমাম যাহাবী তার 'যিকরু মান ই'উতামাদু ক্বাওলুহু ফীল জারহি ওয়াত তা'দীল' বইয়ে, ইমাম যারকাশী তার 'নুকাতে', ইমাম সাখাবী তার 'আল-মুতাকাল্লিমুন ফীর রিজাল' বইয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে বর্তমান যুগের সমকালীন লেখকগণ সেখান থেকে গ্রহণ করেছেন। আমি তিনটি গ্রন্থ থেকে সারমর্ম পেশ করলাম।

মুতাশাদ্দিদ, মু'তাদিল ও মুতাসাহিল।

মুতাশাদ্দিদ : মুতাশাদ্দিদ শব্দের অর্থ কঠোর। যারা অল্প ত্রুটিতেই রাবীকে দুর্বল বলেন। রাবীর উপর জারাহ করেন, তাদেরকে মুতাশাদ্দিদ বলা হয়। মুতাশাদ্দিদ মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-

---

৮৫০. আব্দুল আযীয আব্দুল লতীফ, যওয়াবিতুল জারহি ওয়াত তা'দীল, ৬৯পৃঃ।

ইমাম শু'বা, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, আবু হাতিম আর-রাযী, ইমাম নাসাঈ, আবু নুয়াইম আল-ফাযল বিন দুকাইন, ইমাম মলিক বিন আনাস, ইব্রাহীম বিন ইয়া'কুব আল জুওযাজানী, ইবনুল ক্বাত্তান, ইবুন হায্ম, আব্দুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ।

মুতাসাহিল : শিথিলতা অবলম্বনকারী। যারা দুর্বলদের বিষয়ে শিথিলতা অবলম্বন করেন। দুর্বলদেরকে ছিক্বাহ বা মযবূত বলে মন্তব্য করেন, তাদেরকে মুতাসাহিল বলা হয়। মুতাসাহিল মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-

ইমাম ইবনু হিব্বান, ইমাম ইজলী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম হাকিম, ইমাম বায়হাক্বী।

সতর্কতা : ইবনু হিব্বান (রহঃ) রাবীকে মযবূত বলার দিক দিয়ে মুতাসাহিল হ'লেও রাবীর উপর জারাহ করার দিক দিয়ে মুতাশাদ্দিদ। তথা অল্পতেই যেমন তিনি রাবীকে মযবূত বলেন। তেমনি কোন রাবীকে যঈফ বললে তার উপর মন্তব্য অনেক কঠোর করেন।

মু'তাদিল : মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী। যারা অত্যাধিক কঠোরও নন, আবার শিথিলও নন তাদেরকে 'মু'তাদিল' বলা হয়। মু'তাদিল মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-

সুফিয়ান বিন সাঈদ আস-ছাওরী, আব্দুর রহমান বিন মাহ্দী, মুহাম্মাদ বিন সা'দ, আলী বিন মাদীনী, আহ্মাদ বিন হাম্বাল, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, আবু যুর'আহ আর-রাযী, ইমাম আবু দাউদ, ইবনু আদী, ইমাম দারাকুত্বনী।

কায়েদা- ১: যদি মুতাশাদ্দিদগণ কোন রাবীকে 'ছিক্বাহ' বলেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের মন্তব্যকে সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেওয়া হবে। তবে যদি জমহুরের বিরোধিতা হয় অথবা স্পষ্ট জারাহ (জারহ মুফাসসার) প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের মন্তব্য পরিত্যাগ করা হবে।

কায়েদা-২: যদি মুতাশাদ্দিদগণ কোন রাবীকে দুর্বল বলেন, তাহলে তাদের মন্তব্যকে অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের মন্তব্যের সাথে মিলিয়ে পর্যালোচনা করত গ্রহণ করা হবে।

কায়েদা-৩: যদি মুতাসাহিলগণ কোন রাবীকে দুর্বল বলেন, তাহ'লে তাদের মন্তব্যকে সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করা হবে। মতভেদের সময় তাদের এই মন্তব্য প্রাধান্য পাবে। তবে যদি জমহুর মুহাদ্দিছের বিরোধিতা হয় অথবা উপযুক্ত কোন দলীল পাওয়া যায় রাবীর মযবূত হওয়ার পক্ষে, তাহলে তাদের মন্তব্য পরিত্যাগ করা হবে।

কায়েদা-৪: মুতাসাহিলগণ যদি কোন রাবীকে ছিক্বাহ বলেন, তাহলে তাদের মন্তব্য সরাসরি গ্রহণ করা হবে না, বরং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের মন্তব্যের সাথে পর্যালোচনা করত গ্রহণ করা হবে। যদি শুধু তারাই ছিক্বাহ বলেন, অন্য কেউ না বলে থাকেন, তাহ'লে তাদের একক তাওছীক্ব বা সমর্থন গ্রহণ না করাই মুহাক্কিক্বদের নীতি।

কায়েদা-৫: মু'তাদিলগণের মন্তব্য সর্বদা 'জারাহ ও 'তা'দীল' উভয় ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। যতক্ষণ না তাদের বিপরীতে উপযুক্ত দলীল পাওয়া যায়।

মুহাদ্দিছগণের উপরে উল্লেখিত প্রকারভেদের মাধ্যমে আমরা 'জারাহ ও তা'দীলে'র অনেক মতভেদের সমাধান করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ্।

মুহাদ্দিছগণের স্তর :

সময়-কালের উপর ভিত্তি করে মুহাদ্দিছগণের স্তরকে আরবীতে 'ত্বাবাক্বাহ' বলা হয়। যেমন আব্দুর রহমান বিন মাহ্দী ও ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান সমকালীন মুহাদ্দিছ। আব্দুর রহমান বিন মাহ্দী মু'তাদিল ও ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান মুতাশাদ্দিদ। ইমাম শু'বা ও ইমাম সুফিয়ান ছাওরী সমকালীন মুহাদ্দিছ। ইমাম শু'বা মুতাশাদ্দিদ এবং ইমাম সুফিয়ান ছাওরী মু'তাদিল। ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন একই যুগের মুহাদ্দিছ। ইমাম আহ্মাদ মু'তাদিল ও ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন মুতাশাদ্দিদ। তেমনি ইমাম বুখারী ও ইমাম আবু হাতিম এক কালের মুহাদ্দিছ। ইমাম বুখারী মু'তাদিল ও ইমাম আবু হাতিম রাযী মুতাশাদ্দিদ। রাবীব বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য যাচাই-বাছাই করার সময়। এই ত্বাবাক্বার বিষয়টাও দেখতে হয়। একই রাবীর উপর সমকালীন মুহাদ্দিছের হুকুম বিবেচনায় আনলে অনেক সময় অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন,

عبد الرحمن بن مهدي، وكان هو ويحي القطان قد انتدبا لنقدت الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه هو الحجة المقبول، ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره، ونزل عن درجة الصحيح الى الحسن.

'আব্দুর রহমান বিন মাহ্দী এবং ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান উভয়েই নিজ যুগে রাবীগণের উপর মন্তব্য করার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেছেন। আর তাদের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদা তোমার জন্য যথেষ্ট। তারা যদি একসাথে কোন রাবীকে দুর্বল বলেন, তাহলে সেই রাবীর ত্রুটি মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব। আর তারা যদি একসাথে কোন রাবীকে মযবূত বলেন, তাহলে সেই রাবী নিঃসন্দেহে গ্রহণীয়। আর তারা যদি কোন রাবীর ক্ষেত্রে মতভেদ করেন, তাহলে গবেষণার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। তারপরে যদি 'মযবূত' প্রমাণ হয় তবুও তার হাদীছ ছহীহ হবে না; বরং হাসান হবে'।[৮৫১]

ইমাম যাহাবীর এই মন্তব্যে সমকালীন মুহাদ্দিছগণের রাবীর উপর মন্তব্যের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

সমকালীনদের পরস্পরের উপর জারাহ :

মানুষ মাত্রই ত্রুটিযুক্ত। হিংসা, রাগ, মনোমালিন্য মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুহাদ্দিছগণও তা থেকে মুক্ত নন। এইজন্য তাদের মাঝেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ এবং মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। যার প্রভাব তাদের মন্তব্যেও থাকে। এই জন্য 'জারাহ ও তা'দীলে'র অন্যতম একটি মূলনীতি হচ্ছে সমবয়সী, সমপর্যায় ও সমকালীনদের পরস্পরের বিষয়ে পরস্পরের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি প্রবল সন্দেহ হয় যে, এই মন্তব্যের মূল কারণ মনোমালিন্য। যেমন হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

---

৮৫১. ইমাম যাহাবী, তাহক্বীক্ব: আব্দুল ফাত্তাহ্ আবু গুদ্দাহ, যিকরু মাই ই'উতামাদু কওলুহু, ১৮০পৃঃ।

وممن ينبغي ان يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة.

'আর যাদের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক রয়েছে তাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের 'জারহে'র বিষয়ে চুপ থাকাই উচিত'।[৮৫২]

যেমন আমরা ইমাম বুখারীর সাথে ইমাম যুহালীর ঘটনায় বিস্তারিত দেখেছি।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের উপর জারাহ :

যাদের ন্যায়পরায়ণতা ও স্মৃতিশক্তির মযবূতী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তাদের বিষয়ে 'জারাহে'র মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ইমাম সুবকী বলেন,

لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك، وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب.

'ইমাম মালেকের বিষয়ে ইবনু আবি যি'বের মন্তব্য, ইমাম শাফেয়ীর বিষয়ে ইমাম ইবনু মাঈনের মন্তব্য এবং আহ্মাদ বিন ছালিহ আল-মিছরীর বিষয়ে ইমাম নাসাঈর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা সকলেই প্রসিদ্ধ ইমাম। তাদের বিষয়ে 'জারাহে'র মন্তব্য অপরিচিত সংবাদের মত'।[৮৫৩]

তেমনি উদাহরণ হিসেবে আরো রয়েছে ইমাম তিরমিযীর বিষয়ে ইমাম ইবনু হাযমের মন্তব্য, ইমাম বুখারীর বিষয়ে ইমাম যুহালীর মন্তব্য ইত্যাদী।

'জারাহ ও তা'দীলে'র সনদের তাহ্ক্বীক্ব :

একজন মুহাক্কিকের উচিৎ প্রতিটি মন্তব্যের সনদের তাহ্ক্বীক্ব করা। কেননা ইমাম আলী বিন মাদীনী, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ নিজস্ব কোন কিতাব লিখে যাননি। তাদের থেকে তাদের ছাত্রগণ তাদের মন্তব্য নকল করে থাকেন। তাদের ছাত্ররা কিছু মন্তব্য বইয়ে লিপিবদ্ধ করলেও কিছু মন্তব্য ছাত্র-শিক্ষক পরম্পরায় চলে এসে পরবর্তীতে বইয়ের পাতায় কলমের কালিতে বন্দী হয়েছে। সুতরাং সনদ যাচাই করা ছাড়া কোন গত্যান্তর নাই।

উল্লেখ্য যে, 'তাহ্যীবুল কামালে' ইমাম মিয্যী (রহঃ) সনদ বিলুপ্ত করে রাবীদের উপর মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য নকল করেছেন। মূল সনদ ইমাম আব্দুল গণী মাক্বদেসীর 'আল-কামাল'-এ আছে। ইমাম মিয্যী যে মন্তব্য দুর্বলতা সূচক শব্দের মাধ্যমে নকল করেছেন তা দুর্বল। আর যা নিশ্চিতসূচক শব্দের মাধ্যমে নকল করেছেন তা তার নিকটে গ্রহণযোগ্য।

জারাহকারী যখন দুর্বল :

'জারাহ ও তা'দীল' হাতের মোয়া নয়। ছেলের হাতের খেলনা নয়। 'জারাহ ও তা'দীল' এর মাধ্যমে কোন মন্তব্য রাসূল (ছাঃ)-এর মন্তব্য হিসেবে সাব্যস্ত হয়। আবার কোন মন্তব্য তার

---

৮৫২. লিসানুল মীযান, ১/১৬।

৮৫৩. ইমাম সুবকী, তাহক্বীক্ব: আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, ক্বায়েদা ফিল জারহি ওয়াত-তাদীল, ৩০পৃ:।

মুখনিঃসৃত বাণী বলে সাব্যস্ত হয় না। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের সত্যতা যাচাইয়ের মূল মানদন্ড হচ্ছে 'জারাহ ও তা'দীল'। এইজন্য 'জারাহ ও তা'দীল' গ্রহণ করার সময় দেখতে হয় জারাহকারী নির্ভরযোগ্য ইমাম কিনা। যেমন আবুল ফাতহ্ আল-আযদী-এর 'জারাহ ও তা'দীল' বিষয়ে ইমাম যাহাবী ও আসক্বালানী (রহঃ) বিরুপ মন্তব্য করেছেন।[৮৫৪] আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

وَلَا عِبْرَة بقول الْأَزْدِيّ لِأَنَّهُ هُوَ ضَعِيف.

'আযদীর কথার কোন মূল্য নাই। কেননা সে নিজেই দুর্বল'।[৮৫৫]

তেমনি আব্দুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ। তার বিষয়ে আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة، بل نسب إلى الرفض، فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة.

'আব্দুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ কট্টর শী'আ। বরং কেউ কেউ তাকে রাফেযী বলেছে। সুতরাং সিরিয়া বাসীর সাথে শত্রুতা বশত সে যে 'জারাহ' করেছে তা পরিত্যাজ্য'।[৮৫৬]

যারা দুর্বল রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন না :

অনেক রাবী ও মুহাদ্দিছ রয়েছেন যারা এই মর্মে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন যে, তারা দুর্বল রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন না। যেমন ইমাম মালিক, ইমাম শু'বা, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান, আব্দুর রহমান বিন মাহ্দী (রহঃ)।[৮৫৭] এই বিষয়ে ডঃ আসিউল্লাহ আব্বাস হাফিযাহুল্লাহ-এর আলাদা একটি বই রয়েছে। যেখানে তিনি সেই মুহাদ্দিছগণের নাম জমা করেছেন যারা শুধুমাত্র মযবূত রাবীগণের থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। সাধারণত তারা যদি কোন রাবী থেকে রিওয়ায়েত করেন, তাহলে তাকে ছিক্বাহ হিসেবেই ধরা হবে। যেমন ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন,

أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل.

'যিনি এই মর্মে প্রসিদ্ধ হয়েছেন যে, তিনি 'মযবূত' রাবী ছাড়া কোন রাবীর নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করেন না, তাহ'লে কোন রাবী থেকে তার হাদীছ বর্ণনা করা সেই রাবীর জন্য 'তাওছীক্ব' ও

---

৮৫৪. তাহ্যীবুত তাহ্যীব,১/৩৬; মীযানুল ই'তিদাল, ১/৬১।
৮৫৫. ফাতহুল বারী, ১/৩৮৬।
৮৫৬. লিসানুল মীযান, ১/২১২।
৮৫৭ লিসানুল মীযান, ১/২১০।

'তা'দীল' হিসেবে ধরা হবে। আর যারা এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ হননি তাদের কোন রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করা সেই রাবীর জন্য 'তা'দীল' হিসেবে গণ্য হবে না'।[৮৫৮]

উল্লেখ্য যে, এই মূলনীতি নিশ্চিত ও অকাট্য কিছুই নয়। যেমন ইমাম মালিক (রহঃ) আব্দুল কারিম বিন অবিল মুখারিক্ব থেকে রিওয়ায়েত করেন অথচ সে দুর্বল। তেমনি ইমাম শু'বা জাবির আল জু'ফী থেকে রিওয়ায়েত করেন অথচ সে মিথ্যুক।

নির্দিষ্ট জারাহ :

স্থানের সাথে নির্দিষ্ট জারাহ :

স্থানের সাথে নির্দিষ্ট জারাহ কয়েক রকম হয়ে থাকে। যেমন-

ক. একজন শায়খ যখন তার নিজের শহরে হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন তার নিকট তার লিখিত কিতাবগুলো থাকে, ফলতঃ তিনি নির্ভুলভাবে হাদীছ বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু যখন সফরের উদ্দেশ্যে অন্য কোথাও যান এবং কিতাবাদি তার সাথে থাকেনা, তখন হাদীছ বর্ণনায় ভুল হয়। যেমন মা'মার বিন রাশিদের বিষয়ে ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন,

معمر بن راشد، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد.

'মা'মার বিন রাশিদ যে হাদীছগুলো ইয়ামানে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো ত্রুটিমুক্ত কিন্তু তিনি যে হাদীছগুলো তার ইরাক্ব সফরে বাছরায় বর্ণনা করেছেন, সেগুলোতে ত্রুটি রয়েছে'।[৮৫৯] কেননা তিনি ইয়ামানের অধিবাসী। সফরের সময় তার নিকট তার কিতাবাদি ছিল না। সুতরাং মা'মার বিন রাশেদ থেকে যারা ইয়ামানে হাদীছ শুনেছে, তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হবে। আর যারা বাছরায় শুনেছে, তাদের হাদীছ সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। এটাই স্থানের সাথে নির্দিষ্ট 'জারাহ'।

খ. কোন রাবী ইল্‌মের জন্য সফর করেন না। করলেও দীর্ঘ সফর নয়। নিজ এলাকা ও শহরের মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। এই রকম রাবীগণ যখন অন্য শহরের মুহাদ্দিছগণের বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন তাতে ভুল হয়। কেননা অন্য শহরের মুহাদ্দিছের হাদীছ তার ভাল ভাবে মুখস্থ করা হয়নি, যেভাবে নিজ শহরের মুহাদ্দিছগণের হাদীছ মুখস্থ করা হয়েছে। যেমন শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী (রহঃ) বলেন,

حديثه عن الشاميين مقبول عند الأكثر.

'অধিকাংশ মুহাদ্দিছগণের নিকট ইসমাঈল বিন আইয়াশ যদি সিরিয়ার রাবীগণের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করে, তাহ'লে তার হাদীছ গ্রহণীয়'।[৮৬০]

---

৮৫৮. শারহু ঈলালিত তিরমিযী, ১/৩৭৭।
৮৫৯. শারহু ঈলালিত তিরমিযী, ২/৭৬৬।
৮৬০. আত-তাদলীস ওয়াল মুদাল্লিসুন, ২/৯৭।

কেননা ইসমাঈল বিন আইয়াশ যদি শামের শায়খগণ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, তাহ'লে নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেন। আর যদি অন্য শহরের শায়খদের থেকে বর্ণনা করেন, তাহ'লে তাতে ভুল হ'য়ে যায়।

সুতরাং একজন মুহাক্কিক্বকে এই জাতীয় বিষয়ের প্রতি সজাগ ও সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে।

শায়খের সাথে নির্দিষ্ট জারাহ :

শায়খের সাথে নির্দিষ্ট জারাহ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে :

কোন রাবী হয়তো নির্ভরযোগ্য কিন্তু নির্দিষ্ট একজন শায়খের হাদীছ তার ভালভাবে মুখস্থ করা হয়নি। সেই শায়খের দার্‌সে বসার বেশী দিন সুযোগ হয়নি বা সেই শায়খের বর্ণিত হাদীছগুলোর পান্ডুলিপি জমা করতে পারেনি ইত্যাদী যেকোন কারণেই হোক না কেন সেই শায়খের হাদীছ তার ভালভাবে জানা নাই। যেমন সুওয়াইদ বিন ইবরাহীম। সে 'ছদূক্ব' বা সত্যবাদী পর্যায়ের রাবী কিন্তু ক্বাতাদা থেকে বর্ণিত তার হাদীছগুলোতে দুর্বলতা রয়েছে। যেমন ইমাম ইবনু আদী বলেন,

حديثه في قتادة ليس بذاك

'ক্বাতাদা থেকে তার বর্ণিত হাদীছ দুর্বল'।[৮৬১]

তেমনি অনেক সময় কোন রাবী শুধুমাত্র একজন শায়খের হাদীছ শ্রবণ ও লিখনে বেশী মনোযোগ দেয়ায় অন্য শায়খদের হাদীছ তার ভালভাবে মুখস্থ করা হয়নি। তখন বলা হবে, 'এই রাবী দুর্বল তবে শুধুমাত্র অমুক শায়খ থেকে বর্ণনা করলে সে নির্ভরযোগ্য'।

'ইখতিলাত্ব ও তাগাইয়্যুর' (সংমিশ্রণ ও পরিবর্তন) :

কিছু রাবী আছে যারা তাদের প্রথম জীবনে মযবূত স্মৃতিশক্তির অধিকারী হলেও পরবর্তীতে কোন কারণবশত স্মৃতিশক্তি খারাপ হয়ে যায়। এই জাতীয় রাবীগণকে বলা হয় 'মুখতালিতুন' বা সংমিশ্রণকারীগণ। তাদের বিষয়ে আলাদা গ্রন্থও রচিত হয়েছে। যেমন-

ক. আল-ইগ্‌তিবাত বি মান রুমিয়া বিল ইখ্‌তিলাত্ব, সিবত্ব ইবনুল আ'জমী।

খ. আল-কাওয়াকিবুন নাইয়্যিরাত, ইবনুল কাইয়্যাল।

উদাহরণ : ছালিহ বিন নাবহান। প্রথমদিকে তার স্মৃতি শক্তি অনেক মযবূত ছিল। কিন্তু যখন ক্বাযী বা বিচারপতির পদ গ্রহণ করলেন তখন হাদীছ চর্চা কমে যাওয়ায় হাদীছ বর্ণনায় ভুল হ'তে থাকে। এইজন্য মুহাদ্দিছগণ তার থেকে তাদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করেন যারা তার স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার আগে শ্রবণ করেছে। যেমন মুহাম্মাদ বিন আবি যি'ব।[৮৬২]

সুতরাং প্রতিটি মুহাক্কিক্বকে এই বিষয়ে গভীর দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

---

৮৬১. ইসহাক্ব আল-হুয়াইনী, আন-নাফিলা, ২/৫১; হা/১৬৬।
৮৬২. সিবত ইবনুল আ'জমী, আল-ইগতিবাত, রাবী নং-৫৩; আলায়ী, মুখতালেত্বীন, রাবী নং-২৩।

কিতাব থেকে বর্ণনা করা ও স্মৃতি থেকে বর্ণনা করা :

কিছু রাবী এমন রয়েছে যাদের হাদীছ বর্ণনা করার জন্য কিতাব সব সময় সাথে রাখতে হয়। তাদের হাদীছ যখন তারা কিতাব থেকে বর্ণনা করে তখন গ্রহণীয় কিন্তু যখন স্মৃতিশক্তি থেকে বর্ণনা করে তখন তা সন্দেহ থেকে খালি নয়।

রাবীর নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা :

কিছু রাবী এমন রয়েছেন যারা হয়তো হাদীছে দুর্বল কিন্তু অন্য বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞ। সেই সমস্ত রাবীর বর্ণিত হাদীছ অগ্রহণীয় হ'লেও তার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে, সে বিষয়ে বর্ণিত কথা গ্রহণ করা হবে। যেমন ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব। তার বর্ণিত হাদীছ বিষয়ে মুহাদ্দিছীন কেরামের বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, তিনি ইতিহাস শাস্ত্রের ইমাম। তেমনি অনেক রাবী রয়েছে, যিনি হাদীছে দুর্বল হলেও কুরআনের ক্বিরাআত শাস্ত্রের ইমাম। [৮৬৩]

ইবনু হিব্বানের (রহ:) নিকট মযবূত :

ইবনু হিব্বান (রহঃ)-এর লিখিত 'কিতাবুছ ছিক্বাত' গ্রন্থে তিনি যে সমস্ত রাবীগণকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন, তাদেরকে কি মযবূত হিসেবে গ্রহণ করা হবে? এই নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। এ বিষয়ে গত শতাব্দীর ইমাম যাহাবী হিসেবে খ্যাত আল্লামা আব্দুর রহমান বিন ইয়াহ্ইয়া আল-মু'আল্লিমী (রহঃ)-এর মন্তব্য অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি বলেন,

والتحقيق أن توثيقه على درجات: الأولى: أن يصرح به كأن يقول «كان متقنا» أو «مستقيم الحديث» أو نحو ذلك. الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة. الخامسة: ما دون ذلك. فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل.

'বাস্তবতা এটাই যে, ইমাম ইবনু হিব্বানের 'কিতাবুছ ছিক্বাতে'র রাবীগণ ৫ ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. যাদের বিষয়ে ইমাম ইবনু হিব্বান স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 'সে মযবূত', 'তার হাদীছ সঠিক'। বা এই জাতীয় মযবূতবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন।

২. যারা ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ)-এর সরাসরি শায়খ। যাদের সাথে তিনি উঠাবসা করেছেন এবং তাদের বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ।

৩. যারা অত্যাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী এবং ধারণা করা যায় ইমাম ইবনু হিব্বান তাদের অধিকাংশ হাদীছ বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন।

---

৮৬৩ .সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭/৩৩।

৪. ইমাম ইবনু হিব্বানের মন্তব্যের অবস্থা দেখে মনে হয়, তিনি রাবীর বিষয়ে ভাল ভাবে জানেন।

৫. উপরে উল্লেখিত ৪ প্রকারের বাইরে যারা।

প্রথম প্রকার রাবী অবশ্যই গ্রহণীয়। বরং অন্য ইমামগণের চেয়েও ইমাম ইবনু হিব্বানের মন্তব্য এই প্রকারের রাবীর ক্ষেত্রে বেশী মযবূত। ২য় প্রকারও এর কাছাকাছি। ৩য় প্রকারের হাদীছ গ্রহণযোগ্য। ৪র্থ প্রকারের হাদীছ 'মুতাবাআত' ও 'শাওয়াহেদে'র জন্য চলবে। ৫ম প্রকার সন্দেহ থেকে খালি নয়'।[৮৬৪]

ব্যাখ্যা : ৫ম প্রকারে মূলতঃ ওই সমস্ত রাবী অর্ন্তভুক্ত হবে, যাদেরকে ইমাম ইবনু হিব্বান তার 'কিতাবুছ ছিক্বাতে'র অর্ন্তভুক্ত করেছেন কিন্তু কোন প্রকার মন্তব্য করেননি এবং তারা ইমাম ইবনু হিব্বানের শায়খও নন ও অত্যধিক হাদীছ বর্ণনাকারীও নন। আমার 'মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র কিছু উস্তাদ এই জাতীয় রাবীর ক্ষেত্রে وثقه ابن حبان 'ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে মযবূত বলেছেন' এই মন্তব্য নকল করা সমীচিন মনে করেন না। বরং তাদের দৃষ্টিতে এই জাতীয় রাবীর ক্ষেত্রে বলা উচিৎ- ذكره ابن حبان في كتابه الثقات 'ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে তার 'কিতাবুছ ছিকাতে'র অর্ন্তভুক্ত করেছেন'।

মুদাল্লিস রাবীদের স্তর :

সনদে মুদাল্লিস রাবী দেখা মাত্র যেমন হাদীছকে দুর্বল বলা ঠিক নয়, তেমনি মুদাল্লিস রাবীর 'আন আনা'-কে জোরপূর্বক হাসান বলার চেষ্টাও তাহক্বীক্বের বিপরীত। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) মুদাল্লিস রাবীগণের বিষয়ে সুন্দর একটি সমাধান দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وهم على خمس مراتب: الاولى: من لم يوصف بذلك الا نادرا، كيحيى بن سعيد الانصاري. الثانية: من احتمل الائمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح لامامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى، كالثوري أو كان لا يدلس الا عن ثقة، كإبن عيينة. الثالثة: من أكثر من التدليس، فلم يحتج الائمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي. الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشئ من حديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، فحديثهم مردود، ولو صرحوا بالسماع الا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة.

---

৮৬৪ .তানকীল , ২/৬৬৯।

মুদাল্লিস রাবীগণ ৫ ভাগে বিভক্ত। যথাঃ-

১. যারা অতি অল্প তাদ্লীস করেন। তাদলীস করেন না বললেই চলে। যেমন ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-আনছারী।

২. যাদের তাদলীসকে ওলামায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন তাদের ইমাম হওয়ার কারণে এবং অল্প তাদলীস করার কারণে। যেমন সুফিয়ান ছাওরী। অথবা মযবূত রাবী ছাড়া তাদলীস করেন না এই জন্য। যেমন- সুফিয়ান বিন উয়াইনা।

৩. যারা অত্যধিক তাদলীস করে। তাদের হাদীছ ততক্ষণ গ্রহণ করা হবেনা, যতক্ষণ না তারা শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে। তবে এই প্রকারের কোন কোন মুদাল্লিসের হাদীছ গ্রহণ করা যেতে পারে যেমন আবুয-যুবায়ের মাক্কী।

৪. যারা অত্যধিক তাদলীস করে এবং দুর্বল ও মাজহুল বা অজ্ঞাত রাবী থেকে তাদলীস করে। ওলামায়ে কেরাম তাদের বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যতক্ষণ না তারা শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করছে ততক্ষণ তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হবে না।

৫. যারা তাদলীসের পাশাপাশি অন্য কারণে ত্রুটিযুক্ত। তারা শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট করলেও তাদের হাদীছ গ্রহণীয় নয়'। [৮৬৫]

'তাদলীস' সম্পর্কিত লিখিত বই সমূহঃ

৬. আত-তাবয়ীন লি আসমায়িল মুদাল্লিসীন - সিবত ইবনুল আ'জমী।

৭. তা'রীফু আহ্লিত তাক্বদীস - ইবনু হাজার আসক্বালানী।

৮. ইত্তিহাফু যাবির রুসুখ - হাম্মাদ আল-আনছারী।

৯. আত-তাদলীস ফীল হাদীছ - ডঃ মুসফির আদ-দুমাইনী। এখন পর্যন্ত তাদলীসের উপর লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলা যায় এটিকে।

সতর্কতা : ইবনু হিব্বানের ছিক্বাহ এবং তাদলীসের স্তর নিয়ে যে দুটি মন্তব্য পেশ করা হ'ল তা দুই জন হাদীছশাস্ত্রের যোগ্য ইমামের গবেষণা। তাদের এই গবেষণা সর্বদা ঠিক হবে তা নয়। বরং কোন রাবীর বিষয়ে তাদের গবেষণার বিপরীত দলীল পাওয়া গেলে। দলীল অনুযায়ীই আমল করা হবে।

ফীহি তাশাইয়্যু (তার মধ্যে শী'আসুলভ বৈশিষ্ট রয়েছে) :

'জারাহ ও তা'দীলে'র গ্রন্থগুলিতে এই মন্তব্য অনেক পাওয়া যায়। এই মন্তব্যের অর্থ হচ্ছে, সে শী'আ বা তার মধ্যে শী'আ আক্বীদা-বিশ্বাস আছে। অনেকেই এখান থেকে ভুল ধারণা করেন যে, এই রাবী হয়তো বর্তমানের ইরানের শী'আদের মত শী'আ। বরং বাস্তবতা হচ্ছে 'শী'আ' ও 'রাফেযী' দু'টি আলাদা শব্দ। 'জারাহ ও তা'দীলে'র বইগুলিতে যদি কোন রাবীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, 'সে রাফেযী' তাহলে বর্তমানের ইরানের মত শী'আ উদ্দেশ্য বা এর চেয়েও খারাপ।

---

৮৬৫. তা'রীফু আহলিত তাক্বদীস, ভূমিকা দ্রঃ।

কিন্তু যদি বলা হয়, 'সে শী'আ' তাহলে শুধু এতটুকু বুঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, তার নিকটে ওছমান (রাঃ)-এর চেয়ে আলী (রাঃ) বেশী শ্রেষ্ঠ বা আলী (রাঃ) সকল ছাহাবীগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই শী'আরা আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-কে গালি দেয় না; বরং তাদেরকেও সম্মান করে। শুধু মাত্র আলী (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে ভুল আক্বীদা রাখে। সুতরাং হাদীছের ছাত্রগণকে যুগের সাথে পরিবর্তিত পরিভাষা বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। আজকে যে শব্দ যে জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে আজ থেকে হাযার বছর আগে সেই জন্যই ব্যবহৃত হ'ত তা কখনোই নয়।

কিছু অগ্রহণীয় মূলনীতি :

হাদীছ তাহক্বীক্বের এই গভীর সাগরে যাদের পা দেয়ার যোগ্যতা নাই কিন্তু জোরপূর্বক নিজের মতকে রক্ষার জন্য পা দিয়েছেন। তাদের সবচেয়ে বড় অবলম্বন হচ্ছে কিছু অগ্রহণীয় মূলনীতি। যেমন-

১. যে হাদীছের বিষয়ে আবু দাঊদ (রহঃ) তার 'সুনানে আবি দাঊদে' চুপ থেকেছেন কোন প্রকার মন্তব্য করেননি সে হাদীছ হাসান।

২. ইমাম নাসাঈ তার 'সুনানে নাসাঈ'তে যে হাদীছ গ্রহণ করেছেন এবং চুপ থেকেছেন, কোন প্রকার মন্তব্য করেননি, সে হাদীছ অন্ততপক্ষে হাসান হবে।

৩. ইমাম আহমাদ তার 'মুসনাদে আহমাদে' যে হাদীছকে সন্নিবেশিত করেছেন তা অন্ততপক্ষে হাসান হবে।

৪. যে হাদীছকে ইমাম আবু আওয়ানা তার 'মুস্তাখরাজে' নিয়ে এসেছেন, সে হাদীছ ছহীহ বা হাসান হবে।

৫. যে হাদীছের বিষয়ে হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার 'তালখীসে, 'দিরায়াতে' এবং 'ফাতহুল বারী'তে চুপ থেকেছেন, সেই হাদীছ হাসান।

৬. যে রাবীর বিষয়ে ইমাম আবু হাতিম তার 'আল-জারহু ওয়াত-তা'দীলে' এবং ইমাম বুখারী তার 'আত-তারীখুল কাবীরে' চুপ থেকেছেন, কোনপ্রকার মন্তব্য করেননি, পাশাপাশি ইমাম ইবনু হিব্বান তার 'কিতাবুছ ছিক্বাত'-এ সেই রাবীকে উল্লেখ করেছেন, সে রাবী মযবূত বা গ্রহণীয়।

৭. ইমাম হাকিম তার 'মুস্তাদরাকে হাকেমে' যে হাদীছ অর্ন্তভুক্ত করেছেন এবং ইমাম যাহাবী তার 'তালখীসে' সেই হাদীছ বিষয়ে চুপ থেকেছেন, সে হাদীছ হাসান।

৮. হাফিয ইরাক্বী যদি কোন রাবীর বিষয়ে চুপ থাকেন, তাহ'লে সে রাবীর হাদীছ হাসান হয়।

৯. 'কানযুল উম্মালে' কোন হাদীছ উল্লেখ করার পর যদি লেখক চুপ থাকেন, তাহ'লে সে হাদীছ গ্রহণীয়।

১০. যে হাদীছকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলবেন, সে হাদীছের সনদে কোন 'মাজহুল' বা অজ্ঞাত রাবী থাকলে সে আর 'মাজহুল' বলে গণ্য হবে না। বরং ইমাম তিরমিযীর হাসান বলার কারণে তার জাহালাত দূরীভূত হয়ে গেছে।

১১. ইমাম মুনযিরী তার 'তারগীব ও তারহীব' গ্রন্থে যে হাদীছকে 'আন' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করবেন, সে হাদীছ ছহীহ হবে অথবা অন্ততপক্ষে হাসান হবে। ইমাম মুনযিরী এই কথা তার বইয়ের ভূমিকাতে বলেছেন কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, এই মূলনীতি সর্বদা সঠিক নয়। এই কারণেই আলবানী (রহঃ) তার 'তারগীব ও তারহীবে'র তাহক্বীক্ব করেছেন।

১২. ইমাম হায়ছামী তার 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ'-এ যে রাবীগণের বিষয়ে চুপ থেকেছেন, সে রাবী তার নিকট মযবূত এবং সেই রাবীর হাদীছ অন্ততপক্ষে হাসান হবে।

১৩. ইমাম সুয়ূতী তার 'জামিউস ছগীর'-এ যে সমস্ত হাদীছের উপর আরবী বর্ণ 'হা' দিয়ে ইশারা করেছেন, সেগুলো সবই হাসান। শায়খ আলবানী (রহঃ) 'জামিউস ছগীরে'র তাহক্বীক্বের ভূমিকায় এই মূলনীতির অগ্রহণযোগ্যতার উপর বিস্তর আলোচনা করেছেন।

১৪. যিয়াউদ্দীন মাক্বদেসীর লিখিত 'আল-মুখতারা' বইয়ে যত হাদীছ আছে সব হাদীছ ছহীহ। স্বয়ং জাস্টিস তাক্বী ওসমানী 'ইলাউস সুনান'-এর টীকায় থানভী সাহেবের এই মূলনীতির বিষয়ে বলেছেন, 'এ কোয়ী কুল্লী কায়েদা নাহি' তথা এটা সর্বদা চলমান কোন মূলনীতি নয়'।[৮৬৬]

১৫. প্রথম তিন শতাব্দী হিজরীর 'মাজহুল' ও 'মাসতুর' রাবী গ্রহণীয়।

এই জাতীয় মূলনীতি মুহাক্কিক্ব ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণীয় নয়। এই মূলনীতিগুলোর ভ্রান্তি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শায়খ ইরশাদুল হক্ব আছারী তার 'ইলাউস সুনান ফীল মীযান' বইয়ে এবং শায়খ বদিউদ্দীন শাহ রাশেদী তার 'নাক্বয ক্বাওয়ায়েদ উলূমিল হাদীছ' বইয়ে। এগুলোর বিস্তারিত তাহক্বীক্বী আলোচনার উপযুক্ত জায়গা আমাদের এই বই নয়। তাই আগ্রহীগণের জন্য উল্লেখিত বই দু'টি অবশ্যপাঠ্য। ইন্টারনেটে পিডিএফ কপি সহজলভ্য। মহান আল্লাহ চাইলে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্য কোন দিন হবে ইনশাআল্লাহ্। পরিশেষে বলতে চাই, এই জাতীয় মূলনীতির মাধ্যমে কোন হাদীছকে হাসান বা ছহীহ বলে নিজের মতকে বাঁচানো যেতে পারে কিন্তু কোন সময় এটাকে ইনছাফ ও তাহক্বীক্ব বলা যায় না। একমাত্র ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের হাদীছের উপর উম্মাতে মুসলিমার 'ইজমা' রয়েছে। বাকী প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি হাদীছকে তাহক্বীক্বের ভিত্তিতে হুকুম লাগাতে হবে।

হাদীছের ছাত্রের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের পরিচয় :

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের পরিচয় একজন দাওরায়ে হাদীছের ছাত্রের না জানলেই নয়। কিছু বইয়ের পরিচয় দেওয়ার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা না জানলেই নয়।

লেখকের পরিভাষা বিষয়ে জ্ঞান রাখা :

'শায়খুল ইসলাম' এই উপাধিটা বর্তমান পৃথিবীতে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার জন্য বেশী ব্যবহৃত হয়। অথচ তাদরীবুর রাবীতে যখন 'শায়খুল ইসলাম' বলা হবে তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হাফিয

৮৬৬ .ইলাউস সুনান, ২/১০৩।

ইবনু হাজার আসক্বালানী। ইমাম সুয়ূতী তার সমগ্র বইয়ে কোথাও আসক্বালানী (রহঃ)-এর নাম উচ্চারণ করেননি। সব জায়গায় শায়খুল ইসলাম বলে সম্বোধন করেছেন।

সুতরাং একজন ছাত্রের জন্য অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, সে যখন যে কিতাব পড়বে তার আগে সেই কিতাবের লেখকের পরিচয়, তার লেখনীর মানহাজ ও তার ব্যবহৃত পরিভাষা বিষয়ে জ্ঞান রাখা। এইজন্য সর্বপ্রথম বইটির ভূমিকা পাঠ করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে ভাল মুহাক্কিক্বের ও ভাল প্রকাশনীর বই কিনার জন্য। এক 'ফাতহুল বারী' হাযার লাইব্রেরী থেকে অগণিত মুহাক্কিক্বের তাহক্বীক্বে প্রকাশিত। বাজারে গেলাম আর একটা ক্রয় করে চলে আসলাম। এটা চরম ভূল ও বোকামী। প্রকাশনা ও মুহাক্কিক্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে বই ক্রয় করতে হবে। যাতে করে মুহাক্কিক্বের ভূমিকা পাঠে বইয়ের লেখকের পরিচয়, লেখকের মানহাজ ও তার পরিভাষা বিষয়ে জানা যায়।

তাহ্যীবুল কামাল :

১. এই গ্রন্থটির লেখক জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন আব্দুর রহমান আল-মিয্যী। যিনি ইমাম মিযযী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ৭৪২ হিজরীতে মারা যান।

২. গ্রন্থটি মূলত ইমাম আব্দুল গণী মাক্বদেসীর লিখিত 'আল-কামাল' গ্রন্থকে সাজিয়ে লেখা।

৩. আব্দুল গণীর 'আল-কামাল' গ্রন্থে শুধুমাত্র কুতুবে সিত্তাহর রাবীগণের জীবনী ছিল। ইমাম মিয্যী 'তাহযীবুল কামালে' কুতুবে সিত্তাহর লেখকগণের আরো ১৯টি বইয়ের রাবীগণের জীবনী যোগ করেছেন।

৪. 'তাহ্যীবুল কামালে' রাবীগণকে আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। তবে 'আলিফ' অক্ষরের অধীনে আহমাদ এবং 'মীম' অক্ষরের অধীনে মুহাম্মাদ নামকে সবার প্রথম উল্লেখ করেছেন।

৫. তিনি শুধু রাবীর নামের ক্ষেত্রে অক্ষরক্রম অনুসরণ করেছেন তা নয় বরং রাবীর পিতা এবং দাদার নামেও অক্ষরক্রম অনুসরণ করেছেন। যেমন আহ্মাদ বিন আবেদ এই নামটি আহমাদ বিন মুহাম্মাদের আগে আসবে। কেননা প্রথমজনের পিতার নাম 'আলিফ' অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে অন্যদিকে দ্বিতীয় জনের পিতার নাম 'মীম' অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে।

৬. একজন রাবীর সকল শিক্ষক ও সকল ছাত্রের নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। আর ছাত্র শিক্ষকের নামগুলোকেও আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। প্রতিটি রাবীর শায়খগণের নামের পাশে চিহ্ন দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন, সেই শায়খের হাদীছ কুতুবে সিত্তাহর কে কে গ্রহণ করেছেন।

৭. যে মন্তব্যগুলো 'মাজহুল' শব্দ ব্যবহার করে উল্লেখ করবেন, সেগুলো তার নিকট দুর্বল। আর যেগুলোর ক্ষেত্রে নিশ্চিতসূচক তথা 'মারুফ' শব্দ উল্লেখ করবেন সেগুলো তার নিকট ছহীহ।

৮. তিনি নিজের সনদে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

৯. মূল লেখক আব্দুল গণী মাক্বদেসীর কোথাও ভুল হ'লে সেটা বলেছেন।

১০. বইয়ের শুরুতে ভূমিকা আছে। ভূমিকাতে তিনি বইয়ের মধ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিহ্ন-এর পূর্ণরূপ বলে দিয়েছেন।

১১. বইয়ের শেষে ওই সমস্ত রাবীগণকে জমা করেছেন যারা কুতুবে সিত্তাহর নয় কিন্তু কুতুবে সিত্তাহর রাবীগণের নামের সাথে মিল আছে।

তাহ্যীবুত তাহ্যীব :

১. এই বইটির লেখক হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)। তিনি ৮৫২ হিজরীতে মারা যান।

২. বইটি মূলত ইমাম মিয্যীর 'তাহ্যীবুল কামাল'-কে সাজিয়ে লেখা।

৩. 'তাহ্যীবুল কামালে'র অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় কথাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। শুধুমত্র 'জারাহ ও তা'দীল' সংক্রান্ত মন্তব্য রেখে দিয়েছেন।

৪. একজন রাবীর সকল ছাত্র ও সকল শায়খের নাম উল্লেখ করেননি। বরং শুধু যারা প্রসিদ্ধ তাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

৫. তিনিও গ্রন্থটিকে আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। তবে রাবীগণের ছাত্র ও শিক্ষকগণের নাম উল্লেখ করার সময় আরবী অক্ষরক্রম অনুসরণ করেননি। বরং যে বয়সে বড় বা বেশী মযবূত তাদের নাম আগে উল্লেখ করেছেন।

৬. ইমাম মিয্যী থেকে কুতুবে সিত্তাহর কোন রাবীর নাম বাদ পড়ে গেলে তা যুক্ত করে দিয়েছেন।

৭. রাবীর উপর যেখান থেকে ইমাম মিয্যীর কথা শেষ হয়, সেখানে তিনি 'কুলতু' বা 'আমি বলেছি' শব্দ দিয়ে তার নিকটে নতুন কোন তথ্য থাকলে পেশ করেন।

তাক্বরীবুত তাহ্যীব :

১. এই বইটির লেখক হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)। তিনি ৮৫২ হিজরীতে মারা যান।

২. এই বইটিতে হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী তার লিখিত 'তাহ্যীবুত তাহযীব'কে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

৩. এই বইটি মূল বইগুলোর মত শুধু কুতুবে সিত্তাহর রাবীর উপর লিখিত।

৪. রাবীগণকে আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

৫. 'তাহ্যীবুত তাহ্যীব' ও 'তাহ্যীবুল কামালে'র মত রাবীগণের উপর আয়েম্মায়ে কেরামের মন্তব্য নকল করা হয়নি; বরং হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার নিজস্ব গবেষণা অনুযায়ী মাত্র এক বা দুই শব্দে রাবীর উপর হুকুম আরোপ করেছেন।

৬. রাবীর ছাত্র বা শিক্ষক কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে বইয়ের শুরুতে আসক্বালানী (রহঃ) মৃত্যু সাল অনুযায়ী রাবীগণের প্রায় ১২টি স্তর গঠন করেছেন। ছাত্র শিক্ষকের ক্ষেত্রে শুধু সেই স্তর উল্লেখ করে দিয়েছেন।

৭. সকল রাবীর মৃত্যু সাল উল্লেখ করেছেন।

মীযানুল ই'তিদাল :

১. এই গ্রন্থের লেখক ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহ্মাদ আয-যাহাবী। তিনি ৭৪৮ হিজরীতে মারা যান।

২. এই বইটি কুতুবে সিত্তাহ বা নির্দিষ্ট কোন বইয়ের রাবীগণের উপর লিখিত নয়। বরং ইমাম যাহাবী প্রত্যেক ওই রাবীকে এই বইয়ের অর্ন্তভুক্ত করেছেন যাদের বিষয়ে বিন্দুমাত্র হ'লেও দুর্বলতা সূচক মন্তব্য কেউ করেছেণ। চাহে সেই দুর্বলতা সূচক মন্তব্যটি সঠিক হোক বা ভুল।

৩. মীযানুল ই'তিদালের ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে 'জারাহ ও তা'দীলে'র বিভিন্ন বইয়ের পরিচিত, 'জারাহ ও তা'দীলে'র শব্দের স্তর ইত্যাদী আলোচনা করেছেন।

৪. গ্রন্থটিকে আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন।

৫. প্রতিটি রাবীর পরে নির্দিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করে সেই রাবী থেকে কুতুবে সিত্তাহর কারা কারা হাদীছ গ্রহণ করেছেন তা জানিয়ে দিয়েছেন।

৬. রাবীগণের উপর আয়েম্মায়ে কেরামের মন্তব্য নকল করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে আয়েম্মায়ে কেরামের মন্তব্যের মধ্যে কোন মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য তা জানিয়ে দিয়েছেন।

৭. রাবীর নামের পরে উদাহরণ স্বরূপ তার বর্ণিত কোন একটি দুর্বল মুনকার হাদীছ পেশ করেছেন।

৮. যে রাবীকে মাজহুল বলেছেন কিন্তু কোন ইমামের মন্তব্য তা উল্লেখ করেননি তা অধিকাংশ সময় ইমাম আবু হাতিমের মন্তব্য হয়।

লিসানুল মীযান :

১. এই বইটির লেখক হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)। তিনি ৮৫২ হিজরীতে মারা গেছেন।

২. বইটিতে তিনি মূলত ইমাম যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল'কে সাজিয়েছেন।

৩. কুতুবে সিত্তাহর যত রাবী 'মীযানুল ই'তিদালে' ছিল সব বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। কেননা কুতুবে সিত্তাহর রাবীগণের উপর তার আলাদা দুটি গ্রন্ত 'তাহ্যীবুত তাহ্যীব' ও

'তাক্বরীবুত তাহ্যীব' রয়েছে। তথা এই বইটি সেই সমস্ত রাবীগণের জন্য যারা কুতুবে সিত্তাহতে নাই।

৪. 'মীযানুল ই'তিদালে'র মত এই গ্রন্থটিও আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজানো।

৫. আরবী 'ঝা' বর্ণ দ্বারা তিনি নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত তথ্য পেশ করা শুরু করেন। আরবী 'যাল' বর্ণ দ্বারা ইমাম ইরাক্বীর 'যায়ল' গ্রন্থ থেকে অতিরিক্ত তথ্য পেশ করেন।

আল-জারহু ওয়াত তা'দীল :

১. এই গ্রন্থের লেখক আব্দুর রহমান বিন আবি হাতিম। তিনি ৩২৭ হিজরীতে মারা গেছেন।

২. 'জারাহ ও তা'দীলে'র উপর মৌলিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইমাম আবু হাতিম এবং ইমাম আবু যুর'আর মন্তব্য সরাসরি জানা যায় এবং আলী বিন মাদীনী ও ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন সহ বিভিন্ন মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য সনদসহ জানা যায়। এই বইয়ে প্রায় ১৮ হাযার রাবীর উপর মন্তব্য রয়েছে।

৩. এই গ্রন্থটি মূলত ইমাম বুখারীর 'তারীখ' গ্রন্থকে সামনে রেখে রচিত। প্রত্যেক যে রাবীকে ইমাম বুখারী তার 'তারীখে' উল্লেখ করেছেন, সেই রাবীর উপর ইমাম আবু হাতিম এবং ইমাম আবু যুর'আ তাদের মন্তব্য পেশ করেছেন এবং আবু হাতিমের ছেলে আব্দুর রহমান তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

৪. গ্রন্থটি আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজানো। প্রতিটি অক্ষরের অধীনে ছাহাবীগণের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. অনেক রাবী এমন রয়েছে যাদের বিষয়ে 'জারাহ ও তা'দীল' কিছুই নাই।

৬. এছাড়া আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো ইমাম ইবনু আবি হাতিম বইটির ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

আল-কামিল :

১. এই গ্রন্থের লেখক আবু আহ্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আদী। তিনি ইবুন আদী নামে বেশী প্রসিদ্ধ। তিনি ৩৬৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

২. এই বইয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আয়েম্মায়ে কেরামের মন্তব্য সনদসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. এই বইয়ে তিনি প্রত্যেক ওই রাবীকে জমা করেছেন যার বিষয়ে বিন্দুমাত্র হ'লেও দুর্বলতাসূচক মন্তব্য রয়েছে।

৪. গ্রন্থটিকে আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। তবে সর্বাগ্রে আহ্মাদ, ইসমাঈল ও ইবরাহীম নামের রাবীগণকে উল্লেখ করেছেন।

৫. প্রতিটি রাবীর অধীনে সেই রাবীর বর্ণিত একটি দুর্বল হাদীছ উদাহরণ হিসেবে পেশ করে থাকেন।

৬. প্রতিটি রাবীর উপর তার নিজের মন্তব্য পেশ করার চেষ্টা করেছেন।

আয-যু'আফা :

১. এই গ্রন্থটির লেখক আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন আমর আল-উকাইলী। তিনি ৩২২ হিজরীতে মারা গেছেন।

২. এই বইটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই বইটিতে তিনি আয়েম্মায়ে কেরামের 'জারাহ ও তা'দীলে'র মন্তব্য সনদসহ উল্লেখ করেছেন।

৩. তিনি নিজের পক্ষ থেকেও প্রতিটি রাবীর উপর হুকুম লাগানোর চেষ্টা করেছেন।

৪. গ্রন্থটিকে আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। তবে শুধু মাত্র প্রথম অক্ষরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে। এই জন্য তার বইয়ে আহ্মাদ এবং আমজাদ এই দুই নামের মধ্যে কোনটি আগে পাওয়া যাবে তা অনুধাবন করার উপায় নাই।

ছিক্বাত ইবনু হিব্বান :

১. বইটির লেখক আবু হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান। যিনি ইবনু হিব্বান নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ৩৫৪ হিজরীতে মারা গেছেন।

২. তিনি গ্রন্থটি সীরাতুর রাসূল বা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী দিয়ে শুরু করেছেন। অতঃপর বইটিকে ৫টি স্তরে সাজিয়েছেন। প্রতি স্তরে রাবীগণকে আরবী অক্ষরক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন।

৩. বইটির একটি চমৎকার ভূমিকা রয়েছে যেখানে তিনি 'উলূমুল হাদীছ' ও 'জারাহ ও তা'দীল' বিষয়ে আলোচনা করেছেণ।

৪. ইমাম ইবুন হিব্বান এই বইয়ে যাদেরকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন তারা তার নিকট মযবূত। তবে এই বিষয়ে স্তরভেদ আছে যা আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করেছি।

মুক্বাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ :

ইমাম ইবনুছ ছালাহ (রহঃ)। মূল নাম আবু আমর ওছমান ইবনু আব্দির রহমান (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ)। ৬ষ্ঠ শতাব্দী হিজরীতে আগত এই মুহাদ্দিছ 'উছূলে হাদীছ' নামক শাস্ত্রটিকে পূর্ণতা দেওয়ার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব নিয়ে আসেন। তিনি দিমাশক্বের মাদরাসা আশরাফিয়াতে নিয়মিত 'উছূলে হাদীছে'র উপর দারস প্রদান করতেন। এ সময় তিনি ছাত্রদেরকে উছূলে হাদীছের বিভিন্ন মাসআলা লিখিয়ে দিতেন। ছাত্রদের দ্বারা লিখানো সেই দারসই তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'উলূমুল হাদীছ' যা 'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ' নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

মুকাদ্দিমার বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(ক) অতীতে লিখিত 'উছূলে হাদীছ' ও 'উছূলে ফিক্বহে'র বইয়ে সংকলিত প্রায় সকল তথ্যকে তিনি সন্নিবেশিত করেছেন। বিশেষ করে, খত্বীব বাগদাদীর সকল কিতাবের সারনির্যাস একত্রিত করেছেন। ফলে তার কিতাবটি হাদীছ শাস্ত্রের ইমামে পরিণত হয়েছে।

(খ) বইটির শুরুতে তিনি চমৎকার একটি ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন।

(গ) অত্র বইয়ে হাদীছ শাস্ত্রের ৬৫ প্রকার বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন।

(ঘ) বিভিন্ন পরিভাষার প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করেছেন। আবার অনেক পরিভাষাকে সংজ্ঞায়িতও করেছেন।

(ঙ) মুহাদ্দিছগণের বিভিন্ন মন্তব্যের বিশ্লেষণ করতঃ মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোতে নিজস্ব তাহক্বীক্ব অনুযায়ী কোন একটি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

গ্রন্থটির বিভিন্ন রূপ :

'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ' গ্রন্থটি ওলামায়ে কেরামের মাঝে অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সেজন্য অনেক আলেমই তাঁর বইয়ের খেদমতকে গর্বের মনে করে থাকেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী থেকে শুরু করে ইমাম নববী, ইমাম সুয়ূত্বী ও ইমাম ইবনু কাছীরের মত জগদ্বিখ্যাত ইমামগণ 'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহে'র বিভিন্নভাবে খেদমত করেছেন। নিম্নে 'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহে'র উপর সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের কাজের একটা সংক্ষিপ্ত রূপ পেশ করা হল:

ব্যাখ্যা :

'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহে'র এখন পর্যন্ত প্রায় তিনটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যথা-

(১) আল-জাওয়াহিরুছ ছিহাহ ফী শারহি উলূমিল হাদীছ লি ইবনিছ ছালাহ: এটি ইমাম ইবনু জামা'আ-এর সুযোগ্য পুত্র আব্দুল আযীয কর্তৃক প্রণীত। যদিও গ্রন্থটি এখনো অপ্রকাশিত।

(২) আশ-শাযা আল-ফাইয়্যাহ মিন উলূমি ইবনিছ ছালাহ: উক্ত গ্রন্থের লেখক শায়খ বুরহানুদ্দীন আল-আবনাসী (মৃঃ ৮০২ হিঃ)।

(৩) মাহাসিনুল ইছতিলাহ: গ্রন্থটির রচয়িতা হ'লেন ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-বুলক্বিনী। অত্র গ্রন্থে ইমাম বুলক্বিনী ইবনুছ ছালাহের বইয়ে অনুল্লেখিত অনেক তথ্য সংযুক্ত করেছেন। বইয়ের শেষে নতুন ৫টি বিষয় যোগ করেছেন, যা ইবনুছ ছালাহের বইয়ে ছিল না। এছাড়া অনেক জায়গায় ইবনুছ ছালাহ (রহঃ)-এর বিভিন্ন মন্তব্যের সমালোচনাও করেছেন।

কবিতায়ন :

ইমাম ইবনুছ ছালাহের মুকাদ্দিমার গ্রহণযোগ্যতা এতই বেড়ে যায় যে, ছাত্রদের মুখস্থের সুবিধার জন্য অনেক মুহাদ্দিছ বইটিকে কবিতা আকারে সজ্জায়িত করেন। তন্মধ্যে দু'টির পরিচয় নিম্নে পেশ করা হল :

(এক) আলফিয়াতুল ইরাক্বী: মূল নাম 'আত-তাযকিরাহ ওয়াত-তাবছিরাহ'। লেখক- হাফেয যাইনুদ্দীন আল-ইরাক্বী (রহঃ)। ইবনুছ ছালাহের মুকাদ্দিমার উপর লিখিত কবিতাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। পরবর্তীতে ইরাক্বী (রহঃ) নিজেই আবার তাঁর এ কবিতার ব্যাখ্যা লিখেন। এছাড়া ইমাম সাখাবী (রহঃ)ও 'ফাৎহুল মুগীছ' নামে অত্র কবিতার ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। 'ফাৎহুল মুগীছ' নামের এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মুহাদ্দিছগণের নিকটে অনেক উঁচু মর্যাদা পায়।

(দুই) আলফিয়াতুস সুয়ূত্বী: ইমাম সুয়ূত্বীও 'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ'কে কবিতায় রূপ দেন। অবশ্য তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে মুকাদ্দিমার সকল তথ্য জমা করার পাশাপাশি ইরাক্বী (রহঃ) প্রদত্ত নতুন তথ্যও জমা করেছেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও অনেক তথ্য সংযোজন করেছেন।

সংক্ষিপ্তকরণ :

(ক) ইরশাদু তুল্লাবিল হাক্বায়িক্ব: ইমাম নববী (রহঃ) 'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ'কে সংক্ষিপ্ত করে এই বইটি রচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজে আবার নিজের বইকে সংক্ষিপ্ত করেন। নাম দেন 'তাক্বরীব ওয়া তাইসীর লি মা'রেফাতি সুনানিল বাশীর ওয়ান-নাযীর'। এরপর ইমাম সুয়ূত্বী অত্র তাক্বরীবের ব্যাখ্যা লেখেন, যার নাম দেন 'তাদরীবুর রাবী শারহু তাক্বরীবিন নাবাবী'। ইমাম সুয়ূত্বীর এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি পৃথিবীব্যাপী অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পায়। বর্তমানে উছূলে হাদীছের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয় 'তাদরীবুর রাবী'কে। পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর হাদীছ শিক্ষার জন্য বইটির পাঠ অপরিহার্য।

(খ) ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ: বিখ্যাত তাফসীরকারক ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ) 'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ'কে সংক্ষিপ্ত করে অত্র বইটি লিখেন। পরবর্তীতে বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আহমাদ শাকের 'আল-বাঈসুল হাছীছ' নামে অত্র বইটির ব্যাখ্যা লিখেন। আহমাদ শাকের (রহঃ)-এর অত্র ব্যাখ্যার উপর ইমাম আলবানী (রহঃ) ও হাফেয যুবাইর আলী যাঈ (রহঃ) টীকা লিখেছেন।

(গ) আল-মুক্বনি' ফী উলূমিল হাদীছ: উক্ত গ্রন্থটি 'মুক্বাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহে'র সংক্ষিপ্তকরণ হিসাবে শায়খ সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন (মৃত ৮০৪ হিঃ) রচনা করেন।।

তানক্বীদ বা সমালোচনা :

মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক । যার খেদমত যত বেশী, তার ভুল ধরা হয় তত বেশী। তেমনি ইমাম ইবনুছ ছালাহ (রহঃ)-এর বইয়ের অনেক মুহাদ্দিছ সমালোচনা করেছেন। সমালোচনামূলক বিখ্যাত তিনটি বইয়ের নাম নিম্নে পেশ করা হল:

ক. ইছলাহু ইবনিছ ছালাহ: গ্রন্থটির রচয়িতা আলাউদ্দীন মুগলত্বঈ (মৃঃ ৭৬২ হিঃ)।

খ. আত-তাক্বয়ীদ ওয়াল ইযাহ: হাফেয যাইনুদ্দীন আল-ইরাক্বী (রহঃ) (মৃত ৮০৬ হিঃ) উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

গ. আন-নুকাত আলা মুকাদ্দিমা ইবনিছ ছালাহ: হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) (মৃঃ ৮৫২ হিঃ) বর্তমান কিছু প্রকাশনী আবু মু'আয তারেক্ব ইবনে আওয়ুল্লাহ-এর 'তাহক্বীক্বে মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ' এবং তার উপর আসক্বালানী ও ইরাক্বী (রহঃ)-এর 'তানকীদ'সহ তিনটি বইকে জমা করে একত্রে প্রকাশ করেছে, যা ত্বলিবুল ইলমদের জন্য অনেক উপকারী।

সারমর্ম : উপরিউক্ত আলোচনাতে অবশ্যই স্পষ্ট হয়েছে যে, 'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ' একটি মূল্যবান ও উঁচু মাপের 'উছূলে হাদীছে'র কিতাব। সুতরাং প্রতিটি ত্বলিবে ইলমে হাদীছের বইটি পড়া ও সেটাকে নিয়ে গবেষণায় রপ্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

ছহীহ মুসলিম ও ইমাম মুসলিম :

ছহীহ বুখারী ব্যতীত কুতুবে সিত্তাহর অন্য কিতাবগুলোর লেখকগণের জীবনী ও কিতাবগুলোর পরিচিতি মূলক আলাদা লেখনী হওয়া উচিৎ। মহান আল্লাহ সুযোগ দিলে আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তবে ছহীহ বুখারীর এই ভূমিকাতে বাকী বইগুলোর সবচেয়ে বেশী পঠিত তিনটি বই বিষয়ে হালকা করে আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি। যাতে করে দাওরায়ে হাদীছের ছাত্রগণ তা থেকে উপকার হাসিল করতে পারেন।

নাম ও বংশ :

পূর্ণ নাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মুসলিম আল-কুশাইরী। কুশায়র গোত্রের দিকে নিসবাত করে তাকে কুশায়রী বলা হয় এবং নিশাপুর শহরের দিকে সম্পৃক্ত করে তাকে নিশাপুরী বলা হয়। নিশাপুর এক সময় প্রায় ১০ লক্ষ আবাদীর এক বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ শহর ছিল। ইলমের মারকায ছিল। কিন্তু মঙ্গোলীয় তাতারদের হামলায় তা ধ্বংস হয়ে যায়। তার পর থেকে অদ্যবধি নিশাপুর তার পূর্বের সেই অবস্থান আর ফিরে পায়নি। বর্তমানে এই শহরটি ইরানের তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থিত।

জন্ম ও শিক্ষা :

ইমাম মুসলিম এই নিশাপুর শহরেই ২০৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কাকতালীয়ভাবে এই বছরেই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) মাত্র ১৪ বছর বয়সে হাদীছ শ্রবণ করা শুরু করেন। তার শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শায়বা, যুহায়র বিন হারব, আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ বিন আলা, মুহাম্মাদ বিন মুসান্না, কুতায়বা বিন সাঈদ আল-বাগলানী রহিমাহুমুল্লাহ। উল্লেখ্য যে, ইমাম মুসলিমের এই ৫ জন শিক্ষক ইমাম বুখারীরও শিক্ষক। তিনি ১৬ বছর বয়সে হজ্জব্রত পালন করেন। সেখানে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আল-কানাবী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। বয়সের দিক থেকে ইমাম কানাবী ইমাম মুসলিমের সবচেয়ে বড় শায়খ। ইমাম মুসলিম ইরাক, মিসর ও মক্কা-মদীনা সহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তিনি প্রায় ২০০-এর অধিক শায়খের হাদীছ তার ছহীহ মুসলিমে গ্রহণ করেছেন। তিনি ইলমে হাদীছ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী উপকার হাসিল করেছেন ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট থেকে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ইমাম মুসলিম তার তিন জন প্রথিতযশা শায়খ থেকে ছহীহ মুসলিমে কোন হাদীছ গ্রহণ করেননি। যথা- ইমাম বুখারী, আলী বিন মাদিনী ও আলী বিন জাদ।

ইমাম মুসলিমের বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য :

আহমাদ বিন সালামা বলেন,

رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج فى معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما

আমি আবু যুরআ' ও আবু হাতিমকে দেখেছি তারা ছহীহ হাদীছ জানার বিষয়ে ইমাম মুসলিমকে তাদের যুগের মাশায়েখের উপর প্রাধান্য দিতেন।[৮৬৭]

মুহাম্মাদ বিন বাশশার বলেন,

حفَاظُ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ: أَبُو زُرْعَةَ بِالرَّيِّ، وَالدَّارِمِيُّ بِسَمَرْقَنْدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بِبُخَارَى، وَمُسْلِمٌ بِنَيْسَابُورَ.

'দুনিয়ার হাফেয চারজন। রায়ের ইমাম আবু যুর'আ, সমরকন্দের ইমাম দারেমী, বোখারার মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (ইমাম বুখারী) এবং নিশাপুরের ইমাম মুসলিম'।[৮৬৮]

মৃত্যু :

ইমাম মুসলিমের মৃত্যু বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কোন এক মজলিসে একটি হাদীছ শ্রবণ করে সেই হাদীছটি চিনতে পারছিলেন না। বাসায় ফিরে সেই হাদীছটি খুজায় মগ্ন হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে হাদিয়া হিসেবে আসা খেজুরের পাত্র তার পাশে রাখা হয়। তিনি একটি করে খেজুর মুখে দিতে থাকেন আর হাদীছ খুজতে থাকেন। হাদীছ খুজায় এতটা গভীর মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি যে খেজুর খাচ্ছেন তা তিনি ভুলেই গেছিলেন। ফলত অত্যাধিক খেজুর খাওয়ার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান।

গ্রন্থাবলী :

ইমাম মুসলিম অনেক অসাধারণ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। যথা

১. ছহীহ মুসলিম। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

২. ত্বাবাক্বাত। প্রকাশিত।

৩. আসমা ও কুনা। প্রকাশিত।

৪. মুনফারাদাত ও বিহদান। প্রকাশিত।

৫. তামিয। কিছু অংশ প্রকাশিত।

এই বইগুলো ইলমে হাদীছের অনেক সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয়ে রচিত যা একমাত্র এই শাস্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই ধারণা করতে পারেন।

ছহীহ মুসলিমের রচনা পদ্ধতি :

তৎকালীন যুগে রচিত গ্রন্থগুলোর সাথে ইমাম মুসলিমের ছহীহ মুসলিমের অন্যতম পার্থক্য হচ্ছে ইমাম মুসলিম তার গ্রন্থের জন্য অনেক লম্বা ভূমিকা লিখেছেন। এই ভূমিকায় তিনি ছহীহ

৮৬৭. নববী, শারহু মুসলিম, ১/১০।

৮৬৮. সুয়ূতী, ত্বাবাক্বাত আল-হুফফায, পৃঃ ২৫৩; তারীখে দিমাশক্ব ৫৮/৮৯; তাহযীবুত তাহযীব ৯/৫০।

মুসলিমে তার রচনা পদ্ধতি, ছহীহ যঈফ বাছাই করার গুরুত্ব এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ উসূলী আলোচনা করেছেন। ইমাম মুসলিমের এই ভূমিকাকে উসূলে হাদীছের উপর প্রথম লেখনী ধরা হয়। এই জন্য মুহাদ্দিছগণ যুগে যুগে এই ভূমিকার ব্যাখ্যায় আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। ছাত্রগণের জন্য এই ভূমিকাটি অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষকের কাছে ভালভাবে বুঝে পড়া উচিৎ। উল্লেখ্য যে, ছহীহ মুসলিমের সকল হাদীছ ছহীহ হলেও ভূমিকায় বর্ণিত সকল বর্ণনা ছহীহ হওয়ার বিষয়ে ইমাম মুসলিম শর্তারোপ করেননি। সুতরাং ভূমিকা তাহক্বীক্বযোগ্য। এই ভূমিকায় একটি বিরাট অংশ জুড়ে তিনি হাদীছে মুআনআন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা পূর্বে ছহীহ বুখারীর অধীনে করেছি। ইমাম মুসলিম (রহঃ) 'হাদ্দাছানা' ও 'আখবারানা' এর মাঝে পার্থক্য করতেন। 'হাদ্দাছানা' তখন বলা হবে যখন ছাত্র শায়খের মুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করে। আর 'আখবারানা' তখন বলা হবে যখন ছাত্র হাদীছ পড়ে এবং শায়খ হাদীছ শ্রবণ করে। তিনি খুব কম সময় একই হাদীছকে বারবার উল্লেখ করে থাকেন। তার গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি একই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ যতগুলো ছহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে তা সনদ ও মতনের পার্থক্যসহ একই জায়গায় উল্লেখ করেন।

ইমাম বুখারীর হাদীছ কেন গ্রহণ করেননি?

ইমাম বুখারীর হাদীছ তিনি কেন গ্রহণ করেননি। এই প্রশ্নের সবচেয়ে সুন্দর জবাব হচ্ছে- ইমাম বুখারীর নিকট যত ছহীহ বর্ণনা ছিল তার অধিকাংশই তিনি তার ছহীহ বুখারীতে অর্ন্তভূক্ত করেছেন। যদি ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারীর হাদীছ গ্রহণ করতেন তাহলে তার গ্রন্থটি ছহীহ বুখারীর একটি রিওয়ায়েতে পরিণত হত। তথা ছহীহ বুখারীর হাদীছগুলোই আবার ছহীহ মুসলিমে চলে আসত। তখন আলাদা ছহীহ গ্রন্থ লেখার কোন উপকারিতা বাকী থাকতনা। ধারণা করা হয় এই জন্যই ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারী থেকে কোন হাদীছ গ্রহণ করেননি। যাতে করে ছহীহ মুসলিমে ওই সমস্ত ছহীহ হাদীছ অর্ন্তভূক্ত করা যায় যা ছহীহ বুখারীতে নাই। ওয়াল্লাহু আলামু মিন্না।

ছহীহ মুসলিমের অধ্যায় ও কিতাব কি ইমাম মুসলিমের রচিত?

বর্তমানে আমাদের মাঝে প্রকাশিত ছহীহ মুসলিমে যে কিতাব ও অধ্যায়ের নাম দেখা যায় তা ইমাম মুসলিম রচনা করেননি। ইমাম মুসলিম তার গ্রন্থে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ছাড়া অন্য কিছু প্রবেশ করাতে ইচ্ছুক ছিলেন না এই জন্য নিজের পক্ষ থেকে অধ্যায়ের নাম যুক্ত করেননি। যদিও অধ্যায় আকারেই তিনি গ্রন্থ সাজিয়েছেন। তথা ছলাত বিষয়ক সকল হাদীছ এক জায়গাতেই উল্লেখ করেছেন। সেই হাদীছগুলোর মধ্যে আযান বিষয়ক হাদীছগুলো এক জায়গাতেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোথাও কিতাবুছ ছালাত ও আযান অধ্যায় আলাদা ভাবে লিখেননি। পরবর্তীতে যারা ব্যাখ্যাকার এসেছেন তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ইমাম মুসলিমের রচনা পদ্ধতি দেখে অধ্যায় ও কিতাবের নাম যুক্ত করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ ও সুনানে আবি দাউদ :

নাম :

তার পূর্ণ নাম সুলায়মান বিন আশআছ বিন ইসহাক বিন বাশীর বিন শাদ্দাদ বিন আমর বিন ইমরান আল-আযদী আস-সিজিস্তানী। আযদ গোত্রের দিকে নিসবাত করে তাকে আযদী বলা হয় এবং সিজিস্তান নামক জায়গার দিকে নিসবাত করে তাকে সিজিস্তানী বলা হয়।

জন্ম :

ইমাম আবু দউদের ছাত্র আজুররী (রহঃ) ইমাম আবু দাউদের জন্মের বিষয়ে বলেন, তিনি ২০২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

শৈশব :

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) ইলমী পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা আশআছ (রহঃ) বিখ্যাত হাদীছের ইমাম হাম্মাদ বিন যায়েদের ছাত্র ছিলেন।[৮৬৯] তেমনি তার বড় ভাই মুহাম্মাদও একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। ইমাম আবু দাউদের ছেলে আবু বকর তার চাচা মুহাম্মাদ থেকে অনেক রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।[৮৭০] এই রকম ইলমী পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি ছোটবেলা থেকে ইলম হাসিলের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তার বড় ভাই মুহাম্মাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় ইলমের জন্য সফর করেন।

ইমাম আবু দাউদের সফর :

ইমাম আবু দাউদ মাত্র ১৮ বছর বয়সে ইলমের উদ্দেশ্যে সফরে বের হন। তিনি বাগদাদ, বসরা, হিজায, মিশর, কুফা, দিমাশক্ব ও হিমস সহ ইসলামী বিশ্বের অনেক শহর সফর করেন।

শিক্ষক ও ছাত্র :

তার শায়খগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, আহমাদ বিন হাম্বাল, ইসহাক বিন রাহওয়াইহ, আলী বিন মাদিনী, ইয়াহিয়া বিন মাঈন, আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা আল-কানাবী, আহমাদ বিন সলেহ আল-মিসরী, মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ। তিনি তার সুনানে প্রায় তিন শতাধিক শায়খ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তার হাতে অনেক মহান ছাত্রও গড়ে উঠেছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, তার ছেলে আবু বকর বিন আবি দাউদ, উসূলে হাদীছের উপর প্রথম গ্রন্থ লেখক ইমাম রামাহুরমুযী, আবু বকর ইবনু আবিদ-দুনিয়া। এছাড়া ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী তার থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন। এমনকি তার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ইমাম আহমাদ (রহঃ)ও তার থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

---

৮৬৯. আত-তাক্বয়ীদ ওয়াল ইজাহ, পৃ.৪১১।
৮৭০. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৩/২২১।

ইমাম আবু দাউদের বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য :

মুসা বিন হারুন বলেন,

خلق أبو داود في الدنيا للحديث، وفي الآخرة للجنة.

ইমাম আবু দাউদ দুনিয়াতে হাদীছের জন্য এবং পরকালে জান্নাতের জন্য সৃষ্ট হয়েছেন।[৮৭১]

ইব্রাহিম বিন ইসহাক বলেন,

أُلِينَ لأبي داود الحديثُ كما أُلِينَ لداود عليه الصلاة والسلام الحديد

দাউদ (আঃ)-এর জন্য যেমন লোহাকে বিগলিত করে দেয়া হয়েছিল তেমনি আবু দাউদের জন্য হাদীছকে বিগলিত করে দেয়া হয়েছে।[৮৭২]

এই দু'টি মন্তব্যই ইমাম আবু দাউদের মর্যাদার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম আবু দাউদের লেখনীঃ তিনি অনেক মহান গ্রন্থের লেখক তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,

(১). সুনান। তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এটি। এই বই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১. কিতাবুল মারাসিল। শুধুমাত্র মুরসাল হাদীছগুলোকে জমা করে লিখিত গ্রন্থ।

২. সুয়ালাত আবি উবায়দ আল-আজুররী। ইমাম আবু দাউদেও ছাত্র ইমাম আজুররী তাকে জারাহ ও তাদীল বিষয়ে যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন সেগুলোর জবাব জমা করে লিখিত গ্রন্থ। বর্তমানে মদীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু অংশ প্রকাশিত।

৩. সুয়ালাত আবি দাউদ। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে ইমাম আবু দাউদ যে প্রশ্ন গুলো করেছিলেন তার জবাবকে জমা করে লিখিত গ্রন্থ।

৪. কিতাবুয যুহদ। তাক্বওয়া, পরহেযগারিতা ও দুনিয়া বিমুখতার বিষয়ে লিখিত গ্রন্থ।

৫. মাসায়িল। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে ফিক্বহী মাসায়েল বিষয়ে যে প্রশ্নগুলো ইমাম আবু দাউদ করেছিলেন সেগুলোর জবাব এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।

৬. রিসালা। ইমাম আবু দাউদের নিকট মক্কাবাসী তার 'সুনান' বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। তখন ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) তার সুনান বিষয়ে একটি চিঠি মক্কাবাসীর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। এই চিঠিই 'রিসালা' নামে প্রকাশিত। সুনানে আবি দাউদের রচনা পদ্ধতির জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র এটি।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলো বর্তমানে প্রকাশিত আল হামদুলিল্লাহ।

---

৮৭১. নববী, তাহযিবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, ২/২২৬।

৮৭২. সুলায়মান আল-খত্তাবী, মাআলিমুস সুনান, ১/৭।

সুনানে আবি দাউদ : সুনানে আবি দাউদ একটি বেনজীর ও অনন্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদের রচনা পদ্ধতি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে বর্ণিত হল।

- ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) তার এই বইয়ে শুধুমাত্র হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত হাদীছ জমা করেছেন। ইতিহাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামত ইত্যাদী সংক্রান্ত হাদীছ সেই ভাবে জমা করেননি।
- তিনি সর্বদা প্রসিদ্ধ হাদীছ পেশ করার চেষ্টা করেন। অপরিচিত ও গরীব হাদীছ খুব কম উল্লেখ করেন।
- প্রতিটি অধ্যায়ে সেই অধ্যায়ের তুলনামূলক সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীছ পেশ করার চেষ্টা করেন। উল্লেখ্য যে, এর অর্থ এই নয় যে, সেই হাদীছটি ছহীহ। এমন অনেক অধ্যায় রয়েছে যে অধ্যায়ে কোন ছহীহ হাদীছ নাই। কিন্তু অনেক দুর্বল হাদীছ রয়েছে। তখন ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) সেই দুর্বল হাদীছগুলোর মধ্যে থেকে যেটা তুলনামূলক কম দুর্বল সেটা গ্রহণ করেন।
- প্রতিটি অধ্যায়ে দুই থেকে তিনটি হাদীছ উল্লেখ করেন। অত্যাধিক হাদীছ উল্লেখ করেন না।
- একই হাদীছ বারংবার উল্লেখ করেন না। যদি কোন সময় একই হাদীছ দুই বা ততোধিক বার উল্লেখ করেন। তাহলে সানাদে বা মাতানে অতিরিক্ত কোন উপকারিতার জন্য উল্লেখ করে থাকেন।
- যদি কোন হাদীছ অতি দুর্বল হয় তাহলে তিনি হাদীছের শেষে হাদীছের উপর যঈফ হুকুম উল্লেখ করেন।
- আলী বা 'উঁচু' সানাদকে প্রাধান্য দেন।
- সাধারণত অধ্যায়ের প্রথমে ছহীহ হাদীছ উল্লেখ করেন। অতঃপর অধ্যায়ের শেষের দিকে দুর্বল হাদীছ উল্লেখ করেন।
- কখনো কঠিন শব্দের অর্থ উল্লেখ করেন।

ইমাম আবু দাউদের শর্তঃ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের মত ইমাম আবু দাউদেরও কিছু শর্ত রয়েছে নিম্নে তার শর্তাবলী উল্লেখ করা হল।

- ইমাম আবু দাউদ তার গ্রন্থের সকল হাদীছ ছহীহ হওয়ার শর্তারোপ করেননি।
- মাতরুক ও মুত্তাহাম রাবী থেকে তিনি হাদীছ গ্রহণ করেননা।
- যঈফ হাদীছ তখনি গ্রহণ করেন যখন সেই বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়না।
- যঈফ হাদীছ তার নিকটে দুই প্রকার। হালকা দুর্বল ও বেশী দুর্বল।
- হাদীছ যদি বেশী দুর্বল হয় তাহলে তিনি নিজেই হাদীছের পরে তা জানিয়ে দেন।
- যে হাদীছগুলোতে তিনি চুপ থেকেছেন সেগুলো তার নিকট সলিহ। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

ইমাম আবু দাউদের চুপ থাকা :

ইমাম আবু দাউদ তার 'রিসালা'তে বলেন,

وَمَا كَانَ فِي كتابي من حَدِيث فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَيِّنته وَمِنْه مَالا يَصح سَنَده مَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح

'তথা আমার এই বইয়ে যে হাদীছে কঠিন দুর্বলতা রয়েছে তা আমি বর্ণনা করে দিয়েছি আর তার মধ্যে কিছুর সানাদ দুর্বল। আর আমি যে হাদীছের বিষয়ে কিছুই বলিনি তা ছলিহ'।[৮৭৩]

এখান থেকে অনেকেই বুঝেছেন যে, ইমাম আবু দাউদ প্রত্যেক যে হাদীছের বিষয়ে তার গ্রন্থে চুপ থেকেছেন সে হাদীছটি হাসান। যদিও 'ছলিহ' এই শব্দটি দুই রকম অর্থ বহন করার ক্ষমতা রাখে। হয় ইতিবার ও শাওয়াহেদের জন্য ছলিহ অথবা দলীলের জন্য ছলিহ। কিন্তু এই বিষয়ে অতি তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে আমরা যদি ইমাম আবু দাউদের কথাকেই গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করি তাহলে সকল সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাবে। আমরা দেখেছি ইমাম আবু দাউদ স্বয়ং বলেছেন, 'যে হাদীছ অত্যাধিক দুর্বল হবে সেই হাদীছের বিষয়ে তিনি নিজেই মন্তব্য করেন'। তথা যে হাদীছের দুর্বলতা হালকা সে হাদীছের উপর তিনি মন্তব্য করেন না। সুতরাং যে হাদীছগুলোর বিষয়ে তিনি চুপ থেকেছেন সেগুলোর মধ্যে হালকা দুর্বল হাদীছও আছে। অতএব প্রত্যেক যে হাদীছ বিষয়ে তিনি চুপ থাকবেন তা হাসান হবে এই মন্তব্য করা স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)-এর মন্তব্যের বিরোধী। আর বাস্তবতাও এই বিষয়টির প্রমাণ বহন করে।

ইমাম তিরমিযী ও জামে' তিরিমিযী :

নাম ও বংশ :

তার পূর্ণনাম মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সাওরা বিন মুসা বিন যহহাক্ব আল-বুগী আত-তিরমিযী আস-সুলামী। 'বুগ' নামক গ্রামে মারা যাওয়ার কারণে তাকে 'আল-বুগী' বলা হয়। মুযার বংশের বানি কায়সের একটি গোত্র হচ্ছে 'বানি সুলায়ম'। তাদের দিকে নিসবাত করে 'সুলামী' বলা হয়। উজবেকিস্তানের দক্ষিণে আমু দরিয়া থেকে অনতিদূরে 'তিরমিয' নামক এলাকার দিকে সম্পৃক্ত করে তাকে তিরমিযী বলা হয়।

জন্ম :

ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, তিনি ২১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) তার আল-হিত্তায় বলেছেন, তিনি ২০৯ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

ইলম অর্জন :

ইমাম তিরমিযীর শৈশব কাল সর্ম্পকে বিস্তারিত কিছু জানা যায়না। তবে তার উস্তাদগণের মধ্যে যারা আগে মারা গেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মুহাম্মাদ বিন আমর আল-বালখী যিনি

৮৭৩. রিসালা ইলা আহলি মাক্কা দ্রষ্টব্য।

২৩৬ হিজরীতে মারা যান। সলিহ বিন আব্দুল্লাহ আত-তিরমিযী যিনি। এক মত অনুযায়ী তিনি ২৩১ হিজরীতে মারা যান। সুতরাং ধারণা করা যায় ইমাম তিরমিযী ২৩১ হিজরীর পূর্বেই তথা অন্ততপক্ষে ২০ বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই ইলম হাসিল করা শুরু করেছিলেন।

সফর :

ইমাম তিরমিযী খোরাসান, ইরাক ও হিজায সহ অনেক শহরে ইলম হাসিলের জন্য সফর করেন। তবে তিনি মিসর, শাম ও ইয়েমেনে সফর করেননি। ইরাকে সফর করলেও শুধু কুফা-বসরায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না বাগদাদেও প্রবেশ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেননি। তাদের দলীল হচ্ছে, ইমাম খত্বীব বাগদাদী তার তারীখে বাগদাদে ইমাম তিরমিযীর জীবনী সংকলন করেননি। অথচ তার মানহাজ হচ্ছে প্রত্যেক যারা বাগদাদ এসেছিলেন তিনি তাদের জীবনী তারীখে বাগদাদে সন্নিবেশিত করবেন। এছাড়া যদি তিনি বাগদাদ আসতেন তাহলে অবশ্যই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) থেকে হাদীছ শ্রবণ করতেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনার কোন দলীল পাওয়া যায়না। অতএব ইমাম তিরমিযী বাগদাদে প্রবেশ করেননি। প্রথম দলীলের জবাবে অনেকেই বলেছেন, খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) শুধু তাদের জীবনী সন্নিবেশিত করেছেন যারা বাগদাদে বসে হাদীছের দারস দিয়েছে। এছাড়া আরো অনেক রাবী এমন রয়েছে খত্বীব বাগদাদী (রহঃ)-এর শর্ত অনুযায়ী তারীখে বাগদাদে তাদের জীবনী আসার কথা তারপরেও তাদের জীবনী পাওয়া যায়না। যেমনটা ইমাম ইবনুস-সামআনী (রহঃ) তার যাইলে খত্বীব বাগদাদী (রহঃ)-এর ইস্তিদরাক করেছেন। দ্বিতীয় দলীলের জবাবে অনেকেই বলেছেন, ইমাম আহমাদের মৃত্যুর পরে ইমাম তিরমিযী বাগদাদে গেছিলেন এই জন্য ইমাম আহমাদ থেকে কোন হাদীছ শ্রবণের সুযোগ পাননি। এছাড়া ইমাম তিরমিযী বাগদাদের প্রায় ৩৮ জন শায়খ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি বাগদাদেও সফর করেছিলেন এটিই সঠিক মন্তব্য।

শুয়ুখ :

ইমাম তিরমিযীর শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কুতায়বা বিন সাঈদ আল-বাগলানী, মুহাম্মাদ বিন বাশশার, মাহমুদ বিন গায়লান, আহমাদি বিন মানি, আবদ বিন হুমায়দ ইত্যাদী। তবে তিনি ইলমে হাদীছ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান হাসিল করেছেন ইমাম বুখারীর নিকটে। যেমন তিনি স্বয়ং বলেন,

وَمَا كَانَ فِيهِ من ذكر الْعِلَل فِي الْأَحَادِيث وَالرِّجَال والتاريخ فَهُوَ مَا استخرجته من كتب التَّارِيخ وَأكْثر ذَلِك مَا ناظرت بِهِ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل وَمِنْه مَا ناظرت بِهِ عبد الله بن عبد الرَّحْمَن وَأَبا زرْعَة وَأكْثر ذَلِك عَن مُحَمَّد وَأَقل شَيْء فِيهِ عَن عبد الله وَأبي زرْعَة وَلم أر أحدا بالعراق وَلَا بخراسان فِي معنى الْعِلَل والتاريخ وَمَعْرِفَة الْأَسَانِيد كثير أحد أعلم من مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل

সুনানে তিরমিযীতে হাদীছ, রাবী ও ইতিহাস বিষয়ক যত ইলালের বর্ণনা আছে তার অধিকাংশই আমি তারীখগ্রন্থগুলো থেকে সংগ্রহ করেছি। আর এগুলোর অনেকাংশ আমি মুহাম্মাদ বিন ইসমাইলের সাথে আলোচনা করেছি, আর কিছু অংশ আব্দুল্লা বিন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী ও আবু যুরআ'র সাথে আলোচনা করেছি। আর আমি ইরাকে ও খোরাসানে ইলাল, ইতিহাস ও হাদীছের সানাদ বিষয়ে ইমাম বুখারীর চেয়ে বেশী জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।[৮৭৪]

ইমাম তিরমিযীর বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য :

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي

'তুমি আমার নিকট থেকে যত উপকার হাসিল করেছ তার চেয়ে বেশী উপকার আমি তোমার থেকে অর্জন করেছি'।[৮৭৫]

ওমর বিন আল্লাক বলেন,

"مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد

ইমাম বুখারী খোরাসানে তার পরে জ্ঞান, হিফয ও পরহেযগারিতার দিক দিয়ে ইমাম তিরমিযির মত কাউকে ছেড়ে যাননি। তথা ইমাম বুখারীর মৃত্যুর পরে খোরাসানের মাটিতে একমাত্র ইমাম তিরমিযী তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন।[৮৭৬]

ইমাম তিরমিযীর স্মৃতি শক্তি :

ইমাম তিরমিযীর তার নিজের বিষয়ে বলেন, একদা তিনি মক্কার একজন শায়খের কপি থেকে দুই খন্ড হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন। সেই হাদীছগুলো তার কাছে পড়তে যান। কিন্তু ভুল ক্রমে তিনি খালি পান্ডুলিপি নিয়ে যান। তার লিখিত পান্ডুলিপি ছেড়ে যান। উস্তাদের সামনে গিয়ে পান্ডুলিপি খুলে দেখেন কিছু লেখা নাই। শুধু সাদা পৃষ্ঠা। কিন্তু লজ্জায় তিনি শায়খকে কিছু বলতে পারেননা। তিনি সাদা পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে নিজ মুখস্থ শক্তি থেকে হাদীছ পড়তে শুরু করেন। এক সময় শায়খের চোখ পান্ডুলিপির দিকে পড়লে তিনি দেখতে পান পান্ডুলিপিতে কিছু লেখা নাই। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন। ইমাম তিরমিযী তাকে আসল ঘটনা শুনালেন। ইমাম তিরমিযীর কথা উস্তাদ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি বললেন তুমি নিশ্চয় আগে থেকে মুখস্থ করে এসেছ। তখন ইমাম তিরমিযী বললেন, আপনি আমাকে এমন কিছু হাদীছ শুনান যা আগে শুনাননি। তখন শিক্ষক প্রায় ৪০টি নতুন হাদীছ শুনালেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী হুবহু সেই ৪০টি হাদীছ শুনিয়েছিলেন। একটি বর্ণেও ত্রুটি করেননি। তখন উস্তাদ বললেন, আমি তোমার মত কাউকে দেখিনি।[৮৭৭]

---

৮৭৪. আল-ইলালুস সগীর পৃ.২।
৮৭৫. মিরআতুল মাফাতীহ, মুবারকপুরী ১/১৫।
৮৭৬. কুতুল মুগতাযী, সুয়ূতী পৃ.৮।
৮৭৭. কুতুল মুগতাযী, সুয়ূতী পৃ.৮-১০।

ইমাম তিরমিযীর লেখনীঃ ইমাম তিরমিযীর গ্রন্থাবলীর সঠিক হিসাব জানা যায়না। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম হালকা পরিচয় সহ দেয়া হল।

- আল-জামিউল কাবীর। এই গ্রন্থটিই আমাদের মাঝে সুনানে তিরমিযী নামে পরিচিত। এই বই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ করব।
- আল-ইলালুস সগীর। বইটি মূলত সুনানে তিরমিযীর ভূমিকা বলা যায়। সুনানে তিরমিযীর বিভিন্ন বিষয়ে তিনি এই বইয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন উসূলে হাদীছের মাসায়েলের উপরও আলোচনা করেছেন।
- আল-ইলালুল কাবীর। এই গ্রন্থটি একটি হাদীছের গ্রন্থ। হাদীছের পাশাপাশি ইলাল ও রাবীগণের বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। এই বইয়ের অনেক আলোচনা তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে সংগ্রহ করেছেন।
- শামায়িলুন নাবী (ছাঃ)। রাসূল (ছাঃ) চেহারা, সুরত, শারিরীক গঠন ইত্যাদীর উপর পৃথিবীর এক অনন্য গ্রন্থ এটি। গ্রন্থটি পড়লে মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেন।

জামে‘ তিরমিযী :

এই গ্রন্থটির কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। যেমন- আল-জামি‘, আল-জামিউল কাবীর, আল-জামিউস সহীহ, আল-মুসনাদুল জামি‘, আস-সুনান ইত্যাদী। ইমাম তিরমিযীর লিখিত সর্ব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এটি। এই গ্রন্থটির রচনাপদ্ধতি নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

- ইমাম তিরমিযী কিতাবগুলোকে ‘কিতাব’ না বলে ‘আবওয়াব’ বলে থাকেন। যেমন ‘কিতাবুছ ছলাত’ না বলে ‘আবওয়াবুছ ছলাত’ বলেন।
- প্রতিটি কিতাবের অধীনে অনেক অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়ের নামগুলো সাধারণত হাদীছের বাক্য থেকে সংগ্রহ করেন।
- প্রতি অধ্যায়ে এক থেকে দু‘টি হাদীছ উল্লেখ করেন। বেশী সংখ্যক হাদীছ সাধারণত উল্লেখ করেননা।
- হাদীছের শেষে ‘ওয়াফিল বাব’ বলে এই অধ্যায়ে পেশ করার মত অন্যান্য ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছের প্রতি ইশারা করেন। যাতে করে ছাত্ররা এর চেয়ে বেশী হাদীছ জানতে চাইলে সেগুলো খুজে নিয়ে পড়তে পারে।
- অতঃপর এই অধ্যায়ে যে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন সেই হাদীছটি ছহীহ না যঈফ সে বিষয়ে হুকুম আরোপ করেন।
- অতঃপর এই হাদীছটি বিভিন্ন সনদ থেকে বর্ণিত হয়েছে না শুধু একটি সনদ থেকে বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেন।

- অতঃপর এই হাদীছ সংশ্লিষ্ট মাসায়েল বিষয়ে ফুক্বাহাগণের কি মন্তব্য ও মতভেদ তা পেশ করেন।
- তিনি শুধুমাত্র মুহাদ্দিছ ফক্বীহগণের মন্তব্য পেশ করে থাকেন। যথা- ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক, সুফিয়ান সাওরী ইত্যাদী। সমগ্র বইয়ে কোথাও তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নাম নিয়ে কোন মত পেশ করেননি। তবে 'আহলুর রায়' বলে তাদের মন্তব্য পেশ করেছেন।
- যত ফক্বীহের মন্তব্য তিনি এই বইয়ে পেশ করেছেন সকল মন্তব্য তার নিকট সানাদ সহ পৌঁছেছে। সেই সানাদগুলো তিনি ইলালে সগীরে উল্লেখ করেছেন।
- সাধারণত তিনি হাদীছের উপর 'হাসান ছহীহ' 'হাসান গরীব' 'হাসান ছহীহ গরীব' 'গরীব' ইত্যাদী হুকুম বেশী আরোপ করে থাকেন। যেগুলোর ব্যাখ্যা আমরা পেশ করব ইনশাআল্লাহ।
- একই অধ্যায়ে দুই থেকে তিনটি হাদীছ পেশ করলে সাধারণত দুর্বল হাদীছটি সর্বাগ্রে পেশ করে থাকেন। এমনটিই বলেছেন ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ)।

ইমাম তিরমিযীর শর্ত :

প্রতিটি মুহাদ্দিছ কিছু শর্তকে সামনে রেখে তাদের বইয়ের জন্য হাদীছ চয়ন করে থাকেন। যেমনটি আমরা ছহীহ বুখারীর শর্তের আলোচনায় দেখেছি। জামে' তিরমিযীর এই জাতীয় কিছু শর্ত নিম্নে আলোচনা করা হল।

- ইমাম তিরমিযী শুধুমাত্র সেই হাদীছগুলো তার বইয়ে গ্রহণ করেছেন যেগুলোর উপর আমল রয়েছে।
- ইমাম তিরমিযী তার গ্রন্থের জন্য হাদীছের ছহীহ হওয়া শর্তারোপ করেননি। কেননা স্বয়ং ইমাম তিরমিযী নিজে তার গ্রন্থের বহু হাদীছকে যঈফ বলেছেন। সুতরাং সুনানে তিরমিযীর সকল হাদীছকে ছহীহ বলা ইমাম তিরমিযীর বিরোধিতা করার শামিল।
- ইমাম তিরমিযী তার গ্রন্থে 'মুত্তাহাম' বা মিথ্যার সন্দেহে অভিযুক্ত রাবী থেকে হাদীছ গ্রহণ করেননি। এই পর্যায়ের দুই এক জন রাবীর বর্ণনা থাকলেও সেগুলো বিভিন্ন সানাদ উল্লেখ করতে গিয়ে চলে এসেছে। দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি।
- ইমাম তিরমিযী ওই সমস্ত দুর্বল রাবী থেকে হাদীছ গ্রহণ করে থাকেন যাদেরকে সার্বিকভাবে পরিত্যাগ করার বিষয়ে মুহাদ্দিছগণ একমত পোষণ করেননি। তারা সাধারণত সাইউল হিফয, মুখতুলিত, যঈফ, মুনকার ইত্যাদী পর্যায়ের রাবী। তবে ইমাম তিরমিযী এই পর্যায়ের রাবীদের দুর্বলতার বিষয়টি নিজেই স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন।
- কিছু হাদীছ ইমাম তিরমিযী বিপরীত মতের প্রতি লক্ষ্য রেখে পেশ করে থাকেন। যেমন জোরে আমীন বলার হাদীছ পেশ করার পর যেহেতু একদল মানুষ আস্তে আমীন বলে থাকেন

তাই তাদের হাদীছটিও পেশ করেন। কেননা আমরা প্রথমেই দেখেছি ইমাম তিরমিযীর মৌলিক শর্ত হচ্ছে ফুক্বাহাগণের মত ও আমল। বিভিন্ন মাসায়েলে ফুকাহাগণের মত ও আমলকে ভিত্তি করে তিনি হাদীছ পেশ করে থাকেন।

ইমাম তিরমিযীর ব্যবহৃত পরিভাষা :

ইমাম তিরমিযী তার সুনানে তিরমিযীতে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন। যথা

- হাসান।
- গরীব।
- হাসান ছহীহ।
- হাসান গরীব।
- হাসান ছহীহ গরীব।

এই পরিভাষাগুলোর উপর বিভিন্ন ভাবে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। যথা

অভিযোগ :

মুহাদ্দিছগণের সংজ্ঞা অনুযায়ী ওই রাবীর হাদীছ হাসান হয় যে রাবীর স্মৃতি শক্তি মযবূত হলেও পূর্ণাঙ্গ মযবূত নয়। অন্যদিকে ওই রাবীর হাদীছ ছহীহ হয় যার স্মৃতি শক্তি পূর্ণাঙ্গ মযবূত। তাহলে কিভাবে একই হাদীছ হাসান ও ছহীহ হতে পারে? হাসান হলে ছহীহ হওয়ার সুযোগ নাই আর ছহীহ হলে হাসান হওয়ার সুযোগ নাই।

জবাব :

এই অভিযোগের জবাবে বিভিন্ন মুহাদ্দিছ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। নিম্নে তাদের মন্তব্য গুলো পেশ করা হল-

- হাদীছটির দু'টি সানাদ রয়েছে। একটি সানাদ হাসান ও দ্বিতীয় সানাদ ছহীহ।
- ছহীহ দ্বারা পারিভাষিক ছহীহ উদ্দেশ্য কিন্তু হাসান দ্বারা শাব্দিক অর্থে সুন্দর উদ্দেশ্য। পারিভাষিক হাসান উদ্দেশ্য নয়।
- ছহীহ ও হাসানের মাঝামাঝি স্তর হচ্ছে 'হানাসুন ছহীহ'।
- ইমাম তিরমিযী হাদীছটি হাসান না ছহীহ এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেননি তাই সিদ্ধান্তের দোদুল্যমানতার কারণে 'হাসান ছহীহ' বলে থাকেন।

তাহক্বীক্ব :

প্রথমত এমন অনেক হাদীছ রয়েছে যেগুলোকে ইমাম তিরমিযী হাসান ছহীহ বলেছেন অথব সেই হাদীছের সানাদ মাত্র একটি। সুতরাং প্রথম জবাব সার্বিক ভাবে গ্রহণীয় নয়। দ্বিতীয়ত ইমাম তিরমিযীর মত একজন মহান মুহাদ্দিছ এতগুলো হাদীছের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবেন তা

কল্পনাযোগ্য নয়। বাকী জবাবগুলো দূরবর্তী জবাব। এই অভিযোগের সবচেয়ে সুন্দর জবাব রয়েছে ইমাম তিরমিযীর নিজের মন্তব্যের মধ্যেই।

হাসান :

ইমাম তিরমিযী হাসানের সংজ্ঞায় স্বয়ং বলেন,

كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا. ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن.

'প্রত্যেক যে হাদীছের সানাদে মুত্তাহাম বিল কাযিব রাবী নাই এবং হাদীছ শায নয় আর হাদীছটি বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়েছে তাহলে সেটি আমাদের নিকটে হাসান'।[৮৭৮]

তথা তিন শর্তে ইমাম তিরমিযীর নিকট হাদীছ হাসান হয়। যথা

- হাদীছের রাবী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নয়।
- হাদীছটি শায নয়।
- হাদীছটি বিভিন্ন সানাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সানাদ থেকে আসা অর্থ হুবহু হাদীছের শব্দ বিভিন্ন সানাদ থেকে আসতে হবে এমন হয়। হাদীছের সমার্থবোধক হাদীছ অন্য ছাহাবী থেকে বর্ণিত হলেই সেটা বিভিন্ন সানাদ হিসেবে ধর্তব্য হবে।

ইমাম তিরমিযীর এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ছহীহ হাদীছকেও হাসান বলা যাবে। কেননা ছহীহ হাদীছে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবী থাকার কোন প্রশ্নই আসেনা। ছহীহ হাদীছ শায হয়না। আর ছহীহ হাদীছ বিভিন্ন সানাদ থেকে আসলে সেটি তার জন্য অতিরিক্ত মযবূতি সৃষ্টিকারী। সুতরাং ইমাম তিরমিযীর এই হাসান সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন ছহীহ হাদীছ যদি বিভিন্ন সানাদ থেকে আসে তাহলে তাকে 'হাসান ছহীহ' বলা যাবে। ছহীহের শর্তাবলী পাওয়ার জন্য ছহীহ আর বিভিন্ন সানাদ থেকে আসার জন্য হাসান। এছাড়া হালকা যঈফ হাদীছও হাসান হতে পারে। যথা

- যদি সেই হাদীছের রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়, বা মুদাল্লিস হয় বা মাসতুর হয় বা অন্য কোন হালকা দোষে ত্রুটিযুক্ত হয় কিন্তু মিথ্যার অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকে।
- হাদীছটি যদি তার চেয়ে মযবূত হাদীছের বিরোধী না হয়।
- বিভিন্ন সানাদ থেকে আসে।

তাহলে এই জাতীয় দুর্বল হাদীছের উপর ইমাম তিরমিযী 'হাসান' হুকুম আরোপ করে থাকেন।

অভিযোগঃ ইমাম তিরমিযীর এই হাসান সংজ্ঞা দ্বারা 'হাসান ছহীহ' পরিভাষার উপর থেকে অভিযোগ দূরীভূত হলেও 'হাসান গরীব' পরিভাষার উপর অভিযোগ থেকেই যায়। কেননা ইমাম তিরমিযীর হাসানের জন্য শর্ত হচ্ছে বিভিন্ন সানাদ থেকে আসতে হবে। আর গরীব হাদীছের

---

৮৭৮. আল-ইলালুস সগীর।

জন্য শর্ত হচ্ছে একক সানাদ হতে হবে। সুতরাং ইমাম তিরমিযীর সংজ্ঞা অনুযায়ী একই হাদীছ এক সময়ে হাসান ও গরীব হতে পারেনা।

জবাব :

এই অভিযোগের জবাব ইমাম তিরমিযী প্রদত্ত গরীবের সংজ্ঞার মধ্যে রয়েছে নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল।

গরীব :

ইমাম তিরমিযী স্বয়ং 'গরীব' হাদীছের সংজ্ঞায় বলেন,

رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد...ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث،ورب حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الاسناد

'অনেক হাদীছ গরীব হয় শুধুমাত্র একটি সানাদে বর্ণিত হওয়ার কারণে। কিছু হাদীছ গরীব হয় সেই হাদীছের কোন সানাদে অতিরিক্ত শব্দ থাকার কারণে। আর কিছু হাদীছ গরীব হয় হাদীছটির কোন এক সানাদে বিশেষ রাবী থেকে শুধুমাত্র একজন কতৃক বর্ণিত হওয়ার কারণে। যদিও মূল হাদীছ বিভিন্ন সানাদ থেকে বর্ণিত'।[৮৭৯]

উপরের কথার সারর্মম হিসেবে আমরা বলতে পারি, ইমাম তিরমিযীর নিকট গরীব তিনভাবে হতে পারে। যথা

- হাদীছটি মাত্র একটি সনদ থেকে বর্ণিত। তথা গরীব মুতলাক। অন্য মুহাদ্দিছগণের নিকটও এটি গরীব।
- হাদীছের মতনে অতিরিক্ত কিছু থাকা। যা অন্য সনদে বর্ণিত হয়নি। এটিকে অন্য মুহাদ্দিছগণ 'যিয়াদাতিয়ে ছিকাত' বলে থাকেন।
- মূল হাদীছ বিভিন্ন সানাদ থেকে বর্ণিত হলেও। হাদীছের কোন এক সানাদে একজন রাবী শুধু একজন শায়খ থেকেই বর্ণনা করে। এটিকে অন্য মুহাদ্দিছগণ 'গরাবাত নিসবী' বলেছেন।

ইমাম তিরমিযী এই তিন প্রকার গরীব তার ইলাল সগীরে উদাহরণসহ বুঝিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর এই সংজ্ঞা অনুযায়ী একই হাদীছ এক সাথে হাসানও হতে পারে এবং গরীবও হতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরণ অনুযায়ী এক হাদীছ বিভিন্ন সানাদ থেকে আসার কারণে হাসান হবে এবং কোন এক সানাদে অতিরিক্ত কিছু থাকার জন্য অথবা কোন এক সানাদে 'গরাবাত নিসবী' তৈরী হওয়ার জন্য তা গরীব হবে।

---

৮৭৯. আল-ইলালুস সগীর।

আবার একই সাথে একটি হাদীছ 'হাসান ছহীহ গরীব' হতে পারে। কেননা আমরা আগে দেখেছি ইমাম তিরমিযীর হাসান অনুযায়ী একটি ছহীহ হাদীছ বিভিন্ন সানাদ থেকে আসলে তাকে হাসান বলা যায়। সুতরাং ইমাম তিরমিযীর নিকট একটি হাদীছ তখনি হাসান ছহীহ গরীব হবে যখন-

- হাদীছটি ছহীহ।
- হাদীছটি বিভিন্ন সানাদ থেকে এসেছে।
- হাদীছটিতে যিয়াদাতিয়ে সিকাত বা গরাবাত নিসবী আছে।

সুতরাং ইমাম তিরমিযীর সংজ্ঞা অনুযায়ী তার সকল পরিভাষার উপর থেকে অভিযোগ দূরীভূত হয়ে যায় ফালিল্লাহিল হামদ।

সতর্কতা :

ইমাম তিরমিযীর এই গরীব শুধু তখনি ধর্তব্য হয় যখন তিনি গরীবের সাথে অন্য কোন গুণ যুক্ত করেন যেমন 'হাসান গরীব', 'হাসান গরীব ছহীহ'। অন্যদিকে ইমাম তিরমিযী যখন কোন হাদীছের উপর শুধু 'গরীব' হুকুম আরোপ করেন তখন এর দ্বারা 'যঈফ' উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।[৮৮০]

ইমাম বুখারীর নাসীহাত

ইমাম বুখারীর কিছু নসীহাত

ইমাম বুখারীর (রহঃ)-এর পক্ষ থেকে কিছু নসীহাত পাওয়া যায়। সেই নসীহাত গুলো নিজের জন্য ও পাঠকদের জন্য পেশ করার মাধ্যমে 'মিন্নাতুল বারী'-এর ভূমিকার ইতি টানব ইনশাআল্লাহ।

فَقَصَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ، وَأَعْلَمْتُهُ مُرَادِي، فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلْ فِي أَمْرٍ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ حُدُودِهِ وَالْوُقُوفِ عَلَى مَقَادِيرِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَصِيرُ مُحَدِّثًا كَامِلًا فِي حَدِيثِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكْتُبَ أَرْبَعًا مَعَ أَرْبَعٍ، كَأَرْبَعٍ مِثْلِ أَرْبَعٍ فِي أَرْبَعٍ، عِنْدَ أَرْبَعٍ بِأَرْبَعٍ، عَلَى أَرْبَعٍ عَنْ أَرْبَعٍ لِأَرْبَعٍ، وَكُلُّ هَذِهِ الرُّبَاعِيَّاتِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَرْبَعٍ، مَعَ أَرْبَعٍ؛ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ كُلُّهَا هَانَ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ وَابْتُلِيَ بِأَرْبَعٍ، فَإِذَا صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ أَكْرَمَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا بِأَرْبَعٍ وَأَثَابَهُ فِي الْآخِرَةِ بِأَرْبَعٍ.

قُلْتُ لَهُ: فَسِّرْ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَحْوَالِ هَذِهِ الرُّبَاعِيَّاتِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَى كَتْبِهَا هِيَ: أَخْبَارُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَائِعِهِ، وَالصَّحَابَةِ وَمَقَادِيرِهِمْ، وَالتَّابِعِينَ وَأَحْوَالِهِمْ، وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ وَتَوَارِيخِهِمْ، مَعَ أَسْمَاءِ رِجَالِهَا وَكُنَاهُمْ وَأَمْكِنَتِهِمْ وَأَزْمِنَتِهِمْ، كَالتَّحْمِيدِ مَعَ الْخُطَبِ، وَالدُّعَاءِ مَعَ التَّرَسُّلِ، وَالْبَسْمَلَةِ مَعَ السُّورَةِ، وَالتَّكْبِيرِ مَعَ الصَّلَوَاتِ، مِثْلِ

৮৮০. আল আহাদীছ আল-হিসান আল-গরায়িব, আব্দুল বারী বিন হাম্মাদ আল-আনসারী, পৃ. ১১০।

الْمُسْنَدَاتِ، وَالْمُرْسَلَاتِ، وَالْمَوْقُوفَاتِ، وَالْمَقْطُوعَاتِ فِي صِغَرِهِ، وَفِي إِدْرَاكِهِ، وَفِي شَبَابِهِ، وَفِي كُهُولَتِهِ، عِنْدَ شُغْلِهِ، وَعِنْدَ فَرَاغِهِ، وَعِنْدَ فَقْرِهِ، وَعِنْدَ غِنَاهُ، بِالْجِبَالِ، وَالْبِحَارِ، وَالْبُلْدَانِ، وَالْبَرَارِي، عَلَى الْأَحْجَارِ وَالْأَصْدَافِ، وَالْجُلُودِ وَالْأَكْتَافِ، إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُمْكِنُهُ نَقْلُهَا إِلَى الْأَوْرَاقِ، عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ، وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ، وَعَمَّنْ هُوَ دُونَهُ، وَعَنْ كِتَابِ أَبِيهِ، يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ بِخَطِّ أَبِيهِ دُونَ غَيْرِهِ، لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى طَالِبًا لِمَرْضَاتِهِ، وَالْعَمَلِ بِمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا، وَنَشْرِهَا بَيْنَ طَالِبِيهَا، وَالتَّأْلِيفِ فِي إِحْيَاءِ ذِكْرِهِ بَعْدَهُ.

ثُمَّ لَا تَتِمُّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إِلَّا بِأَرْبَعٍ هِيَ مَنْ كَسْبِ الْعَبْدِ: مَعْرِفَةُ الْكِتَابَةِ، وَاللُّغَةِ، وَالصَّرْفِ، وَالنَّحْوِ، مَعَ أَرْبَعٍ هُنَّ مِنْ عَطَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: الصِّحَّةُ، وَالْقُدْرَةُ، وَالْحِرْصُ، وَالْحِفْظُ؛ فَإِذَا صَحَّتْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ هَانَ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ: الْأَهْلُ، وَالْوَلَدُ، وَالْمَالُ، وَالْوَطَنُ، وَابْتُلِيَ بِأَرْبَعٍ: شَمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ، وَمَلَامَةُ الْأَصْدِقَاءِ، وَطَعْنُ الْجُهَلَاءِ، وَحَسَدُ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِذَا صَبَرَ عَلَى هَذِهِ الْمِحَنِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا بِأَرْبَعٍ: بِعِزِّ الْقَنَاعَةِ، وَبِهَيْبَةِ الْيَقِينِ، وَبِلَذَّةِ الْعِلْمِ، وَبِحَيَاةِ الْأَبَدِ، وَأَثَابَهُ فِي الْآخِرَةِ بِأَرْبَعٍ: بِالشَّفَاعَةِ لِمَنْ أَرَادَ مِنْ إِخْوَانِهِ، وَبِظِلِّ الْعَرْشِ حَيْثُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَيَسْقِي مَنْ أَرَادَ مِنْ حَوْضِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِجِوَارِ النَّبِيِّينَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي الْجَنَّةِ؛ فَقَدْ أَعْلَمْتُكَ يَا بُنَيَّ بِمُجْمَلَاتِ جَمِيعِ مَا كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ مَشَايِخِي مُتَفَرِّقًا فِي هَذَا الْبَابِ، فَأَقْبِلِ الْآنَ عَلَى مَا قَصَدْتَنِي لَهُ، أَوْ دَعْ.

আমি ইলমে হাদীছের জন্য ইমাম বুখারীর নিকট গেলাম। তার কাছে আমার মনের কথা খুলে বললাম। তিনি আমাকে বললেন তুমি কোন বিষয় সর্ম্পকে না জেনেই তার মধ্যে প্রবেশ করিওনা। জেনে রাখ ! তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুহাদ্দিছ হতে পারবেনা যতক্ষণ না তুমি চারটি উদ্দেশ্যে চারজন থেকে, চার জায়গায় চারটি জিনিসের উপর, চার সময়ে চার অবস্থায়, চারটি জিনিসের মত করে চারটি জিনিসের উদাহরণে, চারটি জিনিস সহ চারটি জিনিস লেখ। আর উপরে আলোচিত চারের চক্র পূরণ করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত চারটি জিনিস লাগবে এবং নিজে থেকে চারটি জিনিস শিখতে হবে। সবগুলো যখন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তাকে দুর্বল করে দিবে চারটি জিনিস এবং তার জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিবে চারটি জিনিস। যখন সে এই সবগুলোতে ধৈর্য্য ধরে নিবে তখন মহান আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে চারটি বিষয় দিয়ে সম্মান দিবেন ও পরকালে চারটি বিষয়ের মাধ্যমে প্রতিদান দিবেন।

আমি বললাম, আপনার এই চারের চক্রকে একটু বিশ্লেষণ করে দিন আমার জন্য! ইমাম বুখারী বললেন,

যে চারটি জিনিস লিখতে হবে :

- রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ।
- ছাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস ও ফৎওয়া।
- তাবেয়ীগণের ইতিহাস ও ফৎওয়া।
- সমস্ত ওলামায়ে কেরামের ইতিহাস।

যে চারটি জিনিস সহ

- উপরের সকল তথ্য যে সনদে আসবে সে সনদগুলোর রাবীগণের নাম।
- তাদের উপনাম।
- তাদের বসবাসস্থল।
- তাদের জন্ম মৃত্যু।

চারটি জিনিসের মত করে

- খুতবার জন্য হামদ যেমন মুখস্থ।
- বিপদ আপদে দুয়া যেমন।
- সুরার সাথে বিসমিল্লাহ যেমন।
- ছালাতের সাথে তাকবীর যেমন।

উদাহরণ :

- মুসনাদ।
- মুরসাল।
- মাওকুফ।
- মাক্বতু।

চার সময়ে

- শৈশব কালে।
- কৈশোরে।
- যৌবনে।
- বার্ধক্যে

চার অবস্থায়

- দরিদ্র অবস্থায়।
- সম্পদশালী অবস্থায়।
- ব্যস্ত সময়ে।
- অবসর সময়ে।

চার জায়গায়

- পাহাড়ে।

- মরুভূমিতে।
- সাগরে ।
- জমিনে।

চার জিনিসের উপরে

- পাথরে।
- চামড়ায়।
- মাটিতে।
- নিজের শরীরে। যতক্ষণ না কাগজে লেখা হচ্ছে ততক্ষণ এভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

চারজনের নিকট থেকে

- নিজের বড় থেকে।
- নিজের ছোট থেকে। ইলমে কোন অহংকার চলেনা। সকলের নিকট থেকে শিখতে হয়।
- নিজের সমবয়সী থেকে।
- নিজের পিতার বই থেকে।

চারটি উদ্দেশ্যে

- মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।
- ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য।
- ইলমকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।
- লেখালেখি করার জন্য।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত যে চারটি জিনিস দরকার

- স্বাস্থ্য।
- অর্থনৈতিক সামর্থ্য।
- আগ্রহ।
- মুখস্থ শক্তি।

যে চারটি জিনিস শিখতে হবে

- আরবী ভাষা।
- আরবী লেখা।
- নাহু।
- সরফ।

যে চারটি জিনিস বাধা হয়ে দাড়াবে

- পরিবার।
- অর্থের লোভ।
- সন্তান।
- মাতৃভূমির মায়া। কেননা সফর না করলে ইলম হাসিল হয়না।

মুহাদ্দিছ হওয়ার পর যে চারটি বিপদে পতিত হবে

- শত্রুর হাসি।
- বন্ধুদের তিরস্কার ও অনুৎসাহ মূলক কথা।
- জাহেলদের গালি।
- আলেমগণের হিংসার শিকারে পরিণত হবে।

ধৈর্য্য ধরলে দুনিয়াতে যা পাবে

- অল্পে তুষ্টি।
- মানুষের উপর প্রভাব।
- ইলমের স্বাদ।
- স্থায়ী জীবন। তার মৃত্যুর পরেও মানুষ তাকে স্মরন করবে এভাবে সে চিরদিন জীবিত থাকবে।

পরকালে যা পুরস্কার দিবেন আল্লাহ

- আরশের ছায়া।
- হাউযে কাউছারের পানি।
- নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য শাফায়াত করার সুযোগ।
- জান্নাতে নবীগণের সাথে সহাবস্থানের নিয়ামত।[৮৮১]

তাহক্বীক্ব :

এই নাসীহাত ক্বাযী ইয়ায (রহঃ) সনদ সহ নকল করেছেন। সানাদের কিছু রাবী আমার নিকট অপরিচিত।

স্মৃতি শক্তি বিষয়ে ইমাম বুখারীর উপদেশ :

ইমাম বুখারীকে একদা জিজ্ঞাসা করা হয়, এমন কোন ঔষুধ কি আছে যা পান করলে মুখস্থ শক্তির জন্য উপকার দিবে? ইমাম বুখারী (রহঃ) জবাবে বলেন, না! তারপরে তিনি বলেন,

لاَ أَعْلَمُ شَيْئاً أَنْفَعَ لِلْحفظِ مِنْ نَهْمَةِ الرَّجُلِ، وَمُدَاومَةِ النَّظَرِ

মানুষের স্মৃতি শক্তির জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী হচ্ছে দু'টি জিনিস।

১. মানুষের আগ্রহ।

২. অধিক পড়া।[৮৮২]

ربنا تقبل منا هذا الجهد القليل لخدمة حديث رسولك صلي الله عليه وسلم وفقنا الأكثر فالأكثر كما وفقت البخاري وتب علينا انك أنت التواب الرحيم. سبحانك أللّٰهُمَّ وبحمدك لا أله الأ أنت أستغفرك وأتوب أليك.

---

৮৮১. ইরশাদুস সারী, ১/১৮; তাদরীবুর রাবী, ২/৬০৩; তাহযীবুল কামাল, ২৪/৪৬২।
৮৮২. তাগলীকুত তালীক্ব, ৫/৪১৮।

নিবরাস প্রকাশনীর বইসমূহ

ক্রঃ	বইয়ের নাম	খুচরা মূল্য
১	তাওযীহুল কুরআন ৩০ তম পারা	২৫০
২	তাওযীহুল কুরআন ২৯ তম পারা	২৩০
৩	তাওযীহুল কুরআন ২৮ তম পারা	২৪০
৪	মরণ একদিন আসবেই	৬০
৫	আদর্শ পরিবার	৬০
৬	আদর্শ নারী	৬০
৭	আদর্শ পুরুষ	৬০
৮	আইনে রাসূল (ছাঃ) দো'আ অধ্যায়	৬০
৯	কে বড় ক্ষতিগ্রস্থ	৬০
১০	কে বড় লাভবান	৭০
১১	বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়	৫০
১২	তাফসীর কি মিথ্যা হতে পারে?	৫০
১৩	উপদেশ	১৪০
১৪	সম-অধিকার নয় মর্যাদা চাই	২০
১৫	কেন এই নির্যাতন? কি তার প্রতিকার?	৫০
১৬	মুমূর্ষু হতে কবর পর্যন্ত	৩০
১৭	শিক্ষা বনাম জাহিলিয়াত	৫০
১৮	হাদীছ তাহক্বীক্বে আলবানী (রহঃ)-এর মত পরিবর্তন : সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ও কারণ বিশ্লেষণ	৭০
১৯	মুছত্বলাহুল হাদীছ শিক্ষায় মণি-মুক্তা উপহার	৪৫
২০	মুহাম্মাদ (ছাঃ)ই শ্রেষ্ঠ রাসূল	২৫
২১	আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য	৫০
২২	মিন্নাতুল বারী শারহু ছহীহিল বুখারী	২৫০

--০--

منة الباري
شرح صحيح البخاري

مقدمة (المجلد الأول)

عبد الله بن عبد الرزاق